অংশ্যা-১-৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

CU-H01962-17-P30673

(ত্রৈমাসিক)

17

সপ্তদশ ভাগ

(১৭ ভাগ)

(১৩১৭)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

৭১৫
৫২

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৭

(17)

সপ্তদশভাগের সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি (শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ) ..	১৬৩
২।	আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু (শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী) ...	২৬০
৩।	আসাম-পর্য্যটন (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ) ..	৪১
৪।	ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক বৈজুর দরগা (শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ ও শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ...	৩৭
৫।	উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা (শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ)	৯৫
৬।	কাতন্ত্র-ব্যাকরণ (শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্ এ) ..	১
৭।	কোটালিপাড়ার কূটশাসন (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) ..	২৩
৮।	গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব (শ্রীহরিদাস পালিত)	২৪৭
৯।	চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা (শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ) ...	১৩১
১০।	জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা (শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি এল্) ...	২৫৭
১১।	জ্ঞানদাসের জন্মভূমি (শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ) .. .	১৫৯
১২।	তর্পণদীঘির তাম্রশাসন (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) ...	১৩৫
১৩।	দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময় (শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি)	১৪১
১৪।	নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন (শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি এ) ...	২৩১
১৫।	বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য (শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী)	১৭৫
১৬।	বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ (শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ)	১৪৩
১৭।	বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা-তত্ত্ব (শ্রীরাজকুমার বেদান্ততীর্থ-স্মৃতিতীর্থ) .	২৯
১৮।	ব-দ্বিত্বের পরিভাষা (শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি.এল্)	১৫৭
১৯।	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ) ...	১১৩
২০।	বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি (শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ) .	২১৩
২১।	বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট (মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)	১২৯
২২।	মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত (শ্রীরায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য)	৫৩
২৩।	লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত-পাঞ্চালি (শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত) .	৫৯
২৪।	ঐ ভ্রম-সংশোধন (শ্রীআবদুল করিম)	২৫৯
২৫।	শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ) .	২০৫
২৬।	শ্রীচৈতন্য-পারিষদ্-জন্মস্থান-নিরূপণ (শ্রীশিবচন্দ্র শীল) ..	২২১
২৭।	সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্) .	৬৫
২৮।	হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড (শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ) .	২১৯
২৯।	১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ (শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ) ..	৭১
৩০।	১৩১৭ সালের কার্য্য-বিবরণী . .	১—১০৪
৩১।	শুদ্ধিপত্র (শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্ এ) ...	৵০—।০
৩২।	অতিরিক্ত সংখ্যা—বাঙ্গালাভাষা (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ)	৩৫-১০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

কাতন্ত্র-ব্যাকরণ *

সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কাতন্ত্র অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কাতন্ত্রসূত্রকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাতন্ত্র ব্যাকরণ শালিবাহন রাজার নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছিল। শ্রীমৎসুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে বলিয়াছেন—

"রাজা কশ্চিন্ মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ
সিঞ্চংস্তাং ব্যাহৃতোঽসাবতিসলিলতয়া মোদকং দেহি বাজন্।
মূর্খত্বাত্তন্ন বুদ্ধা স্ববঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো
বাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃ সা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেনং জগর্হ॥

পুরা কিল শ্রীশালিবাহনাভিধানবসুধাধিপং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং প্রতিশ্রুতবত ভাগবতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যেণ কুমারাভিধানো ভগবান্ ভবানীসুতঃ তপসা সমারাধিতঃ। স চ তদারাধনাধীনতামুপগতঃ সন্ নিজব্যাকরণজ্ঞানমাবির্ভবয়িতুং পঞ্চপাদরূপং সূত্রমিদমাদিদেশ।"

একরাজা মহিষীর সহিত সরোবরে জলখেলা করিতে গিয়াছিলেন। খেলার একটী অঙ্গ এই ছিল যে, রাজা রাণীর গায়ে এবং রাণী রাজার গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন। একবার রাজা বড় বেশী জল দিলেন।—রাণী সংস্কৃতে বলিলেন, 'মোদকং দেহি' অর্থাৎ জল দিও না। মূর্খ রাজা মা+উদকং এই স্বর সন্ধি না বুঝিতে পারিয়া মোদক অর্থাৎ মোয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতমানিনী রাজ্ঞীর বড় রাগ হইল। তিনি পতির পূজনীয়তা ভুলিয়া গিয়া, নরপতিকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন।

এইরূপ শোনা যায় যে পূর্ব্ব শালিবাহন নামক রাজাকে তাড়াতাড়ি ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ভবানীসুত কুমারের আরাধনার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনায় বশীভূত হইয়া, স্বকীয় ব্যাকরণ-জ্ঞান প্রকাশিত করিবার জন্য 'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ' এই পঞ্চপাদরূপ সূত্রটীর বিধান করিয়াছিলেন।

* গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ কথাসরিৎসাগরে এই উপাখ্যানটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় শালিবাহনের বদলে সাতবাহন এইরূপ নাম আছে। উপাখ্যানটি এই—

গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠাননগরে সাতবাহন নামক রাজা ছিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। একদা সাতবাহন বসন্তোৎসবের সময় দেবীকৃতি নামক অলৌকিক উদ্যানে নিজ পরিজন সহ সলিলবিহার করিতেছিলেন। রাণীদের মধ্যে বিষ্ণুশক্তিদুহিতা বিশেষ পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া রাজাকে সংস্কৃতভাষায় জল দিতে নিষেধ করিলে রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাণী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন। রাজা মনস্তাপে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। সাতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন "উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, লোকে কত দিনে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারে?" গুণাঢ্য বলিলেন "বার বৎসরে সর্ব্ববিদ্যার মুখস্বরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু আমি মহারাজকে ছয় বৎসরে শিখাইব।" ইহা শুনিয়া সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন "মহারাজ, আপনার সুখের শরীর, আপনি কিরূপে এত ক্লেশ সহ্য করিবেন? আমি আপনাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইয়া দিব।" এই অসম্ভব কথা শুনিয়া গুণাঢ্য রুষ্ট হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, তুমি যদি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা এই তিনই ত্যাগ করিব। যদি আমি প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হই, তবে বার বছর তোমার জুতা মস্তকে বহন করিব।"

সর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন; এবং অবশেষে স্থির করিলেন যে স্বামিকুমার ভিন্ন আর গতি নাই। তিনি সেই দিনই শেষরাত্রে দক্ষিণাপথে স্বামিকুমারের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে প্রসন্ন করিলেন। কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" এই সূত্রটী উচ্চারণ করিলেন। এইটীই কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। সর্ব্ববর্ম্মা মানবসুলভ চপলতাবশতঃ "তত্র চতুর্দশাদৌ স্বরাঃ" এই ২য় সূত্রটী নিজে রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকেয় ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমগ্র ব্যাকরণখানি তোমায় বলিয়া দিই। কিন্তু তুমি তাহা বলিতে দিলে না। তুমি যদি এইরূপে আমার কথায় বাধা না দিতে, তবে এ কৌমার ব্যাকরণ পাণিনীয়কে পরাজিত করিত। যাহা হউক, এই ব্যাকরণ ক্ষুদ্রকলেবর বলিয়া কাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার বাহন ময়ূরের পাখার নাম অনুসারে ইহার আর এক নাম হইবে কলাপ।"

সিদ্ধমনোরথ হইয়া সর্ব্ববর্ম্মা শীঘ্রই বাড়ী ফিরিলেন, এবং কার্ত্তিকেয়ের বরপ্রভাবে সাতবাহনকে অচিরাৎ পণ্ডিত করিয়া দিলেন। সাতবাহন সন্তুষ্ট হইয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে নর্ম্মদাকূলবর্ত্তি বকচ্ছ নামক জনপদের অধিপতি করিয়া দিলেন। আর যাহার মধুর ভর্ৎসনায় নিজের বিদ্যাধিগম হইল, সেই বিদুষী বিষ্ণুশক্তিতনয়াকে, পট্টমহিষী করিলেন।

উপরি লিখিত বিবরণ অনুসারে কুমার বা কার্ত্তিকেয় কেবলমাত্র প্রথম সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইটী সূত্রই কার্ত্তিকেয় প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে, "অতএব কুমারেণৈবং সূত্রিতম্ 'সিদ্ধো বর্ণো সমাম্নায়ঃ' 'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ' ইতি।" (২।২।৪।৪)। বস্তুতঃ কুমার একজন মানুষ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি কাতন্ত্র-প্রস্থানের মূল বা প্রধান গ্রন্থকার। তাহারই নাম অনুসারে কাতন্ত্রকে কৌমার ব্যাকরণ বলে। হইতে পারে যে, বর্ত্তমান কাতন্ত্রের অনেকগুলি সূত্র সেই প্রাচীন কৌমার ব্যাকরণ হইতে অবিকল বা ঈষদ্বিকৃতাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে কলাপের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে সূত্রপাঠ উপলব্ধ হয়, তাহা পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত সূত্রপাঠ হইতে ভিন্ন রকমের।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ কিঞ্চিদধিক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে তৎপ্রণীত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "পণ্ডিতেরা বলেন যে চান্দ্র ব্যাকরণ পাণিনীয়ের এবং কলাপ ঐন্দ্রের অনুরূপ। সপ্তবর্ম্মন্ নামক এক ব্রাহ্মণ ষড়াননের নিকট ঐন্দ্র ব্যাকরণ জানিতে চাহিলে কার্ত্তিকেয় 'সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়ঃ' বলিয়া আরম্ভ করিলেন।" তারনাথ আরও বলেন "যে অনেকে ভ্রমক্রমে সপ্তবর্ম্মন্‌কে সর্ব্ববর্ম্মন্ বা ঈশ্বরবর্ম্মন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" এই মতে কাতন্ত্রই ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং কৌমার ব্যাকরণ। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে সংস্কৃতে কোথাও কাতন্ত্রার্থে ঐন্দ্র শব্দ পাই নাই।

কথাসরিৎসাগরের যে উপাখ্যানটীর সার উপরে সঙ্কলিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায় যে তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং দেশ-ভাষা এই তিনেরই চলন ছিল। কথাসরিৎ-সাগরের অন্যান্য স্থান হইতেও জানা যায় যে, সাতবাহন নন্দের সমসাময়িক। তারনাথের বিবরণ অনুসারে সপ্তবর্ম্মন্ কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক লোক। কথাসরিৎসাগর গল্পের বহি, ইতিবৃত্ত নহে। কিন্তু গল্পগুলি ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নহে। উহার ভিত্তি—জনশ্রুতি এবং জনশ্রুতি প্রায় একেবারেই অমূলক নহে।

নন্দের সময়ে দাক্ষিণাত্যে তিন রকম ভাষা ছিল, ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। কথাসরিৎ-সাগরের মতে পাণিনি, বররুচি, কাত্যায়ন, সর্ব্ববর্ম্মা, গুণাঢ্য ও ব্যাড়ি, ইহারা সকলেই নন্দের সমকালীন। কিন্তু পাণিনি ও সর্ব্ববর্ম্মা এক সময়ের গ্রন্থকার হইতেই পারে না। পাণিনীয় ভাষা ও সর্ব্ববর্ম্মীয় ভাষা এক নহে। পাণিনির সময় সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল। সর্ব্ববর্ম্মের সময় সংস্কৃত মৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল, এ বিষয় বহু প্রমাণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে একটী প্রমাণ পূর্ব্বে কেহ দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, ঐ প্রমাণটী নিম্নে দেওয়া গেল। পাণিনির সমাসপ্রকরণ এবং সর্ব্ববর্ম্মের সমাসপ্রকরণ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, পাণিনির সমাসগুলি কথ্যভাষার সমাস, আর কাতন্ত্রের সমাসগুলি মৃত ভাষার সমাস।

আধুনিক সংস্কৃতে, সামর্থ্য বা অন্বয় থাকিলে প্রায় যে কোন পদের সহিত অন্য যে কোনও

পদের সমাস হইতে পারে। কিন্তু পাণিনির সময়ে এইরূপ ছিল না। তাই পাণিনি, কোন্ কোন্ স্থলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, কোন্ কোন্ স্থলে তৃতীয়া তৎপুরুষ এবং কোন্ কোন্ স্থলেই বা চতুর্থী তৎপুরুষ প্রভৃতি হইবে, তাহা বান্ধিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল স্থল ভিন্ন অন্যত্র ঐ সকল সমাস করিলে ভুল হইত। সকল কথ্য-ভাষায়ই এইরূপ সমস্ত পদ-গঠনের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ঐ নিয়মলঙ্ঘন করিলে, তাৎকালিক লোকের কাণে না বাজিত এমন নহে, তবে ভাষা যখন সাধারণের কথ্যভাষা থাকে না, তখন ঐরূপ ভুল করিলে উহা সহজে ধরা পড়ে না। তাই সর্ব্ববর্ম্মার সময় সমাসের একটা বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। পাণিনি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র করিলেন—

সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ ২।১।৪০।

সিদ্ধশুষ্কপক্কবন্ধৈশ্চ। ২।১।৪১।

আরও কতকগুলি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র আছে, কিন্তু এই দুইটীই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গণপাঠে শৌণ্ডাদিগণে শৌণ্ড, ধূর্ত্ত, কিতব, ব্যাড়, প্রবীণ, সংবীত, অন্তর, অধি, পটু, পণ্ডিত, কুশল, চপল ও নিপুণ এই ত্রয়োদশটী শব্দ পঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধ, শুষ্ক, পক্ক, ও বন্ধ শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে ভাষা যখন একটু বদলিয়া গেল, তখন এতদ্ভিন্ন অন্য শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ হইতে লাগিল। মুগ্ধবোধের টীকায় সাহসিক, দক্ষ ও চতুর শব্দও শৌণ্ডাদিগণে পঠিত হইয়াছে। টীকাকার দেখিলেন যে, সাহসিকাদি তিনটী ভিন্ন আরও বহু শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ হয়। তিনি বলিলেন "পরে শিষ্টপ্রয়োগতঃ" অর্থাৎ শিষ্টপ্রয়োগ অনুসারে আরও ৭মী তৎপুরুষ হইতে পারে। এই জন্যই মুগ্ধবোধের টীকায় শৌণ্ডাদিকে আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। পাণিনিতে কিন্তু শৌণ্ডাদি আকৃতিগণ নহে। পাণিনির সময়ে সাহসিকাদি শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ করিলে ভুল হইত। রঘুবংশের ৩য় সর্গে প্রিয়ানুরাগ, অবিষ্ট-শয্যা, আলেখ্য-সমর্পিত, নিবাত-পদ্ম প্রভৃতি পদগুলি কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধাদির মতে শুদ্ধ, কিন্তু যখন সংস্কৃত কথ্য-ভাষা ছিল, (অর্থাৎ যখন "সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ" সূত্র প্রথম প্রণীত হইয়াছিল), তখন কালিদাস এইরূপ সংস্কৃত লিখিলে, লোকে তাহাকে 'অর্ব্বাচীন সংস্কৃত' বলিয়া ঠাট্টা করিত, সন্দেহ নাই।

পাণিনি বলিলেন—

দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ। ২।১।২৪

অর্থাৎ শ্রিত প্রভৃতি সাতটী শব্দের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। পাণিনির পরবর্ত্তী বার্ত্তিককার কাত্যায়ন দেখিলেন যে, এ তালিকায় আর কুলায় না; শ্রিতাদি সাতটী ভিন্ন গমী প্রভৃতি আরও কয়টীর সহিত ২য়া তৎপুরুষ হয়। তাই বার্ত্তিক হইল

গমিগাম্যাদীনাম্ উপসংখ্যানম্।

এখানে গমী এবং গামী শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু কতগুলি শব্দ যে গম্যাদির মধ্যে গণ্য তাহা ঠিক করা দুরূহ। তাই মুগ্ধবোধের টীকায় ইহাকেও (শ্রিতাদি বা অশ্রিতাদিগণকে)

আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। অন্যথা 'বিপ্রায় বেদবিদুষে' (ভাগবত), সুখেপ্সু, দ্বিষদ্বীর্য্য, নিবাকরিষ্ণু হংসমণ্ডল, দ্যুতিবিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োগ অসাধু হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যে সময়ে "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিত—২।১।২৪" সূত্র রচিত হইয়াছিল, তৎকালে এ সকল প্রয়োগ চল ছিল না। পরে ভাষা বদলিয়া গিয়া, এই গুলি চল হইয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যাকরণের সূত্র বদলাইতে হইয়াছে। তাই সর্ব্ববর্ম্মা দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করিলেন না। তিনি বলিলেন—

বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমাস্যান্তে সমাসোঽি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ॥

আধুনিক পাণিনীয়েরা এবিষয়ে বলেন যে, 'সহ সুপা' (২।১।৪) এই সূত্রদ্বারা পাণিনীয়ে তত্তৎপ্রকরণে অনুক্ত বিশেষ বিশেষ সমাস করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে সুখেপ্সু, বেদবিদ্বান্ এবং প্রিয়ানুরাগ প্রভৃতি 'সহসুপেতি' সূত্রদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে মহাভাষ্যের উক্তি এই—

যস্য সমাসস্য অন্যল্লক্ষণং নাস্তি ইদং তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতি।

আর কোন কোন পাণিনীয় বলেন যে, বেদং বিদ্বান্ বেদবিদ্বান্ এইটী দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, এবং প্রিয়াযামনুরাগঃ প্রিয়ানুরাগঃ এটী ৭মী তৎপুরুষ। পাণিনির কোন্ সূত্রের মতে এই সকল সমাস হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বড় গোলে পড়েন। অগত্যা বলেন যে, 'দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' একটী অখণ্ড সূত্র নহে। এটী দুইটী সূত্রের সমষ্টি; (১) দ্বিতীয়া (২) শ্রিতাতীত। (১) সূত্রের অর্থ এই যে, দ্বিতীয়ার সমাস হয়। অর্থাৎ যে কোনও স্থলে, সাধারণ বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইতে পারে মনে হইবে, বিশেষ নিষেধ না থাকিলে, তথায়ই ২য়া সমাস হইবে। এইরূপ এক সূত্রকে ভাঙ্গিয়া অনেক সূত্রে পরিণত করার নাম যোগবিভাগ। যদি পাণিনির এইরূপ যোগবিভাগ করাই অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি গত প্রভৃতি পাঁচটী শব্দ নিরর্থক দিলেন কেন? কেবল দ্বিতীয়া এই সূত্র করিলেই ত হইত। আবার পাণিনির সময়ে যদি বেদবিদ্বান্ বা সুখেপ্সু সাধু প্রয়োগ হইত, তবে তিনি অনায়াসে "প্রাপ্তাপন্নার্থৈঃ" বলিতে পারিতেন। অতএব যোগবিভাগ অপাণিনীয়। উহা আধুনিক অনৈতিহাসিক পণ্ডিতের কল্পনার ফল। এই কারণেই 'সুখেপ্সু' প্রভৃতিকে "সহ সুপা"র ঘাড়েও চাপান যায় না *। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের যদি ঐতিহাসিক লক্ষ্য থাকিত, তবে

---

* যে সমাসের অন্য লক্ষণ নাই, 'সহ সুপা'ই তাহার লক্ষণ হইবে—এই মহাভাষ্যের উক্তির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বং ভূতঃ ভূতপূর্ব্বঃ প্রভৃতি যে সকল সমাসের অন্য কোন সাধারণ লক্ষণ নাই উহা এই সূত্রের বিষয়; সপ্তমী তৎপুরুষের সাধারণ লক্ষণ রহিয়াছে, অতএব উহা সহ সুপার মধ্যে যাইবে না, যাইলে শৌণ্ডাদির পরিগণন অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়। আর কোনও প্রামাণিক টীকাকারও পাণিনিতে অপরিগণিত কোন ২য়া বা ৭মী সমাস 'সহ সুপার' অন্তর্ভূত বলিয়া লিখেন নাই।

তাঁহারা কখনই পরবর্ত্তী কালের সমস্ত ব্যাকরণ পাণিনির উপর চাপাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। পরবর্ত্তী সমস্ত বৈয়াকরণই এ বিষয়ে সর্ব্ববর্ম্মার অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক পাণিনীয়েরাও যোগবিভাগ স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ কাতন্ত্রেরই অনুসরণ করেন। বিশেষতঃ অধুনা প্রচলিত কাব্যপুরাণাদিতে অপাণিনীয় (যোগবিভাগ না মানিলে) বহুসমাস উপলব্ধ হয়। তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, সর্ব্ববর্ম্মা ও পাণিনির সময়ে সংস্কৃত ভাষার একই আকার ছিল না। বস্তুতঃ ভাষা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, পুরাণের ভাষা, তন্ত্রের ভাষা এক নহে। অতএব পাণিনির পরও ভাষা বদলাইয়াছে বলিব না কেন? এ বিষয়ে আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পাণিনির মতে 'বেমুঃ' পদটী ভুল, কিন্তু চণ্ডীতে উহার প্রয়োগ আছে, তাই বোপদেব "বেমুঃ" সাধিবার সূত্র দিয়াছেন। সুভ্রু প্রাতিপদিকের সম্বোধনে 'সুভ্রু' এই হ্রস্বউকারান্ত পদ পাণিনি বা সর্ব্ববর্ম্মার মতে হইতে পারে না। কিন্তু ভট্টিতে ও কুমারসম্ভবে 'সুভ্রু' পদ উপলব্ধ হয়। ভট্টোজি লিখিলেন "প্রমাদ এবায়মিতি বহবঃ"। বস্তুতঃ যখন সংস্কৃত কথ্য-ভাষা ছিল, তখন ইহা প্রমাদ বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু কালিদাসাদি ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব বোপদেব সুভ্রু পদকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে লৌকিক "অনেশৎ" পদও বোপদেব স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম 'ক্ষ'কারকেও বর্ণমালায় স্থান দিয়াছেন। "উক্তঃ (ক্ষ) বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্যোপচিকীর্ষয়া"।

কিন্তু একটী কথা আছে। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষার বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতে বিবেচিত হয় যে, পাণিনির অব্যবহিত পরেই, সংস্কৃত ভাষা আর কথ্য-ভাষা রহিল না। তখন একমাত্র পণ্ডিতেরাই সংস্কৃতে আলাপাদি করিতে পারিতেন এবং সেই জন্য ভাষার বেশী বদল হয় নাই। অশিক্ষিত লোকের ভাষা শীঘ্র বদলাইয়া যায়। পণ্ডিতদের ভাষার তাড়াতাড়ি বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না।

কাতন্ত্র-ব্যাকরণের মূল সূত্রাংশ অতি লঘু কলেবর। মোট ৮৫৫ আটশত পঞ্চান্নটী সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে।* উহাতেই সংস্কৃত ভাষার অত্যাবশ্যক সন্ধি, নাম, কারক, সমাস, তদ্ধিত ও আখ্যাত উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ লৌকিক-ভাষা সুচারুরূপে বুঝিবার জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎপ্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই, কারণ কৃৎ-প্রকরণ না জানিলেও ভাষার মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে। সূত্রগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রথিত, পড়িলেই অর্থ-গ্রহ হয়। এই সকল কারণে মনে হয়, কাতন্ত্র বস্তুতঃই কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ নৃপতির জন্য বিরচিত হইয়া থাকিবে। যাঁহাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত নহে (সাতবাহনের এবং আমাদের) এবং যাহাদের সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্য প্রভূত সময় ক্ষেপণের সম্ভাবনা নাই (বাজার এবং ইংরাজি স্কুলের ছাত্রদের) তাহাদের জন্য যে কাতন্ত্র ব্যাকরণ যোগ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* পাণিনিতে প্রায় চারি হাজার এবং মুগ্ধবোধে প্রায় বারশত সূত্র আছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎ-প্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন সেই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত কাতন্ত্রে কৃৎপ্রকরণ জুড়িয়া দিয়াছেন।

বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে॥

প্রামাণিক টীকাকার দুর্গসিংহ এবং পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন "কাত্যায়নেন বররুচিনা"। সুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে লিখিয়াছেন "কাত্যায়নো মুনি বররুচি শরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং প্রাণৈষীদিতি কিংবদন্তী"। এই কিংবদন্তীর মূল কোথায়? হইতে পারে যে, লোকে বররুচির ব্যাকরণ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককারের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপেই বোধ হয়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সুরেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। বোধ হয় রাজবল্লভের সম্বন্ধে প্রীত্যুৎপাদন জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেইরূপ বলিয়াছিলেন।

"দ্বাপরে তু জবাসন্ধঃ ইদানীং রাজবল্লভঃ।"

হইতে পারে, কাত্যায়ন বররুচির নামান্তর বা উপাধি মাত্র।

বররুচি কাতন্ত্রের আদ্যবৃত্তিকৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম টীকাকার। এই আদ্যবৃত্তিই সুপ্রসিদ্ধ দুর্ঘটবৃত্তি নামে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। কবিরাজের মতে, এই আদ্যবৃত্তিকার বররুচি এবং কৃৎসূত্রগ্রথক কাত্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি (কলাপচন্দ্র বা কবিরাজ ৪।১।২০; ৩।২।২৮ (২০-২১); ২।৩।৪৮)। বররুচির বৃত্তি গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু উহার প্রথম শ্লোকটী বৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বকীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া উহাকে অমর করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সর্ব্ববর্ম্মিকম্॥

এই শ্লোকটী দুর্গসিংহের নহে—ইহা বররুচির রচিত*। প্রমাণ নমস্কার-শ্লোকীয় কলাপচন্দ্র "নন্বু বররুচিশ্লোকোঽয়ং কথময়ং চকারেত্যুক্তম্"।

কাতন্ত্রের দ্বিতীয় টীকাকার দুর্গসিংহ। আজকাল দুর্গসিংহের বৃত্তি এবং সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের মূলসূত্রই কাতন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃত্তিকার স্বকীয় গ্রন্থে কাতন্ত্রের অসম্পূর্ণাংশের পূরণের জন্য অনেক সূত্র করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক স্থলে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কাতন্ত্রের অল্পসংখ্যক সূত্র দ্বারাই ব্যাকরণের আবশ্যক সমস্ত কাজ চলিতে পারে। বস্তুতঃ কারকের বাজে সূত্রগুলি ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্ববর্ম্মা স্বকীয় বুদ্ধির অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র এবং দুর্গসিংহের বৃত্তি, এই তিনে সংস্কৃত

* ১৩১৫ সালের পৌষমাসের বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে দেবদেব শ্লোকটীকে দুর্গসিংহের বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই শ্লোকটী যে বররুচির তাহা বলিয়া দেন নাই। ঐরূপ বলিয়া দিলে প্রবন্ধের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইত।

ব্যাকরণের এক খানি ছোট বহি বা হেণ্ড্ বুক (hand-book)। উহার দ্বারা ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের সমস্ত কাজ উহার দ্বারা চলে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি ছেলে বেলা কাতন্ত্র পড়িলেন; কিন্তু বড় হইয়া দেখিলেন যে, উহা দ্বারা সকল কাজ চলে না, তখন তিনি কি করিবেন? তিনি অবশ্য পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী পড়িবেন। কিন্তু উহা বড় কঠিন। পাণিনি পড়িতে হইলে, নূতন করিয়া পরিভাষাদি শিখিতে ত' হইবেই, কিন্তু কেবল পরিভাষা শিখিলেই চলিবে না। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি, বিশেষতঃ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এরূপ ভাবে লিখিত, যে উহার আদ্যোপান্ত না পড়িলে, কোন অংশই সুচারুরূপে বুঝা যায় না। আধুনিক প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদী অবশ্য সেরূপ নহে; সংস্কৃত ভাষার সামান্য ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উহাদিগকে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কাতন্ত্রের বহুল প্রচার ছিল, তখন প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর জন্ম হয় নাই। কাজেই যাঁহারা কাতন্ত্র পড়িতেন, তাঁহারা ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ হইতে চাহিলে, বড় বিপদে পড়িতেন; প্রথমে কাতন্ত্র পড়িয়া পরে মূল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে হইত। একই জিনিষ দুইবার পড়িতে হইত। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট রচনা করেন। কাতন্ত্রপরিশিষ্টে আখ্যাত নাই। এই জন্য ত্রিলোচন দাস আখ্যাত লিখেন। সর্ব্ববর্ম্মসূত্র, কাত্যায়নসূত্র, শ্রীপতি-সূত্র ও ত্রিলোচন-সূত্র এই চারি ভাগ এবং উহার বৃত্তি পড়িলে লৌকিক ব্যাকরণের কোন কথাই অজানা থাকে না। আবার দুর্গসিংহের বৃত্তির ব্যাখ্যা টীকা ও পঞ্জী এবং পঞ্জীর টীকা কবিরাজ (বা কলাপচন্দ্র) পড়িলে শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। যাঁহারা বৈয়াকরণ হইতে চান, তাঁহারাও উল্লিখিত কাতন্ত্রপ্রস্থান পড়িলে পাণিনির মুখাপেক্ষী হন না। আর যাঁহারা মোটামুটি ব্যুৎপত্তি চান, তাঁহারা কেবল মাত্র সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র ও দুর্গসিংহের বৃত্তি পড়িতে পারেন। এইটীই কাতন্ত্রের অন্যান্যসাধারণ গুণ। আজ কাল কেহ কেহ ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণমালা প্রণয়নের পক্ষপাতী (graduated series of Sanskrit Grammars); প্রস্থান ঐরূপ একটী ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণশ্রেণী। কাতন্ত্রের মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত সন্ধিপ্রকরণে মুগ্ধবোধ বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অতি বিস্তৃতি নাই, কেবল মাত্র আবশ্যক সন্ধিগুলি দেওয়া হইয়াছে। পরে যদি কাহারও সন্ধিতে বিশেষজ্ঞ হইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি মূল-ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া পরিশিষ্ট পড়ুন। ইহাই আধুনিক প্রণালী-সম্মত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধি শিখিলাম, কিন্তু নামপ্রকরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল, এইরূপ আপত্তি কাতন্ত্রের বেলায় খাটে না। কাতন্ত্র এক খান ব্যাকরণ নহে। উহা একটী ব্যাকরণের শ্রেণী (Series); উহাতে প্রথমে সহজ সহজ সন্ধি, প্রাতিপাদিকের রূপ (declension) কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত বা ধাতুরূপ শিখান হয়। পরে, কৃৎ-প্রকরণ শিখাইয়া বলা হয় যে "তোমার মোটামুটি ভাষাজ্ঞান হইয়াছে। এখন কি তুমি আরও ব্যাকরণ পড়িতে চাও, শাস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করিতে চাও। যদি শাস্ত্রান্তর পড়িতে চাও, ভয় নাই; কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন, কি গণিত,

কি আয়ুর্ব্বেদ, তুমি যে শাস্ত্রই পড়িতে চাও, দেখিবে, তাহার ভাষাই তোমার নিকট অবারিত দ্বার; যদি কোথায়ও ঠেকে টীকা ও পরিশিষ্ট দেখিয়া লইও। তজ্জন্য আর নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যা-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আর যদি বৈয়াকরণ হইতে চাও, তবে পরিশিষ্ট পড়, পঞ্জী পড়, টীকা পড়, কবিরাজ পড়, গোপীনাথ পড়, কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট পড়;—তুমি কোথাও ঠেকিবে না। বৈয়াকরণের এমন কোনও সিদ্ধান্ত নাই, যাহা তোমার অজ্ঞাত থাকিবে; কিন্তু তুমি বেদ পড়িতে পারিবে না। বেদ পড়িতে হইলে, তোমাকে প্রাতিশাখ্য পড়িতে হইবে, পরে টীকা প্রভৃতির সাহায্যে এক খানি ছোট খাট ব্যাকরণ পড়িয়া লইতে হইবে।*

আজ কাল কেহ কেহ পাণিনি ব্যাকরণের অতিমাত্র পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বত্রই পাণিনি চলা উচিত। তাঁহারা প্রায়ই কলাপ ব্যাকরণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বোধ হয়, এই মতাবলম্বীরা অনেকেই অবকাশের অভাবে কলাপের সহিত পাণিনি বা অন্য ব্যাকরণের তুলনা করিয়া পড়েন নাই। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন একবার পাণিনি, কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ তুলনা করিয়া পড়েন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, নামে কাতন্ত্র হইলেও, ব্যাকরণখানি একেবারে তুচ্ছ নহে, এবং বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ান হয়, তাহাদের সংস্কৃতের জন্য কাতন্ত্রই প্রকৃত ব্যাকরণ। বেদাদি পড়িতে হইলে, পাণিনির আবশ্যক। ঐতিহাসিক ভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতে হইলে, পাণিনি, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ তিনই পড়া আবশ্যক; কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী নহে। মহাভাষ্য, মহাভাষ্যপ্রদীপ, কাশিকা, পদমঞ্জরী, মাধবীয় ধাতুবৃত্তি,—এই সকলই পাণিনি পড়িবার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কোনও সুপণ্ডিত "মনোরমাকুচমর্দ্দিনী" ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন, তবে ব্যাকরণের অনেক রহস্য মীমাংসিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী, বালমনোরমা, প্রৌঢ়মনোরমা ও শব্দকৌস্তুভ যে উপেক্ষণীয়, তাহা বলিতেছি না; তবে আজকাল অনেকে কার্য্যত ভট্টোজিকে পাণিনি বলিয়া ভ্রম করেন, তাই এত কথা লিখিলাম।

কেহ কেহ বলেন, পাণিনি আদি বৈয়াকরণ—ভাষাবিজ্ঞানের আদি-গুরু। পাণিনি পড়িয়াই য়ুরোপে প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। পাণিনি আদি বৈয়াকরণ নহেন। তদীয় সূত্রে দশ জন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম আছে (শাকল্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, গার্গ্য ইত্যাদি)। সত্য বটে পাণিন্যুপজ্ঞং ব্যাকরণম্—এইরূপ একটী কথাও প্রচলিত আছে; কিন্তু এই কথার প্রামাণ্যানুসারে পাণিনিকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়া ধরিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, বর্ত্তমান অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি মুনি রচিত নহে; কেন না, আদি-বৈয়াকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের নাম কোথায় পাইলেন? যেমন মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত—মনুর লেখা নহে—তেমনি, এই মতে, অষ্টাধ্যায়ীও পাণিনির লেখা নহে।

---

* স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত "কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া"র দ্বারা বেদের ব্যাকরণের অনেক কাজ হইবে, কিন্তু আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতেরা শীঘ্র উহা গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা নাই।

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
এতানি চতুর্দ্দশমহেশ্বরসূত্রাণি অণাদিসংজ্ঞার্থানি।"

এইরূপ বাক্যগুলি পাণিনিকে মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের নিকট ঋণী করিতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন, এখানে মহেশ্বর অর্থ মহাদেব, উহা কোনও মানুষ বৈয়াকরণের নাম নহে। এবিষয়ে একটী কারিকাও আছে,—

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

ইহার অর্থ এই,—মহাদেব নটরাজরাজ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকারী। একদা তিনি নৃত্যের পর, সনকাদি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য চতুর্দ্দশবার ঢাক বাজাইয়াছিলেন। মনে হয়, এই ঢক্কার শব্দই শিবসূত্ররূপে পরিচিত হইয়াছে।

যে-বৈয়াকরণ প্রথমে এই কারিকাটী বান্ধিয়া ছিলেন, তিনি বেশ সুরসিক কবি ছিলেন, সন্দেহ নাই। হয়ত একদিন তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে "শিবসূত্রগুলি কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আরে এগুলি মহাদেবের সূত্র। মহাদেব একদিন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময় সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল আরও কত ঋষিরা আসিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে জ্ঞান দাও। আমরা মোক্ষ চাই। আমরা নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু মোক্ষ তো আর যে সে জ্ঞানে হয় না। সংস্কৃতমূল বেদান্ত বা উপনিষৎ না পড়িলে মুক্তি হয় না। কাজেই মহাদেব ভাবিলেন, আচ্ছা, ইহাদিগকে দেবভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি বলিয়া দিই, ইহারা বাড়ী গিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যাকরণ গড়িয়া লইবে। কিন্তু মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য যে সে কাণ্ড নয়। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী কম্পিতা হয়। প্রমাণ মুদ্রারাক্ষস। মহাদেব এহেন বিরাট বিকট নৃত্যের পর পরিশ্রান্ত হইলেন।* এইরূপে গলদ্‌ঘর্ম্ম মহাদেব ইচ্ছা করিলে সনকাদিকে "কাল এসো" বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু আশুতোষের তেমন প্রকৃতি নয়। তাঁহাকে ধরিলে আর কেহ নিষ্ফল মনোরথ হয় না। পরিশ্রান্ত মহাদেব, অ ই উ ণ্ ঋ ৯ ক্ এতগুলি অক্ষর আওড়াইতে ক্লেশ বোধ করিয়া, ঢাকে চৌদ্দটী ঘা মারিলেন! তাতেই অণ্ ঋণ্ এচ্ হল্ প্রভৃতি চৌদ্দটী শব্দ হইল।" এখন টোলের ছাত্রেরা যতই খুঁটআখুরে (uncritical) হউন্ না কেন, তাঁহারা একটী না একটী প্রমাণ না পাইলে কিছুই গ্রহণ করেন না। ছাত্রেরা বলিলেন "মহাশয়, এত কথা যে বলিলেন, তাহার প্রমাণ কি?" গুরু বলিলেন শোন,—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাম্ ইত্যাদি

ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হইলেন। সংস্কৃত শ্লোক শুনিলে কে না সন্তুষ্ট হন? কাহার না প্রমাণ-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়? গুরু শেষকালে একটু কারিগরি করিলেন; বলিলেন "এতদ্

বিমর্শে শিবসূত্রজালম্" অর্থাৎ আমি মনে করি, ইহাই শিবসূত্রজাল। গুরুর এই কাণ্ডিগরিটুকু ছাত্রেরা বুঝিলেন না। তদবধি কেহই ইহা বুঝে না। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

যাক্। এই রসিকতার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের অস্তিত্ব-লোপ করিয়া, ব্রাহ্মণবধের ভাগী হইতে চাই না। এদেশে একটী অতি প্রাচীন বহু-প্রচারিত কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহেশ নামক ব্যাকরণ ছিল, পরে তাহার সংক্ষেপ হইয়া পাণিনি, এবং পাণিনির ছায়াবলম্বনে কাতন্ত্র ও কাতন্ত্রের ছায়া লইয়া মুগ্ধবোধ রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাণিনির পর কাতন্ত্র এবং কাতন্ত্রের পর মুগ্ধবোধ এইটুকু সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রমাণিত সত্য। মহেশ্বরের পর পাণিনি এইটুকু কি মিথ্যা? প্রসিদ্ধ টীকাকার নরসিংহচক্রবর্ত্তী চণ্ডীর টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

"যান্যুদ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদবল্গানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

এই শ্লোকের মতে মাহেশ ব্যাকরণ সমুদ্র, পাণিনি গোষ্পদ; আর মাহেশ ব্যাকরণ ব্যাসের সময় প্রচলিত ছিল; সুতরাং আমাদের মতে মহেশ্বর বা মহেশ (যেমন আধুনিক গঙ্গেশ্বর বা গঙ্গেশ—তত্ত্বচিন্তামণিকার) একজন পূর্ব্বকালের মানুষ বৈয়াকরণের নাম। বোধ হয়, তিনিই প্রথমে ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পাঠক্রম ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে হ য ব র ল চালাইয়াছিলেন। অধুনা যে চতুর্দ্দশটী সূত্র পাণিনি-মস্তকের মুকুটস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, উক্ত সূত্রগ্রন্থনের অসাধারণ কৌশলের কথা ভাবিলে, আমরা মহেশ্বরের অলৌকিক প্রতিভায় আরও বিস্মিত হইয়া পড়ি।*

এতক্ষণে প্রমাণিত হইল যে পাণিনি আদি-বৈয়াকরণ নহেন। পাণিনীয় পড়িয়া বপ্, গ্রিম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, এ কথাও সত্য নহে। এই সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতভাষা শিখিয়া, সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন্, আংগ্লো-শাক্সন্, প্রাচীন জর্ম্মন্, প্রভৃতির তুলনা করিয়া, ভাষাবিজ্ঞানের মূলপত্তন করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের কোন কোন সূত্র পাণিনীয়ে থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান কোন বিশিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ নহে। পাণিনিও সংস্কৃত ভাষার এক অবস্থার ব্যাকরণমাত্র। অনেকগুলি ভাষার ব্যাকরণের তুলনাই ভাষাবিজ্ঞানের মূল। সংস্কৃতের যে কোনও ব্যাকরণ, এমন কি ব্যাকরণ-কৌমুদীর মত ছোট একখানি ব্যাকরণ পড়িয়াও ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারিত। তজ্জন্য পাণিনির জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। বস্তুতঃ য়ুরোপে এখনও পাণিনির ভাল প্রচার হয় নাই। তখনতো কেহই পাণিনি জানিত না।

---

* রত্নমালার টীকাকার জয়চন্দ্রের মতে ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি ক্রমই মাহেশের, হ য ব র ল পাণিনি, যথা,—"কৃতে চ ক্ষকারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ক্ষকারাভাবাৎ সুপ্রসিদ্ধমাহেশ্বরবর্ণমালালাভঃ। কালাটপঃ সিদ্ধপদোপাদানাৎ কল্পিতস্য পাণিনীয়বর্ণক্রমস্য ব্যাসঃ কৃতঃ।"

কাতন্ত্রের আরও কতকগুলি উৎকর্ষ দেখাইতেছি। কাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। দুর্গসিংহ সত্যই বলিয়াছেন "এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধা অন্বর্থা ইতি জ্ঞাপ্যন্তে।" স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ (Sonants), অঘোষ (Surds) বর্ত্তমানা হ্যস্তনী অদ্যতনী পরোক্ষা প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। বিশেষতঃ সুপ্রাচীন বেদেও স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষ, উষ্মন্ প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়। (ঐতরেয় আরণ্যক ১।২।৪)। অচ্, হল্, হশ্, খর্, লট্, লঙ্, লিট্ প্রভৃতি কেবল আধুনিক সঙ্কেত মাত্র; উহাদের কোনও অন্বর্থ নাই। এ বিষয়ে একটু ভাবিবার কথা আছে। যখনই আমরা কোনও পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করি, তখনই অভিধেয়ের কোনও লক্ষণ অবলম্বন করিয়া নাম রাখি। কেবল অর্থশূন্য কতগুলি অক্ষর দ্বারা কাজ চালাই না; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রালে (Rayleigh) এবং রামজে (Ramsay) একটী নূতন মূল-ভূত (element) আবিষ্কার করিলেন। উহার নাম রাখিলেন কি? ইচ্ছা করিলেন উহাকে আবেক্ (abec) বা আর্বেক্ (arbec) বলিতে পারিতেন। কোনও দোষ হইত না; কিন্তু তাহা করিলেন না; ঐ নূতন আবিষ্কৃত পদার্থের ধর্ম্ম লইয়া উহার নাম রাখিলেন আরগন্ (argon)। এইরূপ নামকরণপ্রণালীর ব্যভিচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাহাকে সংস্কৃতভাষায় যদৃচ্ছানাম বলে এবং মিল প্রভৃতি নৈয়ায়িকেরা যাহাকে Unmeaning mark (বা অর্থহীন চিহ্ন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই সকল নাম দেওয়ার সময় এ নিয়মের ব্যভিচার হইলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু অচ্, হশ্ প্রভৃতি সাধারণ নাম, উহারা ব্যক্তি-বাচক যদৃচ্ছলব্ধ শব্দ নহে। হশ্ বর্ণগুলির সাধারণগুণ ঘোষবৎ (Sonant) শব্দদ্বারা ও খরবর্ণগুলির সাধারণগুণ অঘোষ (Sharp & Surd) শব্দদ্বারা, সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ যোগরূঢ় নাম ছাড়িয়া দিয়া পাণিনির কি লাভ হইয়াছে? মুখস্থ করার সাহায্য ভিন্ন এই লঘু সংজ্ঞাগুলির (হশ্, খর্ ইত্যাদির) অপর কোনও উপযোগিতা দেখা যায় না। এই মুখস্থ বিদ্যাই আমাদের যাবতীয় অবনতির মূল কারণ। সমস্তই কণ্ঠে রাখিতে গেলে, হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে খালি থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর ঘোষবৎ অঘোষ, হ্যস্তনী, অদ্যতনী প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন পাণিনিও পড়া যায় না। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণেরা এই সকল সংজ্ঞাদ্বারাই কাজ চালাইতেন। এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধাঃ। পাণিনি এগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে, হশ্ খর্, লঙ্, লুঙ্ প্রভৃতি বলিলেন। এ বিষয়ে পাণিনিও মাহেশের অনুকরণ করিয়াছেন। আধুনিক ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির পরিভাষা উপেক্ষিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের পরিভাষাতেই লেথামের ইংরাজি ব্যাকরণ এবং হুইট্‌নির সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। লেথামের ব্যাকরণ হইতে দুইটী সূত্র তুলিয়া দিলাম;—

1. A sharp mute immediately preceded by a flat one is changed into its flat equivalent. Slab+s=slabz, stag+s=stagz.

2. A flat mute immediately preceded by a sharp one, is changed in

its sharp equivalent. Stepped (stept), packed (packt). এই সূত্র দুইটীর সহিত কলাপের নিম্নলিখিত সূত্রটীর তুলনা করুন, দেখিবেন উহাদেব পবিভাষা একই,—

"বর্গপ্রথমাঃ পদান্তাঃ স্ববঘোষবৎসু তৃতীয়ান্।"

খব্, হশ্ প্রভৃতির মাহাত্ম্য, অনেকে ভুলিযা যান যে, সন্ধি একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁহাবা বলেন যে, ইংবাজিতে সন্ধি নাই, বাঙ্গালায় সন্ধি নাই, তবে সংস্কৃতে সন্ধির এত বাড়াবাড়ি কেন? বিদেশীয় বৈয়াকরণেবা সন্ধিকে দুইভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন; (১) অন্তঃসন্ধি—একই পদেব বিভিন্নবর্ণেব মধ্যে এই সন্ধি হয়, নে+অন=নযন; (২) বহিঃসন্ধি—এক পদেব অন্ত্যবর্ণেব সহিত আর এক পদেব আদ্যবর্ণের এই সন্ধি হয়, যেমন—হবিঃ+ত্রাতা=হবিত্রাতা। ইংবাজিতে যে অন্তঃসন্ধি আছে, পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখামেব সূত্র হইতে এবং তাহা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে প্রমাণিত হইবে—

"In both the Latin and the Greek prefixes, the final consonant of the prefix is often modified by or assimilated to the adjoining letter of the root, and is sometimes dropped altogether, as in *abs-tain*, *ac-cent*, *a-spect*. This is for the sake of ease of pronunciation"—Rowe and Webb's Hints.

হিন্ট্সেব তিনটী উদাহরণেব মূল উপসর্গটী ছিল 'ad' লেখামের প্রদর্শিত সন্ধিগুলি সাধারণতঃ সন্ধি বলিয়া ধৃত হয় না, কেন না ইংবাজেবা লেখেন এক রকম, বলেন আব এক বকম। তাঁহাদের বলা এবং লেখা যদি এক হইত অর্থাৎ তাঁহাবা যদি slabs না লিখিয়া slabz লিখিতেন, stepped না লিখিয়া stept লিখিতেন, তাহা হইলে ইংবাজিতে সন্ধি নাই এ ভ্রমের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ। কথ্যভাষাই প্রকৃততাষা। কথ্য ইংরাজিতে অন্তঃসন্ধি কেন, বহিঃসন্ধিও আছে। যাঁহাবা এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ চান, তাহাবা সুইট্ (Sweet) সাহেবেব "English as it is spoken" নামক ক্ষুদ্র উপাদেয় গ্রন্থখানি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, ইংবাজিতে বহিঃসন্ধিব কত ছড়াছড়ি। সুইট্ সাহেব ইংরাজেব বলা এবং লেখা এক কবিতে চান; তাই তাঁহার গ্রন্থে এত সহজে সন্ধি ধরা পড়ে। আমাদের সংস্কৃতভাষী পূর্ব্বপুরুষেরা বলা ও লিখা এক কবিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের গ্রন্থে এত সন্ধি দেখা যায। বাঙ্গালায়ও আছে, ছোট দাদা=ছোড্দাদা, কতদূর=কত্দুব (কত্ খুব কলিকাতা) সাতটা=সাট্টা (ববিশাল), আধসেব=আজ্জেব (ববিশাল) প্রভৃতি বহুতর উদাহবণ দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সন্ধি একটী স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহা বাঙ্গালা-ইংবাজিতে থাকিবে না কেন? একটী অঘোষবর্ণ (surd, sharp) এবং একটী ঘোষবৎবর্ণ (sonant, flat) একত্র খুব দ্রুত উচ্চারণ কবিতে গেলে একটী বদলাইয়া যাইবেই। ইংবাজি stag (ষ্ট্যাগ্) শব্দটীব গ্ (g) ঘোষবদ্বর্ণ এবং স্ও (s) অঘোষবর্ণ। কাজেই হয় (g) গ্ বদলিয়া অঘোষ ক (k) হইবে নয় 'স' (s) বলিয়া ঘোষবৎ জ (z) হইবে। ইংরাজিতে গ্ (g) ঠিক্ বহিল, এবং 'স্' (s) 'জ' (z) হইয়া

গেল। বাঙ্গালীর 'বাক্তরকারি' ইংরাজে ষ্ট্যাগ্‌জের (stagz) ঠিক বিপরীত। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষবৎ ঘ্‌ অঘোষ কৃতে পরিণত হইল। সন্ধি যে এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা হশ্‌ খব্‌ প্রভৃতি সংজ্ঞার দরুণ সহজে ধরা পড়ে না। হশের পর খব্‌ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী হশের স্থানে খব্‌ হয়। কেন এইরূপ হয়, তাহার দিকে লোকের চোখ পড়ে না। ঘোষবতের পর অঘোষ থাকিলে,' ঘোষবৎ স্থানে অঘোষ হয়, যেহেতু উহাদের উচ্চারণের প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে এবং সন্ধির স্বাভাবিকত্ব তাহা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। পুণ্যশ্লোক বিদ্যা-সাগর মহাশয় 'ঘোষবৎ' শব্দ ব্যবহার না করিয়া বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্গ, য র ল ব হ" এই দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যাকরণ-কৌমুদীর বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের হানি করিয়াছেন এবং ছেলেদের ব্যাক-রণ আয়ত্ত করার পথ দুর্গম করিয়াছেন। কাতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি অন্বর্থ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে টীকাকারগণ এবং বর্ত্তমান অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পল্‌ ভওয়েল্‌ (Simple vowel) বা মূল-স্বর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সমানবর্ণ। সমানবর্ণের এইরূপ নাম হইল কেন? কাতন্ত্রবৃত্তি-টীকাকার দুর্গসিংহ বলেন,—

"অষ্টাদশধা ভিন্নতেঽবর্ণঃ তথা ইবর্ণাদয়োঽপীতি···সমানং তুল্যং মানং পরিমাণং যেষামিতি সমানাঃ সিদ্ধাঃ।"

অবর্ণ আঠার রকম, ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ, ঌবর্ণও প্রত্যেকে আঠার রকম। অতএব তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট (অষ্টাদশ-ভেদ-বিশিষ্ট) বলিয়া উহারা সমান বর্ণ। পঞ্জীকার ত্রিলোচনও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হিসাবে সন্ধ্যক্ষরগুলিও সমানবর্ণ হইতে পারিত। উহাদেরও প্রত্যেকের দ্বাদশ ভেদ আছে। অবশ্য এ আপত্তি আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে, কেন না সমান শব্দটী যোগরূঢ়, যৌগিক নহে। যোগরূঢ় শব্দের ধর্ম্ম এই যে, উহার যৌগিক অর্থ অন্যত্রও গিয়া থাকে। যেমন জলজ শব্দটীর যৌগিক অর্থ "জলে জাত" মশকাদিতেও খাটে; কিন্তু এখানে একটী গোলের কথা আছে। স্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে পড়িয়াছে অ বর্ণ, ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ বর্ণ ও ঌ বর্ণ; দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছে এ ঐ ও ঔ। এখন প্রথম শ্রেণীর একটী সাধারণ নাম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একটী সাধারণ নাম চাই। এইরূপ স্থলে কেহই প্রথম শ্রেণীকে এমত নাম দিবে না, যে নাম অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণীরও বাচক হইতে পারে। এই সকল স্থলে বিশিষ্টধর্ম্ম দ্বারাই নামকরণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সন্ধ্যক্ষর নামটী ঐরূপ একটী বিশিষ্ট দ্বারাই করা হইয়াছে। সন্ধ্যক্ষর কিনা সন্ধি+অক্ষর। ইংরাজিতে যাহাকে ডিপ্‌থং (diphthong) বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সন্ধ্যক্ষর। ইহাদিগকে সন্ধ্যক্ষর কেন বলে, তাহা টীকাকারগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। "সন্ধৌ অক্ষরাণি সন্ধ্যক্ষরাণি ইতি। তথা চ এষাং পূর্ব্বো ভাগোঽকারঃ, একারৈকারয়োঃ পরো ভাগ ইকারঃ ওকারৌকারয়োশ্চ উকারঃ"(দুর্গটীকা)। ইহার অর্থ এই,—সন্ধিতে অক্ষর সন্ধ্যক্ষর। ইহাদের পূর্ব্বভাগ অকার; একার এবং ঐকারের পর ভাগ ইকার, ওকার এবং ঔকারের পর ভাগ উকার। পঞ্জী এই কথার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এখানেও টীকাকারেরা একটু ভুল করিয়াছেন। "এষাং পূর্ব্বো

ভাগোঽকারঃ" বলা ঠিক হয় নাই ; "এষাং পূর্ব্বো ভাগোঽবর্ণঃ" বলা উচিত ছিল। কলাপচন্দ্রের রচয়িতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুষেণাচার্য্য এই ভ্রান্ত পাঠ লাগাইতে গিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন অকার স্থানে অবর্ণ কেন বলিলাম, তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইবে। আজকাল একার অবিভাজ্য মূলস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়, অবশ্য এই একার একেবারেই ডিপ্‌থং বা সন্ধ্যক্ষর নহে, কিন্তু প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল না। "অ" এবং "ই" খুব তাড়াতাড়ি একত্র উচ্চারণ করিলে যেমন হয়, একারের উচ্চারণ বোধ হয়, সেই রূপ ছিল। এই রূপে ঐকার দ্রুততরোচ্চারিত, আ+ই রূপে, ওকার দ্রুততরোচ্চারিত অ+উ রূপে, এবং ঔকার দ্রুততরোচ্চারিত আ+উ রূপে উচ্চারিত হইত। এই জন্যই সন্ধিতে অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয্ ঐ স্থানে আয্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। কথাটা চিত্রদ্বারা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এ+অ = অ+ই+অ (১)
= অ+য্+অ (২)
= অয্+অ (৩)

(১) চিহ্নিত স্থলে, ইকারের পর অ আছে, অতএব ই স্থানে য্ হইল। কাজেই অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয্ হয়। এই রূপে

ঐ+অ = আ+ই+অ = আয্+অ।
ও+অ = অ+উ+অ = অব্+অ।
ঔ+অ = আ+উ+অ = আব্+অ।

অবশ্য এখানে একটী ফাঁকি হইতে পারে। যদি 'এ=অই' 'ঐ=আই' বলিয়াই অকার পরে থাকিলে, 'এ' স্থানে অয্ এবং 'ঐ' স্থানে আয্ হয়, তবে 'ই' পরে থাকিলে তো 'অয়' এবং 'আয়' হইতে পারে না, কেন না পূর্ব্ববর্ত্তী 'ই' এবং পরবর্ত্তী 'ই' পরস্পরের অসবর্ণ নহে। এই রূপে উপরে থাকিলে, 'ও' স্থানে অব্ বা 'ঔ' স্থানে আব্ হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে ভাষাবিজ্ঞানের সাদৃশ্য নিয়ম (analogy) অনুসারে এইরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সন্ধ্যক্ষর কি তাহা বুঝান হইল। সমানবর্ণ সন্ধ্যক্ষরের সম্বন্ধী শব্দ (relative term) সমান বর্ণের প্রকৃত অর্থ এই যে উহারা সমান কি না এক অর্থাৎ অবিশ্লেষণীয়। একার ভাঙ্গিয়া 'অই' পাওয়া যায় কিন্তু 'অ' বা 'ই' ভাঙ্গাই যায় না। উহারা অবিভাজ্য মূল-স্বর। এখানে সমান শব্দটীর অর্থ এক। সমান শব্দের অর্থ যে এক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অমরকোষ ও মেদিনী। যথা—সমানাঃ সৎসমেকে স্যুঃ (অমর) সমানং সৎ সমেকেষু ত্রিষু না নাড়িমারুতে (মেদিনী)। ইহা ছাড়া, সমানঃ পতির্যাসাম্, সমানং গোত্রং যেষাম্ প্রভৃতি স্থলে ও সমান শব্দ 'এক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সমান বর্ণগুলি অবিশ্লেষণীয় অবিভাজ্য (unanalysable)। উহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণস্থান

একটী মাত্র। অ কণ্ঠ্য, ই তালব্য, উ ওষ্ঠ, ঋ মূর্দ্ধন্য, এবং ঌ দন্ত্যবর্ণ; কিন্তু একার, ঐকারের উচ্চারণস্থান দুইটী—কণ্ঠ ও তালু; ওকার, ঔকারের উচ্চারণ স্থানও দুইটী—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। সমান পদটীর ব্যুৎপত্তি এই দিক্ দিয়াও করা যাইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে সমান শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,—"একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ"। অ আ প্রভৃতি সমান বর্ণ, কেন না উহারা প্রত্যেকেই সমান বা মাত্র এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

কবি বলিয়াছেন, স্বদেশ-বাসীদের লজ্জা হইতে পারে; কিন্তু স্বনগরবাসী এবং স্ব-প্রদেশ-বাসীর অপ্রত্যয় হইতে পারে, ইহাও অসম্ভব নহে। তাই বোম্বাই প্রদেশের আপতে মহাশয়ের অভিধান হইতে সমান শব্দের অর্থ তুলিয়া দিলাম; "a letter having the same organ of utterance" এখানে the same না বলিয়া "only one" বলিলে ভাল হইত।

কাতন্ত্রে 'নামিন্' (নামী) শব্দটী পারিভাষিক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামী অর্থ অবর্ণবর্জ্জ স্বর। অবর্ণবর্জ্জ স্বরের এই নাম হইল কেন? এ বিষয়ে পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন,—

"নমনং নাম ইতি ভাবে ঘঞ্। সোঽস্যাস্তীতি নামী। তথাবামীষাং হ্রস্বদীর্ঘভেদেন স্বত এব ধ্বনিকচ্চবতি নৈবোর্দ্ধং স্পৃশতীতি"।

কুলচন্দ্র অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিরাজ পঞ্জীর স্বাভাবিক অর্থ ছাড়িয়া দিয়া অন্যরূপ (অ আ ইব উর্দ্ধম্) অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে টীকাকারদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তবে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। প্রকৃত ব্যাখ্যা এই—

ই ঈ প্রভৃতির পর দন্ত্য স্ মূর্দ্ধন্য হইয়া যায়। এই রূপে দন্তকে মূর্দ্ধন্যে পরিণত করে বলিয়া ইহাদের নাম নামী। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যের "দন্তস্য মূর্দ্ধন্যাপত্তির্নতিঃ" (১।৪২) অর্থাৎ দন্তের মূর্দ্ধন্য হওয়ার নাম নতি, এই সূত্রটীই ইহার প্রমাণ। ঋক্প্রাতিশাখ্যে (১।১৭।২০) এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে (২।২৯) নামী শব্দটী এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ঐ অর্থে 'ভাবী' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা "ভাবিভ্যঃ সং যং সমানপদে" (৩।৫৬)। বস্তুতঃ উচ্চারণস্থানকে দন্ত হইতে নামাইয়া (বদলাইয়া) মূর্দ্ধায় আনে বলিয়া ইকারাদি স্বর নামী।

কাতন্ত্রের সকল সংজ্ঞাই অন্বর্থ নহে। কাতন্ত্রে উষ্মবর্ণের আর এক নাম শিট্। পাণিনীয়ে উষ্মবর্ণকে শল্ বলে। টীকাকারেরা বলেন যে, শিট্ সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে, তিনিও লঘু-সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে পারিতেন। কাতন্ত্রে সি ঔ-জস্, অম্, ঔ, এই পাঁচটী বিভক্তিকে ঘুট্ বলে। পাণিনিতে ঘুটের নাম সর্ব্বনাম স্থান। ইহাদিগকে সর্ব্বনাম স্থান কেন বলে, তাহা বুঝিতে পারি নাই, তবে সর্ব্বনামস্থান যে যোগরূঢ় শব্দ তাহা নিশ্চিত। কাতন্ত্রে কেন এই যোগরূঢ় শব্দটী ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়। কলাপে অন্তঃস্থ ও অনুনাসিক ছাড়া আর সকল ব্যঞ্জনের নাম ধুট্। পাণিনিতে ধুট্কে ঝল্ বলে। শিট্, ঘুট্ এবং ধুট্ রূঢ় শব্দ মাত্র; ইহাদের কোনও অবয়বার্থ নাই।

কাতন্ত্রের মতে "পর্য্যায়শব্দানাং গুরুলাঘবচিন্তা নাস্তি" অর্থাৎ একার্থ-বাচক শব্দের মধ্যে কোনটী ছোট বা অল্পাক্ষর আর কোনটী বড় বা বহ্বক্ষর, ইহা ভাবা নিষ্প্রয়োজন ; একটী ব্যবহার করিলেই হইল। যদি প্রক্রিয়াতে কিছু লাঘব হয় তবে সেই প্রকৃত লাঘব। তাই কলাপে স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ, অঘোষ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুগ্ধ-বোধকার এ বিষয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তিনি বিসর্গকে বি, প্রাতিপদিক বা লিঙ্গকে লি, প্রত্যয়কে ত্য পদকে দ, বিভক্তিকে ক্তি, সবর্ণকে র্ণ, দীর্ঘকে র্ঘ, প্রথমাকে প্রী, দ্বিতীয়াকে দ্বী, তৃতীয়াকে ত্রী ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কলাপের টীকাকার-গণ অতি উপাদেয় কথা বলিয়াছেন—

"দ্বিবিধং হি লাঘবং ভবতি—শব্দকৃতম্ অর্থকৃতঞ্চ। তত্র অর্থকৃতমেব লাঘবম্ অভীষ্টম্। নহি বৃক্ষশব্দস্য বৃ সঙ্কেতং ক্ষ সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো বৈদগ্ধী কাচিদস্তি।" পঞ্জী।

অস্যার্থ। লাঘব দুই প্রকার (১) শব্দকৃত, (২) অর্থকৃত। অর্থকৃত লাঘবই অভীষ্ট। বৃক্ষ শব্দের একাংশ 'বৃ' বা 'ক্ষ' কে বৃক্ষ শব্দের বদলে ব্যবহার করিলে শব্দ কৃত লাঘব হয় সত্য, কিন্তু উহাতে কোনও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পঞ্জীর উদ্ধৃত উক্তি দেখিলে, আপাততঃ মনে হয় যে, ইহা মুগ্ধবোধ লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; কেন না, মুগ্ধবোধকার বোপদেব পঞ্জীকার ত্রিলোচনের পরবর্ত্তী কালের লোক। বোপদেব "কাব্যকামধেনুতে" ত্রিলোচনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর পঞ্জী হইতে প্রাচীনতর বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গ-টীকায়ও ঐরূপ কথা আছে *। এই সকল কথা যে আন্দাজে বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। তবে কি বোপদেবের পূর্ব্বেও, হ্রস্ব, দীর্ঘ, সবর্ণ, পদ, বিভক্তি প্রভৃতির একদেশ লইয়া সংজ্ঞা গঠনের রীতি ছিল ? অথবা, মুগ্ধবোধকার দুর্গ ও ত্রিলোচনের কি এই ঈঙ্গিত (Hint) পাইয়াই ঐরূপ সংজ্ঞা প্রণয়ন করিলেন ?

শুক্লযজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যে ঘোষবৎকে "ধি" (১।৫৩) অঘোষকে "জিৎ" (১।৫০-৫১), সমানকে "সিম্", এবং শষসকে "মুৎ" বলে। শাকটায়নের ফিট্ সূত্রে "অচ্" সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে "অষ্" প্রযুক্ত হইয়াছে। ভট্টোজী বলিয়াছেন "অষ্ ইতি অচঃ প্রাচাং সংজ্ঞা" (মনোরমা ৪।১।১০)। শুক্লযজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য কাত্যায়নপ্রণীত †। তৎকর্ত্তৃক নিবদ্ধ পরিভাষা মহেশ হইতে প্রাচীনতর হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তৎকালিক বৈয়াকরণেরা সংজ্ঞা খুঁজিতে ছিলেন। মহেশ, ধি, জিৎ, সিম্, মুৎ প্রভৃতির বদলে, তাহার বিচিত্র বর্ণমালা গড়িয়া দিয়া,

---

* "বৃক্ষশব্দস্য বৃ-সঙ্কেতং ক্ষ-সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো লোকে কিং নাম বৈদগ্ধ্যমস্তি।"

† কাত্যায়ন অনেক আছেন ; (১) পাণিনির বার্ত্তিককার, (২) কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রপ্রণেতা (৩) পাণি ব্যাকরণকার কচ্চায়ণ, (৪) প্রাকৃতপ্রকাশপ্রণেতা, (৫) কাতীয়সূত্রের রচয়িতা, (৬) শুক্লযজুর্বেদ প্রাতি শাখ্যকার। ইহাদের মধ্যে (২) ও (৩) হয়ত একই ব্যক্তি।

সংক্ষিপ্ত পরিভাষা সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত পরিভাষা গ্রহণ করিতে হইলে, যে শুক্লযজুর্বেদপ্রতিশাখ্যের ধি, জিৎ, সিম্ ও মুৎ বা কাতন্ত্রের ধৃট্ অপেক্ষা অহেশের হস্, থর্, অক্, শর্, ঝল্ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিঃসংশয়।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ সহজবোধ্য। কাতন্ত্রের সরল পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধ পরিভাষা উহাকে অনেকটা প্রাঞ্জল করিয়া রাখিয়াছে। পাণিনির "অসিদ্ধবদাত্রাভাৎ" (৬।৪।২২) এবং "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" (৮।২।১) প্রভৃতির মতন কাঠিন্যাধায়ক কোনও সূত্র কাতন্ত্রে নাই। অনেকে মনে করেন যে, মুগ্ধবোধের র্ঘ, র্ণ, ক্তি, অচ্, হস্, ঘী, ঘ, ঢ় প্রভৃতি সঙ্ক্ষিপ্ত কট্‌মটে সংজ্ঞাই উহার কাঠিন্যের কারণ। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। একবার সংজ্ঞা গুলি শিখিয়া ফেলিলে, শেষে আর ঐ জন্য কোনও কষ্ট হয় না। তখন "সহ র্ণে র্ঘঃ" বুঝিতেও যে কষ্ট, "সহ সবর্ণেন দীর্ঘঃ" বুঝিতেও সেই কষ্ট। মুগ্ধবোধের কাঠিন্যের অপর কারণ আছে। বোপদেব অত্যন্ত অল্পাক্ষরে ব্যাকরণ লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শব্দ-লাঘবকেই পরম লাঘব মনে করিতেন, প্রক্রিয়া লাঘব বা বিদ্যার্থীদের শ্রমলাঘবের প্রতি তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না। তাই অনেক সময়, একই সূত্রে বিধি, নিষেধ, বিকল্প, প্রতিপ্রসব সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে, কোনও কোনও সূত্র বুঝাইতে শিক্ষককে গলদ্ ঘর্ম্ম হইতে হয়; কিন্তু ছাত্রেরা কিছুই বুঝে না, কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করে। ইহা ছাড়া, মুগ্ধবোধ ও সিদ্ধান্তকৌমুদীর একটা বিশেষ দোষ এই যে, অনেক ব্যাপক-সূত্র ব্যাখ্যা করিবার সময়, বোপদেব এবং ভট্টোজিদীক্ষিত একটী বই উদাহরণ দিতে পারেন নাই। ছাত্রেরা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যাত অংশটুকু বুঝিয়া লয়, বাকি টুকু কণ্ঠস্থ করে। মুগ্ধবোধের "গীকঃ স্তম্ভভ" সূত্রটী বুঝিতে হইলে, অগত্যা চল্লিশটী উদাহরণের দরকার হয়। তন্মধ্যে মাত্র তিনটী উদাহরণ ঐ সূত্রের তের ভাগের এক ভাগ বুঝাইতে সমর্থ, বাকি বার ভাগ ভবিষ্যতে বুঝিবার আশায়, কণ্ঠস্থ করাই শ্রেয়স্কর। কাতন্ত্রে (এবং সূত্র পাণিনিতে) এদোষ নাই। লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" নামক ইংরাজি পুস্তিকায় এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৩) কাতন্ত্রের পরিভাষাই যে কেবল বিজ্ঞানোচিত তাহা নহে; কাতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও বৈজ্ঞানিক। কাতন্ত্র বলেন "গচ্ছন্ত্" মূল প্রাতিপদিক; পাণিনি বলেন "গচ্ছৎ।" ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, "গচ্ছন্ত্" শব্দ কোনো কোনো স্থলে "গচ্ছৎ" হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু "গচ্ছৎ" শব্দের "গচ্ছন্ত্" হওয়া সহজ নহে; কেন না যাহার উচ্চারণ কঠিন, তাহা ভাঙ্গিয়াই সহজের উৎপত্তি হয়, সহজ হইতে নিরর্থক কঠিনে যাওয়া আমাদের প্রকৃতি নহে। বাঙ্গালা ভাষার জলন্ত, ফুটন্ত, জীবন্ত, ঘুমন্ত এবং আসামী ভাষার জলন্ত, চলন্ত, জীবন্ত প্রভৃতি শব্দও কাতন্ত্রের মতের সমর্থন করে। এই কারণে আমরা, কাতন্ত্রের মতে মত দিয়া, বিদ্বন্স্, শ্রেয়ন্স্, চত্বার্, অনড্বাহ্ প্রভৃতিকে মূল প্রাতিপদিক বলিয়া ধরিতে চাই। এই জন্যই 'শতৃ' ও 'ঈয়সু'র পরিবর্ত্তে কাতন্ত্রে 'শন্তৃঙ্ ও 'ঈয়ন্সু' প্রত্যয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই পাণিনির মতুপ্ ও বতুপের স্থলে কাতন্ত্রে মন্ত ও বন্ত বিহিত

হইয়াছে। পাণিনির মতে বুদ্ধিমৎ শব্দ, কলাপের মত বুদ্ধিমন্ত্ শব্দ। বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার বুদ্ধিমন্ত, ভাগ্যবন্ত, ধনবন্ত প্রভৃতি প্রাতিপদিক কাতন্ত্রের মতের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(৪) কাতন্ত্রেব বিষয়বিন্যাসপ্রণালী অতি সুন্দর। প্রথমে সন্ধি, পরে নাম, কারক, সমাস তদ্ধিত, তৎপরে আখ্যাত ; তৎপরে কৃত্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর বিষয়বিন্যাস ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনাব জন্য খুব উপযোগী সন্দেহ নাই ; এবং যখন সংস্কৃত ভাষা কথ্য ছিল, তখন ঐরূপ সাজানর নিমিত্ত অধ্যেতৃগণেবও কোনো কষ্ট হইত না ; কিন্তু বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত মৃতভাষা। এখন পাণিনিব অষ্টাধ্যায়ীদ্বাবা সংস্কৃত শিখিতে গেলে, বড় বিপদ উপস্থিত হয়। পাণিনীয় ব্যাকবণের দশ আনা পড়া না হইয়া গেলে, 'দেব আলয় দেবালয়' এই সহজ সন্ধিটিও শিখা যায় না।* এই অসুবিধা দূর কবিবার জন্য প্রক্রিয়াকৌমুদী এবং সিদ্ধান্তকৌমুদী সঙ্কলিত হইয়াছে ; কিন্তু উহাতে দুইটি গুরুতর দোষ হইয়াছে।

(১) পাণিনির সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায়, উহাদেব অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে এবং তজ্জন্য বৃত্তিব্যতীত সূত্রগুলি দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) পাণিনির ব্যাপকসূত্রগুলি উপযুক্ত সংখ্যক উদাহরণের অভাবে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধবোধেও শেষোক্ত দোষ বিদ্যমান আছে। পাণিনি ও মুগ্ধবোধের সন্ধিস্থলে কাতন্ত্র দণ্ডায়মান। সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিতে গেলে, আজকাল (যখন সংস্কৃত মৃতভাষা, তখন) কলাপের চেয়ে ভাল সাজান হইতেই পারে না। (লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" দেখুন)।

বোপদেব নিজে, মুগ্ধবোধের টীকাকারগণ এবং প্রয়োগরত্নমালাকাব সকলই কাতন্ত্রেব খুব ভক্ত ছিলেন। প্রয়োগবত্নমালায় কাতন্ত্রের লিঙ্গ, ধুট্ শিট্ ঘুট্ প্রভৃতি সংজ্ঞা উপলব্ধ হয়। পাণিনি যাহাকে প্রাতিপদিক নাম দিয়াছেন, কাতন্ত্রে তাহাব নাম লিঙ্গ, বোপদেব এই লিঙ্গ শব্দের একদেশ "লি" ঐ অর্থে ব্যবহাব কবিয়াছেন। বোপদেবের "থি" সংজ্ঞাও কাতন্ত্রের "ঘুট্" হইতে গৃহীত। পাণিনি দীর্ঘ ঌকার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ উভয়ত্রই দীর্ঘ ঌ আছে। 'ক্রম' ধাতুর ক্রম্যতি পদ এবং "ঞিঃ কল্যাদেঃ" সূত্রে "তুলৈরবব্যুঙ্ক্ষাতি অবতুলয়তি" এই উদাহরণ কাতন্ত্রানুযায়ীই দেওয়া হইয়াছে। আবার মুগ্ধবোধে এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাণিনি ও কাতন্ত্র এই উভয়-বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 'শশ প্লুতগতৌ' এই ধাতুর লিট্ বা পবোক্ষায় বোপদেব "শশশতুঃ" পদ দিয়াছেন। পাণিনি ও কাতন্ত্রে আছে, "শেশতুঃ"। ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুগ্ধবোধের টীকায় নূতন সংস্কবণে বর্ত্তমান লেখকেবই প্ররোচনায় এই ভেদটুক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম এই—ঋষীণাং যথোত্তরং প্রামাণ্যম্—অর্থাৎ বৈয়াকরণদেব মধ্যে যে যত কনিষ্ঠ, তাহাব তত প্রামাণ্য। এখানে ঋষীণাং পদে লক্ষণা মানিতে হইবে। কেবল পাণিনি,

* অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ ।৬।১।১০১।

কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিই বৈয়াকরণ (ঋষি) নহেন। শাকটায়ন ব্যাকরণেও ত্রিমুনি আছে; শকট, শাকটি, শাকটায়ন। বস্তুতঃ পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃতের জন্য মুগ্ধবোধের ও রত্নমালার প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ ইহারাই বৈয়াকরণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহা না বুঝিয়া অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কলম চালাইতেছেন, এটি বড় দুঃখের কথা। বৈয়াকরণগণের কথা বলিতে গিয়া টীকাকারদিগকে উপেক্ষা করিয়াছি, কেন না পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকাকারেরা, অনেক সময়, তত সুবিধা করিতে পারেন নাই। মুগ্ধবোধের 'ভূসৃক্রধ্বামঃ' সূত্রের টীকায় দুর্গাদাস বলিয়াছেন, "অনুগ্রহণং ক্রিয়াবিশেষণোপসর্গব্যবধানোঽপি প্রয়োগার্থম্।" এখানে ক্রিয়াবিশেষণ এবং উপসর্গ বলা ভুল, কেন না 'প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার' (রঘু ১৩।৩৬) প্রভৃতি প্রয়োগও সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাতন্ত্রের টীকায় "শব্দান্তর ব্যবহিতেঽপি" এবং সুপদ্মে "ব্যবধানেঽপি" এইরূপ বলা হইয়াছে। মুগ্ধবোধের "ঞ্যাভ্যুঙঃ স্বোঃ (৬৩৮)" সূত্রের টীকায় বলা হইয়াছে "আদৌ হ্রস্বঃ পশ্চাৎদ্বিত্বম্।" "চুর্ভ্যো ণি র্বা (৭৭৩)" সূত্রের টীকায় আগে দ্বিত্ব, পরে হ্রস্ব করা হইয়াছে। এই ভুলটি কলাপের টীকা পঞ্জীকৃত ভুলের নকল! "ইন্ত্য সমা…" সূত্রের পঞ্জী ও "চণপরোক্ষচেক্রীয়িতঃ" সূত্রের পঞ্জী দেখুন।

কাতন্ত্র ও প্রাতিশাখ্যের মধ্যে সূত্রগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও কাতন্ত্র হইতে কতকগুলি সূত্র তুলিয়া দিলাম।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য		কলাপ
অথ বর্ণসমাম্নায় (১।১)	=	সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ (১।১।১)
অথ নব আদিতঃ সমানক্ষরাণি (১।২)	=	দশ সমানাঃ (১।১।৩)

এখানে একটী কথা বলার দরকার। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের মত অ, আ, অ ত, ই, ঈ, ই ত, উ, ঊ, উত ইহারা সমানাক্ষর; ঋ এবং ঌ সন্ধ্যক্ষরের মধ্যে গণ্য।

দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘে (১।৩)	=	তেষাং দ্বৌ দ্বাবন্যোন্যসবর্ণৌ (১।১।৪)
ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ (১।৫)	=	তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ। (১।১।২)
শেষো ব্যঞ্জনানি (১।৬)	=	* কাদীনি ব্যঞ্জনানি (১।১।৯)
আদ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ স্পর্শাঃ (১।৭)	=	
পরাশ্চতস্রোঽন্তস্থাঃ (১।৮)	=	অন্তস্থা যরলবাঃ (১।১।১৪)
পরে ষড় ঊষ্মাণঃ (১।৯)	=	ঊষ্মাণঃ শষসহাঃ (১।১।১৫)
স্পর্শানামানুপূর্ব্বেণ পঞ্চ পঞ্চ বর্গাঃ (১।১০)	=	তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ (১।১।১০)
ঊষ্মবিসর্জ্জনীয় প্রথমদ্বিতীয়াঃ অঘোষাঃ (১।১২)	=	বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ
ন হক্রাবঃ (১।১৩)		শষসাশ্চাঘোষাঃ। (১।১।১১)
ব্যঞ্জনশেষো ঘোষবান্ (১।১৪)	=	ঘোষবন্তোঽন্যে (১।১।১২)
ইত্যাদি		ইত্যাদি

* ব্যঞ্জনং কাদি (বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য ১।৪৭)।

সন্ধ্যক্ষরং পবম (বাজসনেয প্রাতিশাখ্য ১।৪৫) = একারাদীনি সন্ধ্যক্ষরাণি (১।১।৮)

সূত্রের শব্দগত সাদৃশ্য দেখান হইল ; এখন রচনা-প্রণালী-গত সাদৃশ্য দেখাইতেছি।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে,—অম্ বিকারস্য (১।২৮)

ইহার ভাষ্য—"অমিতি শব্দো বিকারস্য আখ্যা ভবতি। অমিতি দ্বিতীয়া বিভক্তেরুপলক্ষণম্। যথা—প্রথম-পৃঠো হকাবশ্চতুর্থম্"—অর্থাৎ সূত্রে দ্বিতীয়ান্ত পদদ্বারা বিকাব বুঝাইবে এবং

অঃ কাবঃ আগমবিকারিলোপিনাম্ (১।২৩)

ইহার ভাষ্য—"আগমাদীনাম্ অঃকাব আখ্যা ভবতি। অঃকার ইতি প্রথমা বিভক্তেরুপলক্ষণম্"—অর্থাৎ সূত্রে আগম বিকাবী এবং লোপী প্রথমা বিভক্তিব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এই দুইটী পরিভাষা কলাপেও থাটে। পাণিনীয়ের "ষষ্ঠীস্থানে যোগা" (১।১।৪৯) পরিভাষার সঙ্গে ইহাদেব তুলনা করুন। পাণিনি বলেন "ইকো যণ্ অচি" ; কলাপ ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের রীতি অবলম্বন করিলে বলিতে হইত, "ইক্ যণম্ অচি"। এই পাণিনীয় সূত্রে বিকাব প্রথমান্ত, বিকাবী ষষ্ঠ্যন্ত আর কলাপে বিকার দ্বিতীয়ান্ত, বিকারী প্রথমান্ত। এইটী সূত্রেব ভাষাগত গঠন-গত প্রভেদ। পাণিনির রীতি প্রাচীনতর না প্রাতিশাখ্যের ও কলাপের রীতি প্রাচীনতর ?

কলাপ নামক বেদের একটী শাখা ছিল। মনে হয়, কাতন্ত্র ঐ শাখার ব্যাকরণ। বর্ত্তমান কাতন্ত্র হয়ত ঐ শাখাব প্রাচীন ব্যাকরণেব পরিভাষা ও বীতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যের সহিত কলাপের এত মিল এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পাবে। কলাপিন্ কলাপ-শাখাব আদি ঋষিব নাম। তাঁহার নাম হইতে কলাপ-শাখা ও কলাপ ব্যাকরণ হইয়াছে। একটী ময়ুর পাখী হইতে (কলাপিন্ ময়ূব) কাতন্ত্র-ব্যাকরণেব নাম কলাপ হওয়া বড় অস্বাভাবিক। আমাদেব হাইকোর্টে একটী বড় ময়ুর প্রধান-প্রাড়্বিবাক হইয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই ময়ুর-ধর্ম্মাবতাব বড় ন্যায়-বিচাব কবিতেন, এই রূপ বলা যতদুর যুক্তিযুক্ত, কার্ত্তিকেয় ময়ূরেব সঙ্গে কাতন্ত্রের যোগ তদপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন।

P30673

কোটালিপাড়ার কূটশাসন

গত বর্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি যে ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের পরিদর্শক শ্রীযুত এচ্, ই, ষ্টেপল্‌টন্ (H. E. Stapleton. Esq. B. A. B Sc.) মহোদয়ের যত্নে শ্রীহর্ষ সম্বৎসরের মানযুক্ত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে গত বর্ষে বর্ষাকালে মুসৌরীতে নীলমণি বাবুর পত্রে জানিতে পারি যে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডাক্তার থিওডর ব্লক এই তাম্রশাসন খানিকে কৃত্রিম প্রমাণ করিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ উহা মুসৌরীতে আমার নিকট অনুবাদের জন্য পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে অনুবাদ সম্পূর্ণ না হওয়ায় নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্‌কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। গত বর্ষে এসিয়াটীক সোসাইটীর পঞ্চবিংশত্যধিক শতবার্ষিক সম্মিলনী উপলক্ষে কলিকাতা মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে উক্ত সাহেব মহোদয় এই তাম্রশাসন খানি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ কলিকাতায় আসিয়া এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও মদীয় শিক্ষক ডাক্তার ব্লকের অকাল মৃত্যু বশতঃ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে বিশাল জলাভূমি আছে তাহার মধ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান। কোটালিপাড় গ্রামের দুর্গপ্রাকার সর্ব্বপ্রথমে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোটালিপাড়ের নিকটবর্ত্তী পিনজারী নামক গ্রামে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বরূপসেনদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই পিনজারী গ্রামের নিকটস্থিত ঘাগর নদীর তীরবর্ত্তী ঘাগরাহাটীগ্রামনিবাসী জনৈক কৃষক ভূমিকর্ষণকালে এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাস্ মহলের সবডিপুটী শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন খানি উক্ত কৃষকের নিকট হইতে লইয়া শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টনের নিকট প্রেরণ করেন।

আমি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের মুখে শ্রবণ করি তিনি, স্বয়ং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিকপত্রে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরে শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট তাম্রশাসনখানি পাইয়া উহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্ব প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে বা তারিখে কোন বিসদৃশ লক্ষণই দেখিতে পাই নাই। যে সময়ে উত্তর ভারতে অক্ষর সমূহের নিম্নদেশে বিষম কোণের প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছিল এবং প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত অক্ষরাবলী ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই

সময়ে উৎকীর্ণ। মান-গণনার ফলের সহিতও অক্ষরতত্ত্বের ফল মিলিয়া যায়, কারণ অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং শ্রীহর্ষাব্দ অনুসারে ইহার মান-গণনা করিলে জানা যায় যে এই তাম্রশাসনখানি ৬৪০—৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পরে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে নিম্নলিখিত বিসদৃশ লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি:—

(১) "হ" যখন কোন যুক্ত অক্ষরে ব্যবহৃত হয় নাই, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সদৃশ, ইহাতে বিষম কোণ নাই। কিন্তু "হ" যখন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। এইরূপ আকারের "হ" এলাহাবাদ দুর্গস্থিত অশোকস্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির[১] অক্ষরের এবং ধনাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের[২] অক্ষরের অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল এবং পশ্চিমভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। পটীয়াকেল্লায় প্রাপ্ত শিববাজের[৩] তাম্রশাসন এবং বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত স্থবির মহানামের খোদিত লিপি[৪] হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গে পূর্ব্ব-ভারতীয় গুপ্তাক্ষর লোপ হইতেছিল।

। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে পূর্ব্বভারতীয় গুপ্তাক্ষরের প্রচলন ছিল না তাহা মুখেশ্বরীর খোদিত লিপি[৫] ও শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসন[৬] হইতে প্রমাণ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত নিম্নভাগে বিষম কোণযুক্ত অক্ষরসমূহের সহিত পূর্ব্ব-ভারতীয় বা পশ্চিম ভারতীয় গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ।

(২) দীর্ঘ "ঈ" সর্ব্বস্থানেই প্রাচীন গুপ্ত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। ৪র্থ পংক্তিতে "জীবদত্ত" শব্দে এবং পঞ্চদশ পংক্তিতে "কেশবাদীন্" শব্দে এইরূপ প্রাচীন আকারের দীর্ঘ "ঈ" স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু শ্রীহর্ষাব্দের ৩৪ বর্ষের অকৃত্রিম খোদিত লিপিতে এইরূপ দীর্ঘ "ঈ"কার থাকা উচিত নহে, বরং মুখেশ্বরীর খোদিত লিপি এবং গঞ্জামের তাম্রশাসনে যেরূপ দীর্ঘ "ঈ" দেখা যায়, তাহা থাকিবার সম্ভাবনা অধিক।

(৩) এই খোদিত লিপিটীতে হ্রস্ব "ই" দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ৯ম পংক্তিতে "ইচ্ছাম্যহং" পদের "ই" দুইটী বিন্দু এবং তাহাদিগের বামপার্শ্বে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত। কিন্তু ১৪শ পংক্তিতে "ইচ্ছতো" শব্দের

---

১ Fleet's Gupta Inscriptions, p 1.
২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৬শ ভাগ।
৩ Epigraphia Indica. Vol. IX p 285.
৪ Fleet's Gupta Inscriptions, p 274 Pl XXIA.
৫ Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 287
৬ Ibid, Vol. VI. p. 143.

"ই" দুইটী বিন্দু এবং তন্নিম্নে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে "ই" যেরূপ ভাবে লিখিত হইত তাহার উদাহরণ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন[৭] ও বাঁসখেড়ার[৮] তাম্রশাসনে এবং শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকার উপরে দুইটী বিন্দু বা বৃত্ত ও নিম্নে একটী অর্দ্ধ বৃত্ত বা বক্ররেখা।

(৪) এই খোদিতলিপির কতকগুলি অক্ষরের আকার প্রাচীন গুপ্তাক্ষরের সদৃশ। অধিকাংশ স্থলেই "ম" ফয়জাবাদ জেলার ভরডি ডিহি[৯] গ্রামের খোদিত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। নাগরী "ষ" প্রাচীন গুপ্তলিপির "স," "জ" ও "হ" র সহিত ব্যবহৃত হইয়া তাম্রশাসনখানির কৃত্রিমত্ব প্রমাণ করিতেছে।

(৫) "ল" একমাত্র অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। বিংশতি পংক্তিতে "শ্লোক" শব্দে যেরূপ আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন পূর্ব্ব ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের সদৃশ। অন্য সকল স্থানেই "ল" পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের অনুরূপ।

(৬) "ড" মূর্দ্ধন্য "ণ"এর সহিত যুক্ত হইয়া দুই প্রকারে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে "সুবর্ণ" শব্দে ও ৪র্থ পংক্তিতে "মণ্ডলে" শব্দে এই অক্ষরটীর যেরূপ আকার দেখা যায় তাহা ৭ম পংক্তিতে "বৎসকুণ্ড" এবং ৮ম পংক্তিতে "জনার্দ্দনকুণ্ড" শব্দে দেখা যায় না।

(৭) লেখক ১৯শ পংক্তিতে, "পক্কটী" শব্দে খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কতকগুলি অক্ষর অনবধানতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই শব্দের প্রথম অক্ষরটীর যেরূপ আকার তাহার সহিত এই খোদিত লিপির অন্য "প" এর কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ আকারের "প" উত্তর ভারতীয় খোদিতলিপিসমূহে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় অক্ষরটী ৮ম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়; কারণ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খোদিতলিপিসমূহেও নাগরী "ক" র অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত মহানামের খোদিতলিপি ও গঞ্জামের তাম্রশাসন ব্যতীত ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে অপর কোন খোদিতলিপিতে এইরূপ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শতাব্দীত্রয়ব্যাপী লিপিমালা হইতে অক্ষর নির্ব্বাচন করিয়া এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) তৃতীয় এবং ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত লিপিমালা।

(২) খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তরপূর্ব্বভারতের প্রচলিত লিপিমালা। বিষমকোণবিহীন "জ" "প" এবং ল" ইহার উদাহরণ।

(৩) নিম্নভাগে বিষমকোণযুক্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপিমালা।

অক্ষরতত্ত্বমূলক প্রমাণ ব্যতীত তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ হইতেই বুঝা যায় যে ইহা

---

৭ Epigraphia Indica, Vol I. & Vol VII.
৮ Ibid. Vol IV P 208
৯ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৬শ ভাগ পৃঃ ১১০।

কৃত্রিম। এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভূমিদানের যে পদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) ইহার প্রথমভাগ গদ্যে বা পদ্যে লিখিত হইত, এবং ইহাতে রাজার পিতৃগণের পরিচয় বা তাহার প্রশংসাবাদ থাকিত। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক তাম্রশাসনের এই অংশে গদ্যে রাজার উপাধি ও অন্যান্য পরিচয় লিখিত থাকে।

(২) দ্বিতীয়ভাগ গদ্যে লিখিত হয় এবং ইহাতে দত্তভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি রাজাদেশ লিপিবদ্ধ থাকে, এবং দত্তভূমি বা গ্রাম কোন্ ভুক্তিতে, মণ্ডলে বা বিষয়ে অবস্থিত ও তাহার সীমাবন্ধনী লিখিত থাকে।

(৩) তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি শ্লোক লিখিত থাকে, তাহাতে প্রদাতার-আশু স্বর্গলাভ বা অপহারকের দীর্ঘকাল নরকবাসের সম্ভাবনা দেখা যায়।

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়:—

(১) রাজা ভূমিদান করেন নাই বা ভূমিদানে সম্মতিপ্রদান করেন নাই।

(২) কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত নাই।

(৩) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে। দানসম্বন্ধে রাজাদেশপ্রচারকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিজ নাম লিখিত হয় না।

(৪) ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে অনুমান সুপ্রতীকস্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীকস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এইস্থানে পদটী মধ্যস্থ। অনুমান হয় যে সুপ্রতীকস্বামীই এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯ম হইতে ১২শ পংক্তিতে যে কথাগুলি আছে তাহা হইতে বোধ হয় যে সুপ্রতীকস্বামী ভূমিগৃহীতা:—

"বিজ্ঞাপ্য ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চিরবসন্নখিলভূখণ্ডলকরলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনীয়।"

ইহার ভাষা অত্যন্ত অশুদ্ধ কিন্তু অনুমান হয় ভূমিগৃহীতা বলিতেছেন যে "আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিব।" এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটীতে এরূপ কোন কথা বা ভূমিগৃহীতাকে দূতকরূপে বিমুক্ত করার কথা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাম্রশাসনখানির খোদিতলিপি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারাও দাতা হইতে পারেন। কিন্তু কোনও রাজকর্ম্মচারী ভূমিদান করিলে রাজার সম্মতি আবশ্যক হয়। প্রাচীনকালেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১১৯১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময় শিঙ্গাববংশীয় বৎসরাজ বারাণসীতে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইয়া-

ছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাবাণসীব নিকটবর্ত্তী কৈমালীগ্রামে বৎসরাজের এই দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাতে বাজাব সম্মতিগ্রহণেব কথাও স্পষ্ট লিখিত আছে।১০ ১২শ, ও ১৩শ পংক্তিব অর্থ কবা যায় না।

দুই একটী সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ পদই বোধ হয় লেখক কর্ত্তৃক শ্রোতৃবর্গের ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তাব ব্লক্ এই দুই পংক্তিব অন্যরূপ পাঠোদ্ধাব কবিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অর্থ কবিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে জাল দানপত্রেব বা কূটশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তবপশ্চিমপ্রদেশেব মধুবন গ্রামেব আবিষ্কৃত স্থাণীশ্ববাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে শ্রাবস্তি ভুক্তিতে বামবথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সোমকুণ্ডক নামক একখানি গ্রাম, কূটশাসনবলে ভোগ কবিতেছিল। বাজা উহা জানিতে পাবিয়া বিচাব কবেন ও কূটশাসন ভাঙ্গিয়া তাহার ২৫শ বাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে উক্তগ্রাম অপব একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। মধুবনেব তাম্রশাসনেব ১০ম পংক্তিতে এই কথা পাওয়া যায়—

"সোমকুণ্ডকগ্রামো ব্রাহ্মণ বামবথ্যেন কূটশাসনেন ভুক্তক ইতি বিচার্য্য যতস্তচ্ছাসম্ ভঙ্ক্ত্বা তস্মাদাক্ষিপ্যচ ইত্যাদি। ১১

এই তাম্রশাসনখানি ৮$\frac{3}{4}$" দীর্ঘ ও ৪$\frac{5}{8}$" প্রস্থ একখানি তাম্রফলকের উপর উৎকীর্ণ। খোদিতলিপিব দক্ষিণে কিয়ৎপবিমাণ স্থান আছে। এইস্থানে বাজমুদ্রা মুদ্রিত হইযাছিল, কিন্তু এখন তাহাব চিহ্নব্যতীত আব কিছুই নাই। ইহাতে একটী ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ছিদ্র আছে। যে সকল খোদিতলিপি একাধিক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ থাকে, তাহা একত্র করিবাব জন্য খোদিত লিপিব দক্ষিণে গোলাকার ছিদ্র কবিতে হয়। ত্রিকোণ ছিদ্রের ব্যবহার বিশেষতঃ এক-তাম্রপাত্রে সহজবোধগম্য নহে। সাধাবণতঃ অক্ষরগুলিব দৈর্ঘ্য $\frac{1}{16}$" ইঞ্চি। তাম্রফলকেব উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপিটী উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১২শ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১১শ পংক্তি সর্ব্বসমেত ২৩ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অতিশয় অশুদ্ধ। এই তাম্রশাসনেব ২য় পংক্তিতে যে মহাবাজাধিবাজ সমাচাবদেবেব নাম পাওয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহাব সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই প্রকাশিত হয় নাই। খোদিত-লিপিব শেষ পংক্তিতে যে ৩৪ বর্ষেব উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় শ্রীহর্ষাব্দের বর্ষ, গুপ্তাব্দের নহে। কারণ খোদিত লিপিতে গুপ্তাক্ষরের ব্যবহাব থাকিলেও অধিকাংশ অক্ষর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীব লিপিমালাব অনুবাদ। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ও প্রেসিডেন্সী কলেজেব পালিভাষাব অধ্যাপক পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই তাম্রশাসনেব তারিখ সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ কবিয়াছেন। ডাক্তার ব্লকেব মতে ইহা ১৪ হর্ষাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়েব মতে ইহা ৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ল" "ল্" বা

১০ Epigraphia Indica, Vol. IV 131.

১১ Epigraphia Indica Vol. I P & Vol VII. P. 155.

"লু" এপর্য্যন্ত কোন খোদিতলিপিতে ১০ বা ৪০ সংখ্যাজ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।১২

৩৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাণীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একছত্রাধীশ্বর ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বঙ্গে অপর কোন স্বাধীন নরপতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।

প্রথম পৃষ্ঠ।

১। স্বস্ত্যসাম্‌পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগ নহুষ যযাত্যম্বরীষ সম
২। ধৃতাং মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যেতচ্চরণকমল
৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং স্ববণ্ড বাশ্যাধিকৃতান্ত
৪। ঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিত কবারকমণ্ডলে বিষয়
৫। পতি পবিভ্রুকো যতোস্য ব্যবহারতঃ স্বপ্রতীকস্বামিনা জেষ্ঠাধি
৬। করণিক দামুক প্রমুখমধিকরণম্বিষয় মহত্তর বৎস
৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ
৮। মহত্তর প্রিয়দত্ত মহত্তর জনার্দ্দন কুণ্ডাদয অন্যে চ
৯। বহবঃ প্রধানা ব্যবহা[রি]ণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[ং] প্রসা
১০। দাচ্ছিরো বমন্নখিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তনীয়
১১। ব্রাহ্মণোপয়া গায়চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হং [য] থা প্রসাদ কত্র
১২। মিতি যত ধনদভ্যর্থন মুপলভ্য সংখো পরিলিখিতা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

১৩। ন্য ব্যবহারিভিঃ সমন্ত্যে (?) সাপটী (?) স্বাপদী (?) জে (? ষ্ঠা)
রাজ্ঞী ধর্ম্মার্থ নির্ম্মল
১৪ ইচ্ছতো ব্যা (?)কৃতা ভূমিং নৃপর্সৈ্যবার্থধর্ম্ম কৃতদস্মৈব্রাহ্মণাদায়তামি
১৫। ত্যবধৃত্য করণিক নয়নাগ-কেশবাদীঙ্কুলচারান্ প্রকল্প্য প্রাক্তাম্রপট্টী
১৬ কৃত্য ক্ষিত্র কুল্য(?)বা পত্রযামপাস্য ব্যাঘ্রকোর কোয়চ্ছি পতচ্চ ভুঃসীমা
১৭। লিঙ্গা নির্দ্দিষ্টং কৃতাস্য স্বপ্রতীকস্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিতঃ
১৮। সীমালিঙ্গানি চাত্রঃ পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্ক্কটী দক্ষিণেন বিদ্যা
১৯। ধরজোগিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্রবর্ম্মকোগকেণঃ উত্তরেণ গো
২০। পেন্দ্রচোরক গ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্ঠিম্বর্ষসহ
২১ স্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেব নরকে বসেত
২২। স্বদতাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া[ং] কৃমিভূত্বা পিতৃভি
২৩। সহ পচ্যতি ॥ সম্বৎ ৩০, ৪, কার্ত্তিদি ১ ॥

১২ Buhler's Indian Palæography, Pl. I, c, x, V, XIV, & XIX—XXVI.

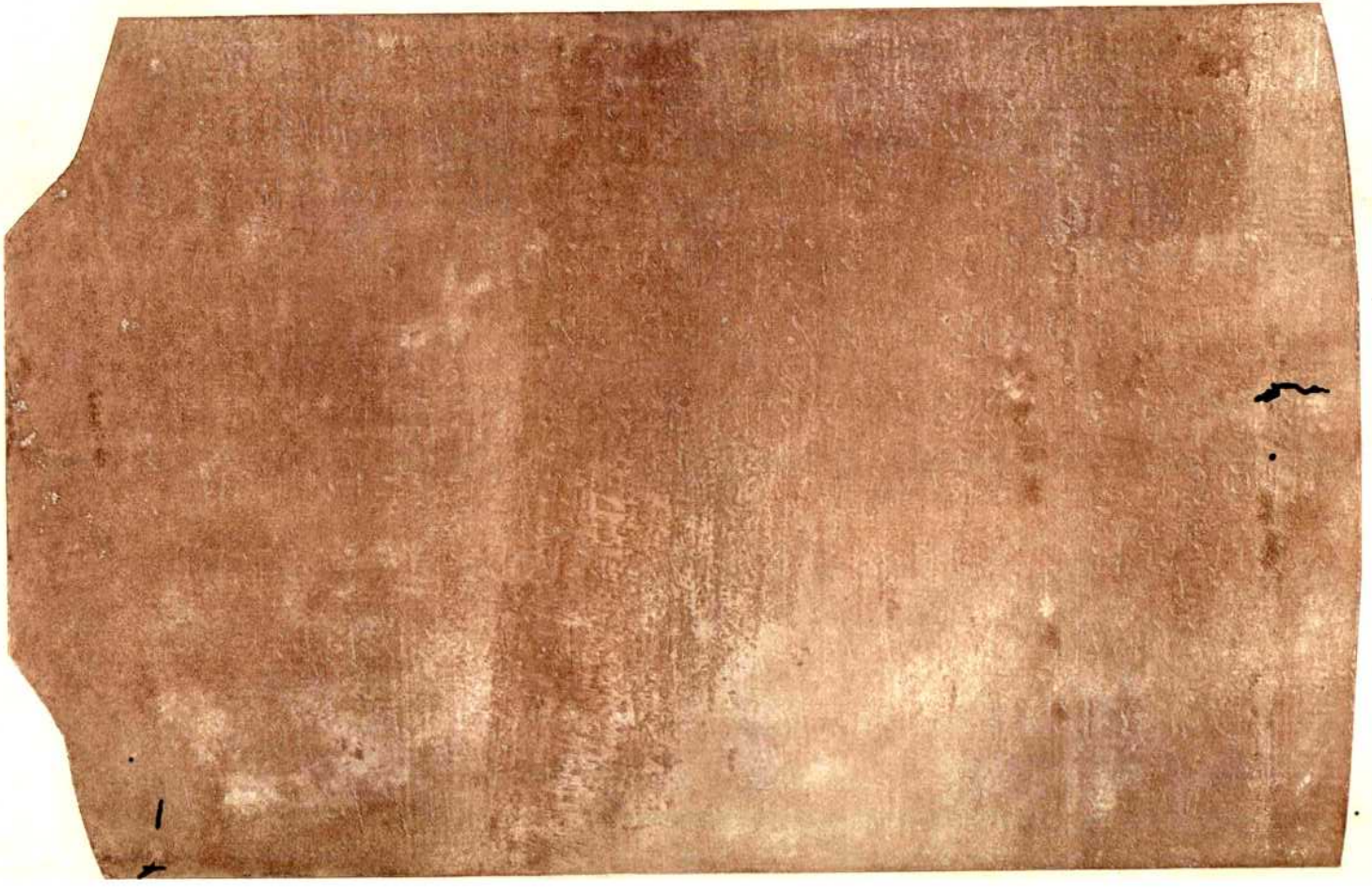

বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব

বঙ্গভাষার শব্দসম্পত্তি বড় স্বল্প নহে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিতে যাইলে বোধ হয় বাঙ্গালার শব্দাধিক্য যথেষ্ট বেশী হইয়া যায়। এই সকল শব্দ লেখ্য ও কথ্য-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাষার ব্যবহারোপযোগী বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে লেখ্য আর কথোপকথনের মুখে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে কথ্য বা উচ্চার্য্য বলা যাইতে পারে। বহুকাল এই উভয় শ্রেণীর শব্দের পরস্পর আদান প্রদান চলিতেছে অর্থাৎ অনেক গ্রাম্যশব্দ লেখ্যভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং ভূরি ভূরি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দও চলিত ভাষায় গিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। চলিত শব্দের লেখ্যভাষায় গ্রহণ বিষয়েও নিবঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" বাক্যের সার্থকতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল কালের কবির কাব্যাদিতেই অল্পাধিক পরিমাণে গ্রাম্যশব্দের বিদ্যমানতা আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে অত শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থারম্ভ করিলেন তিনিও কিন্তু চলিত শব্দ গ্রহণের করল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতির কথা আর কি বলিব! আমরা দুই চারিটীমাত্র কবিপ্রয়োগ এস্থানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃত্তিবাস—রাত্রিকালে কত দেখি কুচ্ছিত স্বপন।
চণ্ডীদাস—ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।
নরোত্তমদাস—যে আজ্ঞা বলিয়া কৈনু কোটি দণ্ডবৎ॥
কবিকঙ্কণ—ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক।
খনার বচন—কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা॥
ভারতচন্দ্র—যদি দেখে আঁটাআঁটি, কান্দিয়া ভিজায় মাটী,
রামপ্রসাদ—ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
মাইকেল—হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ শিঞ্জিনী টঙ্কারি।
ঈশ্বরগুপ্ত—মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে॥
দীনবন্ধু মিত্র—বাগের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়।
হেমচন্দ্র—কান্নাকাটি ঝাটাপটি কত করে মোর।
বঙ্কিমচন্দ্র—বামনির মুখটা বড় কদুয্যি।

এস্থলে বৃহত্তর শব্দগুলি গ্রাম্য। কিন্তু এ আদান প্রদানের কারণ কি?—কারণ অবশ্যই আছে। ভাষাজননী এমনই করুণাময়ী যে তিনি এক সন্তানকে ছাড়িয়া আর এক পুত্রকে লইয়া থাকিতে পারেন না, এক শ্রেণীর পুত্রকে মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিয়া "একচোখো"

CALCUTTA CENTRAL

আখ্যায় আখ্যাত হইতে তিনি অভিলাষী নহেন। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এমন সময় আসিয়া পড়ে যে লেখ্য ভাষাতেও চলিত শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং কথোপকথনের মুখেও বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। "বন্যবরাহগণ পল্বলে গা ডুবাইয়া রহিয়াছে" বলিলে বেশ কেমন একটু শ্রুতিকটু হইয়া উঠে; কেন না গা ও ডুবাইয়া কথাটি চলিত; তাহার সহিত পল্বল না দিয়া ডোবা শব্দের ব্যবহার করাই ভাল। এইরূপ বক্তৃ-বোদ্ধব্যের নিকৃষ্টোৎকৃষ্টত্ব অনুসারেও অনেক সময় লেখ্যভাষাকে ভাল মন্দ করিতে হয়। নচেৎ ভাষা গঠনের নিয়মের ও লৌকিক আচারের অপব্যবহার হইয়া যায়। সংস্কৃতের অলঙ্কার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় সে সকল রীতি পদ্ধতি বা ভাষাগঠন-সংক্রান্ত আইন-কানুনের এপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই বঙ্গভাষা নানাপ্রকারে স্বেচ্ছাচারের প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছে। আমাদিগের উচিত যে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবশ্যকীয় রীতিনীতি-গুলি অনূদিত করিয়া লইয়া ভাষাগঠনের পথ সুগম ও আবর্জ্জনাবিহীন করিয়া লই। এই সকল শাস্ত্রাদেশ গৃহীত হয় নাই বলিয়াই আজ ভাষাকাননে নানা কণ্টকাবর্জ্জনার আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি। (এস্থলে হৃদি শব্দ অশুদ্ধ)

(২) কে রে **শ্যামাঙ্গিনী মত্তমাতঙ্গিনী উলাঙ্গিনী** হ'য়ে সমরে নাচিছে।

(শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ দুষ্ট)

(৩) ঈশাক্ষের ঊষর্বুধে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

(এস্থলে শ্রুতিকটুতা)

(৪) সেই দুখে হিয়া কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে।

(এস্থলে প্রাণের বিনাইয়া কাঁদা অসম্ভব)

উদ্ধৃতাংশসমূহে চিহ্নিত শব্দগুলি যে দুষ্ট, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে ভুল তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাব হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সুধীগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ফলকথা, সংস্কৃত ভাষাতেও যেমন অবস্থাবিশেষে, বক্তৃবিশেষে, ও কালবিশেষে শব্দসংক্রান্ত আড়ম্বর ত্যাগ করিবার, এমন কি, চলিত ভাষার (অর্থাৎ প্রাকৃতভাষা) গ্রহণ করিবারও পদ্ধতি আছে বাঙ্গলার পক্ষেও তাই। এমন সময় আসিয়া পড়ে, যে সময় লেখনী লেখ্যভাষা উদ্গীরণ করিতে বসিয়াও চলিত শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কবিগণ যে ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, তজ্জন্য সকল স্থলে তাঁহাদিগকে দোষী করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহা বলিয়া যে আমরা—

ভারতচন্দ্রের—মাণিক কলগী তোরা জরকসীচিরা

মাইকেলের—অগ্নিশিখা সম অসি মহা তেজস্কর, বৃষ্টিশিলা তড় তড় তড়ে ॥

সহদেব চক্রবর্ত্তীর—(ধর্ম্মমঙ্গলে) তেবান্তর মোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা কৈলে,

ঈশ্বর গুপ্তের—বকুনি তখুনি গেলে পেতেম নিস্তার।

চণ্ডীদাসের—পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন।

বিদ্যাপতি—মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিজি গেল।

প্রভৃতি প্রযোগকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিব তাহাও নহে। পূজায় বলিদানের পদ্ধতি আছে বলিয়া যে যথেচ্ছ পশুর ব্যবহার করিতে হইবে এবং বলি দেয় পশুকে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

যেমন সময় বিশেষে লেখ্য ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে,তেমনই আবার লোকে দেশকাল বিবেচনায় কথ্যভাষায় বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। ময়মনসিংহে গিয়া যদি আমি পায়রা শব্দের ব্যবহার করি তাহা হইলে হয় ত সকল লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি কবুতর কেতর শব্দের উল্লেখ করি, তাহা হইলে তাহার অর্থবোধ বিষয়ে আর কাহারও গোলযোগ থাকিবে না। ইত্যাদি।

চলিত শব্দের সৃষ্টিবিষয়ে অনেকে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, অধিকাংশ ব্যক্তির মত সংস্কৃত হইতেই যাবতীয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সাপ, দই, মাথা, হাত, জোঁক, কাটারী প্রভৃতি শব্দ দেখিলে না হয় তাহাদিগকে সর্প, দধি, মস্তক, হস্ত, জলৌকা, কর্ত্তরিকা প্রভৃতি শব্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিযাছে বলিয়া ধরিয়া লইব, কিন্তু উনান, বালিশ, ধুচুনি, ঢেঁকি, দোয়াত, ইল্লৎ, বকুনি প্রমুখ শব্দ দেখিলে কাহার বলিতে সাহস হইবে যে তাহারা সংস্কৃতমূলক। এই শ্রেণীর শব্দ মধ্যে অনেকানেক বৈদেশিক শব্দ থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গলার নিজস্ব সামগ্রীর সত্বাও তাহাদিগের বড় অল্প নহে। বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অধ্যয়ন করিবার সময় কতকগুলি ছড়া অভ্যাস করিতে পাইয়াছিলাম, সেই সকল ছড়ায় বিদেশের যে সকল গ্রাম্য বাঙ্গলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগের হিসাব বেশ সুন্দরভাবে লিখিত ছিল। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

যথা বাঙ্গলার মিশ্রিত উর্দ্দু শব্দ—

অবোল, আটক, ইস্ত্রী, আমেজ, এলাচ, ওলা, কঠোরা।
কাঁচা, কসা, খট্‌কা, গুদম, ঘুঘু, চম্পট, আর, চারা ॥ (ইত্যাদি)

আরবী শব্দ—মুনফা আমীন জিম্মা মোকর্দ্দমা হাল উকীল।
দায়ের দাবী নায়ের তায়দাদ তামাসা তলব মিসীল ॥ (ইত্যাদি)

পারস্য শব্দ—আমদানী কেবোয়া তুফান ফরিয়াদী উমেদার।
আসামী সেরেস্তা জবাব সওয়াল ও সেরেস্তাদার ॥ ইত্যাদি

*আবশ্যক হইলে=এই সকল ছড়ার অন্যান্য অংশ প্রকাশার্থ প্রদান করিতে পারি।

হিন্দী শব্দ—বোবা জোয়ার মিগি পাকনা চমক সকাল কোয়াসা।
দুরন্ত আর দাঙ্গা জুয়া নবম ফটক চাল চাসা ॥ ইত্যাদি
ইংরাজী শব্দ—টেবিল নম্বর চেয়ার কোচম্যান বেঞ্চ পিস্তল কোট জ্যাকেট।
বেলওয়ে কামান বোতল বাক্স গেলাস পেনসীল লণ্ঠন শ্লেট ॥ (ইত্যাদি)

এখন বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিলেন যে চলিত বাঙ্গলায় কত শত বৈদেশিক শব্দ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, সেই সকল শব্দকে চিরকাল ভাষায় স্থান দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট না লিখিয়া প্রাড্‌বিবাক লিখিলে দোষ কি? কালেক্টর না লিখিয়া 'করোদ্ধর্ত্তা" লেখা মন্দ কি? সিন্দুক না লিখিয়া মঞ্জুষা লিখিতে আপত্তি কি?—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আবার 'তেঁতুলের' পরিবর্ত্তে তিন্তিড়ী, 'দোয়াতের' বদলে 'মস্যাধার', 'বিড়ালের' পরিবর্ত্তে মার্জ্জার, কুক্কুরের স্থানে 'সরমানন্দন' সকল স্থলেই ব্যবহার করা সমীচীন মনে করি না। যেস্থানে ভাষার কাঠিন্যবিধান অনিবার্য্য, সেস্থানে না হয় সহজবোধ্য শব্দের স্থানে একটা আয়াসগম্য শব্দের ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থলেই তাহাদের গ্রহণ সমীচীন নহে। কারণ আমরা সাগু-খোর সাহিত্যিক হইয়া পড়িয়াছি; পোলাও হজম করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। যাহাতে ভাষাটি প্রসাদগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য হয় তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকের কিন্তু সেদিকে আসক্তি ছিল না। অনেকে কেবল চেষ্টা করিতেন, বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শব্দালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য রীতি-নীতিতে বঙ্গভাষাকে বিজড়িত করিয়া রাখিবেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতের ছন্দোভাব, রস, অলঙ্কার প্রভৃতি আসিয়া সংক্রামিত না হইলে আর এ ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না; এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অবশ্য কিছু সময় লাগিবে, কিন্তু ইহা আমি সকলকে অনুরোধ করি যে যিনি যত পারেন বৈদেশিক শব্দগুলিকে বিদায় দিয়া তাহাদিগের স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুন। ভাষাকে পরের ধনে ধনী করা অপেক্ষা স্বকীয় সম্পত্তিতে বলবতী রাখা বড় ভাল। সে যাহা হউক গ্রাম্য শব্দ সম্বন্ধীয় আলোচনাই প্রধান বক্তব্য। জেলাভেদে এই গ্রাম্য-শব্দাবলীর রূপভেদ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। নদীয়ায় যাহাকে 'মেকুর' বলে রাজসাহীতে তাহা বিশাই, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে তাহা বেরাল বা বিড়াল। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু তাহা মার্জ্জার নামে অভিহিত এইরূপ—

হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের ব্যাড়া, মেদিনীপুরের ধাড়া, বাঁকুড়ায় আদাড়, চট্টগ্রামে বীলি, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে কলসী, শ্রীহট্টে কইলা, বাঁকুড়ায় গোর‍্যা পাবনায় চগো যশোহরে বাঁশই, খুলনায় সাঙ্গড়, ময়মনসিংহে চঙ্গ, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে মই, সিংহভূমের গোধি, ঢাকায় গুইল, পাবনায় গোমা, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে গোসাপ,

রঙ্গপুরের জোনাক, যশোহরে চান্দনী, চট্টগ্রামে জোন,
হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে জোরছনা।

এই ত গেল একার্থক শব্দের আঙ্গিক পার্থক্যের কথা; ইহা ছাড়া এরূপ শব্দাবলী ও গ্রাম্য-শব্দ ভাষান্তরে নিতান্ত অল্প নহে—যাহাদিগের উচ্চারণ মাত্র কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরগত প্রভেদ তাদৃশ দেখা যায় না। যথা—

(সংস্কৃতে)—বার্ত্তাকু—হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে,—বেগুণ, চট্টগ্রামে—বাইঅন, যশোহরে—বাগুন, ময়মনসিংহে—বাইগণ, সিংহভূমে—বাইগুণ।

(সংস্কৃতে) ইক্ষুশব্দ নদীয়ায় কুশুর, ময়মনসিংহে কুসুল, বরিশালে কুশের।

(সংস্কৃতে) কবুতরশব্দ ময়মনসিংহে কৈতর, নদীয়ায় কবিতর, পাবনায় কতুর।

(হুগলী, হাবড়া)—ছোকরা, যশোহরে—ছেমড়া, ও পাবনায় ছোমরা।

কয়েকটী শব্দমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক এই শ্রেণীর শব্দ যে বঙ্গভাষায় স্থান পাইয়া লোকমুখে শ্রুত ও কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে ঈদৃশ অনেক শব্দও গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—যাহা বহুজেলায় একরূপ। যথা,

চুল্লী—আখা (পাবনা, নদীয়া ও চট্টগ্রাম)

কাক—কেওয়া (চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা)

নদী—গাঙ্ (ময়মনসিংহ, পাবনা, সাঁওতাল পরগণা) ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ শব্দের অভিধান অনেক রচিত হইয়াছে। চলিত শব্দের শব্দকোষ বা ব্যাকরণরচনাবিষয়ে কিন্তু কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেরি, হটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচ্য-প্রতীচ্য মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে কতক কতক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কাহারও কার্য্যই সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের গ্রাম্য শব্দাবলীর একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াই অবসর লইয়াছিলেন। তাহাও আবার বহুস্থানে অসংলগ্ন ও বিকৃত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু একটী চলিত ক্রিয়ার তালিকা সংগৃহীত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিদের সাহায্যে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গের গোটাকত ক্রিয়ার উল্লেখ ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের ক্রিয়ার নামগন্ধ মাত্র নাই, যদি পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের সহিত পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের মেলামেশা রাখিতে হয়, যদি উভয়-বঙ্গের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর চলিত ভাষার অর্থ অবগত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে শত সহস্রবার বলিব যে বঙ্গের যাবতীয় জেলার চলিত শব্দ লইয়া একখানি ভালরূপ অভিধান ও একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ প্রস্তুত করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

গাড়ী শব্দের উত্তর ওয়ান প্রত্যয় করিয়া গাড়োয়ান পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র না হয় সংস্কৃতে ব্যাকরণে মিলিতে পারে, কিন্তু দাদা শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিয়া দিদী পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র কোথায় পাওয়া যাইবে না।

এই ত গেল গ্রাম্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা। ইহা ছাড়া অভিধানের আবশ্যকতা ত সর্ব্বাগ্রে। যেহেতু চলিত হউক আর সংস্কৃত হউক শব্দের অর্থবোধ অগ্রে আবশ্যক। যেমন ভিত্তি স্থাপন করিয়া তবে তাহার উপর অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, তেমনই শব্দাবলীর অর্থ বুঝিয়া তদনন্তর গঠনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করার প্রয়োজন। কেবল যে পুস্তকধৃত চলিত শব্দাবলীর অর্থ বুঝিবার জন্য গ্রাম্যশব্দকোষের প্রয়োজন, তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণের পরস্পর ভাষা বুঝিবার জন্যও চলিত শব্দাভিধানের প্রয়োজন। যদি ময়মনসিংহবাসী আসিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন যে--

থাতু বিস্থাইদ আইবাইন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব না যে তিনি আমাদিগকে জানাইলেন—দিদিমা বৃহস্পতিবার আসিবেন।

এইরূপ যশোহর জেলার কোন লোক যদি এই গানটী গাহেন যে—

"তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হল্য মানা"

তাহা হইলেও আমাদিগের বোধগম্য হইবে না যে "নায়ের হল্য মানা" বাক্যের অর্থ পিত্রালয়ে গমন নিষেধ।

এইরূপ ঢাকা জেলার কোন লোক যদি প্রকাশ করেন—

"মনাছির ছেমরী পাল্যে দরদ ছাড়ে কেডা"

তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারিব না যে তাহার অর্থ—

মনোমত যুবতী পেলে দরদ ছাড়ে কে?

এইবার হয় ত সকলের উপলব্ধি হইল যে, পুস্তকাদি পাঠের জন্য যেমন চলিত শব্দের অভিধান রচিত হওয়া আবশ্যক, বঙ্গের নানা জেলার চলিত শব্দাবলীর অর্থাদি বুঝিতেও তেমনই গ্রাম্য শব্দকোষের প্রয়োজন।

দুঃখের কথা যে এত বড় একটা অভাব নিরাকরণে কেহই এ পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। সাহিত্যাকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়া গেল—কত কত সাহিত্যরথী মাতৃভাষার পদসেবা করিয়া জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কালসমুদ্রে মিশাইয়া গেল, কিন্তু এত বড় একটা অভাবতিমির নিরাকৃত করিতে কাহারও প্রতিভালোক প্রধাবিত হইল না। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা শতকণ্ঠ বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া যত কেন বলি না—বঙ্গভাষা এক্ষণে যথেষ্ট সমুন্নত হইয়াছে—তথাপি জগতের লোকে ইহা বেশ বুঝিয়া রাখিবে বাঙ্গালার অভাব "অনেক"।

সুখের বিষয় যে, গ্রাম্যশব্দাভিধানের ঐ অভাবটুকু বঙ্গের প্রত্যেক ভাষাসেবক বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্যই নানা স্থান হইতে গ্রাম্য-শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিতেছেন। আমি কিন্তু এ অভাবটুকু বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি, আর পারিয়াছি বলিয়াই আজ ১০ দশ বৎসর কাল গ্রাম্য শব্দকোষরচনায় ব্যাপৃত

আছি। বহুকালের অদম্য পরিশ্রমের ফলে আমি গ্রাম্য শব্দকোষের কাঠাম সৃষ্টি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছি, তবে এখনও ছিটুনী বাঁধুনী অনেক বাকী আছে। যদি গ্রাম্য শব্দকোষ ছাপাইবার সুবিধা ঘটে তাহা হইলে বোধ হয় সকলে সুখী হইবেন—কিরূপ পরিশ্রমে কত জেলায় শব্দ সংগ্রহ করিয়া এ ক্ষুদ্র লেখক শব্দকোষ সঙ্কলনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা শব্দ-সংগ্রহাদি করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে—

(১) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক খুলনাবাসী (খুলনার সংগ্রাহক)
(২) ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার—(যশোহর অঞ্চলের সংগ্রাহক)
(৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি,এ,—(নদীয়ার সংগ্রাহক)
(৪) ,, শিবরতন মিত্র—(বীরভূমের সংগ্রাহক)
(৫) ,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী—(শ্রীহট্টের সংগ্রাহক)
(৬) ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর অঞ্চলের সংগ্রাহক)
(৭) ,, হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, এম,এ,বিএল, (মেদিনীপুরের সংগ্রাহক)
(৮) ,, গোপালনারায়ণ মজুমদার, মোক্তার (জলপাইগুড়ির সংগ্রাহক)
(৯) ,, আবদুল করিম, বি,এ—(চট্টগ্রামের সংগ্রাহক)
(১০) ,, পূর্ণচন্দ্র সান্যাল—(পাবনার সংগ্রাহক)
(১১) ,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী—(ঢাকার সংগ্রাহক)

এই কয় মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই সকল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যদিও আমি শব্দ-সংগ্রহ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তথাপি আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগৃহীত হইয়া উঠে নাই—

(১) মুর্শিদাবাদ।
(২) সাঁওতাল পরগণা।
(৩) ত্রিপুরা
(৪) মুঙ্গের
(৫) দিনাজপুর
(৬) পূর্ণিয়া
(৭) মালদহ
(৮) বগুড়া
(৯) হাজারিবাগ
(১০) ভাগলপুর

যদি মাতৃভাষার অভাব পূরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরি উক্ত জেলা-সমূহের শব্দসংগ্রহবিষয়ে সকলে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি ক্ষুদ্রশক্তি, সাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এই বহু আয়াসের কার্য্য কেমন করিয়া সমাপন করিব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ মিলিত হইলে তবে মহানদীর সৃষ্টি হয়। বহু তারকা সমুদিত হইলে তবে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার কতকাংশে অপনীত হয়। আমার পক্ষেও তাই। সাধারণে আমার কথায়

কর্ণপাত করুন। শব্দসংগ্রহাদি করিয়া দিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত রাখুন। তবে মাতৃভাষার অভাব পূরণ হইবে। বলা বাহুল্য শব্দকোষ সঙ্কলন বিষয়ে যিনি যে কিছু সহায়তা করিতেছেন পুস্তক প্রকাশকালে তাহাতে তাহা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে ও সকলেই এক এক খণ্ড পুস্তকলাভে অধিকারী হইবেন।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থস্মৃতিতীর্থ।

ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক বৈজুর দরগায় উৎকীর্ণ লিপির প্রতিলিপি

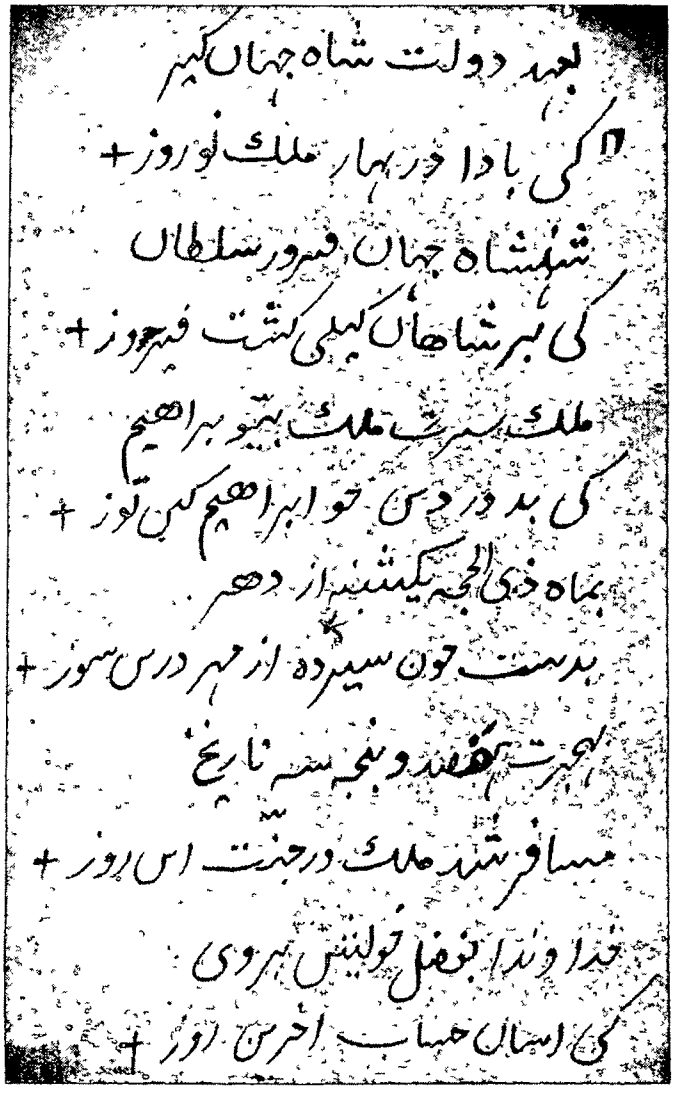

ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক

বৈজুর দরগা

বিহারের উত্তরপশ্চিমে একটা ছোট পাহাড় আছে। উহার নাম পাহাড়ী। পাহাড়টী পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের সমতল ভূমি হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরে খুব খাড়া। দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিছু দূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা। এই পাহাড়টী রাজগৃহের পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণপশ্চিমে পাহাড়ের নীচে দিয়া একটী ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের উপরে ইব্রাহিম আবু বেকরের দর্‌গা। এই সমাধিস্থানটী খুব বিস্তীর্ণ ছিল। ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাহিরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত চতুষ্কোণাকার আঙ্গিনা। ইহার ভিতরে আবার আর একটী প্রাচীরবেষ্টিত পৃথক্ আঙ্গিনা। এই ভিতরের আঙ্গিনার মধ্যে ইব্রাহিমের দর্‌গা। বাহিরের অংশের প্রাচীর তিন দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল, অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর। ইহা লম্বে প্রায় ২৪৫ হাত। বাহিরের প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। এই অংশে অনেক কবর ছিল। তাহার অধিকাংশই এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক সোজা সুজিই ভিতরের প্রবেশদ্বার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইব্রাহিম, আবু বেকরের দর্‌গা ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে। চারিদিকে ইষ্টক প্রাচীরের পরিমাণ ১২৩×১০৩ হাত। ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দর্‌গাটী সমচতুষ্কোণ পরিমাণ ৩৩×৩৩ হাত। উপরে খুব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়া গিয়াছে। এই গম্বুজটী গোলাকার পাঁচটী থাকে বিভক্ত। দরগার নীচে হইতে গম্বুজের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩২ হাত হইবে। দেওয়ালের বেধ প্রায় ৬ হাত হইবে। খুব সুন্দর এক প্রকার বড় বড় ইটে এই সমাধিমন্দির গঠিত। এই মন্দিরগঠনে কোনরূপ মসলা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে ইষ্টকগুলির পরস্পরের মাঝের জোড়া সহজে চোখে পড়ে না। সমাধি মন্দিরের চারিদিকে ৭৷৷০ হাত প্রশস্ত বাঁধানো রোয়াক।

এই দরগার জন্য অতি মনোরম স্থানই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ের উপরই মৃতের সমাধি-স্থানের উপযুক্ত। এখান হইতে চারিদিকে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। দক্ষিণে কিছুদূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গমালার ন্যায় আকাশ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিহার সহর—শ্যামল বৃক্ষরাজির ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। উত্তরে ও পশ্চিমে শস্যক্ষেত্র ও জনপদসমূহ সুন্দর চিত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দরগার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী কবর আছে। মধ্যস্থানেরটী অন্যগুলি হইতে বড়

এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইটীই বোধ হয় সাধু ইব্রাহিমের সমাধি। মন্দিরের বাহিরেব প্রাঙ্গণে আরও অনেক কবর পড়িয়া আছে। তাহাদেব কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ২টী দ্বাব আছে। দুইটী দ্বারের উপরই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত তোগ্‌রা অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। আমবা অপর পত্রে তাহাব একটী প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও দিলাম।

"জগদ্বিজয়ী দুনিয়ার মালিক পৃথিবীর অন্য সমস্ত রাজাব উপবে যিনি বিষযলাভ কবিয়াছেন, সেই শাহ ফিবোজের (নববর্ষের শক্তি বিহারেব উপর অবতীর্ণ হোক্) সময়ে (লিখিত) পুণ্যের রাজা মালিক বৈজু ইব্রাহিম, যিনি বিশ্বাসে আব্রাহামেব ন্যায় দৃঢ় ছিলেন, তিনি ৭৫৩ হিজবিতে জিলহিজ্জা মাসে ত্রয়োদশ দিবসে, ববিবাবে স্বর্গে চলিযা গিয়াছেন। হে খোদা! তোমাব করুণায় তাঁহাব শেষদিনেব ভাব লঘু হউক।"

ইহা হইতে আমবা পাইতেছি যে ফিবোজ শাহেব বাজত্বকালে ৭৫৩ হিজবাতে অর্থাৎ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে (২০শে জানুযাবীতে) ৫৪৬ বৎসব পূর্ব্বে এই ইব্রাহিম আবু বেকবের দবগা নির্ম্মিত হইযাছিল। ইব্রাহিম আবু বেকব বিহাব অঞ্চলেব খুব একজন প্রসিদ্ধ সাধু ফকির ছিলেন। সুতবাং এই দবগাটী খুব প্রাচীনই বলিতে হইবে। নির্ম্মাণকৌশলে এই দরগাটী ৫৪৬ বৎসব পরেও অবিকৃত অবস্থায় বহিযাছে। খুব শীঘ্র ইহাব যে কোন সংস্কাব কবা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে এ বিহাব দিল্লীব সম্রাটেব অধীন ছিল এবং তাঁহাব নিযুক্ত একজন সুবাদাব এখানে শাসনকার্য্য চালাইতেন। তখন ফিবোজ শাহ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। সুতবাং খোদিত লিপিতে যে ফিবোজ শাহেব উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দিল্লীব সম্রাট্ প্রসিদ্ধ ফিবোজশাহ তোগলককেই বুঝাইতেছে বলিতে হইবে। ফিবোজ শাহ তাঁহাব পূর্ব্ববর্ত্তী মহম্মদ তোগলকেব ঠিক বিপবীত ছিলেন। তিনি সুশীল, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মপবাযণ ছিলেন। রাজ্য জয় অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচাবই তাঁহাব বেশী আগ্রহ ছিল। তাঁহাব সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক মস্‌জিদ ও সাধুপুরুষেব দরগা নির্ম্মিত হইযাছিল। এই ইব্রাহিমের দরগাও তাহাব একটী নিদর্শন।

মুসলমানদিগের সময়ে বিহার চিবদিন দিল্লীব সম্রাটেব অধীন ছিল না। অনেকবাব ইহার ভাগ্য পবিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান যুগেব বিহাবেব ইতিহাসকে সাধারণতঃ চাবিভাগে বিভক্ত কবা যাইতে পারে। বক্তিয়াব খিলিজিব বাঙ্গালা জযেব সময অর্থাৎ ৬০০ হিজরী হইতে ৭৩৯ হিজবী পর্য্যন্ত প্রথম যুগ ধবা যাইতে পাবে। এই সময় বিহাব দিল্লীব সম্রাটের অধীন এবং বাঙ্গালার সুবাদাবীব অন্তর্গত ছিল। ৭৩৯ হিজবাতে ফকিরুদ্দীন আবদুল মবাবক শাহ বাঙ্গালা দেশে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা কবেন। কিন্তু বিহাব এই সমযে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং দিল্লীবই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাই বিহাব-ইতিহাসের ২য় যুগ। ৭৯৮ হিজবীতে জৌনপুবেব স্বাধীনবাজ্য স্থাপিত হয, ঐ সময় বিহাব জৌনপুবেব অন্তর্ভুক্ত

এবং দিল্লী হইতে বিযুক্ত হয়। ৮৮১ হিজিবা পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে। এই তৃতীয় যুগকে বিহাবেব স্বাধীন যুগ বলা যায। ৮৮১ হিজবাতে বিহার আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয এবং মুসলমান বাজত্বেব শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবেই থাকে। ইহাই বিহার ইতিহাসের চতুর্থ বা শেষ যুগ।* সুতবাং ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা বিহার ইতিহাসের ২য় যুগে তোগলক সম্রাটদেব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

আমবা সম্প্রতি এই পাহাড়ের চাবিদিকে ও সমাধিক্ষেত্রের ভিতব বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ কবিয়াছি। দরগাব দক্ষিণে প্রস্তবপ্রাচীবেব বাহিরে প্রস্তবস্তূপের ভগ্নাবশেষ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওযা যায়। উত্তবদিকে ও সমাধিক্ষেত্রেব বাহিবে আরও একটী প্রস্তরস্তূপের অবশেষ বহিয়াছে। এই স্তূপগুলিব গঠন ও আকৃতি দেখিয়া বৌদ্ধযুগের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, দক্ষিণদিকেব প্রস্তর-প্রাচীবটীও আমাদিগের নিকট বৌদ্ধযুগের বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক অনুসন্ধানের পব আমরা সমাধিক্ষেত্রেব ভিতরেই একটী প্রস্তবে খোদিত মূর্ত্তি পাইযাছি। একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তবখণ্ডে ২টী মূর্ত্তি খোদিত। দুইটীই স্ত্রীমূর্ত্তি। বামপার্শ্বেব মূর্ত্তিটীর গাত্র নানা অলঙ্কারভূষিত ও মাথায় মুকুটের চিহ্ন দেখা যায়। এই মূর্ত্তিব দুই পার্শ্বে দুইটী সুন্দব স্তম্ভাকাব এবং তাহাতে অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বৌদ্ধযুগেব শিল্পকৌশলেব পবিচয় দিতেছে। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী মূর্ত্তি, এটীতেও অতি সুন্দব শিল্প-কৌশলের পবিচয় আছে। মাথার দিকে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রস্তব খণ্ডটীব পবিমাণ অনুমান দৈর্ঘ্যে ১ এক হস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত ছিল। সম্ভবতঃ ইহা কোন বৌদ্ধমন্দিরেব সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া তাহাব শোভাবর্দ্ধন করিত। আমরা এই প্রকারেব স্ত্রীমূর্ত্তি প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তিব ভগ্নাবশেষের মধ্যে আবও অনেক স্থানে দেখিয়াছি। কালেব বিজয়ী হস্তের দ্বাবা তাড়িত হইয়া এই মূর্ত্তিটী মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্রের এককোণে লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আমবা আবও অনেক প্রস্তরখণ্ডাদি দেখিলাম, যাহা বৌদ্ধযুগের বলিয়া বোধ হইল। মুসলমানেবা সেগুলির কারুকার্য্যাদি নষ্ট করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইযাছে।

এই সব কাবণে আমাদিগেব নিঃসংশয়রূপে মনে হইতেছে যে, এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধমঠ বা বিহাব ছিল। এ, কানিংহাম সাহেবও তাঁহাব "Ancient Geography of India" নামক গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ কবিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গিবিয়াক্ ও কপোতিকাব পর যুঅন্-চুঅঙ্গ্, কপোতিকাব অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে একটী পাহাড়েব উপরে অবলোকিতেশ্বরের যে বিহাব দেখিয়াছিলেন সে এই পাহাড়েব উপরেই অবস্থিত ছিল। কানিংহাম্ সাহেব নিজেও এখানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিযা গিয়াছিলেন। তিনি আবও অনুমান করেন যে, অবলোকিতেশ্বরের 'বিহার' হইতেই এই স্থানেব নামও বিহাব হইয়াছে †। আমবা নিজেও

* See Epigraphia Indica Vol. II, part XIII; p 261.

† See Cunningham's "Ancient Geography of India", p. 473.

সম্প্রতি যে বুদ্ধ মূর্ত্তি এই পাহাড়ের উপর পাইয়াছি বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই কথাই সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি। অতি প্রাচীনকালে এই নির্জ্জন মনোরম পাহাড়ের উপরে একটী বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মুসলমানেরা তাহার ভগ্নাবশেষের উপরে আপনাদিগের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আসাম-পর্য্যটন *

এখন আসাম-ভ্রমণকারীর আর তেমন কষ্ট নাই; রেলে জাহাজে পথ সুগম হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমরা এমনই পর্য্যটনপরাঙ্মুখ যে আসামে কার্য্যবশতঃ অবস্থিত হইয়াও ইহার নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে আমাদের উৎসাহ হয় না।

১৩১৩ সালের পৌষ মাসে পরশুরামকুণ্ড দর্শনার্থ গৌহাটী হইতে যাত্রা করি। পরশুরাম-কুণ্ড যাত্রা-কাহিনী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এইস্থানে তাহার বিষয়ে কোনও কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

পরশুরাম তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে দিব্রুগড় দিয়া ষ্টীমারে বিশ্বনাথ ও তেজপুর দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বাণরাজার বিবরণীতে জানা যায় যে, একদা তিনি নিজ রাজ্যে দ্বিতীয় বারাণসীস্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন! বিশ্বনাথ বর্ত্তমানে তেজপুর জিলার অন্তর্গত, পুরাকালেও প্রাচীন শোণিতপুরের মধ্যভুক্ত ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। এই বিশ্বনাথই বাণরাজার দ্বিতীয় কাশী। প্রমাণ নন্দিসংহিতা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আলোচনা করা যাইবে।

বিশ্বনাথ-ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে বিশ্বনাথের স্থান প্রায় এক মাইল হইবে। বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র বিশ্বনাথপুরীর গা ঘেসিয়া প্রবাহিত হয়। এমন কি তখন স্বয়ং বিশ্বনাথ মহাদেব ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থ হইয়া লোকনয়নের অগোচর হইয়া পড়েন। গ্রামে ঢুকিয়াই সর্ব্বাগ্রে কমলেশ্বর নামক-অনাদিলিঙ্গের দর্শন ঘটে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমাধব নামক চক্রের স্থান এবং তৎসন্নিকটেই চণ্ডীর পীঠ। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে অনাদিলিঙ্গ শিবনাথের দর্শনলাভ হয়। শিবনাথের নিকটে বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন; কথিত আছে, ইহা আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহের স্থাপিত। শিবনাথের ব্যবধানে আর একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা শূন্য। এই মন্দিরও জনৈক আহোমরাজের নির্ম্মিত। বর্ষাকালে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইলে পূর্ব্বে এই মন্দিরে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি-স্বরূপ একটী লিঙ্গের পূজা হইত, ব্রহ্মদেশীয়েরা আসামে আসিয়া যখন উৎপাত করে তখন উহারা এই মন্দিরের ভিতরে গোহত্যা করে বলিয়া ইহা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহারই নিকটে আর একটি মন্দির আছে, এখন তাহাতেই বর্ষাকালে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি পূজা পাইয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের একটি ছোট নালা পার হইয়া তদ্গর্ভস্থ পাষাণময় একটী স্থল দেখা যায়, এই খানেই মহাদেব বিশ্বনাথের অনাদিলিঙ্গ। এই স্থানটি দেখিতে অনেকটা গৌহাটির সমীপস্থ উর্ব্বশী-ক্ষেত্রের ন্যায়। পূর্ব্বে বিশ্বনাথ নামডাক শুনিয়া মনে

* গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছিলাম যে, এখানে এমন একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইব যাহা গৌহাটির শুক্লেশ্বরের বা কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায়; তত বৃহৎ না হইলেও, অন্ততঃ উমানন্দেব কিংবা বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বড় হইবেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রেব গর্ভস্থিত সেই পাষাণময় স্থানেব মধ্যে একটি বৃহৎ গর্ত্তের ভিতব স্থানবিশেষ দেখাইয়া পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "এই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ও অনন্তসহ এখানে অবস্থিত"। তখন একটু হতাশ হইলাম। তিনি আরও বলিলেন, এই প্রস্তরময় স্থানে শতসহস্রশিবলিঙ্গ আছেন, ইহাতে একটু ভীত হইলাম। কিন্তু শিব যখন সহসা চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরীভূত হন না, তখন কি করিতে কি কবিয়া ফেলি। সেই পাষাণময় স্থানের মধ্যে যে যে স্থানে ঈষৎ একটু গর্ত্ত দেখা যায়, সেই সেই স্থানে একটি লিঙ্গ আছেন বলিয়া পুরোহিত দেখাইতে লাগিলেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল স্থান হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। বিশ্ব-নাথের প্রণামে যে মন্ত্র পাঠ কবা হয়, তাহা ঠিক গৌহাটির উমানন্দের প্রণামের তুল্য—

"দেবদেব মহাদেব শশাঙ্কাঙ্কিত শেখব।
তব দর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

বিশ্বনাথের অতি নিকটেই কুণ্ডাকাব একটি স্থান আছে, ইহার নাম "চক্রতীর্থ"; ইহা সেই বারাণসীর অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে স্নানকালে সঙ্কল্পে বলা হয় "বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপী তুল্য" ইত্যাদি।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই স্থানে কেমন একটি কাশীক্ষেত্র তৈয়ার হইতেছিল। হঠাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব কি অন্য কোনও কাবণে ইহাতে বাধা পড়িয়া গেল। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, বাণরাজা যখন এইস্থানে কাশীক্ষেত্র স্থাপন করিলেন, তখন যমবাজ পাপীর সংখ্যা কমিয়া গেলে তাঁহার অধিকার খর্ব্ব হইয়া যাইবে মনে করিয়া কোটি লিঙ্গের একটি লিঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যান। সেই নিমিত্তই এই স্থানে আর বাবাণসী স্থাপিত হইতে পারিল না।

বারাণসীতে গঙ্গা যেমন উত্তর-বাহিনী, এই স্থানেও নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের নালাটি উত্তর দিকে প্রবাহিত। কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা এইরূপ ছিল না। হয়ত যেখানে গর্ত্ত মধ্যে শিবলিঙ্গের কল্পনা কবা হয়, সেই স্থানটী গৌহাটীর উমানন্দের মত উচ্চ শৈলখণ্ড ছিল; হয়ত বা উমানন্দেব লিঙ্গ ও মন্দিরের মত এখানে বিশ্বনাথেরও লিঙ্গ এবং মন্দির ছিল। উমানন্দাধ্যুষিত পর্ব্বতখণ্ডটিকে দেখিলে যেমন বোধ হয় কালে ইহা গৌহাটি সহরেব সংলগ্ন ছিল, ভূকম্প অথবা নদবর ব্রহ্মপুত্রেব গতিপরিবর্ত্তনে ইহা গৌহাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সেইরূপ মনে হয় এই স্থানটিও এক সময় লোকবসতিব সংলগ্ন ছিল। ব্রহ্মপুত্রেব প্রশাখা একটি ভূমিকম্পেব প্রভাবে ইহাব উপর দিয়া চলিয়া গিয়া ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধ্বংসাবশিষ্ট এই পাষাণময় স্থানটি ভক্ত ও পূজকবর্গ দ্বারা প্রাচীন বিশ্বনাথেব স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পরিবক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান পূজকেরা এই স্থানের ইতিবৃত্ত অবগত নহেন বলিয়াই বোধ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ষার কয়মাস বিশ্বনাথ জলের নীচে অবস্থান করেন। বর্ষাত্যয়ে ব্রহ্মপুত্রের নালাটি শুষ্ক হইলে, এই স্থানে যৎসামান্য একটী পর্ণশালা নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ বিশ্বনাথের অবস্থা বর্ত্তমানে বড়ই শোচনীয়। ব্রহ্মপুত্র-স্রোতের অপর-পারেও একটী দেবতাস্থান দেখিলাম। উহার নাম উমা-পীঠ। এই পারে লোকবসতি বিরল; দুই চারিঘর যাহা দেখিলাম, তাহাদিগকে পশ্চিমা অথবা নেপালী বলিয়া বোধ হইল।

বিশ্বনাথের অধিষ্ঠাতার অবস্থার সঙ্গে স্থানেরও অবস্থাবিপর্য্যয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বোধ হয় ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি ছিল, এখন জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে। বিশ্বনাথে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ্ (একত্র) আফিস আছে, এবং বাজার-হাটও আছে। কিন্তু তাহা বিশ্বনাথের মহিমায় নহে, নিকটে চা-বাগান আছে, তথাকার ইংরাজ চা-কর বাহাদুরগণের মাহাত্ম্যে উহা স্থাপিত।

বিশ্বনাথের পর শিলঘাট। শিলঘাটে রাত্রিতে ষ্টীমার বিশ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু সেই খানে কোনও দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে বলিয়া ধারণা ছিল না। দেখিবার তখন অসুবিধাও ছিল। পরে শুনিলাম শিলঘাটে দুই মুনি-শিলা নামে দুইটী বড় বড় প্রস্তর আছে। তাহার পার্শ্বে কতিপয় ছোট ছোট শিলা আছে। কথিত আছে যে, দুইজন মুনি তাঁহাদের অন্তেবাসিবর্গ সহ এখানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছেন।

শিলঘাট ষ্টেশনটি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারে নৌগাঁ জিলায় অবস্থিত। ইহার পরেই তেজপুর। এই সহরটি গৌহাটি সহরের মত একবারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। অসমীয় ভাষায় তেজ অর্থে শোণিত; অতএব ইহাই যে প্রাচীন শোণিতপুর তদ্বিষয়ে দ্বিধা হইবার কথা নাই। পরম শিবভক্ত মহারাজ বাণ, এই খানেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গেও বাণরাজার গড় আছে, ইহাতে সূচিত হয় যে বাণরাজার রাজত্ব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেজপুর ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে বাণরাজার ও তদীয় মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের এবং কন্যা উষার বহু স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।*

আমার সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ সকল দেখিতে পারি নাই। সহর হইতে দূরে একদিকে একটি শিবনিকেতন, এবং অন্যদিকে একটি দেবীমন্দির আছে। শিবলিঙ্গটি শুক্লেশ্বরের ন্যায় বৃহৎ, ইনি ভক্তপ্রবর বাণরাজার সময়ে স্থাপিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

যেখানে এখন ডেপুটি-কমিশনর সাহেবের কাচারি, ঐখানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল। অনেকে বলেন, উহাই বাণরাজার দুর্গ ছিল। স্থানটি দুর্গের যে উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসংহারক কালের প্রবাহে প্রাসাদটি বহুদিন হইল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। উহার উপাদান প্রস্তরখণ্ডগুলির অধিকাংশ ডেপুটি-কমিশনারের আফিস-গৃহের অধোভাগে

* এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে লিখিত এবং গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত বাণ ও শোণিতপুর প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। (নব্য ভারত ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় দ্রষ্টব্য)

প্রোথিত হইয়া লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া আছে। এদিকে তেজপুরে এমন বাসা নাই যেখানে দুই একখণ্ড প্রস্তর না পড়িয়া আছে। কোন কোন স্থলে ঐ গুলি ঘরের পৈঠা, ক্বচিৎবা স্নানার্থ আসন, কুত্রাপি বা পায়খানায় উঠিবার পাদান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হায় যে সকল উপলখণ্ড দুর্ভেদ্য দুর্গের গাত্রাবরণ ছিল, সেই গুলির এখন কি দুরবস্থা!

ডেপুটি কমিশনার আফিসের নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার একদিকে নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যকূর্ম্মাদি কয়েকটি প্রাচীন অবতারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, উপরের দিকটা ভগ্ন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের মূর্ত্তি ছিল কি না বুঝা গেল না। এতদ্দ্বারা এই প্রাসাদটি বাণরাজার সময়ের কি না তাহারও একটা মীমাংসা হইতে পারিত। এই সকলের পার্শ্বে ক্ষুদ্রায়তন বৃত্তের ভিতর হস্তিহরিণ প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ঐ গুলির শিল্প-চাতুর্য্য ও অবয়ব-সৌষ্ঠব দেখিলে মুক্ত-কণ্ঠে ভাস্করের প্রশংসা করিতে হয়। হরিণটি তাহার পেছুনের পায়ের একটি খুর দিয়া নাক চুলকাইতে দেখিয়া শিল্পীর একটু রসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এইরূপ শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন আর পাওয়া গেল না। নদীর তীরে একটি বাঙ্গালা ঘরের প্রবেশদ্বারের নিকট কয়েকটি কার্ণিশ দেখা গেল; কিন্তু ঐ গুলি শৈবালানুবিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় খোদাই অংশের সৌন্দর্য্যানুভব করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই যে স্তম্ভটি আছে, ইহাও যদি কিয়দ্দিবস এই ভাবে উন্মুক্ত আকাশতলে বাতবৃষ্টির অব্যাহত অধিকারে থাকে, তবে খোদিত ভাগ অচিরকালেই অস্পষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। *

যেখানে কবাতের কল চলিতেছে, তাহারই সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি টিলার উপর কতকগুলি ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কারুকার্য্যবিশিষ্ট কোন প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল না।

এইরূপে বাণরাজার শোণিতপুর বর্ত্তমান তেজপুর দেখা শেষ হইল। দুই দিন মাত্র ছিলাম, আর কতই বা দেখিব? তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির খবরই জানিতে পারি নাই। এই লিপিমালার নাকি কিয়দংশ মাত্র ডাঃ কীলহর্ণ পাঠ করিয়াছেন।

আসামের দুর্ভাগ্য এই যে, ইহার প্রাচীন নগর গুলির একটীও অবিসংবাদিত ভাবে ইহার নিজস্ব বলিয়া কথিত হয় না। 'শোণিতপুর' এর দাবিদার কেবল উত্তরবঙ্গের "মিতপুর" মাত্র এরূপ নহে, শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহোদয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক ইংরাজীতে যে একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুগণের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনাদি বিষয়-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে "মিশর দেশের 'শুনট' নগরীর 'ওখার' সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধজীর বিবাহ হইয়াছিল।"

---

* সুখের বিষয়, এই সকল প্রাচীন গৌরবচিহ্ন যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তদ্ব্যবস্থাকরণের উদ্‌যোগ হইতেছে।

এইরূপে সদিযা দিয়া প্রবাহিত যে কুণ্ডিল নদীর তীরবর্ত্তী ভগ্নাবশিষ্ট নগর রাজা ভীষ্মকের কুণ্ডিন নগব বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। বিদার বা বেবার সেই কুণ্ডিনের নামান্তর বিদর্ভ বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। কামরূপ-প্রদেশে আজিও লক্ষ্মীধবের লৌহনির্ম্মিত বাসর-ঘর প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং নেতাধোবানীর ঘাট হইতে ধুবড়ী সহরটীব নামকরণ হইয়াছে। তথাপি বঙ্গেব কত স্থানে পদ্মপুরাণের সেই চন্দ্রধরের বাড়ী প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই যে আমাদের এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুব যাহার সম্বন্ধে বোধ হয় যে কুত্রাপি কোনও সন্দেহের কথাও হয় না, ইহার এবং এতদধিপতি নরক সম্বন্ধে রামায়ণে কি আছে শুনুন। সুগ্রীব তাঁহাব বানরসৈন্যকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পশ্চিমাভিমুখে সীতার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

ইহাতে দেখা যায় কিষ্কিন্ধ্যার পশ্চিমদিকে সমুদ্রের মধ্যভাগে বরাহ পর্ব্বতে নরকাধ্যুষিত এক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল।

একই দেশে এক নামেব দুই স্থান থাকা অসম্ভব নয় এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থানাবলীব নাম দেখিলে দেখা যায়, উপনিবেশগুলিতে প্রায়শঃ মাতৃভূমিব স্থানগুলির নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব মিসরেব শুনুট্ বা শোণ্ট পশ্চিম সাগরেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুব অবশ্যই ভারতের উপনিবেশ মাত্র এবং বিদর্ভ এই নামেব স্থান ভারতের দুই জায়গায় থাকিবে আশ্চর্য্য কি। গ্রীককবি হোমারকে লইয়া গ্রীক জগতেব সাতটি বড বড় স্থান বিবদমান হইয়াছিল। এই বেহুলা লক্ষ্মীধবকে নিয়াও যে তাহা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে কোনটি আসল কোনটি নকল ইহা নিরূপণ কবা অবশ্যই উচিত, কিন্তু এই প্রবন্ধেব যদিও তাহা বিষয় নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নাগগণের বসতিস্থল নাগপর্ব্বতেব সন্নিকৃষ্টতম স্থানই নাগ-মাতা মনসার লীলা-ভূমি হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে আসামেব দাবী পদ্মপুরাণেব নায়ক নায়িকাগণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। আর কুণ্ডিন সম্বন্ধেও এই বলা যায় যে, ভীষ্মকবাজের সঙ্গে মিশমিগণের নামতঃ কিছু সাদৃশ্য আছে; অথচ চুলিকাটা মিশমিরা আজ পর্য্যন্তও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মীর মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপাবেব স্মরণার্থ অপর পার্ব্বত্য জাতীয়ের ন্যায় কেশ বাখে না, উহা কাটিয়া ফেলিয়া "চুলিকটা" নাম ধারণ করিয়াছে। ববপেটার 'চূণপড়া' উত্তর-গৌহাটীর অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি নামের ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও দেখা যায়, রুক্মিণী-হবণব্যাপারটা আসামেব সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রহিযাছে। আমবা আসামের

পক্ষে অবশ্যই টানিয়া ধরিব এবং আসামের দাবি দাওয়া সাহিত্যজগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করাই আমাদের সাহিত্যানুশীলনী সভার একতম উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নন্দিসংহিতা নামধেয় একখানা বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের কয়েকটী পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাণরাজাব কাশীস্থাপন সম্বন্ধে এবং দ্বিমুনি-শিলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পুথিখানি নানাস্থানে খণ্ডিত ও অপাঠ্য ; যতদূর পড়িতে পড়িয়াছি নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত কবা যাইতেছে—

নন্দী (কার্ত্তিকং) উবাচ।*

"অলং বৎস মনোধেহি মদ্‌গুরোঃ পার্ব্বতীপতেঃ।
বাণার্থং কাশীকরণং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
প্রসঙ্গাত্তচ্চ বক্ষ্যামি যতস্ত্বং সাধুপৃচ্ছকঃ।
অনেন কথিতেনৈব লোকেষূপকৃতির্ভবেৎ॥
আসীদ্বলিসুতো রাজা বাণঃ শস্ত্রভৃতাং ববঃ।
যং শৈবগণনাকালে গণয়ত্যাদিতঃ কবিঃ॥
তস্য ভক্তিবশং গত্বা রুদ্রস্তু দাসকল্পগঃ।
কায়েন মনসা বাচা সদা বাণ হিতঃ স্থিতঃ॥
একদা বাণ রক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপ্যযোধয়ৎ।
কিমন্যচ্ছিবভক্তত্বমতস্তস্য নিবেদয়ে॥
স একদা বাণভূপো নিজতাতস্য বৈ বলেঃ।
সস্মার চরিতং কর্ম্মা কর্ম্মাদেব শিবেচ্ছয়া॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃতা পূর্ব্বং মৎপিত্রা বলিনা হরৌ।
যয়া বদ্ধো জগৎস্বামী সুতলে সংস্থিতঃ সদা।
যদন্যো নাস্তি সংসারে মুখ্যোঽসৌ কমলাপতিঃ।
সেবকং তং তু ধর্ম্মিণং বলিং সর্ব্বত্র সেবতে॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃষ্ণার্পিতা ধন্যং জন্ম চ মৎপিতুঃ।
যোঽহর্নিশং গদাপাণিং দ্বারকর্ম্মণ্যযোজয়ৎ॥
অপরং ধন্য ধন্যশ্চ পিতামহো বিবোচনঃ।
যোঽলভত্তনয়ং প্রেষ্ঠং বলিনেব তপস্বিনা॥

* এই গ্রন্থখানি অগুরুত্বকে লিখিত। আসামে প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের নমুনা স্বরূপই গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাব পঞ্চম অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

হন্ত তদ্বলিভূপস্য বাণোঽহং তনয়োঽভবম্।
ময়া পুত্রেণ মত্তাতো নিন্দামেব লভিষ্যতি॥
* * * (৩।৪টি শ্লোক অস্পষ্ট)
ইতি ধন্যমতির্বাণো হরপার্ব্বতীতুষ্টয়ে।
* * * (২।৩টী শ্লোক অস্পষ্ট)
প্রসাদ্য পূজয়ামাস স বাণনৃপতিঃ শিবম্।
এবং প্রতিদিনঞ্চাসৌ হরং সম্পূজ্য ভূপতিঃ।
শয়নং ভোজনঞ্চাপি তত্যাজান্যদ্দদামি কিম্॥
* * * (১টি শ্লোক অস্পষ্ট)
এবমুগ্রেন তপসা রাধয়ামাস শঙ্করম্।
মাসষট্‌কং ততো রুদ্রশ্চাবিরাসীৎ কৃপাময়ঃ॥
তস্তঃ স বাণ তং দৃষ্ট্বা সগণং সাম্বিকং হরম্।
দণ্ডবদ্ধরণীং গত্বা তুষ্টাব চ মুহুর্মুহুঃ॥

বাণ উবাচ॥

(শ্রীবিশ্বনাথ কুরুণাং কুরু।)
শূলপাণে শম্ভো শিবেশ শশিশেখর চন্দ্রমৌলে।
শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বমূর্ত্তে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥
গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়-জটাকলাপ-গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগঃ।
বাচামগোচর সুরেশ্বর বিশ্ববীজ গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কৃজ্জগদেকবীর বারাণসী-
পুরপতে বৃষভধ্বজাঙ্ক।
বাণৈকহৃদ্‌গতবিধায়ক বাণনাথ গৌরীপতে
ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥
ক্ষীরাম্বুধিভ্রমঘনোদ্ভবকালকূট পীতাকুলাসুর-
মরামরভী প্রহর্ত্তঃ।
কাশীশ্বর ত্রিপুরদুর্দ্দরদানবারে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্।
* * * (১ শ্লোক অস্পষ্ট)
ভক্তাকুলাকুলিতমানসচন্দ্রচূড় শ্রীশৈলজাবদনপঙ্কজমুগ্ধভৃঙ্গ।

মৌক্ষেকবীজগুণহেতুগুণাতিরিক্ত গৌরীপতে, ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
কামাঙ্গনাশনকৃপাম্বুধিকামদাতঃ কাশীকৃদন্ধকরিপো প্রণবপ্রগীত ।
নির্ল্লেপনির্গুণনিরাকৃতিলিঙ্গসংস্থ গৌরীপতে ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
* * * (১ শ্লোক অস্পষ্ট)
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্যবলিদানবস্থুবেষঃ ।
এবং স্মরন্ কুরু কৃপাং করুণানিধান বাক্‌কায়কর্ম্মমনসা শরণং ব্রজামি ।
বলিসুতকৃতরম্যং স্তোত্ররাজং শিবস্য পঠতি পরম ভক্ত্যা যস্ত্রিসন্ধ্যং মনুষ্যঃ ।
সতু ভবতি ধরেন্দ্রো লব্ধকামো যশস্বী গ্রহরিপুগদপীড়াবর্জ্জিতঃ সর্ব্বকালম্ ॥
অতুলবলধনাঢ্যো রাষ্ট্রসংগ্রামজেতা রতিপতিসমরূপো কামিনীনাং প্রিয়শ্চ ।
সকলগুণকলাঢ্যঃ পুত্রবান্ দীর্ঘজীবী স্মৃতিপদমপি লব্ধ্বা নন্দিতুল্যত্বমেতি ॥
ইতি শ্রীনন্দিসংহিতায়াং বাণস্তোত্রকথনং একত্রিংশত্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

নন্দ্যুবাচ ।

এবং স্তুত্বা ততো বাণো গলবস্ত্রো হরাগ্রতঃ ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ শিব ত্রাহিত্যুদীরয়ম্ ॥
তস্তথা কাতরং দৃষ্ট্বা স্নেহতো গিরিজাপতিঃ ।
দ্রুতমালিঙ্গনঞ্চক্রে চোত্তিষ্ঠেতি ব্রিরুচ্চরন্ ॥
সংমার্জ্জয়ন্ মুখন্তস্য করপদ্মেন শঙ্করঃ ।
যথা রুচি বরং গৃহ্ণ ইতি বাচমুবাচ হ ॥
ত্বয়া তপঃ কৃতং ঘোরং ব্রতঞ্চাপি সুদুষ্করম্ ।
অনেন দাসতুল্যং মাং কৃতবানসি বৎসক ॥
অতস্তব মনোবৃত্তং বদ বৎস বদাশু মে ।
সদ্যৎস্ত সাধয়াম্যস্য নাত্র শঙ্কাং কবিষ্যসি ॥

(অতঃপর একটি পত্র নাই)

তত্রৈবান্তরবেদী চ শিবেনৈব নিরূপিতা ।
তচ্ছম্ভুঘাগ্নিসম্ভূত যদ্বসন্ মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥
জালন্ধরে পরা পবা পূর্ব্বে লাঙ্গুল-ভৈরবঃ ।
উত্তরে বিশ্বনাথশ্চ দক্ষসীমাস্থ ভূসুতঃ ।
এতদন্তর্মহাবেদী কাশীতুল্যফলপ্রদা ।
মণিকর্ণিকয়া তুল্যং লৌহিত্যে হত্রৈব সজ্জলম্ ॥
* * (১ শ্লোক অস্পষ্ট)
মহানন্দঃ কোটিলিঙ্গো ভূত্বা তস্থৌ শিলাময়ঃ ।
তজ্জ্ঞাত্বা বিষ্ণুরাগত্য সদাকঃ সগণো দ্রুতম্ ।

বিশ্বনাথং মহালিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
* * পশ্চাল্লিঙ্গমেকৈকমার্চ্চয়ন্।
তুষ্টুবুর্বাণবাজানং প্রশংস্য গিরিজাপতিম্॥
তথা দারাগণৈর্যুক্তার্ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলামরাঃ।
নাগকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধযক্ষমহর্ষয়ঃ।
তীর্থানি সিদ্ধরো বেদা গ্রহর্ক্ষর্ত্বুপর্ব্বতাঃ।
যোগিন্যপ্সরসো ভৃঙ্গিকালমুখ্যা বয়স্তথা।
মনবো ভানবো রুদ্রা বসবো মরুতো মখাঃ।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
উবাচ দশবিদ্যাভিঃ সহিতা সখিভিঃ সহ।
ক্ষেত্রপালাশ্চ ডাকিন্যো ভৈরব্যো ভৈরবা-স্তথা॥
অন্যেঽপি গত্বা তত্রৈব একৈকং লিঙ্গমার্চ্চয়ন্।
* * * দৃষ্ট্বা লেভিরে পরমং সুখম্।
কাশীং দৃষ্ট্বা কৃতার্থা স্তে সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বমালয়ম্।
জালন্ধরে তু সন্তস্থৌ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
তস্থৌ শঙ্করলিঙ্গস্তু লোকনিস্তারহেতবে।
ইতি বৎস ময়া প্রোক্তা বাণবারাণসী-কথা।
* * * * (অস্পষ্ট)
যতো লৌহিত্যতোয়ে তু স্থিতা ত্রিপথগা সদা॥
কাশীমেকন্তু নির্ম্মায় ত্বৎপিতা ভক্তবৎসলঃ।
স্বপ্নে বাণেত্বকথয়ৎ * * *।
লৌহিত্যদক্ষিণে তীরে সারঙ্গস্য গিরেরধঃ।
দ্বৌ মুনী তিষ্ঠতো নাম্না কৌস্তভঃ কুমুকাপরঃ
ময়া কাশী কৃতা বৎস তয়োঃ প্রশ্নাল্লভস্বতাম্।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
.... লিঙ্গবিবরে তন্ন পূর্ণাস্তি সাত্বিকী।
তস্যাঃ সামিষপূজায়াং শ্রীহানির্বৎস জায়তে॥
ইত্যেবং কথয়ন্ স্বপ্নে শম্ভুর্ভক্তস্য বৎসলঃ।
আজগাম স কৈলাসমস্মাভিঃ পরিসেবিতঃ॥
ততো বাণঃ সমুত্থায় প্রাতঃকালে শুচির্ভবন্।
মুনিদ্বয়স্য নিকটং জগামাতিত্বরান্বিতঃ॥

চিত্তস্থাতিশয়োদ্বেগাদ্ভূয়ো রাজা মুনিদ্বয়ম্ ।
কুত্র কাশীতি ষট্‌কৃত্বঃ পপ্রচ্ছ বদতামিতি ॥
ততো ধ্যানস্য ভঙ্গেন কুপিতৌ তৌ মহামুনী ।
চক্রতুর্বাণরাজানং তিরস্কারং সুদুঃসহম্ ॥
কুত আগত্য রে মূঢ় মিথ্যা রটসি বালবৎ ।
কিম্বা ধুস্তুরসম্বন্ধাসবপানেন বাতুলঃ ॥
জ্ঞায়তে জগতা কাশী জাহ্নব্যা নিকটে শুভে ।
ত্বমদ্য পৃচ্ছসে মূঢ় কাশী ক্ব কামরূপকে ॥
বুধ্যামি তব সর্ব্বেষু পুরুষেষু ন পণ্ডিতঃ ।
নো বা নির্ব্রীক্ষণে দেশে জন্মবানসি বালিশ ॥
ত্বরাপসর দূরং ত্বং শাপভীরস্তি চেত্তব ।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং রাজা মৃতাদপ্যধিকোঽভবৎ ॥
অথ মুনান্তিকাদ্দূরমাগত্য বলিনন্দনঃ ।
শোককোপবশাচ্চাভূন্মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
বৃত্তান্তং শঙ্করো জ্ঞাত্বা শীঘ্রমাগত্য ভূপতিম্ ।
মৃত্যোর্নিবারয়ামাস বাণং মধুরয়া গিরা ॥

শ্রীশিব উবাচ। কিমর্থং বদ নৃপতে মরণায় কৃতোদ্যমম্ ।
বদ শীঘ্রং হৃদস্তাপং ত্বদ্দুঃখৈ র্দুঃখিতোঽহম্ ॥
শ্রুত্বা শিববচো বাণঃ প্রাহ গদ্‌গদয়া গিরা ।
মুনিদ্বয়তিরস্কারং কথয়ামাস শূলিনে ॥
তৎসমাকর্ণ্য কোপেন প্রজ্বলন্ বৃষভধ্বজঃ ।
অশপত মুনিদ্বন্দ্বং পাষাণভবনায় বৈ ॥
তজ্জ্ঞাত্বাতিরুষা ক্রুদ্ধৌ দ্বৌ মুনী কুমুকৌদ্ভবৌ ।
তৎস্থানং শীঘ্রমাগত্য বদতঃ স্ম ত্রিলোচনম্ ॥

মুন্যুচতুঃ। হে দেবদেব শ্রীকণ্ঠ জগত্তাত কৃপাম্বুধে ।
পরামর্শমকৃত্বৈব কিমেষা দুষ্ক্রিয়া কৃতা ॥
কদা কুত্র কৃতা কাশী আবায়াঃ কিং প্রকাশিতা ।
অশ্রুতামবদন্ বার্ত্তা নরো কিং দোষভাগ্‌ভবেৎ ॥
বিনাপরাধতো যস্মাৎ শপ্তাবাবাং ত্বয়া হর ।
অতস্তে বিশ্বনাথোঽপি নীরমগ্নো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি শাপং তদা শ্রুত্বা স্তব্ধোঽভূদ্বলিনন্দনঃ ।
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায়ঃ শিববক্ত্রং বিলোকয়ন্ ॥

অথ তৌ তু মুনী প্রাহ সস্মিতো বৃষভধ্বজঃ।
সাধুকর্ম্মকৃতং বিপ্রৌ যুবাভ্যাং দোষতো মম॥
বিনাপরাধিনৌ বিপ্রৌ ময়া সপ্তৌ যতো যুবাম্।
তস্যৈব ফলভোগেন ন মে লজ্জাস্তি ভূতলে॥
ভবন্তৌ কিল কল্যব্দে অযুতে চ গতে পুনঃ।
শিলাভাবং পরিত্যজ্য পূর্ব্বরূপো ভবিষ্যতঃ॥
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যং শিবং নত্বা দ্বিজোত্তমৌ।
চক্রতুঃ স্তবনং দিব্যং ততো বচনমূচতুঃ।

মুনিদ্বন্দ্বমুবাচ। হে হর ত্বৎপদদ্বন্দ্ব আগোবাভ্যাং মহৎকৃতম্।
সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্বাশু যতো বাং মায়য়া বৃতৌ॥
যচ্চকার করিষ্যামি কবোমি চ জগৎপতে।
প্রেরকস্তং হি সর্ব্বেষাং কঃ কর্ত্তা কস্য কর্ম্মণঃ॥
অতো বাভ্যাঞ্চ যস্ত্বং হি শপ্তো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ।
ত্বদিচ্ছয়ৈব তদ্ভূতমিতি কৃত্বা ক্ষমস্ব ভোঃ॥
দ্বৌ মাসৌ বা ত্রিমাসান্ বা চতুর্ম্মাসানথাপি বা।
বর্ষে বর্ষে বিশ্বনাথো জলমগ্নোঽস্যতঃ স্ফুটঃ॥
অস্মৎপ্রদত্তশাপস্য নিবন্ধোঽয়ং প্রদর্শিতঃ।
ভবাবঃ প্রস্তবৌ নাথ ইদানীং তব বাক্যতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্যাগ্রে শঙ্করং মনসা স্মরন্।
দ্বৌ মুনী ভবতশ্চাশু পাষাণৌ শিবমীক্ষয়ন্॥
অথ তস্মাদ্ধরো গত্বা বাণেন সহিতো দ্রুতম্।
দর্শয়ামাস তং বাণং তাং কাশীং ভূতনায়কঃ॥
বিশ্বনাথং ভৈরবঞ্চ তথা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
লৌহিত্যস্যোত্তবগতাং গঙ্গাঞ্চ মণিকর্ণিকাম্॥
লিঙ্গার্দ্ধসংস্থং শ্রীবিষ্ণুমন্নপূর্ণাঞ্চ সাত্বিকীম্।
চক্রতীর্থাভিধাং জ্ঞানবাপীঞ্চাপি মনোরমাম্॥
ব্রহ্মাদিপূজিতং তত্তদীশ্বরেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
কোটিলিঙ্গঞ্চ তত্রৈব ভূতনাথস্বদর্শয়ৎ॥
তস্যাঃ কাশ্যাশ্চ সীমানং তথৈবান্তরবেদিকাম্।
বাণরাজং বিনিজ্ঞাপ্য তিরোধানমভূদ্ধরঃ॥
অথ বাণস্তথা কাশীং পশ্যন্ রোমাঞ্চিতোঽভবৎ।
হর্ষাশ্রুসিক্তবদনো হর্ষ * * * ॥

ইহার পর আর পত্র পাওয়া যায় নাই। উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে মহাদেব রাণরাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া এই বিশ্বনাথক্ষেত্র দ্বিতীয় বারাণসীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ শিলঘাটের দ্বিমুনি শিলার উদ্ভবকাহিনীও জানা যাইতেছে এবং বর্ষার কয় মাস বিশ্বনাথ কেন জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহারও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া গেল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে নন্দিসংহিতার এই প্রেরিত ৯ খানি (অর্থাৎ ২২—২৯ এবং ৩১ সংখ্যক) পাতা ভিন্ন আর পাতাগুলি পাওয়া যাইতেছে না। "বিশ্বনাথীয় বরুয়া" উপাধিবিশিষ্ট অহোমরাজগণের সময়ে যে ব্রাহ্মণবংশ বিশ্বনাথের সেবাপূজার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট হইতে এই কয়খানি পত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই কয় পত্রে মাত্র ২৮তম হইতে ৩২তম পরিচ্ছেদ (তাহাতেও ২৮তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ) পাওয়া গেল। ২৮তম পরিচ্ছেদে গুপ্তক্ষেত্র-কথন, ২৯তম পরিচ্ছেদে গুপ্তকর্ম্ম-কথন, ৩০তম পরিচ্ছেদে হরপার্ব্বতীসংবাদে শিবের নামাবলীকথন, ৩১তম পরিচ্ছেদে বাণস্তোত্রকথন এবং ৩২তম পরিচ্ছেদে বাণের বারাণসীবৃত্তকথন আছে। উদ্ধৃতাংশে ৩১তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই ৩১তম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে শিবলিঙ্গসমূহের ইতিবৃত্তে মণিকূট হয়গ্রীব সন্নিহিত কেদারেশ্বরের নাম আছে।* যদি এই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাওয়া যাইত, তবে হয়ত আসামের আরও অনেক তীর্থস্থলের বিবরণ জানিতে পারিতাম। ফলতঃ যোগিনীতন্ত্রের ন্যায় নন্দিসংহিতা আসামের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের এক প্রকৃষ্ট উপাদান। এই নন্দিসংহিতাখানি অনুসন্ধানপূর্ব্বক সমগ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিবার প্রয়াস করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* স্কন্দউবাচ * * *
কতিবাতানি লিঙ্গানি সন্তি বা কুত্র কুত্র চ।
তৎ সর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব তাতবিৎ পঙ্কজাংশুমান্॥
নন্দ্যুবাচ। যদ্যৎ-পৃষ্টং ত্বয়া বৎস সর্ব্বং তৎপ্রণমুত্তমম্।
নো দৃষ্টস্ত্বৎসমো দেবো লোকানুগ্রহবিগ্রহী॥
জ্যোতির্ম্ময়স্যাচিন্ত্যস্য নিরাকারস্য শূলিনঃ।
উপাসনার্থং ভূতানি লিঙ্গানি কথয়ামি তে॥
কাশ্যাং জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং নাম্না বিশ্বেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
আস্তাং যদ্দর্শনং স্পর্শং স্মরণঞ্চাপি মোক্ষদম্॥
কেদারেশ্বরলিঙ্গন্তু বিখ্যাতং সর্ব্বকামদম্।
জানীহি গিরিজাবাল রম্যে বদরিকাশ্রমে॥
অপরঞ্চাপি কেদারেশ্বরলিঙ্গং মহাগিরৌ।
মণিকূটহয়গ্রীবসন্নিধৌ কৃত্তিকা-সুত॥
* * * *

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে নটজাতিব উল্লেখ আছে, মধুসূদন সেই জাতীয়। নটেরা পূর্ব্বকালে নৃত্যগীতাদিদ্বাবা জীবিকার্জ্জন কবিত। তাহারা অন্ত্যজজাতির মধ্যে পরিগণিত। পুরাকালে এদেশের রাজা মহাবাজ ও ধনবান্‌দিগেব নিকটে নটদিগেব আদর ছিল; মুসলমান নবাবেবাও হিন্দুদেব দেখাদেখি নটদিগকে আদব যত্ন কবিতেন। সেই নটদিগেব সম্মানসূচক উপাধি কিন্নর। কিন্নব শব্দেব অপভ্রংশ "কাণ"। মধুসূদন এই কিন্নবকুলে জন্মগ্রহণ কবিযাছিল। তাহাব পিতাব নাম আনন্দ কাণ। আনন্দ জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ কবিত, লেখাপড়া জানিত না। আনুমানিক বাঙ্গালা ১২১২ সালে উলসি গ্রামে মধুব জন্ম হয়। সবকাবী কার্য্যোপলক্ষে আমাব মধুসূদনেব জন্মভূমি দেখিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাহাতেই তাহাব জীবনী সংগ্রহের সুবিধা পাইয়াছিলাম। এই উলসি গ্রাম যশোব জেলাব অধীন বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সার্সা নামক পুলিস ষ্টেসনেব অধীন। গ্রামটী মধ্যবঙ্গ বেলেব (B. C. Ry) (যাদবপুর) নাভবণ ষ্টেশন হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে একটী সামান্য বাজার ও মধ্যে মধ্যে দুই চাবিটী পাকা বাড়ী আছে, কিন্তু গ্রামেব ভিতব বাঁশ ও নানাপ্রকার আগাছাব জঙ্গলদ্বারা পরিপূর্ণ, তথাপি দেখিলেই মনে হয় কোন সময়ে ইহা একটী বিশিষ্ট গ্রাম ছিল।

উলসিব বাজাব হইতে অনুমান এক মাইল পূর্ব্বদিকে এই কাণ বা কিন্নবদিগের বসবাস। সে স্থানটীও জঙ্গলময, এমন কি দিবসেও অনেক সময তথায় সূর্য্য দেখা দেন না। ঐ জঙ্গল মধ্যে দুই একঘর করিযা কিন্নর, মুসলমান, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতীয়ের বাস আছে। বেতনা নদী এই গ্রামের পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী, প্রথমতঃ তাহা উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যে স্থানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে ঐ স্থানেব দক্ষিণ প্রায় একরশির মধ্যে এই স্বনামধন্য মধুসূদনেব বসতবাটী। তথায কিছুই দেখিলাম না, কয়েকটী নারিকেলগাছ জবাদি ফুলগাছ ও কয়েকখান পুবাতন কালিপড়া ইট মাত্র দেখিলাম। মধুসূদন কিন্নবের স্বজাতীয় এবং জ্ঞাতিভ্রাতা হৃদয় কিন্নর, আবদুল লতিফ, উদ্ধবকিন্নর ও উত্তমবিশ্বাস এই কয় ব্যক্তি মধুসূদনেব জন্মস্থান দেখাইয়া দিল। ইহাদের নিকট জানিলাম যে ইহারা মধুকাণকে দেখিয়াছে ও তাহার সহিত কীর্ত্তন গাইবাব জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ কবিয়াছে। এমন কি আবদুল লতিফ তাহাব মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিয়া সেবা কবিয়াছিল।

নিবক্ষর পিতাব পুত্রেব বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মধুসূদন পিতৃদত্ত অসন বসনে প্রতিপালিত হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে তাহার প্রতিভা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধিকি ধিকি বাড়িতে লাগিল। পরে ষোল বৎসর বয়স হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় তাহার মন

ধাবিত হইলে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে তাহার প্রতিভা বিকশিত হইল, মধুর কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইল। সে দুই একটী গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে তাহার দ্বারা "ঢপ" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। ঢপ কীর্ত্তন পূর্ব্বে ছিল না, মধুসূদনই এই কীর্ত্তনের জন্মদাতা। আজি মধুকাণ নাই, কিন্তু তাহার ঢপ কীর্ত্তনের গান বাঙ্গালা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে গীত হইতেছে।

অতঃপর মধুসূদন কীর্ত্তনের দল বাঁধিল এবং দেশ বিদেশে সেই কীর্ত্তন গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। নূতনের আদর সর্ব্বত্র সকল সময়েই আছে, বঙ্গদেশের সকলেই তাহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য উৎসুক হইল, যেখানে মধুর কীর্ত্তন হয় সেইখানেই লোকে লোকারণ্য, সহস্র সহস্র লোক মধুসূদনের কীর্ত্তনের আসরে উপস্থিত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই মধুসূদনের নামে বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাহার যশঃসৌরভ ছড়াইয়া পড়িল, মধুসূদনের প্রভূত অর্থার্জ্জন হইতে লাগিল, সংসার সচ্ছল হইল, তাঁহার পিতার সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। প্রতিভা চাপা থাকিবার সামগ্রী নহে, উহা জাতি মানে না, বংশ মানে না, অবস্থা মানে না, আপনি ফুটিয়া উঠে। তবে মধুর প্রতিভা কেন না বিকাশ পাইবে। পূর্ব্বোক্ত নারিকেল গাছগুলির নিকটে একটী খোড়ো বৈঠকখানা ছিল, তথায় মধুসূদন নিজের দলবল লইয়া দিনরাত গানবাজনা করিত, ঐ বৈঠকখানার নিকটেই তাঁহার পৈতৃক বসতবাটী ছিল। কিন্তু কোন দুর্দ্দৈব কারণ বা কুসংস্কারবশতঃ তাহাদিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে ২০ বিঘা অনুমান দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ গ্রাম্যরাস্তার দক্ষিণে উঠিয়া আসিতে হয়। প্রথমোক্ত স্থানটীই মধুর জন্মস্থান। বাস-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে একটী কিম্বদন্তী আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মধুসূদনের পিতা আনন্দ কাণের মধুসূদন ব্যতীত আর দুইটী পুত্র ছিল, তাহাদের নাম যাদব ও তারক। তন্মধ্যে মধ্যম যাদব ও কনিষ্ঠ তারক। মধুসূদন যখন লেখাপড়া শিখিতে পায় নাই, তখন তাহার অন্যান্য ভ্রাতা যে লেখাপড়ায় বঞ্চিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বাল্যকাল হইতে সকলে সঙ্গীতচর্চ্চা করিত। লেখাপড়া না শিখিলেও তাহারা অসভ্য ছিল না, জাতীয় ব্যবসা উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোকের ও আপনাদের প্রতিভাশালী অগ্রজের সংস্রবে তাহারাও অনেকটা সভ্যভব্য ছিল। আপনারা নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, বাড়ীঘরও পরিষ্কার রাখিতে ত্রুটি করিত না; কিন্তু গৃহকার্য্যাদি আপনারাই সম্পন্ন করিত, তাহাতে অভিমান ছিল না। কথিত আছে যে উল্লিখিত বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে একদিন বৈশাখ মাসে মধুর ভাই যাদব বাগান করিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করে; কতকটা খনন করা হইলে এক স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়; এই স্থান কিছুক্ষণ খনন করিলে তথা হইতে দুই চারিখানি ইট বাহির হয়, তাহাতে যাদব ক্লান্ত হইয়া ঐ দিন সেই কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া দেয় এবং পরে ক্রমশঃ শেষ করিবার ইচ্ছা করে।

সমস্ত দিন শারীরিক ক্লান্তির পর যাদব আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু নিশাবসানকালে সে স্বপ্ন দেখে যে, যে স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইট বাহির হইয়াছিল, ঐটি একটী পীরের স্থান, তথায় মৃত্তিকার নিম্নে পীরের একটী পাকা আস্তানা নিহিত আছে। ঐ আস্তানা হইতে এক আজানুলম্বিতবাহু মহাপুরুষ আপনার পৃষ্ঠদেশ দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন, "দেখ্, যাদব, তোরা আপনাদের সুখের জন্য বাগান করিতেছিস্, কিন্তু জানিস্ না যে খুঁড়িবার সময় কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্। কোদাল দরগাতে লাগিয়া আমার পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে রক্ত এখনও ধরে নাই, তোদের আর কাহাকেও রাখিব না, সকলকেই বিনাশ করিব।" এই বলিয়াই সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই রোষলোহিতলোচন, সেই উগ্রভাব, সেই কর্কশবাক্য, সেই অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টে যাদবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, যেন আকাশ হইতে তাহাকে কেহ পাতালে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। যাদব কাঁপিতে কাঁপিতে কতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, এবং অন্ধকার মধ্যে চারিদিক্ হাত দিয়া দেখিল, ভাবিল, 'আমিত শয্যায় শুইয়া আছি। এখন রাত্রিত শেষ হইয়াছে, এ কি হইল।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে দিবসের আমূল ব্যাপার স্মৃতিপথে আসিল এবং বাটীর সকলকে ডাকিয়া স্বপ্নের আমূল বৃত্তান্ত জানাইল। ক্রমে পাড়ার দুই একটী করিয়া অনেক ভদ্রলোকও উপস্থিত হইলেন। কেহ বলিলেন, স্বপ্নে আর ভয় কি; অমন দিন দিন কত দেখা যায়; তাতে আবার কি হয়; কেহ বলিল, না যখন বাস্তবিক ঐ মাটীর নীচে পাকা দরগা বা মস্‌জিদ আছে, তখন এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলায় একটা হুলস্থূল বাধিয়া উঠিল। শেষ এই স্থির হইল যে এই স্থান ত্যাগ করাই ভাল, কেন না দেবতা দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট হইতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের দেবতায় কি প্রভেদ আছে? তখন সেই দেবতার সন্তোষ জন্য পূজাদি দেওয়া হইল এবং মুসলমান ও কিন্নর জাতীয়েরা তথায় রান্ধিয়া আহার করিল। সেই অবধি উহারা এ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বৎসর বৎসর রান্ধিয়া খাইয়া থাকে, তজ্জন্যই এখানকার পতিত ইষ্টকগুলিতে কালির দাগ দেখিলাম।

উল্লিখিত দুঃস্বপ্নের জন্যই মধুসূদন এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্য রাস্তার দক্ষিণে আপন নূতন বাসস্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানেই মধুসূদন জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিল এবং এই স্থানকেই অনেকে তাহার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করায় দর্শককে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এটী তাহার জন্মস্থান নহে—তাহার নূতন বাসবাটী। তখন মধুসূদনের বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর হইবে। ইহার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

মধুসূদনের এই নূতন বাসস্থানে কতকগুলি ফুলগাছ, ভগ্ন ইট ও মাটীর ঢিপি দেখিলাম। আমার সহচর হৃদয় আমাকে ঐ স্থানটী দেখাইয়া বলিল যে মধুসূদন সর্ব্বদাই এখানে থাকিত ও গাওনা বাজনাতে সময় কাটাইত। তাহার দলে ২৫।৩০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে হৃদয় নিজেও একজন। প্রত্যহ মধুসূদন তাহাদের আহারীয় ও আবশ্যকীয় সমগ্র দ্রব্য নিজ

হইতে যোগাইত। তাহা ছাড়া দলের প্রত্যেকেই কেহ মাসিক বেতন, কেহ বা গানের লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক মধুসূদনের বংশে এক্ষণে কোন পুরুষ জীবিত নাই। তাহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের দুই স্ত্রী ছিল, উভয়েই বন্ধ্যা। তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও কাহারও সন্তানসন্ততি জীবিত নাই এবং ভ্রাতৃদ্বয়ও ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মধুসূদনের তিনটী ভগিনী ছিল; তাহাদের নাম হর, সারদা ও বাণী। ইহাদের মধ্যে বাণীই এখন জীবিতা। সে কলিকাতা-সহরের প্রখ্যাত কোন কীর্ত্তনওয়ালীর দলে গান করে। অন্যান্য ভগিনীদিগের মধ্যে কেবল হরর কন্যার কন্যা (নাতিনী) ভুবন স্বয়ং একটী ঢপ্ কীর্ত্তনের দল করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে। আমি তাহার গাওনা শুনিয়াছি, শুনিতে মধুর বোধ হইয়াছিল। এই দল ব্যতীত মধুসূদনের স্বজাতীয়দের মধ্যে আরও দুই তিনটী কীর্ত্তনের দল বর্ত্তমান আছে।

প্রভূত যশোকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া মধুসূদন দিব্যধামে আশ্রয় লাভ করে। এদেশের অনেক বড়লোকের বাড়ীতেই প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে কীর্ত্তন হইবার ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে দানশীলা রাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতেই মধুসূদনকে প্রতিবৎসর বাসের সময় কীর্ত্তন করিতে হইত। সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসের মধ্যে মধুসূদন স্বদলে রাণী স্বর্ণময়ীর বাটী কাসিমবাজারে যাত্রা করে। তখন (B. C. R কি E. B S. R,) অর্থাৎ দার্জিলিং কিংবা খুলনা রেলের নামগন্ধও ছিল না। সুতরাং সকলকেই তখন পদব্রজেই যাইতে হইত। গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে সকলেই গোরুর গাড়ীতে যাওয়া পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। সুতরাং মধু ও তাহার দলবল হাঁটিয়াই কাসিমবাজারে রওনা হইল। এইরূপে তাহারা স্বগ্রাম উলসি হইতে হাঁটিয়া গোয়াড়িতে উপস্থিত হয়। একেত সমস্ত দিবস পথশ্রান্তির কষ্ট, তাহাতে পথে আহারের অনিয়ম এবং বয়সও অর্দ্ধেকের উপর হওয়ায় মধুসূদন এখানে পীড়িত হইল। প্রথমতঃ জ্বরের লক্ষণ দেখা দিল, পরে জানা গেল যে পান আহারাদির অনিয়মে তাহার প্লীহা ফাটিয়া গিয়াছে। দুই চারি দিবস গোয়াড়ীতে এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভাল ভাল চিকিৎসক তাহার পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া জবাব দিলেন। পঞ্চম দিবসে মৃত্যুর লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল, তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ বৃদ্ধি হইয়া তিন চারি ঘণ্টা মধ্যে দেহ অবসন্ন হইল; চক্ষুর্দ্বয় হইতে দর দর বারি নির্গত হইতে লাগিল; যেন মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া অশ্রুপাতেই তাহা জানাইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় ও সঙ্গীগণ সময় সময় মুখে গঙ্গাজল ও দুগ্ধ দিতে লাগিল; তাহা কখন বা উদরস্থ হইল, কখন বা চিবুক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিন চারি ঘণ্টা এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত শরীর পাথরের ন্যায় শীতল হইয়া গেল এবং চক্ষুর্দ্বয় শিবনেত্র হইয়া চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া রহিল; শরীরের স্পন্দনমাত্রও দৃষ্ট হইল না।

অহো! সেই হরিগুণকীর্ত্তনকারী মধুসূদন আর নাই, তাহার জীর্ণ কলেবর মাত্র পড়িয়া

আছে। আর সে স্বয়ং সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম ধরাধামে কিরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিবার জন্য সেই মুক্তিদাতার শ্রীপদে চলিয়া গিয়াছে। ইহলোকে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এদিকে মধুর আত্মীয় ও সঙ্গিগণ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া, 'হা মধুসূদন কোথায় গেলে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া গোয়াড়ীর বাজারের বাসায় লোকে লোকারণ্য হইল, সকলেই মধুর মৃত্যুতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

মধুসূদনের দেহ না ভস্মীভূত না কবরস্থ করা হয়। তবে তাহার শব কলসী সহ রজ্জু বান্ধিয়া নিকটবর্ত্তী খড়ি নদীতেই নিমজ্জিত করা হইয়াছিল।

আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সঙ্গী হৃদয় বলিল, "মহাশয়, আমরা জাতিতে নর্ত্তক হিন্দু। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজে আমাদের গতায়াত আছে। তবে মুসলমান সমাজের কতকগুলি ব্যবহার আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় কেহ কেহ কুক্কুটাদি আহার করিয়া থাকে ও পীর প্যাগম্বরদিগকেও মানিয়া চলে। আমাদের হিন্দু গুরু ও পুরোহিত আছে। বিখ্যাত খড়দহের ও প্যাল্লাপোলের মাননীয় গোস্বামিগণ এখনতক আমাদের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন এবং হিন্দুমতেও অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু লোকসমাজে পাছে আমাদিগকে ঘৃণা করে সে জন্য উভয় কুল বজায় রাখিয়া মধুসূদনের দেহ জলমগ্ন করা হয়। না হইলে পসার প্রতিপত্তি ও খাতির থাকে না।" আমি তাহাতে বলিলাম, "বাপু, বৈষ্ণব হইলে ত কোন গোলযোগ থাকে না, সে পথ শ্রীশ্রী৺চৈতন্য মহাপ্রভু প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে পিতৃধর্ম্মত্যাগের পাপভাগীও হইতে হয় না"।

হৃদয় পুনরায় বলিল, "মহাশয়, বৈষ্ণব হইয়াও কোন ফল দেখি না, ছেলেপুলের বিবাহ জন্য তাহাতে বড় দায় ঘটে এবং সমাজেও সেই ঘৃণার হ্রাস হওয়া দেখি নাই। কাজেই আমি ও উদ্ধব কাণ প্রভৃতি এক্ষণে মুসলমান হইয়াছি, সে জন্য আমার নাম আবদুল ও উদ্ধবের নাম উত্তম বিশ্বাস হইয়াছে। তাহাতেই আপনাকে আমাদের দুই দুইটী নামের পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি।" তাহাতে আমি কিছুই বলিলাম না।

এক্ষণে সমাজপতিদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আধুনিক হিন্দুসমাজের সেরূপ দৃঢ় বন্ধন নাই, মুসলমানী ও ইংরেজী আহারীয় যখন অনেকে আহার করিয়াও হিন্দুত্ব চ্যুত হয় নাই, তখন ইহাদের প্রতি সকলে শুভ দৃষ্টি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই, এবং হিন্দুত্ব হইতে সহস্র সহস্র লোককে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহাতে সমাজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখি না।

মধুসূদনের গীতরচনা ও গান গাইবার শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই অবতারণার শেষ করিতেছি। মধু স্বয়ং নিরক্ষর—কোন পাঠশালায় কি স্কুলে লেখাপড়া শিখে নাই। তাহার পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ও মূর্খ ছিল; তবে জাতীয় বিদ্যা গীতবাদ্যের আলোচনা করিয়া মুখে মুখে শাস্ত্রাদির মর্ম্ম শিখিয়াছিল। তাহার নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকায় সেই আলোচনা

দ্বারা ঐ শক্তির পরিপুষ্ট, তাহাতে অহরহঃ ভগবানের গুণকীর্ত্তন (কৃষ্ণলীলা) দ্বারা তাহার বচনা সম্যক্‌রূপ পরিমার্জ্জিত হয়। সেই বচনার লালিত্য, শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসের ভঙ্গি দেখিলেই বোধ হয়, মধুসূদন একজন বিদ্বান্ পুরুষ ছিল। শুনিয়াছি, তাহার নিজ মুখে সেই গীত তানলয়সহকারে শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবর্গের সংসার তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, এবং তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া সকলে ভূয়ঃপ্রশংসা করিত। জয়দেবের যেরূপ সংস্কৃত বচনায় কবিত্ব, ইহার রচিত বাঙ্গালা গীতেও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। অধিক কি বলিব, শ্রোতৃমণ্ডলী সময় সময় তাহার গান শুনিয়া ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পরিধেয় বস্ত্রাদিও দান করিত। অহো কাল, আজি সে মহাত্মা কোথায়! আর মধুকে সে মধুরকণ্ঠে মধুর শব্দে মধুর রসে গান করিতে দিলি না—তাহাকে একবারেই আপন করালবদনে গ্রাস করিয়া কি লাভ করিলি! বরং যে হীরকখণ্ড প্রসব করিয়াছিলি, তাহা উদরসাৎ করিয়া স্বীয় ক্ষুধানলের পরিচয় দিয়াছিস্ মাত্র।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য।

লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত-পাঞ্চালি

আমি এ পর্য্যন্ত ব্রতাদি পূজা সম্বন্ধীয় যতগুলি প্রাচীন 'পুঁথি' পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি, কবি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারচ্ছলে তাঁহারা আপনাদের অনুরাগী ও বিরাগীর প্রতি যথাযোগ্য সম্পদ্ ও বিপদ্ বিতরণ করিয়া কি প্রকারে আপনাদের পানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত অভক্তদের লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন, আমরা প্রাচীন কবিদের বর্ণনায় তাহারই একটি সুস্পষ্ট আভাস সচরাচর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানিও প্রাচীন কালের এই পুণ্য-প্রভাব হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

পুস্তক খানির নাম "অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালি"। 'পাঞ্চালি' খানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না, আমি উহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি মাত্র পাইয়াছি। প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ মধ্যে একটিমাত্র ভণিতা আছে, অপরগুলি সম্ভবতঃ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘীসনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১২৭২ মঘী চলিতেছে; সুতরাং পুস্তকখানি ১২৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কালের করাল স্পর্শ তুচ্ছ করিয়া এই সুদীর্ঘ শতাব্দীর অধিক সময়, যে পুস্তকখানি আপন ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সযত্নে বেষ্টিত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূল্য বড় সামান্য নহে।

কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তিনি যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। কেন না, চট্টগ্রাম ব্যতীত বোধ হয় আর কোথায়ও গ্রন্থোক্ত "মঘীসন" ব্যবহৃত হয় না। তার পর 'পাঞ্চালির' বর্ত্তমান অধিকারী অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আমি এই বইখানি পাইয়াছি, তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত যে মাহাংপুরে অবস্থিত করেন, সেখানে নাথ উপাধিধারী বিস্তর যোগী জাতীয়ের বাস দৃষ্টি হয়। এই 'মাহাংপুর'ই কবির জন্মভূমি হওয়া বিচিত্র নহে।

কবির উদ্দিষ্ট "লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত" পৌষ পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রামের প্রত্যেক হিন্দু পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* পূজান্তে পূজারি-ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুচিস্মিতা ব্রতিনীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পাঁচালি খানি তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শোনান ও ব্যাখ্যা করেন।

এখানে একটি রহস্য আছে; এখানকার 'নাথ', অথবা যোগী জাতি হিন্দুসমাজের অতিশয়

---

* এই ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে লিখিবার অভিলাষ আছে। তাই এ স্থলে বিশেষভাবে কিছু উল্লিখিত হইল না। লেখক।

নিম্নসম্প্রদায় ভুক্ত। তাহারা জলাচরণীয় নহে। তাহাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হইতে সমূহ পার্থক্য আছে। অথচ হিন্দু সাধারণ মধ্যে এমন হীন বংশোৎপন্ন কবিব-লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পাঞ্চালি কি প্রকারে প্রগাঢ় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সাদরে পরি-গৃহীত হইয়াছে এবং পূজাক্ষেত্রে পূজারই একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরম ভক্তিভরে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া দেখিবেন।

"পাঞ্চালি" খানির ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল, রুচি পরিমার্জ্জিত—সেই প্রাচীন যুগসুলভ অশ্লীলতাদুষ্ট নহে। ইহাতেই আমরা কবির উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাই। তিনি সমগ্র পুঁথি খানিতে কর্ম্মফলের যে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও কিছু অপূর্ব্ব বটে!

যাহা হউক 'পাঞ্চালি' সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। উহা পরপৃষ্ঠায় আমূল যথাযথ ভাবে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া যাইতেছে, কেননা প্রাচীনত্বের হিসাবে ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অবশ্য রক্ষণীয়! এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরেই ইহার গুণাগুণ বিচারের ভার ন্যস্ত রহিল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালিঃ ॥

প্রনমোহ গনপতি দেব লম্বোদব। সিন্ধুবে১ সোভিত জজ্ঞ সর্ব্বকলেবব॰ ॥
বন্ধম মুই লক্ষ্মীপতি দেব নাবায়ণ। সঙ্ক চক্র গদা পদ্ম গৰুর বাহন॰ ॥
লক্ষ্মী শরস্বতি বন্ধম জগত পুজিং। যাহাব কৃপায় ধন শাস্ত্রেতে পণ্ডিৎ॰ ॥
সঙ্কর ভবানী বন্ধম হৈআ একমন। অন্য ২ বন্ধম মুই দেবের চরণ॰ ॥
যুধিষ্টিব জিজ্ঞাসিল শ্রীকৃষ্ণেব স্থান। লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতাইন কেমন বিধান॰ ॥
পূর্ব্বে কেবা কৈল ব্রত কেমন বেবহাব।২ কোনেবা৩ আনিয়া কৈল মত্যেতে প্রচার॰ ॥
সর্ব্ব বিবরণ প্রভু কহত আমারে। কহিতে লাগিলা প্রভু শাস্ত্রব্যবহারে॰ ॥
পূর্ব্বে ভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল। সুব্রতা পত্নি তান৪ ধর্ম্ম মতি ছিল॰ ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত দ্বিজ কবে বিধিমতে। পুত্র পৌত্র ধন হৈল ব্রতের মহর্ত্তে৫॰ ॥
একদিন সেই বিপ্রেব দৈবের লিখনে। চাবিকর্ম্ম উপস্থিত পূর্ণমাসি দিনে ॰ ॥
পুষ্করনি প্রতিষ্ঠাজে পিতৃশ্রাদ্ধ হবে। দৈবযোগে পুত্রের বিবা হইল তবে॰ ॥
তিন কর্ম্ম কৈল দ্বিজ হরশিত হৈয়া। না পূজিল লক্ষ্মীচন্দ্র মনে পাসরিয়া॰ ॥
তে কাবণে ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী গেল ছাবি। জেই যথা গেল পুনি না আসিল ফিরি॰ ॥
সব ধন নাষ হৈল দারিদ্র উপস্থিৎ। দাবা পুত্র আদি বিপ্র ভিক্ষার্ত্তি দুঃখীৎ॰ ॥
এইমতে দ্বিজে ভিক্ষা মাগিতে লাগিল। সুখের অন্তবে বিধি এথ দুঃখ দিল॰ ॥
আর একদিনে বিপ্রের ভ্রাতিয়ে৬ শ্রাদ্ধ কৈল। নিমন্ত্রন আশে বিপ্র ভিক্ষা না মাগিল॰ ॥
অবঙ্গা৭ করিয়া বিপ্র না কৈল নিমন্ত্রন। বব অপমান হৈল দুঃখীত ব্রাহ্মণ॰ ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত আমি না করিলাম হেলে। তেকাবণে লক্ষ্মী ছারি গেলা যেকালে॰ ॥
দিনহীন সথাতর দুর্গারাম কহে। লক্ষ্মীচন্দ্র উদ্দেশিয়া মরিমু নিশ্চয়ে॰ ॥
ভিক্ষার্ত্তি ব্রাহ্মণ বোলে জাইমু কাবণ। চন্দ্রের উপবে বধ ভিক্ষাব কারণ॰ ॥
এইমতে চিন্তা করি কথ দূবে গেল। ফলমূলে পূর্ণ এক চ্যুত বৃক্ষ পাইল॰ ॥
দেখিয়া চ্যুতের বৃক্ষ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মন। তুমিনি পাইছ লক্ষ্মীচন্দ্র দবশন॰ ॥
সেই বিপ্রে সেই বৃক্ষে বোলে না দেখীছি আমি। মোর দুঃখ নিবেদিয় দেখা পাইলে তুমি॰ ॥
মোর ফল মূল গোঁসাই না করে ভক্ষন। ধান্য গ্রহন্তি৮ দিয়া বিপ্র কবিল গমন॰ ॥
বৎস সনে এক গাভি তৃণ নাহি খায়। কৃতাঞ্জলী হৈয়া বিপ্র তার স্থানে কয়॰ ॥
ওহে গাভি তুমিনি দেখীছ চন্দ্রমুখ। তান বার্ত্তা কহ মোর খণ্ডওজে দুখ॰ ॥

১। সিন্দুবে। ২। ব্যবহার। ৩। কে-ইবা। ৪। তাঁহার। ৫। মাহাত্ম্য।
৬। জ্ঞাতিতে? ৭। অবজ্ঞা। ৮। গাঁইট, গ্রন্থি।

গাভি বোলে অহে বিপ্র না দেখিছী আমি। মোর দুঃখ নিবেদিয় দেখা পাইলে তুমি॰ ॥
তৃণ খাইবাবে নারি বৎসেব সহিৎ। ধান্য গ্রহন্তি দিয়া বিপ্র চলিল ত্বরিৎ॰ ॥
তার পরে গাধা আর বৃষ হস্তি দেখে। আর পুষ্কবনী দুই দেখীল সমুখে॰ ॥
তারা সব দেখী বিপ্র জিজ্ঞাসিল বানি। তোমরা নি দেখীয়াছ লক্ষ্মীচন্দ্র পুনি॰ ॥
তারা বোলে না দেখীছি অহে বিপ্রবর। দেখা পাইলে জিজ্ঞাসিয় দুঃখেব খবর॰ ॥
ধান্য গ্রহন্তি দিয়া বিপ্র করিল গমন। তৃণ বাহকেব সঙ্গে হৈল দবশন॰ ॥
বহু তৃণ বহ তুমি কিশেব কারণ। তুমিনি পাইছ লক্ষ্মীচন্দ্র দবশন॰ ॥
সেই বোলে অহে বিপ্র না দেখী না শুনি। মোব দুঃখ নিবেদীয় দেখা পাইলে পুনি॰ ॥
না নামে তৃনের বোঝা কিসের কারন। ধান্য গ্রহন্তি দিয়া বিপ্র করিল গমন॰ ॥
চুন্নের টোপর[৯] লৈয়া বেবায় একজন। তাহা দেখী জিজ্ঞাসিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ॰ ॥
তুমিনি দেখীছ চন্দ্র প্রসন্ন বদন। সেই বোলে নহি জানি চন্দ্র বিববণ॰ ॥
চুন্নাযে[১০] বোলে জিজ্ঞাশীয় মোর দুঃখভার। ধান্য গ্রহন্তি দিযা বিপ্র গেল আগুসার॰ ॥
মনা মুদ্গ ইক্ষুবন্ত্ সিধ্যক তাম্বুল। চিনি পুষ্প দুগ্ধ আম্র যথেক শ্রীফল॰ ॥
এই সব দেখী বিপ্র জিজ্ঞাসিল বাত্। তোমরানি দেখিয়াছ লক্ষ্মীচন্দ্র নাৎ॰ ॥
তাবা বোলে না দেখীছি চন্দ্রের আকাব। দেখা পাইলে জিজ্ঞাশীয় মোব দুঃখ ভার॰ ॥
এই দ্রব্য নিয়া মোরা বেবাই স্থানে স্থান্। ধান্য গ্রহন্তি দিয়া বিপ্র করিল পয়ান্॰ ॥
কথদুরে গিয়া দেখে রম্য সবোবর। অর্দ্ধ ভক্ষ কবে হেন দেখীল কুম্ভীর॰ ॥
পুটাঞ্জলী হৈয়া স্তব করেন ব্রাহ্মন। সাম্য হৈয়া পার কব তুমি মহাজন॰ ॥
চন্দ্রেব উদ্দেশে জাইমু পাব কব মোবে। এথ শুনি কুম্ভিবে দ্বিজেবে স্তব কবে॰ ॥
কোন মহা পাপ ফলে হইনু কুম্ভির। জিজ্ঞাশিয় দ্বিজবব মন কবি স্থির॰ ॥
স্তব করি কুম্ভিরে ব্রাহ্মণ পাব কৈল। ধান্য গ্রহন্তি দিযা বিপ্র তথা হোতে গেল॰ ॥
তদন্তরে নির্গম্য দেখীল দ্বিজবব। কণ্ঠ ওষ্ঠ শুখাই পবে ভুমির উপর ॥
নিপতিত মহীতলে হৈল দ্বিজবর। কৃপাযুক্ত প্রত্যক্ষ হইলা শশধর॰ ॥
দেখী লক্ষ্মীচন্দ্র কপ দ্বিজ ভদ্র নাম। ভূমিগত অষ্টাঙ্গেতে কবিল প্রনাম॰ ॥
শ্রীবাম চরণ নাথ দুর্গারামে কয়। অনাথ কাতব মুই তবাও সমন ভয়॰ ॥
অনাথ কৃপাদিন, সংসারে মজিয়ে ক্ষিণ, আমাবে উদ্ধাব লক্ষ্মীপতি।
কৃপা কবি বাঙ্গা পায়, রাখ মোয়ে সর্ব্বদায়, তুমি বিনে আর নাহি গতি॰ ॥
ক্ষেমা কব দিননাথ, অজ্ঞানিব অপবাধ, ক্ষেম দোস[১১] ওহে দিনবন্ধু।
আমা অপবাধ হোতে, ক্ষেম দোস লক্ষ্মীনাথে, তবাইয়া নেয় ভবসিন্ধু॰ ॥
সর্ব্বত্রেতে গতি তুমি, তোমা কি স্তবিব[১২] আমি, কি বোলিব তোমাব মহর্ত্ত[১৩]।

৯। চুণের টোঙ্গা বা টুকরা। ১০ চুণবাহক। ১১। দোষ—অপরাধ।
১২। স্তব কবিত। 'মাইকেলী প্রয়োগ' তবে প্রাচীন কালেও ছিল? ১৩। মহত্ত্ব।

তুয়া পদ রেণু সার, ভবসিন্ধু তরিবাব, তুয়া পদ জানিলাম তর্ত্ত°১৪ ॥
তোমা পূজা না কবিয়া, লক্ষ্মী গেল ছাবিয়া, লোকনিন্দা করএ আমারে।
না জানি ভকতি স্তুতি, সদায় চঞ্চল মতি, আইলাম প্রাণ ত্যাগিবারে° ॥
কৃপা কৈলা রাঙ্গা পায়, তবিতে সমন দায়, দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসব দুর্গারাম, তবিতে সমন ধাম, ছায়া দেয় ঐ রাঙ্গা চরণ° ॥
এই মতে দ্বিজ জদি কবিলা স্তবন। তুষ্টা হৈয়া লক্ষ্মীচন্দ্র বর দিলা ততঃক্ষন° ॥
সদয় হইয়া চন্দ্রে দিলা তিনবব। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক দারিদ্র হউক দূর° ॥
অন্তকালে দ্বিজ তুমি পাও চন্দ্রলোক। গৃহে গিয়া ব্রত কব না ভাবিয় শোক° ॥
পুনি চন্দ্র স্থানে বিপ্র জিজ্ঞাশিলা বানি। জেই জেই দেখিলাম তাহা কহ সুনি° ॥
চ্যুতবৃক্ষ সবৎস ধেনু বৃষ আব গাধা। হস্তি পুষ্করনী দুই দেখীলাম আধা° ॥
তৃণ চুর্ন্ন ইক্ষু রম্ভা জে তাম্বুল। বিনী পুষ্প দুগ্ধ আব আম্রজে শ্রীফল° ॥
পূর্ন্ন ভাণ্ড বহে অর্দ্ধ ভক্ষক কুম্ভির। তাহার কাবণ কিছু কহত সুধির° ॥
চন্দ্রে বলে তুমি বিপ্র সুন বিববণ। বিপ্র না পাঠাইছে বৃক্ষ হৈছে তেকারন° ॥
বৃষেহ না দিল নব কুলা দিহিল তখন। তেকাবণে কর্ম্মভোগ হইছে এখন° ॥
গাধা মিথ্যাবাদি ছিল হস্তি ক্রোধানল। তাবা ছিল পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য সকল° ॥
ধর্ম্ম আব অধর্ম্ম দুই পুষ্কবনি। অধর্ম্ম পুষ্কবনীর জল কেহ না খায় পানি° ॥
তৃণ আব চুর্ন্নবাহক দুইজন। মুখে চুর্ন্ন দেখিয়া না কহে কদাচন° ॥
ব্রতি সকলের দ্রব্য মনা মুদ্গ আদি। ভিক্ষা কৈল ব্রতি সবে নাহি দিল ×° ॥
তেকাবণে তাহারা বেরায় স্থানে স্থান। ব্রতিব সেবা কৈলে সবের হইবে কল্যান° ॥
কুম্ভীব দেখীবা সেই পাতকী বিস্তব। ব্রাহ্মনের স্বর্ন্ন১৫ মালা কণ্ঠের উপব° ॥
অর্দ্ধজলে অর্দ্ধ উপরে পাপের কাবণ। এই সব কহিলাম বিপ্র কবহ গমন° ॥
তবে সে হইবে মুক্ত দিলে ব্রাহ্মনেরে। এই বার্ত্তা জানাইয় পাপিষ্ঠ কুম্ভীবে° ॥
এই সব কহিলাম গৃহে জায়১৬ তুমি। সপত্নি সহিত স্বর্নে আসিবাম১৭ আমি° ॥
বিদায হইয়া গেল কুম্ভিরেব স্থানে। কুম্ভিবেরে সম্বাদজে কহেন ব্রাহ্মণে° ॥
সেই মালা দিল কুম্ভির করি নমস্কার। গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র চলে আববার ॥
মণি মুক্তা আদি করি যথ দ্রব্য দিল। ব্রতি সকলেরে দিতে ব্রাহ্মণে কহিল ॥
ধান্য গ্রহস্তি মেলি বিপ্র তথা হোতে গেল। চুর্ন্নাব নিকটে গিয়া উপনিত হইল।
পরমুখে চুণা দেখী না কহিলা বাণি। চুর্ন্নার টোপরি মাথে বহ পুনি পুনি° ॥
গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র তথা হোতে গেল। তৃণবাহকের স্থানে উপস্থিত হৈল° ॥
পব শিরে তৃণ দেখি না কহিলা বানি। সেই পাপে তৃণ বহ তাহা আমি জানি° ॥

১৪। তত্ত্ব ১৫। স্বর্ণ। ১৬। যাও। ১৭। আনিব।

ধান্য গ্রহস্তি মেলি তথা সম্বাদ কহিয়া। জার জার পাব কথা কহেন বসিয়া॥
গাভিব নিকটে গিয়া দিল দবশন। • পূর্ব্বজন্মে নিস্ফল পুবী কৈলা দান॰॥
ধান্য গ্রহস্তি মুক্ত কবি গেল ততঃক্ষন। চ্যুত বৃক্ষ নিকটে গিয়া দিল দবশন॰।
বিপ্রে না পাঠাইছ তুমি···গর্ব্ব হৈয়া। তে কারণে ফল তোমার না খায় আসিয়া॥
সুবর্ণ কলস আছে তোমার অভ্যন্তরে। ভক্তি করি স্বর্ণ ভাণ্ড দেয় তা আমাবে॰॥
তাহা সুনি স্বর্ণভাণ্ড ব্রাহ্মণেরে দিল। আপনার মন্দিরে বিপ্র শিঘ্রগতি গেল।
সত মুদ্রা ভাঙ্গি ব্রত করিল প্রচার। দুঃখ দূব গেল বিপ্র স্বর্ণ ঘব দ্বার॥
জেবা এই ব্রতরাজা করে চিরকাল। পুত্রে পৌত্রে ধন ধান্যে বাড়ে ঠাকুরাল॥

ইতি পাঞ্চালি সমাপ্তঃ।

দক্ষিণা ছিদ্র কুর্য্যাৎ আশ্বিন—সূর্য্যার্ঘ্যং দত্তাৎ॥ ইতি॥

সন ১২৬৩ মঘি তাং ১০ কার্ত্তিক বোজ ববিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।*

ভীমস্যাপি বণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ॥
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং চৌরেণ নিয়তি যদি। শূকবীস্তস্য মাতাব পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ।
এই পুস্তকের অধিকার শ্রীজগবন্ধু আচার্য্য সাং মাহাংপুর॥ ১১৪৫ মঘিতোবিরচিত।†

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

* প্রতিলিপিকরণের তারিখ। † পুস্তক প্রণয়নেব তারিখ।

১১শ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রেল, রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

১। উপস্থিত—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্।
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল,
" মন্মথমোহন বসু।
" চারুচন্দ্র বসু।
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" প্রফুল্লকুমার ঠাকুর।
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এস্ সি
" মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম্, বি,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" চিত্তসুখ সান্যাল।
" ললিতমোহন দে।
" পূর্ণচন্দ্র বসু
" প্রকাশচন্দ্র মিত্র।
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি,এল্
" বিজয়লাল দত্ত।
" গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গৌরহরি সেন।
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" নিশিকান্ত সেন।
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এ
" তারাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বি,এ
ডাঃ " রাধাগোবিন্দ কর এল্, এম্, এস্
" গোপালদাস চৌধুরী।
" চারুচন্দ্র মল্লিক।
" গিরিশচন্দ্র বসু।
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী।
" বিনয়কুমার সেন এম এ,
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" যতীন্দ্রমোহন রায়।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" রাণীনাথ নন্দী।
" চিত্তসুখ সেনগুপ্ত।
" গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক।

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য Asst. Hd-Master, H.E. School, Gafergaon, Mymensing.
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, চম্পানগর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। নবগাঁ কুঠী, ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস, ফোর্ট হাসপাতাল, নাথনগর, চম্পানগর ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুজাগঞ্জ, ভাগলপুর।
,,	,,	ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সুজাগঞ্জ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ। সুজাগঞ্জ ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীবামনাবায়ণ মুখোপাধ্যায় সব্‌জজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীলালা দামোদর প্রসাদ মুন্সেফ্ ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীঈশানচন্দ্র মিত্র, এম এ, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসাবদামোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীমন্মথনাথ সেন, এম এ, বি এল, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর্
,,	,,	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন, বি এল, ঐ
,,	,,	এ, সি, গুপ্ত, স্কোয়ার ১০নং থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীনবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জয়পুর ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস মোক্তার, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীপ্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, আদমপুর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ
,,		শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, বাজবনেলি, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীদেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীগিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,জমিদার ষ্টেসনরোড, ভাগলপুর।
	,,	শ্রীদ্বিজদাস সিংহ বি এল, ভাগলপুর,
,,	,,	শ্রীসত্যসুন্দর বসু, বিএল, ঐ
,,	,,	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, ঐ
,,	,,	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বিএল, ঐ
,,	,,	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল এম্‌এ, বিএল, ম্যানেজার, ষ্টেট প্রাণমোহন ঠাকুর, ভাগলপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১১৮।১ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিষী সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশকৃষ্ণ বসু Supdt, Burdwan Raj Estate, Darjeeling
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস এম্,এ Chief Supdt. Acct General's office, Shillong.
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Laban, Shillong.
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	”	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ, বি, টি, Asst Master, Hare School.
”	”	শ্রীবিনোদবিহারী সরকার এম এ, Deputy Magistrate, Krishnagar.
”	”	শ্রীরাধানাথ পুতিতুণ্ড Head Pandit, Uttrapara School.
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীশৈলজানাথ রায় চৌধুরী সাতক্ষীরা হাউস্, কাশীপুর।
”	”	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী ৬৭।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী ২২নং ছুতারপাড়া লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজগবন্ধু মাজী হেড পণ্ডিত গভর্ণমেণ্ট সার্কেল বঙ্গবিদ্যালয়, বাকুইপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ গড়পার লেন।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র দাস শিক্ষক, কটন কলেজিয়েট্ স্কুল, গৌহাটি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দেববায় নলডাঙ্গা রাজবাড়ী, যশোহর।
শ্রীশশধর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর এম্,এ, বি,এল্ সবজজ, পূর্ণিয়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীশশধর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর এম এ বি এল উকীল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, বি এল উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, বি এল, উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীললিতমোহন ঘোষ, বি এল, উকিল পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীরঘুনন্দন দাস, উকিল পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, উকিল, পূর্ণিয়া।
,,	,,	শ্রীনিশিকান্ত সেন, বি এল, সরকারি উকিল, পূর্ণিয়া।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৩ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট।
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, উকিল, হাইকোর্ট।
,,	,,	মিঃ জে, ডব্লিউ, চিপেণ্ডেল, উকিল, ঐ
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচী, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীহেমচন্দ্র সেন, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র দে, উকিল হাইকোর্ট।
,,	,,	শ্রীকৃতান্তকুমার বসু, ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, ঐ ঐ
,,	,,	শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল হাইকোর্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য		
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীমুকুন্দলাল রায়,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীমৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম খাঁ বাহাদুর। উকিল হাইকোর্ট।		
শ্রীবসন্তকুমার বসু	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহারাধন নাগ	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীবীরভূষণ দত্ত,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীমন্মথনাথ রায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীকামিনীকুমার চন্দ	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায়,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসতীশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র দে,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২য়)	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীক্ষীরোদলাল সেন,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞা	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীবিশ্বনাথ সেন,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীঅমূল্যরত্ন সেন,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ (২য়)	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীযতীশচন্দ্র বসু,	ঐ	ঐ
”	”	শ্রীসুতীশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিরঞ্জন পাকড়াশী, ডকটর্স লেন।
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, C/o U. P. Roy. ৭ নং অক্রুর দত্তের লেন।
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ, ১৮ নং বেথুন রো।
শ্রীশশধর রায়	”	শ্রীবেণীমাধব চাকী, গভঃ উকিল, বগুড়া।
”	”	শ্রীঅন্নদামোহন রায়, রায়কালী, বগুড়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র গোস্বামী এম এ, Personal Asst. to the Commr. Gauhati
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, লাবান, সিলং।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজগৎশেঠ গোলাপচাঁদ বাহাদুর মহিমাপুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন কবিরাজ নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	”	শ্রীযাত্রামোহন চৌধুরী ইংলিস্ ক্লার্ক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপিস্, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীকালীচরণ রায় সহকারি প্রধান শিক্ষক, গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	”	শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী শান্তিকুটির, ঘাট ফরহাদবেগ চট্টগ্রাম।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বি এ, ডেপুটি কালেক্টর, কক্সবাজার চট্টগ্রাম।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীদিগেন্দ্রনাথ সেন ৬৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয় কেটগ্রাম, মান্দা পোষ্ট, রাজসাহী।
”	”	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, রাজসাহী।
”	”	শ্রীযদুনাথ রায় বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বিএল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড্ মাষ্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীনলিনীকান্ত অধিকারী বি এল্ উকিল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল পুলিস সব্ ইন্সপেক্টর বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীসুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস সব্ইন্সপেক্টর, গণেশতলা, দিনাজপুর।
”	”	ডাঃ শ্রীবিনোদবিহারী রায় মালোপাড়া—পোঃ রাজসাহী।
”	”	চৌধুরী শ্রীআমানতুল্লা আহম্মদ জমিদার, বড় মবিচা পোঃ, কুচবিহার।
”	”	মৌলবি শ্রীমহাম্মদ আমিরউদ্দিন খান, ফরিদাবাদ, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীউদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মন্থনা, পীরগাছা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীরাইচরণ মজুমদার পুলিস সব্ ইন্সপেক্টার, লালমনির হাট পোঃ, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীপার্ব্বতীকান্ত দাসগুপ্ত পুলিস সবইন্সপেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীমনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, হাতিবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার মোক্তার তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
”	”	শ্রীজগদীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার, গোবরাছাড়া পোঃ কুচবিহার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায়চৌধুরী শ্রীসম্মোহন বক্সী জমিদার, এ, ডি, সি, কুচবিহার।
”	”	শ্রীশ্যামাকিশোর মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
”	”	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বাগচী সেরপুর, বগুড়া।
”	”	শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীকৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।
”	”	শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বুকিং ক্লার্ক, ই, বি, এস্‌, আর্‌, লালমণির হাট,—রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীভগীরথচন্দ্র দাস, মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীজুয়ারউদ্দিন আহম্মদ আলকঝাড়ী, গোঁসানীমারী—কুচবিহার।
”	”	শ্রীহৃষীকেশ রায়, জমিদার উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীকামিনীকুমার সরকার ডিমলা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দাস পুটীমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।
”	”	শ্রীশশিকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তোফীর ষ্টেট্‌, কুচবিহার।
”	”	পণ্ডিত শ্রীরামনাথ বিদ্যাভূষণ মালসিরা, রাজসাহী।
”	”	শ্রীশশিভূষণ ঠাকুর পোঃ বরিয়া, পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীনফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	পণ্ডিত শ্রীভগবানচন্দ্র শিরোরত্ন উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীজগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীশিবদয়াল চট্টোপাধ্যায় উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
”	”	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার, বিএল্ উকিল, পাবনা।
”	”	শ্রীরূপেন্দ্রনারায়ণ রায় হেড্ মুন্সী, গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর (আসাম)।
”	”	শ্রীচন্দ্রমোহন মজুমদার শিক্ষক, প্রভাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন্ গৌরীপুর, আসাম।
”	”	শ্রীভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া, আসাম।
”	”	শ্রীহরকুমার গুহ ঐ
”	”	শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল্ ধুবড়ী, আসাম।
”	”	শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুর ষ্টেট, আসাম।
”	”	শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গোয়লপাড়া পোঃ, আসাম।
”	”	শ্রীগঙ্গাচরণ সেন ঐ
”	”	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বিএল্ উকিল, মালদহ।
”	”	রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এল্, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, রঙ্গপুর।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তকাদি।
১। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—৩০৪।	মৃণ্ময়ী (গোবিন্দমোহন রায়)। ৩০৫। Secrets of a new trade. ৩০৬। কাজের লোক (১৩১৩ আশ্বিন হইতে ১৩১৪ ভাদ্র)। ৩০৭। কাজের লোক (১৯০৯ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর)।
২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০৮।	দময়ন্তী।
৩। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর—৩০৯।	সানুবাদ সাংখ্যতত্ত্বালোক। ৩১০। সাংখ্যীয় প্রাণ-তত্ত্ব। ৩১১। The English Diary of an Indian Student
৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—৩১২।	স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের সচিত্র জীবনচরিত। ৩১৩। ভারতবিলাপ ও ব্রহ্মালয়ে ভিক্টোরিয়া-দর্শন।
৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—৩১৪।	সরল চণ্ডী।
৬। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩১৫।	The Imperial Gazetteer of India Vol. IV—W W. Hunter C S. I, C. I E, L. L D ৩১৬। The Imperial Gazetteer of India Vol. I.—W W Hunter C S I, C I E, L L D. ৩১৭। A Report of the Calcutta Industrial Exhibition 1906 ৩১৮। History of India, C F. DE La Fosse M A. ৩১৯। Selections from the Spectator Osmund Airy M A. ৩২০। নানা প্রবন্ধ (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ)। ৩২১। রাজর্ষিকুমার (প্রসন্নকুমার মজুমদার)।
৭। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৩২২। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের জীবনী
৮। শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র রায়	৩২৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী।
৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য	৩২৪। ব্রহ্মশতকম্।
১০। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র মজুমদার	৩২৫। চট্টগ্রামী ভাষা। ৩২৬। আল্লার শতনাম ও আরবী অক্ষরবর্ণন। ৩২৭। লক্ষ্মণ ভাষা।
১১। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শর্ম্মা	৩২৮। পুরাণ দর্শনসূত্র উপক্রমণিকা।
১২। শ্রীযুক্ত রাসমোহন সরকার	৩২৯। শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।
১৩। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র রায়	৩৩০। নিভৃত-বিলাপ।
১৪। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	৩৩১। সাহনামা, (১ম খণ্ড)।
ঐ	৩৩২। সাহনামা, (২য় খণ্ড)।
১৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৩৩৩। রামানুজ-চরিত।
১৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামাখ্যানাথ ঘোষ	৩৩৪। The Movements of the Kosi River by F. A Shillingford।

পুথি।

১। শ্রীওয়াহেদ হোসেন বি এল্ ১। মুসলমানী বাঙ্গালা পুথি

২। শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ২। কতকগুলি পুথি (?)

৩। শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্,—৩। করণাস্তবস্তোত্র, ৪। স্মরণ-দর্পণ ৪ খানি, ৫। বসালষ, ৬। কৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদ, ৭। গৌরকিশোরের আরাধনা, ৮। শ্রীরূপ-চিন্তামণি টীকা, ৯। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১০। স্বরূপ-বর্ণন, ১১। রাসক্রীড়া, ১২। স্মরণীয়-লীলামুঞ্জরীগ্রন্থ, ১৩। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ১৪। মনঃশিক্ষা দ্বৈকাদশকং, ১৫। শ্রীকারিকাংশ, ১৬। ব্রত-দীপিকা, ১৭। শাখাবর্ণন, ১৮। চৈতন্য-চরিত, ১৯। শ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকস্য-টীকা, ২০। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা হইতে প্রভাত জাগরণ, ২১। বিদ্যাপতি, ২২। কালী-কীর্ত্তন ২৩। বৃন্দাবন-বর্ণন, ২৪। গোবিন্দদাস, ২৫। অপর ১৪ খানি।

৪। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর—২৬। মহাভারত পুঁথি (সংস্কৃত)।

৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—২৮। বাঙ্গালা পুথি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বি এ, সহকারী-সম্পাদক মহাশয়, উপহার-প্রাপ্ত বস্তুগুলি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় অতি অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি আসিয়া পৌছিয়াছে। এগুলি নিম্নতলে অলিন্দে সকলের দৃষ্টি-পথের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পরিষদের মন্দির-দর্শনে প্রত্যহ যত জন লোক আসিতেন, বাহির হইতে এইগুলি দেখিয়া আজকাল তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পরিষদের হিতৈষী, দীঘাপাতিয়ার মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর মহাশয় তিনটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এই মূর্ত্তিগুলি তাঁহারই রাজসাহীর অন্তর্গত মাদা নামক স্থানের জঙ্গলমধ্যে প্রাপ্ত। ইহার মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি বড় প্রায় ৩।০ ফুট উচ্চ ও অপরটি প্রায় দেড় ফুট উচ্চ। মূর্ত্তি তিনটি বরেন্দ্র-ভূমি-সুলভ অন্যান্য বিষ্ণুমূর্ত্তিরই অবিকল অনুরূপ। মূর্ত্তিগুলি সবই পশ্চিমের ভাস্কর্য্যপ্রণালীতে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যপ্রণালীতে পুত্তলিকা-কারে নির্ম্মিত নহে। মূর্ত্তিগুলি একাকৃতি অর্থাৎ প্রত্যেকটিরই দক্ষিণের-ঊর্দ্ধকরে গদা, নিম্নকরে পদ্ম, বামের ঊর্দ্ধকরে চক্র ও নিম্নকরে শঙ্খ, উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং তৎপার্শ্বে জয়-বিজয় মূর্ত্তি আছে। মাল্য-কুণ্ডলউত্তরীয়াদির সংস্থানও একরূপ, তবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটির শিল্পীই স্বতন্ত্র ব্যক্তি সুতরাং মুকুট, হার, কেয়ুর, কুণ্ডলাদির কারুকার্য্য এবং আদর্শ স্বতন্ত্র। যাঁহারা প্রস্তর-শিল্পের অনুশীলনকারী এবং প্রাচীন কালের হিন্দু-গ্রাহ্য অল-ঙ্কার বস্ত্রাদির প্রকারভেদ অনুসন্ধান করেন,তাঁহাদের পক্ষে এই স্বাতন্ত্র্য বড় কার্য্যকরী হইবে। জেমোর কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, কুমার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও কুমার শ্রীযুক্ত রবীন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়গণও তাঁহাদের জমীদারীতে প্রাপ্ত ঠিক পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলির ন্যায় আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন।

কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী 'রইস ও বাইয়'তের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঐরূপ আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহের একটু ইতিহাস আছে। পরলোকগত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শান্তিপুরনিবাসী এক বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে দিনাজপুরের কোন গ্রাম হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এই মূর্ত্তিটি যোগেশ বাবুর নিকট ছিল। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মূর্ত্তি দুইটিও প্রায় ৩৷৷০ ফুট উচ্চ। এইরূপে পরিষদের চিত্রশালায় আজ পর্য্যন্ত পাঁচটি বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষদের পোষ্টপুর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মঞ্জুঘোষ বোধিসত্ত্বের একটি সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। পরিষদের পরিপোষণার্থ রাজা বাহাদুরের অর্থদানও যেমন বিশেষত্বব্যঞ্জক, এই মূর্ত্তি-দানটিও ঠিক সেইরূপ বিশেষত্ব-প্রকাশক। এই মূর্ত্তিটী যে ভাবে উৎকীর্ণ অর্থাৎ মূর্ত্তিটির পৃষ্ঠফলকে একটি অগভীর কুলঙ্গী কাটিয়া তাহার মধ্য হইতেই আবার উঁচু করিয়া প্রতিমা খুদিয়া তোলা হইয়াছে। ইংরাজীতে এইরূপ উৎকীরণ-প্রথার নাম Ultorelievo Process. এ ভাবের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্তও কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির চিত্রশালায় তো নাই-ই, কোন ইউরোপীয় চিত্রশালাতেও নাই, সুতরাং এ পক্ষে পরিষদের চিত্রশালার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভাগলপুরের লোকপ্রিয় জমীদার মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ ভাগলপুর হইতে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। ইহা প্রায় ৪ ফুট উচ্চ। ইহাতে বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মূর্ত্তির আসন-পদ্মের নীচে একটি সিংহ মূর্ত্তি ও একটি উপাসিকা মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি দ্বারা চিত্র-শালার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং দাতৃগণ পরিষদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিষদের আশ্রয়স্থানদাতা বদান্যবর মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কয়েকটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। শককুষণবংশীয় সম্রাট্ কণিষ্ক, হুবিষ্ক, ১ম ও ৩য় বাসুদেব এবং গুপ্তবংশীয় ১ম কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিতে মহারাজের ৩৫১৲ টাকা লাগিয়াছে। মহারাজের এই দানে পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের প্যারিস প্লাষ্টারে গঠিত একটি মুণ্ড উপহার দিয়াছেন। এই সকল উপহৃত দ্রব্যের জন্য দাতৃগণ কেবল পরিষদের নহে, সাধারণেরও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় 'বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ স্থলে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা ছিল না। তৎকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন ও আলোচনায় রত থাকিতেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমুজ্জ্বল আলোকে যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেবল ইংরাজী-সাহিত্যের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকাই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা-ভাষাকে একটি ভাষা বলি-

য়াই গণ্য করিতেন না। এই অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রই মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্য লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে বাঙ্গালা-ভাষার উৎকর্ষসাধনের সূচনা হয়। তাহার পরে মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয়ের অভ্যুদয়ে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি সাধিত হইলেও, তাঁহাদের রচনায় সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার ছিল না, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বুঝা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের ভাষায় ক্রমশঃ সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর বাড়িয়া তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত-সুলভ লালিত্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে দেশের সাহিত্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পিয়ারীচাঁদ উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের রচনা ও তাঁহাদের অনুকৃত রচনার ভাষার গতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, বাঙ্গালা-ভাষার পথ প্রসারিত বা বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের কোন সহজ উপায় বিহিত হইল না, অথচ দিন দিন অনুকরণের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনি বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতমূলক কঠিন শব্দ ও বিস্তৃত সমাসের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি ইংরাজী-সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় আজীবন ইংরাজী ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন, কিন্তু সহৃদয় পিয়ারীচাঁদ বঙ্গ-সাহিত্যের দীনতা দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃ-ভাষার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তদীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত, তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত ভাষায় লিখিত বিবিধ-বিষয়ক-প্রবন্ধপূর্ণ "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড হইতেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" "নিয়মিতরূপে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশের কিছুকাল পরেই স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল", 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়", "রামা-রঞ্জিকা", "কৃষিপাঠ", "গীতাঙ্কুর", "যৎকিঞ্চিৎ" ও "অভেদী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে নিজের প্রকৃত নাম দিয়া "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের পূর্ব্বাবস্থা", "ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত", "আধ্যাত্মিকা" ও "বামা-তোষিণী" প্রভৃতি আরও কতিপয় সুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যখন সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা-ভাষা ও বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার প্রবর্ত্তিত পরিমার্জ্জিত ভাষা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ-জনিত সমালোচনা ও বিবাদ চলিতেছিল, তখন "আলালের ঘরের দুলালে"র আড়ম্বরবিহীন, কঠোরতাপরিশূন্য চলিত ভাষা স্বচ্ছন্দবিহারিণী তরঙ্গিণীর ন্যায় তর তর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব শোভা ও সম্পদ্ বর্দ্ধনের এক নূতন গতি আনয়ন করিয়া দিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রহিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভারতে লিপির প্রাচীনতা" নামক প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনায় ও তাহা দীর্ঘ হওয়ায় অন্য অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্ মহাশয়ের "নওবতন" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এই প্রবন্ধে আসাম-রাজ বলবর্ম্মার তাম্রশাসন উপলক্ষে আসামের প্রত্নতত্ত্বের অনেক কথা জানা গিয়াছে। এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রবন্ধও অন্য অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় চিত্রশালার দ্রব্যাদির উপহার-দাতাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং বিজয় বাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা করিলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহ-সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষোড়শ সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৫শে বৈশাখ ১৩১৭, ৮ই মে ১৯১০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০।

উপস্থিত,—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দ দেব

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন এম্ এ, বিএল,
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ মন্মথমোহন বসু বিএ,
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ পঞ্চানন নিয়োগী
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র বসু
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্
„ কবিরাজ রাখালদাস কাব্যতীর্থ
„ বিনয়কুমার সেন এম্ এ
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত কবিভূষণ
„ রামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ,
„ হরিপদ মৈত্র
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল্,
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ বীরেশ্বর গোস্বামী
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, এম্ আর এ এস্.
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহ-সম্পাদক।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইলে, সভাপতি মহাশয় ভারতসম্রাট্ সপ্তম এড্‌বার্ডের পরলোকগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, প্রজাপ্রিয় ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এড্‌বার্ড্ গত কল্য শনিবারে হঠাৎ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। এজন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত শোকানুভব করিতেছি। সাম্রাজ্যের এমন দুর্দ্দিনে, সর্ব্বত্র শোকের

দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে আজ আমাদের সাম্বৎসরিক সম্মিলনের আনন্দ করা উচিত নহে। এই নিমিত্ত এই অধিবেশন আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস স্থগিত রহিল। অদ্য আমরা এই সমবেত সভায় আমাদের নবীন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জকে, পরলোকগত সম্রাটের মহিষী কুইন আলেকজন্দ্রাকে এবং রাজপরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে আমাদের আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদেরও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের এই শোকবার্ত্তা অদ্যই তারযোগে বড় লাট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে। আসুন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের নিম্নলিখিত শোক-সংকল্পটি গ্রহণ করি।

অতঃপর সভাস্থ সকলে ভারতসম্রাটের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইলে, সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন—

"The Bangiya Sāhitya Parishad assembled at its annual meeting expresses its profoundest sorrow at the death of the beloved Sovereign Edward VII and respectfully offers its heartfelt condolence to His Most Gracious Majesty George V. and the Dowager Empress Alexandra and the other members of the Royal Family."

অতঃপর সকলে ইহা গ্রহণ করিলে স্থির হইল,—

"That a copy of the above resolution be forwarded to H. E. the Viceroy."

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দুই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর সকলে সদুঃখে নীরবে সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষোড়শ বাৎসরিক স্থগিত অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

১। উপস্থিত—সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় মহারাজ	„	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
মহারাজ কুমার	„	বনয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর
রায়	„	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
„	„	বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
	„	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
মহামহোপাধ্যায়	„	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
পণ্ডিত	„	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
	„	সখারাম গণেশ দেউস্কর
	„	নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ	„	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ]
„ মন্মথমোহন বসু বিএ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ অমৃতগোপাল বসু
„ কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী
„ দীনেশচন্দ্র সেন বিএ
„ সারদাচরণ ঘোষ
„ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
„ তারকচন্দ্র রায়
„ ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় বি এল্

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ নৃত্যগোপাল সরকার
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ প্রবোধচন্দ্র মজুমদার
„ চারুচন্দ্র মিত্র
„ সুবেশচন্দ্র দাঁ
„ ক্ষীরোদচন্দ্র ভক্ত
„ বামকমল সিংহ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ করুণচন্দ্র মজুমদার
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
„ শরচ্চন্দ্র দত্ত গুপ্ত
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
„ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
„ কুমারীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ হরিদেব শাস্ত্রী
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ উমাচরণ মিত্র
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বনোয়ারীলাল চৌধুরী
„ গৌরহরি সেন
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ তারকনাথ বিশ্বাস

} সহঃ সম্পাদক

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশশিভূষণ বসু	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবন্ধুবিহারী সিংহ এম্ এ, বি এল্, Extra Asst. Commisioner, Bargarh Sambalpur.
„	„	পণ্ডিত শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী।
শ্রীশশিভূষণ বসু	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমনোরথ রায় বি এ, S. C. Collegiate School.
„	„	এ, সি, রায়, S. C. Collegiate School.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ২৯ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রলাল সিংহ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাট।
”	”	শ্রীহরিপদ রায়, ৭নং অক্রূর দত্তের লেন।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সাতক্ষীরা হাউস্, কাশীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীফণীভূষণ ঘোষ সরস্বতী ৮০ পীতাম্বর ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ উকীল, জজকোর্ট, কটক।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	”	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	J D Anderson Brooklyn Avenue, Cambridge.
শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী	”	রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়লাল গাঙ্গুলী, Registrar Military Secretariat of India.
”	”	শ্রীকালীনাথ রায় সহঃ সম্পাদক, বেঙ্গলী।
”	”	শ্রীতারাপ্রসন্ন মিত্র, “বেঙ্গলী”র অধ্যক্ষ, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, S. Friends & Co. ১১।২ হ্যারিসন রোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ Translator Department Apellate Side, High Court, Calcutta
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, প্রধান শিক্ষক, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, ৩৭ নিমুগোস্বামীর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার বি এ, ৬ ল্যান্সডাউন রোড।
”	”	শ্রীজয়গোপাল ঘোষ, হাইকোর্টের উকিল, ১৬৬ রসা রোড, ভবানীপুর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মাননীয় বিচারপতি শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬৩ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর।
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার, কুচবিহার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	”	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ন্যাশান্যাল কলেজ, ১০ বৃন্দাবন বসাকের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ সম্পাদক, হাইস্কুল, পাবনা।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনীরদচন্দ্র মল্লিক, ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
”	”	শ্রীসুবোধচন্দ্র মল্লিক ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমদেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাণিক্যহার, সোমপাড়া পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরন্দরপুর, বীরভূম।
”	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীতুলসীদাস কর এম্ এ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
শ্রীশশধর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবেণীমাধব চাকী, সরকারী উকিল, বগুড়া।
”	”	শ্রীআনন্দলাল চৌধুরী, রায়কালী, বগুড়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	”	শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীহট্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, সম্পাদক, ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গবৈশ্যসমিতি, ৮২ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সহঃ সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গ বৈশ্যসমিতি, ৩ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীরায়মোহন চৌধুরী, ৩ বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীরামরতন সরকার, বাবুগঞ্জ, হুগলী।
”	”	কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর, ২০৫ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	”	চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি, খাজাউলী, কাণপুর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	”	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে আই সি এস্, এসিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকাল অডিটার, লাবান শিলং।
”	”	শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস, লাবান শিলং।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ, বালীচুবি, মাদারিগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুন্দরলাল জহুরী, ৭ হরপ্রসাদ দের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌবীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ, ৭৯ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু রায় বাহাদুর, নাগপুর, সি, পি।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, Junior Medical Officer, Haddo Hospital, Port Blair, Andaman.
”	”	শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী-কালেক্টর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরমণীমোহন মিত্র এম্ এ, বিএল্, ডেঃ মাঃ, ১।২ দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন, বহুবাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীঅনিলনাথ বসু, এটর্নী ১১।২ চোরবাগান লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীতারকনাথ রায়	শ্রীতারানাথ গুপ্ত, এম্,এ, ডেঃ মাঃ হাওড়া, ৪ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীকুমারীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীতারকনাথ রায়, সব্ ডিঃ অফিঃ, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ
,,	,,	শ্রীক্ষুদিরাম্ মুখোপাধ্যায়, উকীল, কাটোয়া।
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
,,	,,	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ৯।২ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীযুগলকৃষ্ণ বসু	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, "ল"বোর্ড, গয়া।
শ্রীতারকনাথ রায়	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরমাপ্রসাদ মল্লিক, ২ ভুবনমোহন সরকারের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ লালওস্তাগরের লেন।
		বিশেষ সভ্য।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন, দেমুর, পুঁইগুরী (বর্দ্ধমান)।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্রসভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামকমল সিংহ,	শ্রীমহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১১ সাতকড়ি চাটুর্য্যের লেন, হাওড়া।
”	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য উপহারদাতাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল :—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—	১। The Experimental Study of Huyglu's Secondary waves. ২। Scheme of examination to be held in June 1909. ৩। ” ” ” in June 1908. ৪। A Statement of the Schemes of Study 1908. ৫। A School Geometry Part IV. ৬। Our Motherland. ৭। Stray notes on Indian Education. ৮। Stray Leaves. ৯। Mr. Gait's History of Assam. ১০। Introduction to the Satara Rajas & Peshwa's Diaries. ১১। Notes on the early History & Geography of British Burma. ১২। The Report of the inaugural meeting of the Froebel Society of Calcutta ১৩। Report of the Silpa Samity. ১৪। Annual Report of the Calcutta Medical School of Bengal. ১৫। Elements of Practical & Scientific Agriculture. ১৬। Second Book of Geography. ১৭। University of Calcutta—A Commetative Lecture in Celebration of Tercentenary of John Milton By H. R. James M. A. ১৮। India as known to Ancient & Mediæval Europe. ১৯। The Medical Science of Ancient India. ২০। A Manual of Bengali Composition. ২১। চিত্রকাব্যম্, ২২। শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী, ২৩। চারুচর্য্যাশতক ২ খান, ২৪। বিদ্যাসাগর প্রশস্তিঃ, ২৫। সাহিত্যবোধ ১ম ভাগ। ২৬। Report of the Dhakuria Public Library 13 th March 1910.
২। শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়	২৭। বৃন্দাবন-রহস্য।
৩। ” বীরেন্দ্রনাথ রায়	২৮। বিনিময়। ২৯। রাবেয়া।
৪। ” প্রশান্তচন্দ্র রায়	৩০। পঞ্চবটী।
৫। Registrar Calcutta University	৩১। Minutes 1909 Part II.
৬। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩২। দশচক্র।
৭। ” নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৩। বিক্রমকল্পলতিকা।
	৩৪। অধিকরণমালা উপনিষদ্ ও অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
৮। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ	৩৫। উপনিষদের উপদেশ ৩য় খণ্ড।
৯। „ উমেশচন্দ্র মৈত্র	৩৬। আত্মবোধ।
১০। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	৩৭। বঙ্গেশবিজয়ং।
১১। „ ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এম্ বি	৩৮। বিলাত-ভ্রমণ (১ম ভাগ)।
১২। „ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ	৩৯। চণ্ডিকা-বিজয়। (কমললোচন শর্ম্মা প্রণীত)
১৩। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন	৪০। আমার জীবনী। (৺নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত)

পুঁথি।

উপহারদাতার নাম	উপহৃত পুথি
১। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার বি এ	১। পুঁথি ৩ খানি।
২। „ ভুবনমোহন বসু	২। পুঁথি।
৩। „ অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	৩। হস্তলিখিত পুঁথি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (খণ্ডিত)।
	৪। „ „ একখানি।
৪। „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৫। কপোতকপোতী—কবিচন্দ্র ১০৮৯।
	৬। দুর্ল্লভসার—লোচনদাস ১১৬২।
	৭। শক্তিশেল—কবিচন্দ্র ১১৭২।
	৮। উদ্ধব-সংবাদ—নরসিংহ দাস।
	৯। সাবিত্রী উপাখ্যান—ভারত।
	১০। বিলাপকুসুমাঞ্জলি— রাধাবল্লভ।
	১১। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।
	১২। বৈষ্ণব-বন্দনা।
	১৩। শ্রীমদ্ভাগবত—দ্বিজ রামকুমার। (ভাষানুবাদ)
৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।	১৪। কাশীদাসী মহাভারত। (কাশী হইতে প্রাপ্ত)

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব যিনি করিয়াছিলেন, সেই বদান্যবর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর সংকল্পিত স্থায়ী ভাণ্ডারের প্রস্তাবিত মূলধন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে

একাই তাহার সিকি ১২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আরও একটী মহৎ কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকালয় (৩৫০০ সাড়ে তিন হাজার পুস্তক ও পুঁথি) দেনার দায়ে বন্ধক ছিল। উত্তমর্ণ তাহা নিলাম করিয়া বেচিয়া টাকা তুলিয়া লইবার চেষ্টা করেন। রাজা বাহাদুর সুদে আসলে সেই দেনা দিয়া পুস্তকালয়টিকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে উত্তমর্ণ এই পুস্তকালয় বন্ধক রাখিয়া আমাদের পরিষদেই গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরও উহা ঋণমুক্ত করিয়া দিয়া পরিষদেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যের জন্যই রাজা বাহাদুর আমাদের সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ১৯শ নিয়মে সহকারী সম্পাদক তিন জন নিযুক্ত হইবার বিধি আছে, উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া চারি জন সম্পাদকের ব্যবস্থা করা হউক, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। এই সম্বন্ধে ব্যোমকেশ বাবুর পরিষদের কার্য্য-ভারের বৃদ্ধি ও তাহা সুশৃঙ্খলে পরিচালনের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ নিয়মের ঐ অংশ পরিবর্ত্তিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ষোড়শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। তাহার সারাংশ এইরূপ।—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ১০০২ হইতে ১২৪৮ হইয়াছে। পুস্তকালয়ের পুস্তকের সংখ্যা ৬০০০ এবং পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৮০০ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আয় ৮৬৭০৷৷১০ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ৮৩১০৷৶০ বাদে ৩৬০/১০ উদ্বৃত্ত আছে। গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে যে পরিমাণ ঋণ ছিল, গত বৎসরে প্রায় তাহার অর্দ্ধেক শোধ হইয়াছে। গত বৎসর পরিষদের নূতন চেষ্টার মধ্যে রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার কল্পনাই প্রধান। ইহার জন্য স্বতন্ত্র সমিতি ও কার্য্যকারিণী সভা গঠিত হইয়াছে। কাশীরাম দাসের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনার্থ কাটোয়ায় "কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি" নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সেই সমিতি গত বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গের জাতীয় মহাকবি কাশীরামের স্মৃতি-চিহ্নস্থাপনের প্রস্তাব যাহাতে কেবলমাত্র কাটোয়া-সমিতির চেষ্টায় আবদ্ধ না থাকিয়া, বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বস্থান হইতে বাঙ্গালীর জাতিগত চেষ্টার বিষয়ীভূত হয়, তজ্জন্য একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল। এই সভায় কাটোয়া-সমিতির সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় স্থির হয়, এখন হইতে এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্যভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিবেন। পরিষদের চেষ্টায় উক্ত সাধারণ সভাস্থলে উক্ত সঙ্কল্পের জন্য ৮।৯ আট নয় শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের চিত্রশালায় এবার নবাবিষ্কৃত বহু প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতু-প্রতিমা সংগৃহীত হইয়াছে। দুই সহস্রাধিক বর্ষের স্বর্ণমুদ্রা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন পয়সা পর্য্যন্ত অনেকগুলি দুর্লভ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগেও এবার পরিষৎ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসর সাধারণের মধ্যে সরল ভাবে বিজ্ঞানালোচনার উদ্দেশ্যে পরিষৎ শরীরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যার

জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিষদের আজন্ম-সঙ্কল্পিত ব্যাপারগুলির মধ্যে অভিধান সঙ্কলন চেষ্টা বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বাটীয় শব্দমালার অভিধান সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। পরিষদ্‌ও গত বৎসর হইতে তাহার মুদ্রণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব-উদ্ধার ব্যাপারে যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব রাজবংশের তাম্রশাসনাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিবরণ সর্ব্ব প্রথম পরিষদেই প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের পরমহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যসেবী দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর গত বৎসর রাজসাহীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাজসাহী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায়, বাঙ্গালার জীবতত্ত্বের অনুসন্ধানকারক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র এবং পরিষদের সহকারী সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণকে লইয়া বরেন্দ্রভূমির ১৭ খানি গ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানাদির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় ও নেতৃত্ব কুমার বাহাদুর একাই বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে যে সকল অনুসন্ধান ও যে সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষের খননাদি কার্য্য হইয়াছিল, তাহার ফলে মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ, প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দিরের ভিত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুমার বাহাদুর এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে যে সকল ভগ্ন প্রস্তরপ্রতিমা ও কারুকার্য্যখচিত প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আপাততঃ রাজসাহী-শাখা-পরিষদেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ ও অর্থব্যয়ে অনেক ঐতিহাসিক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরিষদের বাহিরেও পরিষদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ হইতেছে। বরোদায় গত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। যে মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, সেই রমেশ বাবুই এই মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবার পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের কার্য্যফলও অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে। পাঁচ জন যুবক বিবিধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনার জন্য নিজ নিজ ইচ্ছামত বহুবিধ পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছেন। যে যুবক সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম ও উন্নতিশীল হইয়াছিল, সে যুবকটী অকালে মারা গিয়াছে। এইরূপে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে দেমুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষদের জন্য অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং আরও দিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বাঙ্‌লা সাহিত্যের সকল প্রকার গ্রন্থের দীর্ঘায়তন বিবরণ পাঠ করিলেন। এবৎসর অমূল্য বাবু জানাইলেন

উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বিবরণে শত শত ত্রুটি থাকিত এবং সে জন্য প্রবন্ধ-পাঠের সময় আক্ষেপ করিতে হইত। এ বৎসর পরিষদের কতিপয় হিতৈষীর সাহায্যে এই বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে (এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১৩১৭ বঙ্গাব্দের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ব্যক্তি	পদ
মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর	রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্	সভাপতি
		ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি, পি, এচ্ ডি	সহঃ সভাপতি
		„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	„
		„ মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	„
		„ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,	সম্পাদক
		„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহঃ সম্পাদক
		„ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ,	„
		„ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,	„
		„ ভাবাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ	„ (নূতন নিয়মানুসারে)
		„ নগেন্দ্রনাথ বসু	পত্রিকা-সম্পাদক
		„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্	ধনরক্ষক
		„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ	গ্রন্থরক্ষক
		“ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	ছাত্র-পরিদর্শক
		“ গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
		“ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ	আয়ব্যয়-পরীক্ষক

অতঃপর ১৩১৭ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি-গঠন প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সভ্যগণের নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন ;—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
কুমার " শরৎকুমার রায় এম্ এ
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" দেবকুমার রায় চৌধুরী

এতদ্ভিন্ন গতবর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে এ বৎসবেব কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য পদে মনোনীত কবিয়াছে :—

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ
" মন্মথমোহন বসু বি এ
" চারুচন্দ্র বসু

অতঃপর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত আয়ুর্ব্বেদীয় রস-শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ প্রদর্শন কবেন, তন্মধ্যে রস-কামধেনু নামক গ্রন্থখানিতে ১৩০০০ শ্লোক আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে গুরুসঙ্কেত নামে পূর্ব্বতন কবিবাজ মহাশয়-দিগের বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ আছে। কবিবাজ মহাশয় যে গ্রন্থগুলি সংগ্রহ কবিয়া আনিয়াছেন, বঙ্গদেশে এগুলি নাই ; সুতরাং এগুলি এ দেশে লইয়া আসায় এদেশেব আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যেমন পবিবর্দ্ধিত হইল, শিক্ষার্থীবাও তেমনি উপকৃত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে রসার্ণব-তন্ত্র গ্রন্থ সানুবাদ প্রচার করিতেছেন, কবিবাজ মহাশয়েবা এই সংগ্রহ হইতে উক্ত গ্রন্থের যে প্রতিলিপি পাইয়াছেন, তদ্দাবা তাঁহার বিশেষ সাহায্য হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির আবরণ মোচন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং জানাইলেন যে, এই ব্রোমাইড্ ছবিখানি শ্রীযুক্ত শরৎকুমাব লাহিডী পবিষৎকে দান কবিয়াছেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে পরিষদের কর্ম্মচারী ও হিতৈষিবর্গকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাইলেন। তাঁহাব সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত অভিভাষণে সভাস্থ সকলেই বিশেষ সন্তোষলাভ করেন (এই অভিভাষণ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে)।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

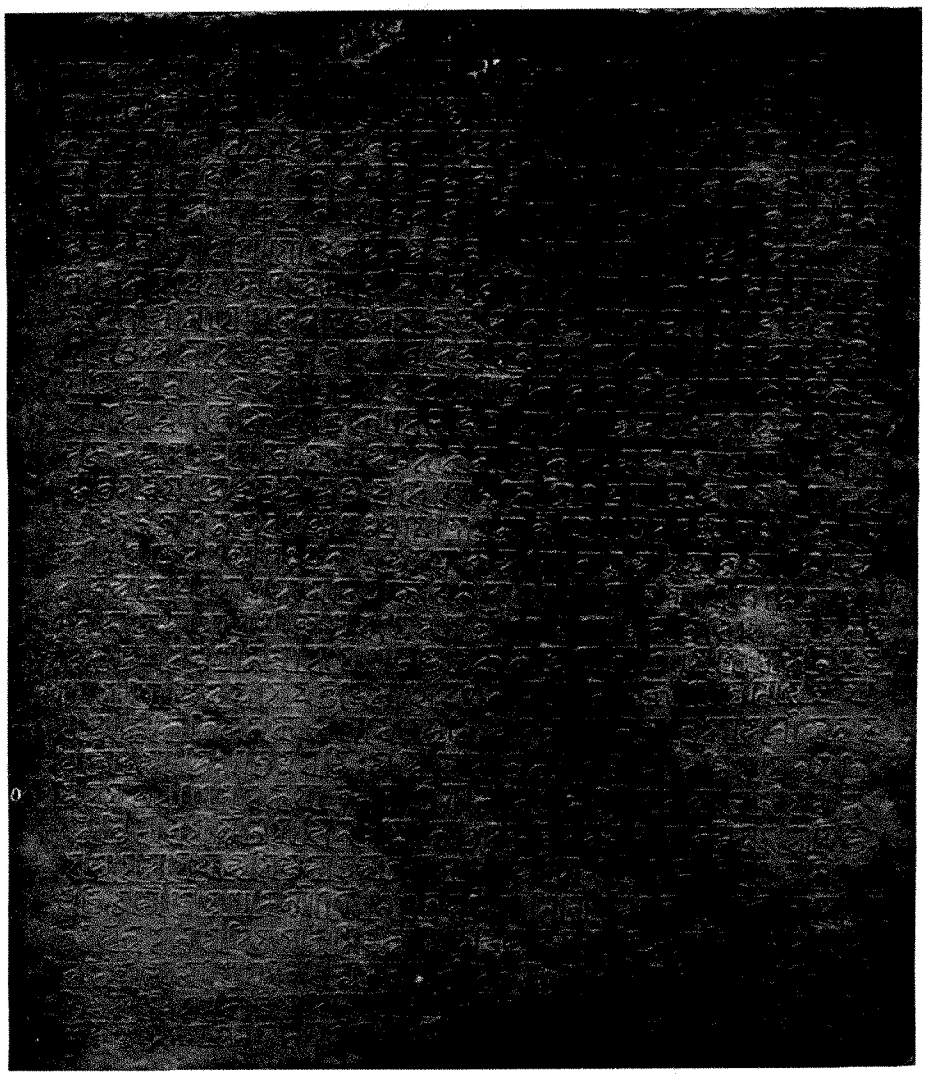

"তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।"

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

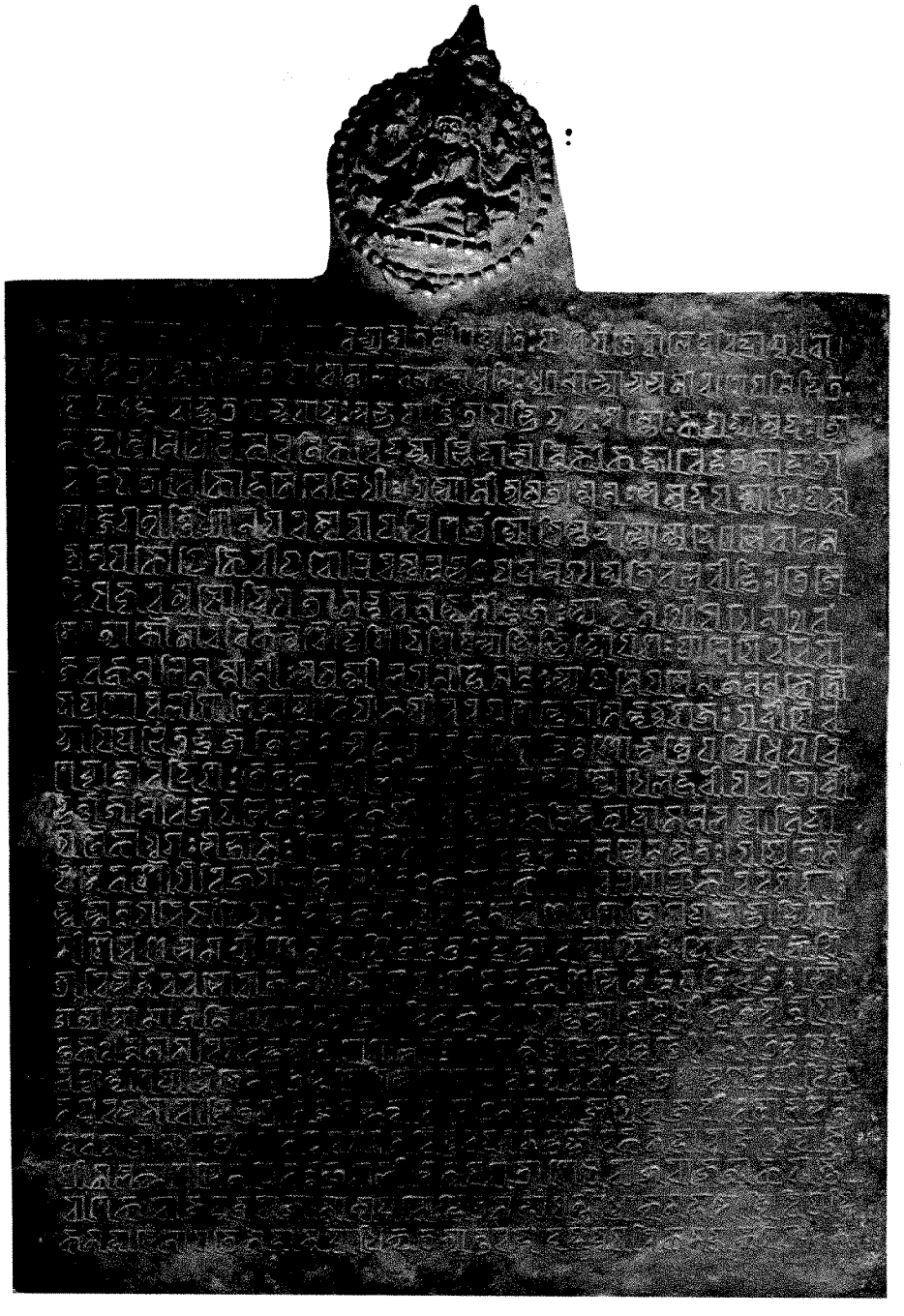

"তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।"

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

২য় সংখ্যা

সভাপতির অভিভাষণ

১৩১৬ সাল অতীত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গত বর্ষের কার্য্যবিবরণও আপনারা শুনিয়াছেন; পরিষৎ যে গত বৎসর উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন। সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পত্রিকা-সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং কার্য্যকারিণী সভার সভ্যসমূহ অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে পরিষদের উন্নতির জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এদেশে অনেক কার্য্যকারিণী সভার অধিবেশনই প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যার (quorum) অনুপস্থিতি নিবন্ধন বিফল হইয়া থাকে, পরিষদের কোন অধিবেশনই বিফল হয় নাই। প্রয়োজনীয় কোন কাজই পড়িয়া থাকে নাই, সকল কাজই যথাসময়ে নিবিষ্টচিত্তে আলোচিত হইয়াছে। কোন বিষয়ের বিচারেই আমি স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্রও দেখি নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সমুচিত তৎপর ছিলেন; তাঁহারা সকলেই আলস্য ও তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া পরিষদের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। সম্পাদক, সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ বঙ্গীয়-সাহিত্যের উন্নতিসোপানের পথপ্রদর্শক, সুতরাং সমস্ত বঙ্গবাসীই শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

অতীত বৎসরে বঙ্গীয়-সাহিত্যের কি পরিমাণ উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা বড়ই সুকঠিন। সাহিত্যের প্রকৃত গতি নির্ণয়োপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্র নাই, এক বৎসরে, এমন কি পাঁচ বৎসরেও ভাল মন্দ স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। বার বৎসরে অর্থাৎ প্রতিযুগান্তে কতকটা বুঝিতে পারা সম্ভব, কিন্তু দ্বাদশবার্ষিক বিবরণের প্রতীক্ষা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালের চঞ্চলমতি যুবকগণের পক্ষে অসহনীয়। পুস্তক ও পুস্তিকার সংখ্যার দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির পরীক্ষা হইতে পারে না। কেবল মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বা মুদ্রিত ও প্রকাশিত পৃষ্ঠাসমূহ দ্বারাই কোন সাহিত্যের প্রকৃত গতির পরিমাণ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভ্রমমূলক। অনেক প্রকৃত রসাত্মক গ্রন্থ প্রকাশকালে সমুচিত আদর পায় না, আবার অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য গ্রন্থও সমাজের রুচিবিকারনিবন্ধন ক্ষণকালের জন্য আদর পাইয়া থাকে। অনেক সুরসিক লেখককে কাতরস্বরে বলিতে হয়—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

আবার অনেক নিম্নশ্রেণীর লেখকও বিবিধ ক্ষণস্থায়ী কারণে আপনাদিগকে সুকবি ও সুলেখক মনে করিবার অবকাশ পাইয়া থাকেন। মানব-সমাজের রুচির চাঞ্চল্য সর্ব্বত্র ও

সকল সময়েই পরিদৃশ্যমান ; সুতরাং এক বৎসরে কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থসমষ্টির দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কোন গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে এখনও সুরুচি ও কুরুচি বিচারের সূত্রপাত হয় নাই ; এখনও আমরা criticism কাহাকে বলে জানি না। আমার স্বকপোল-কল্পিত রচনা আমি ভালই মনে করি ; আমার সন্তানের দোষগুণ বিচারে আমি অক্ষম, ছাই লিখিয়াছি, কি পাঁশ লিখিয়াছি আমার নিজের বুঝিবার সামর্থ্য নাই ; আপনার বিচারের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আপনি ভাল বলিলে নাটকখানি প্রকাশ করিতে সাহস হইবে।" কথাটা অনেক সত্য ; কিন্তু আমিও মনুষ্য, দেবতা নহি, আমারও রুচির চাঞ্চল্য আছে ; দোষগুণবিচারের ক্ষমতা কম। নিরবধি কালে ও সুবিপুল পৃথিবীতে কোন্ গ্রন্থের ভবিষ্যতে কি দশা হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। সুতরাং গত বৎসরে বঙ্গীয়-কাব্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে কিনা তাহা নিরাকরণ করিয়া প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ আমরা পাই না। কেবল বঙ্গদেশেই কোথায় কি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা জানিবার আমাদের বিশিষ্ট উপায় নাই। রাজ্যশাসনকর্ত্তৃগণের নিয়ম আছে, যাহাতে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন রাজ্যমধ্যে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ; আমাদের সমস্ত জানার উপায় নাই। গ্রন্থকারেরা বা গ্রন্থ-প্রকাশকেরা অনেক সময়েই সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। কলিকাতা-গেজেটে ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যাই জানা যাইতে পারে ; গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে দোষগুণের বিচার করেন না।

যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, গত বৎসরে সাহিত্যের বড় একটা সম্মুখগতির নিদর্শন ছিল না। গত বৎসরে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি প্রকৃতিসিদ্ধ হইতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গ-চ্ছেদের তরঙ্গ এখনও বঙ্গবাসিদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে ; সে তরঙ্গ এখনও প্রশমিত হয় নাই। বঙ্গবাসিদিগের সুকোমল হৃদয়ে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি আইসে নাই, এখনও তাহারা জর্জ্জরিত, এখনও তাহারা ভয়ে ও শোকে অভিভূত। এরূপ মানসিক ভাবের যথার্থ কোন কারণ আছে কিনা, এত দীর্ঘকাল বিচ্ছেদশোক বিদ্যমান থাকা উচিত কিনা, ইহা রাজনৈতিক বিষয়, সাহিত্যসেবিদিগের বিচার্য্য নহে, আমারও বিচার্য্য নহে। সাহিত্য-পরিষৎ কেবল প্রকাশ্য অবস্থা দেখিতে ও বিবৃত করিতে সমর্থ ; কারণানুসন্ধানও পরিষদের বিষয়ীভূত নহে। মানসিক অবস্থা দ্বারা সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি আপাততঃ রুদ্ধ অথবা প্রসারিত হইতেছে কি-না এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া সম্ভব তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে। শাসনকর্ত্তৃদিগের উপস্থিত শাসনপ্রণালী, অমূলক বিদ্রোহভীতি এবং তন্নিবন্ধন মুদ্রাযন্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি, ইহাতে যে সাহিত্যের গতিরোধ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রচয়িতার মানসিক স্বাধীনতা না থাকিলে রচনার বিকাশ হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তে বিচারগৃহ ও রাজদণ্ড-ভীতি মনোমধ্যে থাকিলে কাব্যরস সহজেই শুষ্ক হইয়া যায়। ভয়ে ভয়ে কাব্যরচনা হয় না। বস্তুতঃ দেশ যুদ্ধবিগ্রহে, রাজ্যবিপ্লবে ও অশান্তিতে আলোড়িত হইলে সাহিত্যের যে গতিরোধ হয়,

ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। শান্তি ও স্বাধীনতা সাহিত্যের আলয়। এই শান্তির সময়েই সকল সভ্যদেশেই সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে।* এখন অশান্তির কাল আসিয়াছে। মুদ্রা-যন্ত্রের সংখ্যা সহজেই কমিয়া যাইবে। সাহিত্যের প্রচারের সহিত মুদ্রাযন্ত্রের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, অথচ নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা একটী গুরুতর ব্যাপার হইতেছে।

এখন যে সকল সুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সামাজিক বা পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক। গত বৎসরে কয়েকখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্য" এবং শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী," উভয়ই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক। আর কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। নবীন-চন্দ্রের "অমিতাভ" পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল; গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ীর "বীরকুমার"ও কাব্য-মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় এই যে, হিন্দুরমণীর লেখনী-নির্গত দুই তিনখানি গ্রন্থও দেখিয়াছি।

আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও অবিনাশচন্দ্রের "কুমারী" ব্যতীত উপন্যাস-বিভাগও কোন স্থায়ী রসাত্মক রচনাদ্বারা আলোকিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও মনে আসে না। শ্রীমান্ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীমান্ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সযত্নে সানন্দে বিজ্ঞান-সেবা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিবর্ষে আবিষ্কার সম্ভব নহে। তাঁহারা ও তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যগণ বিজ্ঞান-সংসারে সযত্নে তথ্য অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাক্তার রায়ের একটী শিষ্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি অতি সামান্য হইলেও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিভাগে একটী তথ্য আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। তাঁহার "শুশুনি শাক" সম্বন্ধীয় ও "স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র" নামক প্রবন্ধ পরিষদেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক আবিষ্কারে বিশেষ যত্ন হইতেছে। কয়েকখানি ঐতি-হাসিক গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "চাকমা জাতির ইতিহাস" "বিক্রমপুরের ইতিহাস" "গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড" "অলিকসন্দর" উল্লেখযোগ্য। গবেষণার দ্বারা যতদূর সম্ভব সে সমস্তই এ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। রাখালবাবু শিলালিপি, মুদ্রালিপি প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগকে বহু পরিমাণে আলোকিত করিয়াছেন।

কয়েকখানি মাসিকপত্রও উল্লেখযোগ্য। "প্রবাসী," "ভারতী," "নব্য-ভারত", "বঙ্গদর্শন", "সাহিত্য," "উপাসনা," "মানসী," "অবলা-বান্ধব," "সুপ্রভাত," "ভারত-মহিলা" প্রভৃতি অনেক চিন্তা, গবেষণা ও রচনাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। কবিতা, উপন্যাস, ঐতিহাসিক ও জীবনীরহস্য, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মাসিকপত্রগুলি সকলই সুপাঠ্য। এই সকল পত্রে অনেক বিষয়েরই তথ্য জানিতে পারা যায়, সহজেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্রও অনেকগুলি প্রচলিত আছে। "বঙ্গবাসী," "হিতবাদী," "বসুমতী" ও "সঞ্জীবনী"র যশঃ স্থায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক জেলারও প্রাদেশিক পত্রিকা আছে।

এগুলি সংবাদপত্র হইলেও সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ও বিস্তার করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক বিষয়ের সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকও অবলীলাক্রমে সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে; সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে অনায়াসে সাহিত্যের পরিচালনা হইতেছে; কিন্তু সকল সংবাদপত্রই সমান নহে; কতকগুলি সকল সময়ে সুরুচির পরিচয় দেয় না; অনেক সময়ে দূষিত ও পরিহার্য্য বিষয় নিবেশিত হয়। তবে মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, অনেক সংবাদপত্রই সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-উৎসাহিগণের আদরের জিনিষ। নূতন মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনদ্বারা যে কেবল এই শ্রেণীর সাহিত্যের ক্ষতি হইবে এমন নহে, নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় যে, তদ্দ্বারা অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যেরও ক্ষতি হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, হয়ত মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিশেষ আইন প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্তই বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজনৈতিক কথার সহিত পরিষদের সম্বন্ধ নাই, মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের জন্য সাধারণতঃ সাহিত্যের ক্ষতি বা প্রসারবোধ হইলেও লাভ লোকসান তুলাদণ্ডে পরীক্ষিত হইলে, হয়ত আমাদের ভবিষ্যতে লাভের দিক্‌ই গুরুতর হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাহিত্যের সামান্য গতিরোধও আমাদিগের সন্তাপের কারণ।

কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে সাহিত্যের সমুচিত উন্নতির নিদর্শনের অভাব থাকিলেও, ১৩১৬ সাল সাহিত্যের সুবর্ষ না হইলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৩১৬ সাল পরিষদের সুবর্ষ। আমরা শুভদিনে, শুভক্ষণে এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই সভ্যের সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে। ১৩১৫ সালের শেষে সভ্য সংখ্যা ১০১৯। ১৩১৬ সালের শেষে ১২৬৮। সেই দিন হইতেই পরিষৎ বঙ্গবাসীর গৌরবের জিনিষ হইয়াছে। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, প্রত্যেক বিভাগেই কাজের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থসমাগম ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে অর্থব্যয়, উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে বিগতবর্ষে মহারাষ্ট্র-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে প্রথমতঃ প্রাচ্য ভারতে ও শেষে পাশ্চাত্য ভারতে সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত আর্য্যভূমি যে অচিরে গৌরবান্বিত হইবে, তাহা অদূরদর্শী ব্যক্তিগণেরও সহজে প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের সন্নিকটস্থ বিহারবাসী ভ্রাতৃগণও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে একটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। অবিলম্বে অন্যান্য প্রদেশেও আমাদের পরিষদের আদর্শে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসমূহের অসীম উপকার হইবে। বীজ রোপিত হইলে কালক্রমে পরিষৎসমূহ সমবেতভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির যথাযোগ্য পথ প্রদর্শন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে

মধ্যে সম্মিলনের উপায় সহজ হইবে। পরস্পরের ভাবের পরিচালনা হইবে। এখন আমরা কেবল বঙ্গদেশেই, বিশাল আর্য্যভূমির সঙ্কীর্ণ প্রাচ্য প্রকোষ্ঠেই, সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন দেখিতে পাইতেছি। ভিন্ন প্রদেশে পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজসাহী, বগুড়া, গৌরীপুর ও ভাগলপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলনের সহিত যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে সাহিত্যিকগণের ক্রমান্বয়ে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইবে।

বিগতবর্ষে বগুড়া, গৌরীপুর, ভাগলপুরের সম্মিলনের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্যের আলোচনা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বঙ্গবাসী এখনও সুষুপ্তপ্রায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সময়ের আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে বিশেষ উদ্যমের আবশ্যক, সাহিত্যের সার্ব্বজনীন সুগম্য পথপ্রদর্শনের আবশ্যক, সাহিত্যিক প্রেমের বীজ মুক্তহস্তে বপন করা আবশ্যক। বঙ্গবাসীর কোমল হৃদয় সুক্ষেত্র, সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং যথাকালে সুদূরব্যাপী শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। এই সময়ে সমাজের নেতৃগণের সমুচিত আয়াস আবশ্যক। আমাদের নিদ্রামগ্ন থাকার সময় গিয়াছে। বঙ্গের কয়েকটী কুলাঙ্গার সুপ্তোত্থিত হইয়া বিপথগামী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রই দুঃখিত। দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই উচ্ছৃঙ্খল যুবার সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আরও সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। সাহিত্যের উন্নতির জন্য, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিপথগামী যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য, স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা উচিত। বস্তুতঃ কতিপয় বিকৃতমনা যুবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোচনীয় অনার্য্য কার্য্য নিবন্ধনই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিচারালয়ে অনেক নির্দ্দোষ সাহিত্যসেবী অকারণে নীত হইয়া কষ্ট পাইয়াছে এবং আমরাও ক্ষত বিক্ষত হইতেছি।

জগৎসংসারের সুখ দুঃখে জড়িত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানবচিন্তার অতীত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ের সময় আসিয়াছে, অথচ ইহার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী মহাপুরুষ রমেশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার আকস্মিক্ মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রই কাতর হইয়াছে। সেই কর্ম্মবীরের স্মৃতিরক্ষার্থ যে উদ্যোগ করা যাইতেছে, তাহা আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণে শুনিয়াছেন। রমেশ-স্মারস্বত-মন্দির-গঠনে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য আমিও প্রার্থনা করিতেছি। রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ও প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পরলোকগত হওয়ায়ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পরিষদের শাখাসমিতির মধ্যে রঙ্গপুরের শাখাসমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর যত্ন উত্তরবঙ্গ আলোকিত করিতেছে। শাখাসমিতির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে বঙ্গীয়-সাহিত্যের ততই উন্নতি হইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ

মানুষের মুখে তাহার মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় ক্রোধ, হিংসা, লজ্জা, অভিমান, ভয়, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তির লীলাভূমি। ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে যখন যে বৃত্তি বা বৃত্তিনিচয়ের আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তর্জাত বৃত্তির ভাব লক্ষণ বহির্মুখ হইয়া মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়। মুখ যেমন অন্তর্বৃত্তিগুলির ছায়ামূর্ত্তির প্রতিফলক, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের অভিব্যঞ্জক। নদী-হৃদয়ে জলবুদ্বুদের ন্যায়, কালের অনন্ত বক্ষে এ যাবৎ কত জাতির উৎপত্তি ও লয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেহীরূপে সে সকল জাতির চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু যে জাতির সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য সেই জাতির ত্রিকালের সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান জগৎকে সেই জাতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহিত্যই জাতির উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় চরিত্রের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার বিচার হইয়া থাকে। একদিকে যেমন সাহিত্য জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, অন্যদিকে ইহা তেমনই উন্নতি বা অবনতির সোপান। জাতীয় চরিত্রের যাঁহারা উন্নতিঅভিলাষী, জাতির যাঁহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের শুচি-রক্ষণ, রুচিমার্জ্জন ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাহিত্যকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিবার যত্ন ও চেষ্টাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন; সাহিত্য-সেবাই তাঁহাদের জীবনের পবিত্রতম ও একমাত্র ব্রত বলিয়া নিয়ত তাঁহারা তৎসাধনেই নিরত থাকেন।

ভগবানের সেবা যেমন মহাপুণ্য,—সেবাপরাধ ততোধিক মহাপাপ; অতএব সেবা-অপরাধ যাহাতে না ঘটে, ভগবদ্ভক্ত সাধুসজ্জনেরা তদনুকূল অনেক শাসননীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। আত্মপর নির্ব্বিশেষে তাঁহারা সেই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। সাহিত্য সম্বন্ধেও যাহাতে সেবাপরাধ না ঘটে, সাহিত্য যাহাতে অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত না হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও জাতীয় চরিত্রের অনিষ্টসাধন করিতে না পারে, সাহিত্য-পরিষৎ-সৃষ্টির তাহা অন্যতম কারণ। সাহিত্য-পরিষদের অনেক মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে এটীও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই পরিষৎ বৎসরান্তে একবার করিয়া বৎসর-মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থ-সমূহের আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-কাননে যে সমস্ত ফুল প্রস্ফুত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাদের রসাস্বাদন করিয়া পরিষদের নিয়মানুসারে তাহার একটা বিবরণ খাড়া করিবার গুরুভার আমার ভারবহনে অকুশল দুর্ব্বল-স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও, আমাকে ন্যস্তভার বহন করিতেই হইবে। অনুপযুক্ত পাত্রে ভার অর্পিত হইলে পদে পদে ত্রুটী হওয়া অবশ্যম্ভাবী—আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য গভীর। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইলে কেবল প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই গুলির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা ছাড়া অন্যকথা বলা পরিষদের নিয়ম বিরুদ্ধ। আমিও যতদূর সম্ভব নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি কোন কারণে চক্রনেমি নেমিচিহ্ন ছাড়িয়া বিপথে গিয়া পড়ে, সেটা অতি-ভাবের টাল মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অন্যূন ৭৭২ খানি নূতন বাঙ্গালা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু গত বর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৪৭। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩৭৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ গুলির সংখ্যা, তালিকাভুক্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৭৪১ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

সমগ্র বঙ্গদেশে—আলোচ্যবর্ষে,—

কলা-বিদ্যায়	৯
জীবন-বৃত্তান্তে	৩১
নাটকাদিতে	৪৯
উপন্যাসে	৯৩
ইতিহাস-ভূগোলে	৩২
সাহিত্যে	৯৩
আইনে	৩
চিকিৎসায়	২৫
দর্শনে	৩
কাব্য ও কবিতায়	৫৪
ধর্ম্মবিষয়ে	১৮৪
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	৩
বিজ্ঞানে	৫
বিবিধ-বিষয়ে	১৫৭

সর্ব্বসমেত মোট ৭৪১ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সাল হইতে ১৩১৬ পর্য্যন্ত এই আট বৎসরের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যায়—

শ্রেণী	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩	১৩১৪	১৩১৫	১৩১৬
কলাবিদ্যায়	৪	৬	৫	৪	৫	৭	১৬	৯
জীবনীতে	১৫	১৭	২১	১৮	১৪	১৬	২৯	৩১
নাটকাদিতে	৩৭	৪৩	৩৬	৫২	৪২	৩৮	৪৬	৪৯
উপন্যাসে	৫১	৪৮	৭৫	৬৪	৫৩	৫০	৮৪	৯৩
ইতিহাস ও ভূগোলে	১৫	১৬	২১	২০	১৭	২০	১৮	৩২
সাহিত্যে	৯৮	১০৬	১১১	১২৫	১২২	১৪৩	৩৯	৯৩
আইনে	৪	৬	৫	৫	৪	২	৩	৩
চিকিৎসায়	৩৭	২৮	৩৩	৪০	২৭	৩০	৪৫	২৫
দর্শনে	৫	৭	৭	৪	৭	৮	৪	৩
কাব্যে ও কবিতায়	৭৩	৯৯	১০২	৮২	৮৭	১১০	৪২	৫৪
ধর্ম্মবিষয়ে	৬০	৫২	৮২	৮৪	৭৫	৭০	১৯২	১৮৪
বিজ্ঞানে	৩০	৪৫	৪৮	৫৩	৩৫	২৫	১৭	৫
বিবিধ বিষয়ে	১২৫	১১৩	১০৩	১৫০	১৬৩	২৭০	১০৭	১৫৭
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	৫	৬	৮	৪	৫	৩	১	৫
	৫৫৯	৫৯২	৬৫৭	৭০৫	৬৫৬	৭৯৫	৬৪৩	৭৪১

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তকগুলি, এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় তালিকা-মধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের	৩২	খানির মধ্যে	২০ খানি
সাহিত্যের	৯৩	”	৫৪ ”
কাব্য ও কবিতার	৫৪	”	১৭ ”
বিজ্ঞান-বিষয়ক	৫	”	৩ ”
বিবিধ-বিষয়ক	১৫৭	”	৮৫ ”

—মোট ১৭৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য।

(ক) কলাবিদ্যা—এ বিভাগের ৯ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

ভারত-শিল্প—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্প-সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে কলা-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ক্রম-বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় না, মামুলি চালেই চলিয়াছে। ১৩১৫ সালে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর আবার তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এক সময়ে প্রাচীন ভারতের এমন দিন গিয়াছে, যখন ভারতের শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র সভ্য জগতের

আদর্শস্থানীয় ছিল। এখনও ভারতের মৃত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করা সভ্যতার চরমোৎকর্ষাভিমানী জাতিসমূহেরও অনেকের পক্ষে বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মরণ-মূর্চ্ছাপন্ন সঙ্গীত-শিল্পাদির মূর্চ্ছাভঙ্গ করা শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অসময়ে যিনি পিতামাতার সেবা করেন তিনিই সুসন্তান, যিনি সে সেবায় বিমুখ তিনি "মাতুরুচ্চার" বই আর কিছুই নন। আমাদের নষ্ট গৌরবের বুঝিবা পুনরুদ্ধার হয় বলিয়া ১৩১৫ সালে, যে আশার একটা ক্ষীণালোক আমাদের নিরাশান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের এক-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল, এবৎসর দেখিতেছি সে আলোক-রেখা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর না হইয়া হীনপ্রভ হইয়াছে। জনকয়েক লেখক কতকগুলি মাসিক পত্রে শিল্প-কলার আলোচনা করিয়া আসরটী বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য :—

১। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ—প্রাচীন ভারতে কলাবিদ্যা—শ্রীবিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন।
২। ঐ কার্ত্তিক—বাংলার শিল্প—শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা।
৩। ঐ অগ্রহায়ণ—সঙ্গীত—শ্রীজানকীনাথ বসাক।
৪। মানসী, ঐ ভারতে স্থাপত্য কলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৫। আর্য্যভূমি, আষাঢ়—আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য—শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।
৬। ভারতী, আষাঢ়—শিল্পের ত্রিধারা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। ভারতী, বৈশাখ—ফরাসীদেশের চিত্রশালা—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
৮। ভারতী, আষাঢ়—ভারতে চিত্রকলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৯। প্রবাসী, আষাঢ়—পাট ও নালিতা—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।
১০। প্রবাসী, বৈশাখ—খেজুর গুড়—শ্রীললিতমোহন রায়।
১১। যমুনা, আষাঢ়—দেশীয় শিল্পের অবনতি—শ্রীক্ষেতুরাণী পাল।
১২। শিল্প ও সাহিত্য—ভাস্কর্য্য—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৩। ঐ বর্ণচিত্রণ ঐ

(খ) জীবন-বৃত্তান্ত—এই বিভাগের ৩১ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৮ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

যথা—

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
রামানুজ-চরিত—শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
ভারতীয় বিদুষী—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
আমার জীবন—৺নবীনচন্দ্র সেন (২য় ভাগ)।
পত্রাবলী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দময়ন্তী—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্জ্জুন—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে মাসিক পত্রাদিতে এসম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য—

১। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ—দীন তপস্বিনী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
২। " আশ্বিন—সাগর-মাহাত্ম্য—শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
৩। মানসী, আশ্বিন—৺অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী—
৪। মানসী " কর্ম্মবীর রমেশচন্দ্র—শ্রীকালীকুমার দত্ত।
৫। সাঃ পঃ পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, ষোড়শ ভাগ—উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—শ্রীশিবচন্দ্র শীল।
৬। ভারতী, বৈশাখ—স্বর্গীয় ত্রিপুরা-রাজ—শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।
৭। সুপ্রভাত " কিসা গৌতমী ও বুদ্ধ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
৮। " " নন্দকুমার—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
৯। ভারতী, আষাঢ়—পরলোকগত সেনাপতি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।
১০। " " রাজনারায়ণ বসু।
১১। সুপ্রভাত, শ্রাবণ—শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। " " নানক-চরিত—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।
১৩। ভারতী, কার্ত্তিক—বনলতা-রচয়িত্রী।
১৪। " " লালমোহন ঘোষ।
১৫। " অগ্রহায়ণ—প্রিন্স ইটো—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৬। " " মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।
১৭। অর্চ্চনা, শ্রাবণ—নুরজাহান বেগম।
১৮। মানসী, শ্রাবণ—বিদ্যাসাগর-তর্পণ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯। মানসী, বৈশাখ—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীশিবরতন মিত্র।
২০। প্রবাসী, বৈশাখ—৺কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
২১। " " শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীশিবরতন মিত্র।
২২। মানসী, চৈত্র—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, জ্ঞানের গভীরতা ছিল, কিন্তু বহুল প্রচার ছিল না তখন পুরাণ-পাঠ, পুরাণ-শ্রবণ ও কথকতাচ্ছলে জন-সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। মহর্ষি বেদব্যাসের উপদেশ আছে যে, অসময় উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য পুরাণ পাঠ বা পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ-বর্ণিত মহাপুরুষদিগের জীবনী পরোক্ষ ভাবে ক্লেশ নিবারণ করে। কিরূপে তাঁহারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন, আপৎকালে কিরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদির কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শ্রবণে শ্রোতার মন অভ্যাস-

বশতঃ তদনুযায়ী হইয়া, সেই চরিত্রকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে। প্রাচীন কালের পুঁরাণ-শ্রবণ ও আধুনিক জীবনী-পাঠ উভয়েরই এক উদ্দেশ্য ও পরিণাম। মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত-বর্ণন গুণগ্রাহিতা ও গুণ-প্রচারেচ্ছুকতারই পরিচায়ক। যে মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বাল্মীকিবেদব্যাসাদি পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন, আধুনিক জীবন-বৃত্তান্ত-লেখকগণের উদ্দেশ্যও তদ্রূপ মহৎ এবং রূপান্তরিত ভাবে অল্পাধিক পরিমাণে তত্তৎ গুণযুক্ত। অতএব জীবন-বৃত্তান্ত ও তৎপ্রণয়ন-কর্ত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" নামক গ্রন্থ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই দুই-খানি গ্রন্থ এই বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

(গ) নাটকাদি—এই শ্রেণীর ৪৯ খানি পুস্তকের মধ্যে ১২ খানি উল্লেখযোগ্য ,—

শঙ্করাচার্য্য—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।
আশা-কুহকিনী—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।
সোণার সংসার—শ্রীদুর্গাদাস দে।
বিনিময়—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়।
বারেয়া " "
দশচক্র—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
ময়ূরসিংহাসন—শ্রীহরনাথ বসু।
নির্ব্বাসিতা রাজকুমারী (সুরবালা)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্।
ব্যাপার—শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ রায়।
নকুড় বাবু—শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
উপেক্ষিতা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুর্গারতী—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক সামাজিক কাল্পনিক সবই কিছু কিছু আছে। জীবনী, ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস, ইহাদের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে একরূপ হইলেও, জীবনী ও ইতিহাস-লেখক অপেক্ষা নাট্যকারের দায়িত্ব অধিক। জীবনী-লেখক অকপটে সত্য প্রচার করিয়া খালাস। পাঠকের উপর সেই সত্যের ক্রিয়া ও তাহার ফলাফলের জন্য তিনি দায়ী নহেন, কিন্তু নাট্যকার প্রচারক ও সংস্কারক উভয় পদে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাঁহাকে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, অধিকন্তু ইতিহাস ও জীবনীতে যে গুরু গাম্ভীর্য্য আছে, নাটকে তাহা নাই। ইতিহাস ও জীবনীর পাঠক অধিকাংশ স্থলেই, মার্জ্জিতরুচি, গম্ভীর-বুদ্ধি ও বিচারবান্; নাটকের অধিকার স্থান বহু-বিস্তৃত এবং লঘুচিত্ত, স্বল্পজ্ঞানী ও বিচারবিহীন পাঠকের সংখ্যাই অধিক; সুতরাং সামান্য পিচ্ছিলতাতেই পদস্খলনের সম্ভাবনা।

আজকাল অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং নাটক-প্রণেতাকে

বঙ্গালযেব স্বত্বাধিকাবীব স্বার্থেব দিকে লক্ষ্য বাখিযা কার্য্য কবিতে হয এবং সেই খাতিবে যদি তাঁহাকে সমাজেব ঊর্দ্ধাধক্রমে চৌদ্দপুরুষেব পিণ্ডদান ব্যবস্থা কবিতে হয, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা তাঁহাব না কবিলে চলে না। স্বার্থ ও কর্ত্তব্য উভযে একত্রে একপথে চলিতে পাবে না। দুঃখেব বিষয, অনেক নাট্যকাবই স্বার্থেব খাতিবে কর্ত্তব্য অবহেলা কবিয়া থাকেন—অবশ্য-কর্ত্তব্য পবাযণ নাট্যকাব যে নাই, একথা বলিলে আমাদেবও কর্ত্তব্যহানি হয।

আশা কবি, নাট্যকাব মহোদযেবা শিক্ষা ও সংস্কাবেব দাযিত্বেব গুরুত্ব বিচাব কবিয়া কর্ত্তব্যেব প্রতিও একটু দৃষ্টি বাখিবেন। উদ্দেশ্যেব প্রতি লক্ষ্য বাখিয়া যদি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে নাটক ও নাট্যকাবেব সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

(ঘ) উপন্যাস—এই বিভাগেব ৯৩ খানি পুস্তকেব মধ্যে ১৫ খানি উল্লেখযোগ্য,—

বাণী ভবানী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
উপকথা—শ্রীভবানীচবণ ঘোষ।
বাজকাহিনী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব।
গোবা—শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।
কল্পকথা—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
দেশী ও বিলাতী—শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায।
মালতী বা গল্পগুচ্ছ—শ্রীমতী স্বর্ণকুমাবী দেবী।
বমণী না ডাকিনী—শ্রীপঞ্চানন বায চৌধুবী।
প্রেমেব ভিখাবিণী—শ্রীবমানাথ দাস।
গোয়েন্দাব গল্প।—২ বৎসব নং ১ (আবিবা)।
শেফালি—শ্রীসৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
পুবাতন পঞ্জিকা—শ্রীজলধব সেন।
ভক্তেব জয—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
কুমাবী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।
মস্তকেব মূল্য—শ্রীসবোজনাথ ঘোষ।

উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া বিচাব কবিলে, নাটক ও উপন্যাস উভযেই এক শ্রেণীভুক্ত, তবে প্রভেদ এই যে, নাটকেব অভিনয় প্রত্যক্ষ, উপন্যাসেব অভিনয পাঠকেব কল্পনা কবিযা লইতে হয। আবাব পক্ষান্তবে অনেক স্থলে নাটকেব পাঠককে অনেক সমস্যা স্বযং ভেদ কবিযা লইতে হয, তাহাতে অনেক সময ভ্রান্তি-বিভ্রাটেব আশঙ্কা থাকে, উপন্যাসেব পাঠক গ্রন্থি-ভেদে গ্রন্থকাবেব সাহায্য পাইযা থাকেন। আবাব সাহিত্যেব দৃষ্টিতে দেখিলে, নাট্যকাব অপেক্ষা উপন্যাসকাবকে ভাষা, ব্যাকবণ, অলঙ্কাব প্রভৃতিব দিকে অধিক দৃষ্টি বাখিতে হয। সে হিসাবে নাট্যকাব অপেক্ষা উপন্যাসকাবেব দাযিত্ব কিছু অধিক। নাটক-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উপন্যাস-সম্বন্ধে তাহাব অধিক বা নূতন কথা বলিবাব কিছু নাই।

এবারেও উপন্যাসের তালিকায় সুলেখকের নাম আছে। রবীন্দ্র বাবু, অবনীন্দ্র বাবু, দুর্গাদাস বাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী সকলেই সাহিত্যের প্রকৃত ভক্ত-সেবক। ইঁহাদের সেবায় সাহিত্যের তুষ্টি ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইবে। বঙ্কিমবাবু, রমেশবাবু, হেমবাবু প্রভৃতি সাহিত্য-সেবিগণ, উপন্যাসের যে তুষ্টিসাধন ও পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহার পর উপন্যাসের প্রবাহ কিছু থমথমে মারিয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্র বাবু স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি যখন উপন্যাস-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন শীঘ্রই উপন্যাসের ভাগ্য ফিরিবে, স্থির সমুদ্রে আবার নূতন তরঙ্গ উঠিবে ইহা নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে।

গতপূর্ব্ব বৎসর আমরা "জালিয়াৎ ক্লাইবে"র তিনমাসের মধ্যে দুইটী সংস্করণ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবৎসর "রাণী ভবানী" বাঙ্গালার সাহিত্যভাগ্য উল্টাইয়া দিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তকের নয়হাজার খণ্ড বিক্রয় ইতঃপূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। দুর্গাদাস বাবুর 'রাণী ভবানী' বর্ত্তমান যুগে পুস্তক-বিক্রয়ের পক্ষে নূতন দৃষ্টান্ত আনিয়া দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি মাসিক পত্রেও ছোট ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দোষের নয়। তবে গল্পগুলি গল্পের মত হওয়া চাই। নিম্নলিখিত কয়টী গল্প উল্লেখযোগ্য—

১।	প্রত্যাবর্ত্তন	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২।	প্রবাসিনী	,,	আষাঢ়	,,
৩।	প্রবাসী-বিপ্লবের একটী চিত্র	ভারতী	আষাঢ়	শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী।
৪।	নিমন্ত্রণ-রক্ষা	মানসী	,,	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫।	মাতৃভক্ত	মানসী	আষাঢ়	শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬।	তস্‌বীরের মূল্য	জাহ্নবী		শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৭।	নিষ্কৃতি	সুপ্রভাত	ভাদ্র	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮।	ছাত্র	মানসী	অগ্রহায়ণ	শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯।	ডাক্তার	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
১০।	বীণার বিবাহ	সুপ্রভাত	ঐ	প্রয়াগ-প্রবাসিনী।
১১।	বিরহীর কথা	যমুনা	চৈত্র	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২।	কৃপণের শাস্তি	মানসী	মাঘ	ঐ
১৩।	পিতা-পুত্র	প্রবাসী		শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৪।	কৃতজ্ঞতা ?	মানসী	চৈত্র	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১৫।	কাল বৈশাখী	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
১৬।	বিসর্জ্জন	জাহ্নবী	আশ্বিন	শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।
১৭।	প্রত্যাবর্ত্তন	সাহিত্য	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
১৮।	বিবাহের ফর্দ্দ	মানসী	ঐ	শ্রীজলধর সেন।

১৯।	মিলন	মানসী	আশ্বিন	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২০।	বীরপুরুষ	ভারতী	আশ্বিন	শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী।

(৬) ইতিহাস ও ভূগোল-গ্রন্থ—এই শ্রেণীর ৩২ খানি পুস্তকের মধ্যে ৭ খানি উল্লেখ-যোগ্য :—

বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চাক্‌মা জাতি—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।
মণিপুরের ইতিহাস—শ্রীমুকুন্দ লাল চৌধুরী।
গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
আর্য্যনারী (২য় খণ্ড)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত ও
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
অলিকসন্দর—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রচিত ইতিহাস ছিল না। পুরাণই ইতিহাসের কার্য্য করিত। বৌদ্ধযুগ হইতেই ইতিহাস-রচনা-প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। কিন্তু তখনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই, তাম্রফলক বা শিলাস্তম্ভই কথঞ্চিৎ সে উদ্দেশ্য সাধন করিত। তাহার পর যখন রীতিমত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইল, তখনও বৈদেশিকদিগের অনুকরণেই অনুরাদ গ্রন্থ হইল, তাহার মৌলিকতা রহিল না। ইংরাজ-রচিত ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনুরাদিত চুম্বক সংগ্রহ করিয়া, বালকদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাসের পুঁজি ঐ পর্য্যন্ত।

জাতির ও জাতীয় শক্তির উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও পতনের বৃত্তান্ত ও হেতু লক্ষ্যভূত রাখিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৎসংশ্লিষ্ট ছোট বড় যাবতীয় ঘটনার সরল ও সঠিক বিবরণ-সম্বলিত পুস্তকই প্রকৃত ইতিহাস নামের উপযুক্ত। সত্যের অপলাপ ইতিহাসের প্রধান দোষ। এ পর্য্যন্ত যে সকল স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই ঐ দোষে দুষ্ট। কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল অনেক মহাত্মাই মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাস-নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, বস্তুতঃই তাঁহারা দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

ভৌগোলিক গ্রন্থের মৌলিকতা নাই, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবারও নাই।

গত বৎসর মাসিক পত্রিকাদিতে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী উল্লেখযোগ্য—

বিস্মৃত জনপদ	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।
রঙ্গপুর ভূম্যাধিকারিগণের ইতিহাস	ঐ	ভাদ্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
রঙ্গপুরের জমীদার	ঐ	আশ্বিন	ঐ

পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস	সাহিত্য	আষাঢ়	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
গৌড়ের ইতিহাস	ঐ	আষাঢ়	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার	সাহিত্য	শ্রাবণ	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।
চাঁদরায় ও কেদার রায়	ঐ	ভাদ্র	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ	ঐ	আশ্বিন	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।
পতঞ্জলির কালনির্ণয়	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
শাখীনামা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর কয়জন ?	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
বালফ্ ফিচের ভারতভ্রমণ	ঐ	আষাঢ়	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
মানভূমে প্রাচীন জৈনকীর্ত্তি	ঐ	আশ্বিন	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে।
ফরাসী তুলিকায় সেরাজের চিত্র	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
সাঁওতালদিগের পুরাকাহিনী	ঐ	অগ্রহায়ণ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে।
রাজা গণেশ	কায়স্থ-পত্রিকা	অগ্রহায়ণ	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা
ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ	দেবালয়	ঐ	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।
কুরু-পাণ্ডবের আবির্ভাব কাল	আর্য্যভূমি	আষাঢ়	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।
কোচিন চীন	ভারতী	ফাল্গুন	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত	ঐ	চৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
পৃথিবীর মানবসমাজে ভারতের স্থান	ঐ	ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
পঞ্চম শতাব্দীর ভারত ও ফাহিয়ান	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
আদ্যের গম্ভীরা	সাঃ পঃ পত্রিকা	বৈশাখ—আশ্বিন	শ্রীহরিদাস পালিত।
প্রথম কুমার গুপ্তের দু'খানি খোদিত লিপি	ঐ	ঐ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা অনঙ্গভীম দেবের সময়ের উৎকর্ণ চাটেশ্বরলিপি	ঐ	ঐ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
মারাঠি জাতির অভ্যুদয়	ভারত-মহিলা	আষাঢ়	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।
মেগাস্থিনিসের ভারত-ভ্রমণ	,,	,,	শ্রীরজনীকান্ত গুহ।
বাদশাহী কুচ	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।
বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল ও মগধরাজ্য	,,	,,	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
লুপ্ত স্মৃতি	যমুনা	বৈশাখ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।
বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর	সুপ্রভাত	বৈশাখ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ	সুপ্রভাত	বৈশাখ	শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়।
নন্দকুমার	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা	ভারতী	আষাঢ়	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
মেগাস্থিনিসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান	সুপ্রভাত	ঐ	শ্রীরজনীকান্ত গুহ।
শা-সুজার শেষ জীবন	ঐ	ঐ	শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
টাউয়ার	ভারতী	আশ্বিন	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
সেমিরামিসের ভারত-আক্রমণ	ঐ	ঐ	শ্রীতারকচন্দ্র রায়।
বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস	ঐ	ঐ	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
ভারতবর্ষের বীর-রমণী	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।
পঞ্চম শতাব্দীর ভারত	ঐ	মাঘ	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
ভোজরাজ ও ধাররাজ্য	ঐ	পৌষ	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত	ঐ	চৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
যবন-তত্ত্ব	অর্চ্চনা	বৈশাখ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।
নিকলো মানুসী	ঐ	ঐ	ঐ
অঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি	ঐ	আষাঢ়	শ্রীবিহারীলাল আঢ্য।
জীনাৎ মহল	নবদর্শন	শ্রাবণ	
মোগল-রাজত্বে জ্যোতিষী	অর্চ্চনা	অগ্রহায়ণ	
শিবাজীর মানবত্ব	মানসী	আষাঢ়	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ইসান দৌলত বেগম	ঐ	কার্ত্তিক	ঐ
চীনের উৎসব	ঐতিহাসিক চিত্র	ফাল্গুন	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চীনে বিবাহ-প্রথা	মানসী	মাঘ	ঐ
আরবজাতির ভাষা	দেবালয়	মাঘ	ঐ
আরবজাতির শাস্ত্রগ্রন্থ	ঐ	ফাল্গুন	ঐ
আধুনিক আরবজাতি	ঐতিহাসিক চিত্র	চৈত্র	ঐ
রাজা মজলিশ রায়	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
কালাচাঁদের মঠ	ঐ	পৌষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি	প্রবাসী	কার্ত্তিক	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(চ) সাহিত্য :—শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে সাহিত্য বলিলে যে শ্রেণীর পুস্তক বুঝায়, সে শ্রেণীর পুস্তক খুবই অল্প। ভাষাই সাহিত্যের মূল, ভাষাই সাহিত্যের প্রাণ, আবার ভাষাই জাতির জীবন। সেই সাহিত্যের দৈনন্দিন বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতেছে। জাতি ও সমাজের অবস্থা ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বিভাগের মোট ৯৩ খানি

পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। তবে সাহিত্য ও আলোচনা হিসাবে এবার মাসিক পত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঠিক সাহিত্য-হিসাবে না হইলেও, সাধারণ সাহিত্যের হিসাবে আমরা নিম্নে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তালিকা দিলাম—

ভ্রমর	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।
গ্রাম্য-সাহিত্য	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।
মেরুপ্রান্তে	ঐ	আষাঢ়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
সাহিত্য-সম্মিলনী	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীবেণীমাধব চাকী।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	ঐ	ভাদ্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
নবীনচন্দ্র	ঐ	ঐ	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
স্নানযাত্রার মেলা	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
বাবা	ঐ	পৌষ	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
নীরব-সাধনা	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীজলধর সেন।
মহারাজ	ঐ	আষাঢ়	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
যাত্রায় আবৃত্তি	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
শ্রীলীলাশুক ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত	ঐ	কার্ত্তিক	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
যমালয়ের পত্রাবলী	অলৌকিক-রহস্য	বৈশাখ	শ্রীসেবাব্রত পরিব্রাজক।
প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান	সাঃ পঃ পত্রিকা	১ম ও ২য় সংখ্যা	শ্রীশ্রীনাথ সেন।
প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ	ঐ	ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।
১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	ঐ	ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
মধুর রস ও বৈষ্ণবকবি	উদ্বোধন	ফাল্গুন	শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।
আর্য্যজাতির গৌরবের মূল কি?	সাহিত্য-সংহিতা	শ্রাবণ	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।
কাব্যে ইতিহাস	পূর্ণিমা	বৈশাখ	শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শান্তি	যমুনা	আশ্বিন	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।
রবেন্দ্রনাথ (সচিত্র)	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।
ভারতবর্ষে	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পাদশা	ঐ	আষাঢ়	ঐ
কারাগৃহ ও স্বাধীনতা	ঐ	ঐ	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
রেহরাম্‌জী ম্যালাবারি	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্বামী শীলানন্দ	ঐ	ভাদ্র	ঐ
কোচীন-চীনে ভ্রমণ	ঐ	আশ্বিন	ঐ

পোংগল-উৎসব	ভাবতী	অগ্রহায়ণ	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভাবতী।
নবীন	ঐ	ঐ	শ্রীজ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব।
দেশেব অবস্থা	ঐ	পৌষ	শ্রীযদুনাথ সবকাব।
পাণিনি-প্রচাব	ঐ	ফাল্গুন	শ্রীদেবেন্দ্রকুমাব বিদ্যাবত্ন।
দৈব ও পুরুষকাব	অর্চ্চনা	বৈশাখ	শ্রীঅক্ষয়কুমাব ঠাকুব।
অতীত ও বর্ত্তমান	ঐ	আষাঢ়	ঐ
অভিনয় ও অভিনেতা	ঐ	ঐ	শ্রীগিবিশচন্দ্র ঘোষ।
বঙ্গসাহিত্যেব আদর্শ নির্ণয়	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বায়।
মৌলিক প্রবন্ধ	ঐ	অগ্রহায়ণ	
বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গভাষা	মানসী	বৈশাখ	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
আমাদেব নিত্যকাব অপচয়েব কথা	ঐ	ঐ	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
বঙ্গসাহিত্য	ঐ	ঐ	শ্রীশিববতন মিত্র।
ভাষা ও ব্যাকবণ	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মধুসূদন	ঐ	আষাঢ়	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
নির্জ্জনতা	ঐ	ঐ	শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যাসাগব-তর্পণ	ঐ	শ্রাবণ	শ্রীচণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বচনা-বীতি	ঐ	অগ্রহাযণ	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য	নব্যভাবত	ঐ	শ্রীযামিনীকান্ত সেন।
নবীনচন্দ্র সেনেব কবিতা ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাব স্থান	ঐ	ঐ	শ্রীবত্নিনাথ মজুমদাব।
বাসন্তী-গীতা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বায়।
অতীত ও বর্ত্তমান	সুপ্রভাত	ঐ	শ্রীঅবনীনাথ লাহিড়ী।
মেয়েলি শাস্ত্র	ঐ	ঐ	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
আমাদেব দেশেব বর্ত্তমান অবস্থা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
আমেবিকায জগদীশচন্দ্র	ঐ	ঐ	শ্রীত্রিগুণানন্দ বায়।
কাবা-কাহিনী	ঐ	ঐ	শ্রীঅববিন্দ ঘোষ।
ঘোষযাত্রা	ঐ	বৈশাখ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
বাঙ্গালীব মস্তিষ্ক ও তাহাব অপব্যবহাব	ঐ	শ্রাবণ	ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বায়।
দৈহিক বল	ঐ	ঐ	শ্রীত্রিগুণানন্দ বায়।
একটী ঐতিহাসিক অনুমান	ঐ	চৈত্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	ঐ	ঐ	শ্রীবিপিনবিহাবী গুপ্ত।
ভাবতবর্ষ ও আমেবিকাব বেলগাডী	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীসন্ত নিহাল সিংহ।

ইউবোপেব সভ্যতা ও সুবিধা	প্রবাসী	আষাঢ	শ্রীবিজযচন্দ্র মজুমদাব।
কবি নবীনচন্দ্রে যুগধর্ম্মেব প্রভাব	ঐ	ঐ	শ্রীধীবেন্দ্রনাথ চৌধুবী।
আধুনিক সাহিত্য	ঐ	শ্রাবণ	(সংকলন ও সমালোচনা)।
বচনায অপূর্ব্বতা	ঐ	ঐ	ঐ
শাঙ্খ্যনীতিব অনুশাসন	ঐ	ঐ	ঐ
আমাদেব সংসাবেব নিত্যকাব অপচয	ঐ	ঐ	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
আমবা, আমাদেব দেশ ও আমাদেব ভাষা	দেবালয	ভাদ্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
মোটকথা ও খুঁটিনাটি	ঐ	আশ্বিন	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব।
বমণীব কার্য্য	সুপ্রভাত	চৈত্র	শ্রীসবলা দেবী।
ইউবোপেব সভ্যতা ও সুবিধা	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

(ছ) আইন—এই শ্রেণীব ৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি জাতীয বা সামাজিক অবস্থাব পবিচায়ক পুস্তক নহে। ইংবাজী আইন-গ্রন্থেব বাঙ্গালা অনুবাদ ছাড়া আব কিছুই নহে এবং এতদ্বাবা প্রকাশকেব অর্থ উপার্জ্জন ছাড়া জাতিগত বা সমাজগত কোন উপকাব সাধিত হইতে পাবে না, সুতবাং এরূপ পুস্তক-প্রচাবেব হ্রাস-বৃদ্ধিতে আনন্দও নাই, ক্ষোভও নাই।

(জ) চিকিৎসা—এ বিভাগেব ২৫ খানি পুস্তকেব মধ্যে ৬ খানি উল্লেখ কবা যাইতে পাবে।

১।	বনৌষধি দর্পণ (২য় ভাগ)	শ্রীববদাচবণ গুপ্ত।
২।	ম্যালেবিয়া	শ্রীসৌবীন্দ্রমোহন গুপ্ত।
৩।	চিকিৎসা-অভিধান (১ম ভাগ)	শ্রীঅপূর্ব্বকুমাব বসু।
৪।	সচিত্র পবিচর্য্যা-শিক্ষা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (কবিবাজ)।
৫।	গৃহ-সখা	শ্রীননীলাল বায়।
৬।	কলেবা চিকিৎসা	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায।

প্রাচীন আযুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অনেক দুর্ব্বোধ্য ও সুন্দব জিনিষ আছে। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেকেই সে সকলেব বসাস্বাদন কবিতে পাবেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সহিত সমন্বয় কবিযা, সামঞ্জস্য বাখিযা যদি সেই সকল বিষয়েব সবল ও বিশদ্ ব্যাখ্যা-সমন্বিত এক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণীত হয, তাহা হইলে আমাদেব একটা মস্ত অভাব দূব হয়।

(ঝ) দর্শন—এই বিভাগেব ৩ খানি পুস্তকেব মধ্যে ২ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	জ্ঞান ও কর্ম্ম	সাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায।
২।	ছায়াদর্শন	বায় শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুব।

একদিন দর্শনের-প্রভাতেই ভারতের গৌরব-প্রভা চারিদিকে প্রভাসিত হইয়াছিল। কালের গতিকে সে দর্শনের আর দর্শন পাওয়া যায় না, সে গৌরবও নাই, কিন্তু লুপ্ত হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই, বীজ মাটি চাপা পড়িয়া আছে, উপযুক্ত সময়ে ঐ বীজ আবার ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইবে। সেই বৃক্ষের শীতলছায়ায় বসিয়া আবার কত দেশ-বিদেশের পথিক শীতল হইবে। গুরুদাস বাবুর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" তাহার অঙ্কুর-রূপে দেখা দিয়াছে।

(ঞ) ধর্ম্ম—এই বিভাগের ১৮৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৮ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১। শতপথ ব্রাহ্মণ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।
২। সনাতন সাধনতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ স্বামী।
৩। শান্তি-নিকেতন—ভক্ত বাণী (৩য় ভাগ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। সরল চণ্ডী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
৫। সাধক সঙ্কেত—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।
৬। আর্য্যানুষ্ঠান বা পুরোহিত দর্পণ—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
৭। তান্ত্রিক রহস্য (৩য় ভাগ) শ্রীকালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৮। শনির পাঁচালী—শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের প্রধান অবলম্বন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" ভিত্তিহীন অট্টালিকা আর ধর্ম্মহীন জীবন উভয়ই তুল্য। এ পর্য্যন্ত যখন যে জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, ধর্ম্মোন্নতিই তাহার মূলীভূত কারণ।

প্রাচীন আর্য্যজাতি যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যতদিন ধর্ম্মের বিজয় নিশান সেই স্তম্ভশিরে উড্ডীন ছিল, ততদিন কালের ঝঞ্ঝাবাত অবাধে সহ্য করিয়া সেই স্তম্ভ ঊর্দ্ধশিরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। যেদিন হইতে ধর্ম্মের নিশান সেই স্তম্ভের শিখরচ্যুত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর্য্যগৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে, ধর্ম্মই তাহার একমাত্র সাধনা।

বিবিধ মাসিক পত্রে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টী উল্লেখযোগ্য—

নিষ্ঠা	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পাওয়া ও হওয়া	"	জ্যৈষ্ঠ	"
জাপানের ধর্ম্ম	প্রবাসী	শ্রাবণ	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধর্ম্মে বণিক্‌বৃত্তি	"	"	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আর্য্য-আদর্শ ও গুণত্রয়	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
দর্শন—হিন্দু ও গ্রীক	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
অবিদ্যা	"	"	শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

শঙ্কবেব মুণ্ডকভাষ্য	ঐতিহাসিক চিত্র	আষাঢ	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাবত্ন।
পুবীধাম	যমুনা	বৈশাখ	শ্রীফুলকুমাবী গুপ্তা।
ধর্ম্মেব প্রকৃত অর্থ	,,	জ্যৈষ্ঠ	,,
ধর্ম্মেব ভিত্তি এক	,,	আষাঢ	,,
শিবতত্ত্ব	,,	শ্রাবণ	,,
বেদ কি ?	,,	আশ্বিন	,,
মঙ্গল	ভাবতী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীহেমলতা দেবী।
মোক্ষেব আভাষ	,,	আষাঢ	,,
সাধনেব সত্য	,,	শ্রাবণ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব।
যোগস্থিতি	,,	কার্ত্তিক	শ্রীহেমলতা দেবী।
স্বপ্ন	,,	অগ্রহায়ণ	শ্রীঅববিন্দ ঘোষ।
উৎসব (সচিত্র)	,,	মাঘ	শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।
চিবনবীনতা	,,	ফাল্গুন	,,
শক্তিব মূলতত্ত্ব ও পূজা	অর্চ্চনা	বৈশাখ	শ্রীবিহাবীলাল আঢ্য।
জ্ঞান-প্রাণেব হবগৌবী-ভাব	মানসী	কার্ত্তিক	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব।
আত্মা ও ব্রহ্ম	প্রবাসী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।
সাংখ্যসূত্র	নব্যভাবত	পৌষ	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।
দুটা তত্ত্বকথা	,,	,,	শ্রীচন্দ্রশেখব সেন।
সংসাব ও সন্ন্যাস	,,	,,	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বায়চৌধুবী।
ভক্তি-বহস্য	উদ্বোধন	ফাল্গুন	স্বামী বিবেকানন্দ।
বৈশেষিক দর্শন	সাহিত্য-সংহিতা	শ্রাবণ	শ্রীআশুতোষ দেব।
হিন্দুব বেদগ্রন্থ	সুপ্রভাত	ভাদ্র	শ্রীকোকিলেশ্বব ভট্টাচার্য্য।
ভাবতীয় নাস্তিকদর্শনেব ইতিবৃত্ত	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীবিধুশেখব ভট্টাচার্য্য।
ধর্ম্মসঙ্ঘ	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীচণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দাদামহাশয়েব ঝুলি	অলৌকিক বহস্য	,,	শ্রীমলযানিল শর্ম্মা।
হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম-সমন্বয়	দেবালয়	অগ্রহায়ণ	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।
বেদ ও শঙ্কব	আর্য্যভূমি	আষাঢ়	শ্রীঅমূল্যচবণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
বৌদ্ধধর্ম্ম	বঙ্গদর্শন	,,	শ্রীজ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব।
বিলাতেব প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিব	সুপ্রভাত	,,	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

(ট) কাব্য ও কবিতা। এই শ্রেণীব ৫৪ খানি গ্রন্থেব মধ্যে ৫ খানিব নাম উল্লেখ কবিতেছি—

বিদ্যাপতিব পদাবলী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সতীরত্ন	শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য।
অমিতাভ	৺নবীনচন্দ্র সেন।
চিত্তচিতা	শ্রীতুলসী দাস ঘোষ।
বীরকুমার	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

কবি-হৃদয় ভাবের উৎস, কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য ও কবিতা তাহার প্রবাহ। প্রবাহ-বারি যেমন ভূমির সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, কাব্যে ও কবিতা তদ্রূপ মানব-হৃদয়কে ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করে। কবির কবিত্বে মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি আছে। নিরাশার-শুষ্ক তরুকে আশার নবপল্লবে পল্লবিত করিবার শক্তি, দারুণ শোকের দাবানল-দগ্ধ হৃদয়কে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিবার শক্তি, অবিশ্বাসীর শুষ্ক মরু-হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উর্ব্বর ভূমি সৃষ্টি করিবার শক্তি, ভীরুর ভয়-বিহ্বল চিত্তে নির্ভীকতা সঞ্চার করিবার শক্তি, পাষণ্ডের পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়কে নবনীতবৎ কোমল করিবার শক্তি—কবির কবিত্ব-শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সুতরাং যেদেশে কবি আছে, সে দেশের প্রাণ আছে—হৃদয় আছে, সে জাতির মনুষ্যত্ব আছে, অতএব কবি সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন।

এতদ্ভিন্ন নানা মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে :—

নববর্ষ-মঙ্গল	দেবালয়	বৈশাখ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রতিবাদ	প্রবাসী	আষাঢ়	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।
সন্ধ্যার প্রতি	মানসী	মাঘ	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহানিদ্রায় মহাকবি	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীজীরেন্দ্রকুমার দত্ত।
বিজয়ী	সুপ্রভাত	”	শ্রীলাবণ্যলেখা আইচ।
স্বাধীন	”	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীজীরেন্দ্রকুমার দত্ত।
মেঘের প্রতি	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
তপন-স্তোত্র	সুপ্রভাত	আষাঢ়	শ্রীমানকুমারী বসু।
দুঃখাভিসার	ভারতী	শ্রাবণ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আশীষে	”	”	বঙ্গনারী।
উষা	”	ফাল্গুন	শ্রীইন্দিরা দেবী।
স্বপন দেশে	মানসী	আশ্বিন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।
সুন্দর	”	ভাদ্র	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
আবাহন	”	আষাঢ়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সরমার প্রতি সীতা	সুপ্রভাত	চৈত্র	শ্রীমানকুমারী বসু।
প্রতাপাদিত্য	নব্যভারত	পৌষ	”
মাঙ্গলিক	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

পদ্ম-কবরী	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
নীড়-হারা	”	”	শ্রীআমোদিনী ঘোষ।
খোকার উপমা	”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি	”	জ্যৈষ্ঠ	ঐ
বিস্মৃতা	”	আষাঢ়	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
আদর্শ-সন্ন্যাসী	”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
প্রতিশোধ	”	শ্রাবণ	শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।
সন্ধ্যায়	”	”	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
জীবন্মৃত্যু	”	”	শ্রীসরলাবালা দাসী।
কন্যার আদর	”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।
জাহ্নবী	”	ভাদ্র	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।
শিশির	”	”	শ্রীসরলাবালা দাসী।
কাণে কাণে	”	আশ্বিন	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবগ্রন্থ	”	কার্ত্তিক	শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।
হর্ষ	”	”	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শেফালি	”	”	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্তিমে	”	”	শ্রীরসময় লাহা।
জাহ্নবী	”	অগ্রহায়ণ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ব্রজদাস	”	”	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
মন্দির-দ্বারে	”	”	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
মহানিশা	”	পৌষ	শ্রীসরলাবালা দাসী।
গৃহলক্ষ্মী	”	”	শ্রীরগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
কে ?	”	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।
বাসনা	মানসী	চৈত্র	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
বর্ষায় গান	”	”	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুদূর স্মৃতি	”	”	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্নেহের জয়	”	অগ্রহায়ণ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
আগন্তুক	”	ফাল্গুন	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।
মানসী	”	অগ্রহায়ণ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মন্দির-পথে	”	পৌষ	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
শ্রীহরির প্রতি	দেবালয়	ভাদ্র	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

(ঠ) বিজ্ঞান—এই বিভাগের ৫খানি পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ যে এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনুশীলনই তাহার প্রধান কারণ। এই সকল পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের প্রাচ্য ধর্ম্ম ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই উভয়ের সংযোগে এক নূতন গঠন গড়িয়া লইতে হইবে।

মাসিক-পত্রাদিতে এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেইগুলি পুস্তকের অভাব কিয়দংশে দূর করিয়াছে, এইটুকুই আশার কথা—

ব্যাক্‌টিরিয়া	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।
উল্কাপিণ্ড	”	ভাদ্র	শ্রীজগদানন্দ রায়।
সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চ্চা	”	কার্ত্তিক	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
জ্যোতিষিক সমস্যা	সাহিত্য	বৈশাখ	শ্রীজগদানন্দ রায়।
বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ	”	আষাঢ়	”
শক্তির অপচয়	”	ভাদ্র	”
উদ্ভিদের দুষ্টামি	জাহ্নবী	বৈশাখ	শ্রীশশধর রায়।
পরমাণুবাদ	,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
চিনির অপচয়	মানসী	আশ্বিন	শ্রীরজনীকান্ত বসু।
ভূবিদ্যা	,,	অগ্রহায়ণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
অন্তর্নিহিত শক্তি	,,	দেবালয়	শ্রীশশধর রায়।
সূর্য্য	প্রবাসী	ভাদ্র	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
ঘৃতাচি	সাহিত্যসংহিতা	শ্রাবণ	
পুষ্পসার	আষাঢ়	প্রবাসী	আমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী।
হফ্‌মান ও ইংলণ্ডে বসায়নশিক্ষা	”	আশ্বিন	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হ্যালির ধূমকেতু	ভারতী	”	শ্রীকুলদাকুমার সেন রায়।
তারবিহীন টেলিফোন	”	কার্ত্তিক	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সূর্য্যকর-চালিত চালক যন্ত্র	”	,,	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বৃহত্তম দূরবীক্ষণযন্ত্র	”	অগ্রহায়ণ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কাগজ (সংকলন)	অর্চ্চনা	কার্ত্তিক	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।
ক্ষার-ব্যবহার	মানসী	আষাঢ়	শ্রীরজনীকান্ত দাস।
চৌম্বক ঝটিকা	”	কার্ত্তিক	শ্রীজগদানন্দ রায়।
পথের অতিথি	সুপ্রভাত	চৈত্র	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নূতন প্রিন্সিপিয়া	দেবালয়	ভাদ্র	শ্রীজগদানন্দ রায়।
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি	কুশদহ	ফাল্গুন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কৃত্রিম-পদ্মরাগমণি প্রস্তুত	প্রবাসী	বৈশাখ	শ্রীনিরূপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা।
বিজ্ঞান-রাজ্যের সংবাদ	সুপ্রভাত	,,	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
ঘরপূরণ	সাঃ পঃ পত্রিকা	৩য় সংখ্যা	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার	,,	,,	শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল ও ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
খাদ্য	সুপ্রভাত	আষাঢ়	শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।
স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এসেন্স	ভারতী	আশ্বিন	শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা।
উল্কা	মানসী	শ্রাবণ	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

(ঙ) ভ্রমণ। এই বিভাগের ৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ১খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য—

বিলাত-ভ্রমণ—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

মাসিক সাহিত্যেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে একটী তালিকা দিলাম—

হরিদ্বার	বঙ্গদর্শন	আষাঢ়	৺নবীনচন্দ্র সেন।
কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্	সাহিত্য	ভাদ্র	শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী।
তাঞ্জোর	জাহ্নবী	অগ্রহায়ণ	,,
শ্রীরঙ্গম	,,	পৌষ	,,
চন্দ্রশেখরে একদিন	মানসী	আশ্বিন	শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
খণ্ডগিরি	,,	অগ্রহায়ণ	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
,,	ভারতী	ফাল্গুন	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
অমরকণ্টক	প্রবাসী	আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।
যাজপুর	ঐতিহাসিক চিত্র	অগ্রহায়ণ	শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী।
হিন্দুস্থান-পর্য্যটন	অর্চ্চনা	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।
আগরার পথে	,,	আশ্বিন	,,
কতেপুর শিকরী	মানসী	কার্ত্তিক	শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।
আমেদাবাদের চিঠি	,,	,,	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম	,,	চৈত্র	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।
গৌরীনাথ	সুপ্রভাত	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
কালকা ও শিমলা শৈল	প্রবাসী	,,	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

(চ) বিবিধ বিষয়ের ১৫৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৮৫ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। বাকী ৭২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি উল্লেখযোগ্য—

কাদম্বরী	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঋদ্ধি	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
আরবী শিক্ষক	শ্রীরহিমউদ্দিন।
বিবিধপ্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

এতদ্ভিন্ন মাসিকপত্রাদিতে শিক্ষা ও সমাজ, রহস্যালোচনা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও বাহির হইয়াছে। একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

ভাষাতত্ত্ব	বঙ্গদর্শন	কার্ত্তিক	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পত্নী-তত্ত্ব	,,	অগ্রহায়ণ	,,
বোধোদয়ের ব্যাখ্যা	সাহিত্য	বৈশাখ	,,
তৈল-দর্শন	,,	জ্যৈষ্ঠ	,,
হাঁড়ি	জাহ্নবী	ভাদ্র	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।
ইংরাজি-ভাষা ও সাহিত্য	প্রবাসী	আশ্বিন	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বরপণ ও বিবাহ	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
রামায়ণের সমাজ	সাহিত্য	,,	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
ইতর জাতি	জাহ্নবী	শ্রাবণ	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।
সামাজিক প্রসঙ্গ	জাহ্নবী	পৌষ	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সামাজিক সমস্যা	মানসী	আশ্বিন	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
কে বড় ?	অলৌকিক রহস্য	অগ্রহায়ণ	শ্রীমধুসূদন রায়।
শিশুর শিক্ষা	দেবালয়	বৈশাখ	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু।
দিদিমা	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।
মানব-সমাজ	নব্যভারত	বৈশাখ	শ্রীশশধর রায়।
স্ত্রী-জাতির উন্নতি	ভারতমহিলা	আষাঢ়	শ্রীললিতা রায়।
দিদিমার বিরক্তি	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।
ডেন্‌মার্ক্‌কৃষকদের উচ্চশিক্ষা	,,	,,	,,
সমাজ-সংস্কার	যমুনা	শ্রাবণ	শ্রীমনোমোহন ঘোষ।
লোচন-ষষ্ঠীর ব্রতকথা	ভারতী	বৈশাখ	শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।
হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য	,,	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
নবান্ন	,,	অগ্রহায়ণ	শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়চৌধুরী।
মেয়েমজ্লির বিশৃঙ্খলা	,,	পৌষ	শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।
জাপানে স্ত্রীচরিত্র	মানসী	শ্রাবণ	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
একচোরা-ব্রত	জাহ্নবী	,,	শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

সামাজিক স্বাতন্ত্র্য	জাহ্নবী	ভাদ্র	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বঙ্গজকায়স্থকুলবিধি ও কুলীন	কায়স্থপত্রিকা	মাঘ	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসু।
একান্নবর্ত্তী পরিবার ও স্ত্রীশিক্ষা	সুপ্রভাত	জ্যৈষ্ঠ	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা	ভারতী	ভাদ্র	শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।
সমাজ-সংস্কার	অর্চ্চনা	শ্রাবণ	
মন্টিপিলার বিশ্ববিদ্যালয়	নবদর্শন	,,	৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
কোম্পানীর বাজার ও অর্থনীতি	বঙ্গদর্শন	অগ্রহায়ণ	শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা।
ব্যবসায়ে সমবায়	ভারতী	পৌষ	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
তেজস্বিতা	নবদর্শন	শ্রাবণ	শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।
অর্থনীতি	মানসী	ফাল্গুন	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

গতবর্ষে মোট ৬৪১ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

কলাবিদ্যাবিষয়ে	১১
ইতিহাস-ভূগোলে	১২
চিকিৎসাবিষয়ে	৪২
ধর্ম্মবিষয়ে	৫৭
বিবিধবিষয়ে	৫১০

মোট ৬৪১ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি উল্লেখযোগ্য—

নব্যভারত	বিজ্ঞানদর্পণ
প্রবাসী	শিল্প ও সাহিত্য
ভারতী	কৃষক
সাহিত্য	মানসী
বঙ্গদর্শন	সুপ্রভাত
উপাসনা	ভারত-মহিলা
ঐতিহাসিক চিত্র	জাহ্নবী

আলোচ্য-বর্ষে জাহ্নবী, নবদর্শন, পূর্ণিমা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির লোপ হইয়াছে। পূর্ণিমা অনেক দিনের কাগজ, এক সময়ে সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে পূর্ণিমার আসন বহু উচ্চে ছিল। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জাহ্নবী পত্রিকাখানিও পাঁচ বৎসর কাল সুসম্পাদিত হইয়া অকালে লুপ্ত হইল। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র

বসুজ মহাশয়ের প্রকাশিত জন্মভূমি পত্রিকার পর ইহাই সুলভ মূল্যে প্রকাশিত সুপাঠ্য মাসিক পত্রিকার আসন লাভ করিয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলাম। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারায় আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রতিবর্ষে প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকানিচয়ের একত্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ এপর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈতন্য-লাইব্রেরী, রামমোহন-লাইব্রেরী বা কলিকাতার অন্য কোন পুস্তকালয়ে নাই, যতদিন পর্য্যন্ত এ অভাব দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্যের বার্ষিক-বিবরণী অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা

Abjoint—মাল্যস্খলন
Abstriction of Spore—রেণুচ্যুতি
Acaulescent—নিষ্কাণ্ড
Accrescent—শস্যসম্বর
Accumbent—প্রান্তগত, মূলাণু-প্রান্তিক
Achaenium—স্পৃষ্টবীজ
Accretion—খণ্ডসংশ্লেষ
Acrobrya (*V.* Acrogenous)
Acrocarpous—অগ্রকুটিক
Acicular (leaf)—অনুসূচিক
Acicular raphide—কণ্ডুসূচিকা
Acrogenous—অগ্রবর্দ্ধী
Acrogynous—অন্তঃকূপীক
Acropetal—অগ্রোন্মুখী
Acroscopic—অগ্রমুখী
Aculeus (*V.* prickle)
Acyclic—ক্রমস্থাঙ্গী
Adherent—লিপ্ত
Adnate (stipule)—বৃন্তলগ্ন
Aecidium—স্রজ্‌কণ্ড, স্রজ্‌ভাণ্ড
Aecidiospore—স্রজ্‌রেণু
Aecidiogonidia (=aecidiospore)
Aethalium—কৃষ্ণপূপ
Air-canal—বায়ুনলী
Ala—পক্ষ
Alate—সপক্ষ
Alburnum—সরসকাষ্ঠ
Alternate—একান্তরিত
Alterni-pinnate—একান্তরিতপক্ষাকার
Ambi-sporangiate—দ্বিলিঙ্গক
Ambigenus—অন্তর্বিরূপী
Amentum (*V.* Catkin)
Ameristic—নিঃস্ত্রীকূপী
Amphigastria—অস্ফুটপর্ণ
Antisepalous—বিবৃতিক
Antitropous (=anatropous)
Apheliotropism—বিরুদ্ধসূর্য্যবৃদ্ধি
Apical—অন্তঃস্থ
Amphisarca—কাষ্ঠত্বক্
Amphithecium—বহিস্তর
Amphitropons—প্রস্থগত
Amplexicaul—দন্তবেষ্টক
Amylogenesis—শ্বেতসারোদ্ভব
Anacrogynous—নিরন্তকুটি
Aestivation—কোরকপত্রবিন্যাস
Andro-monoecious—পুংদ্বিলিঙ্গপুষ্পক
Androphore—পুংবাহ
Androphyll—পুংকেশর
Androspore—পুংজনরেণু
Anemophilous—বায়ুমেলক
Angiocarpus—গুপ্তকুটি
Angiospermia—গুপ্তডিম্বক
Androgonidium—পুংজনরেণুক
Angular divergence—
কৌণিক-প্রসারণ
Annual ring—বার্ষিক চক্র
Annular—বলয়স্তরী, বলয়াঙ্কিত
Annulated—বলয়িত, চক্রিত
Annulus (of fern)—নিক্ষেপবলয়
„ (of moss)—ভেদনবলয়
„ (of equisetum)—পর্ণবলয়
Anterior—দণ্ডপ্রতীক
Anteposition—অভিস্থিতি
Anthela—মুক্তোপকিরীট
Antheridium—পুংযষ্টি
Anthero Zoid—পুংজীবাণু
Anthesis—পুষ্পবিকাশকাল
Anthocarpous—বহুপুষ্পিক
Anticlinal—তললম্বিত
Antidromous—বিঘূর্ণিত
Antipetalous—বিদলক
Antipodal—বিপার্শ্বিক

Apocarpous—পৃথক্‌কিঞ্জলী
Aplanogametes—নীরোমজম্বতি.
Apogamy—অনিষেকোৎপত্তি
Apogeotropism—বিভূমুখবৃদ্ধি
Apophysis—পাচনপাদ
Apospory—অবেণুৎপত্তি
Apothecium—রেণুস্থালী
Apostrophe—পার্শ্বসর্পণ
Appendiculate—সোপাঙ্গ
Apposition theory—স্তররচনবাদ
Archegonia—স্ত্রীকূপী
Archegoniophore—কূপীধর
Archesporium—জননরেণু
Archicarp—আদ্যগর্ভ
Aril—উপচ্ছদ
Arillode—দ্বারোপচ্ছদ
Arista (*V* awn)
Ascending sap—ঊর্দ্ধগরস, আমবস
Articulate—সন্ধিগত
Ascus—রেণুকোষ
Ascidium (= pitcher)
Ascœarp } নলকগর্ভ
Ascogonium }
Ascospore—কোষজবেণু
Astely—ভিন্নস্তম্ভ
Assimilatory tissue—জীর্ণককলা
Atropous (*V.* orthotropous)
Augmentation—স্তবকবর্দ্ধন
Aulophyte—পর্ণান্তোঽদ্ভিদ্
Autoecious—একপালক
Autogamy—স্বনিষেক
Auxanometer—বৃদ্ধিমানযন্ত্র
Auxospore—পৃথুকোষ
Auxillary—অতিবিক্ত
Axile—মধ্যস্থিত
Awn—শস্যশূক
Awl-shaped (*V.* subulate)
Azygospore—অযুগ্মবেণু
Abietaceæ - তালীশাদি
Aceraceæ—মেপলাদি
Acaceæ—খদিরগোষ্ঠী
Acoreæ—বচগোষ্ঠী
Achlamydosporeæ—নিশ্ছদডিম্বাণুক
Aecidiomycetes—ভাণ্ডছত্রিকা
Agaricineæ—কোডকগোষ্ঠী
Alismaceæ—মুয়মুয়াদি
Amarantaceæ—ভণ্ডীরাদি
Amaryllidaceæ—সুখদর্শনাদি
Amentiferae—শিখাধারী
Ampelidaceæ—গোধাপদ্যাদি
Amygdaleæ—বাদামগোষ্ঠী
Andropogoneæ—উশীরগোষ্ঠী
Anonaceæ—আতূপ্যাদি
Alismaceous—সবৃন্তসমবাহুদল
Apocynaceæ—করবীবাদি
Aponogetoneæ—ঘেচুগোষ্ঠী
Aquifoliaceæ—গোডাজামাদি
Araliaceæ—শুটিসুনাদি
Aristolochiaceæ—অর্কমূলাদি
Aroideæ—মাণকাদি
Asclepiadaceæ—অলর্কাদি
Ascolichens—কোষশিলাবাক্
Ascomycetes—কোষছত্রিকা
Aurantieæ—কমলাগোষ্ঠী
Antheridiophore—পুং যষ্টিধব
Bacteria—অণুদণ্ডক
Basidium—সভূজকোষ, ক্ষরীকোষ
Basifixed (V. innate)
Bast—বল্কক, অংশু
Bicollateral bundle—দ্বিবল্ককগুচ্ছ
Bicrenate—দ্বিধাতোবণী
Bifoliate—দ্বিপর্ণী
Bilabiate—ওষ্ঠাকার
Binate (*V* bifoliate)
Bipinnate—দ্বিধাপক্ষাকার
Biserrate—দ্বিধাক্রকচদন্তী
Bleeding—রসক্ষরণ
Bordered pit—সপ্রান্তবিবর

Bostry coid(*V.* heli coid)
Bostryx—আবর্ত্তবর্দ্ধন
Botryose (*V.* racemose)
Bracteate—সপৌষ্পিকপত্র
Bothrenchyma—বিববাঙ্কিত কলা
Bough—শাখা
Bractlet (*V* bracteole)
Branching—শাখোৎপত্তি
Bristle (*V.* seta)
Budding—কুট্মলোদ্গম
Bulb—শল্ককন্দ
Bundle sheath—গুচ্ছবেষ্ট
Bush—ঝোপ
Biternate—দ্বিধাত্রিপত্রিক
Bilocular—দ্বিকোষ্ঠ
Balanophoraceæ—পীতাঙ্গাদি
Balsaminac æ—দ্বিপুটাদি
Bambuseæ—বংশগোষ্ঠী
Bangiaceæ—অতন্তুকাদি
Baselleae—পূতিকাগোষ্ঠী
Basidiomycetes—কোড়কছত্রিকা
Begoniaceæ—দাকহবিদ্রাদি
Betulaceae—ভূর্জ্জাদি
Bicarpellatae—দ্বিকিঞ্জলী
Bixaceae—লটকানাদি
Boraginaceae—ভুরূণ্ডাদি
Bromeliaceae—আনারসাদি
Burseraceae—চিত্রিকাদি
Bryophyta—শৈলোয়োদ্ভিদ্
Caespitose (*V.* rosulate)
Calcarate—কোষকণ্টক
Calceolate—উপানতাকৃতি
Callus—দৃঢপিণ্ড
„ (of sieve-tube)-রন্ধ্ররোধক
Calycine—কুণ্ডবৎ
Calyptrate—সরাবপতন
Calyculus (*V.* epicalyx)
Calycifloral—কুণ্ডাধাবপুষ্পী
Calyptra—কুটিটোপর
Calpytrogen—ত্রাণোৎপাদক
Cambifoym—পবিবর্ত্তাকৃতি
Canalcell—নালিকোষ
Canaliculate—অণুখাতিত
Cancellate—nerved—সমজালশিরিত
Cap—টোপব
Cap-cell—শিবঃস্থ কোষ
Capillitium—নলিকাজাল
Capitulum (in chara) গোলকোষ
Capsule of moss (*V.* sporo-carp)
Carcerule—যুক্তকর্ণিক
Carinal canal—দারুগহ্বর
Carnivorous plant—মাংসভুক্ উদ্ভিদ
Carpel—কিঞ্জল্ক
Carpogenous cell—কুটীজনককোষ
Carpogonium—(1) গদা যোষা,
(2) জড়িতযোষা
Carpo sporangium—কুটীস্থবেণুস্থলী
Carpospore—কুটীজবেণু
Caruncle (*v* strophiole)
Caryophyllaceous—দীর্ঘবৃন্তদলী
Caryopsis—লিপ্তাবরণ
Cataphyllary leaf—মুকুলশল্ক
Catkin—শিখা
Caudex—স্থানু
Caulicle (V. Tigellum)
Cauline—দণ্ডস্থিত
Caline leaf—দণ্ডজপত্র
Caulis—ওষধিকাণ্ড
Cell কোষ, গর্ভ
Cellwall—কোষপ্রাচীর
Cellsap—কোষরস
Cellular plant—সরলকৌষিক উদ্ভিদ্
Cellular tissue—সবলকোষকলা
Centrosome—কেন্দ্রচিহ্ন
Centrosphere—কেন্দ্রগুটিকা
Chaff-scale—বুসশল্ক
Chalaza—চ্ছদবন্ধনি
Chloroplast—হরিৎকণা

Choripetalous – মুক্তদলক
Choriphyllous—মুক্তদলক
Chori sepalous—মুক্তবৃতিক
Chromatophore—রঞ্জনকণা
Chromosome—রঞ্জবের
Chlamidospore—স্থূলবেষ্টরেণু
Cicinus—দ্বিবক্রবিন্যাস, ক্রমদ্বিপার্শ্ববিন্যাস
Circinate—মধ্যাগ্রজড়িত
Circular (*V.* valvate)
Circulation—সঞ্চালন
Circummutation—ঘূর্ণিগতি
Cladode—ফলকদণ্ড
Cladophyl—পর্ণাকাবদণ্ড
Cladoptosis—শাখাপতন
Clathrate—সমজালাঙ্কিত
Cleistocarp (*V.* cleistothecium)
Claw—দলবৃন্ত
Cleistogamous—গুপ্তোদ্বাহিক
Cleistothecium—রুদ্ধকূপ
Closed bundle—অবর্দ্ধিষ্ণু গুচ্ছ
Clove—বালশল্ককন্দ
Coccus—গুটিকাফল
Cochlear—আবর্ত্তিত
Coccidium—গুটিকাণু
Cochleariform—দর্ব্যাকার
Coenanthium—নৃজস্থালীক
Coenobium—বহুবানক
Coenocyte—সমষ্টি জৈবনিক
Cogged thickening—চক্রদণ্ডাকারে ঘনত্ব
Cohesion—খণ্ডসংযোগ
Coleorhiza—আদ্যমূলত্রাণ
Collar (of stem) কাণ্ডবেশ
Collateral bundle—অনুপার্শ্বিকগুচ্ছ
ovule—যমজ ডিম্বাণু
Collecting hair—সর্বাগসংগ্রাহী লোম
Collenchyma—ঘনকলা
Colloid—ঘনতরল
Column—স্তম্ভ
Coma—বীজপুচ্ছ
Comose—পুচ্ছী
Common bundle—দণ্ডপত্রগতগুচ্ছ পত্রবিস্তৃতগুচ্ছ
Commissure—যোজনতল
Companion cell—পার্শ্বকোষ
Compound corymb—বহুবৃন্তিক উপকিরীট
Concentric bundle—দাককেন্দ্রিকগুচ্ছ
Conceptacle—গোলককুণ্ড
Conceptaculum—দ্বিপাবড়া
Conducting tissue—রসচালককলা
Concrescence—একত্রীভবন
Cone—দারুকফল
Conglomerate raphide (*V.* sphaeraphide)
Conical—মোচাকার
Conidiophore (*V.* gonidiephore)
Conjoint bundle—দ্বিরূপগুচ্ছ
Connate—একত্রভূ
Connate stipule—মিলিত উপপত্র
Complete flower—সম্পূর্ণপুষ্প
Cork—cambium (*V.* phellogen)
Corolla—মুকুট, অন্তর্বাস
Corolline—মুকুটবৎ
Corolliflora—দলাধারপুষ্পী
Corona—কিরীট, নির্যূহ
Corrugated—সমকুঞ্চিত
Cortical sheath—আদ্যবল্ক নলক
Cortina—বেষ্টধটিকা
Cotyledon—বীজপত্র
Craticular stage—নবদলকাবস্থা
Cremocarp—দোলনকোষ্ঠ
Crenulated—সূক্ষ্মতোরণী
Crisped—কুঞ্চিত
Cross pollination—পরপরাগক্ষেপণ
Crude sap—অপক্কবস
Crown (in chara) কোষকিরীট

Crumpled—কুঞ্চিত
Crystalloid—স্ফটিককণা
Culm—নাল
Cormophyta—বীজোদ্ভিদ
Cryptogamia—অপুষ্পক
Cryptostomata—অব্যক্তমুখক
Creeper—লতা
Curled (*V.* crisped)
Curviserial—বক্রক্রমস্থ
Cushion—উপাধান
Cuspidate—সূক্ষ্মায়িতাগ্র
Cutin—কৃত্তিকিন
Cuttings—শাখা কলম
Cyathium—কংস
Cymose branching—নির্ণীত শাখোৎপত্তি
Cyme—পার্শ্ববর্দ্ধ
Cynarrhodum—মুক্তাধার
Cystidia—গোলন্তক
Cystocarp—স্থূলীকূটি
Cystolith—বৃন্তকশিলা
Cytoplasm—কোষরস
Cytase—অঙ্কুরক্লিন্ন
Cyclic—স্তবকী
Cymbiform—নৌকাকার
Cactaceæ—নাগফণাদি
Caesalpineæ—কৃষ্ণচূড়াদি
Calendulæ—গাঁদা গোষ্ঠী
Calycinæ—বৃতিপুটক
Campanulaceae—ঝিলমরিচাদি
Cannabineæ—গন্ধীগোষ্ঠী
Capparidaceæ—অর্কপুষ্পাদি
Caprifoliaceae—সম্বুকসাদি
Caryophyllaceae—লবঙ্গাদি
Casuarinaceae—বিলাতিঝাবুকাদি
Cedrelaceae—তূণিকাদি
Celustraceae—মধুফলাদি
Characeae—ঝঞ্ঝাদি
Ceratophyllaceae—ঝাঞ্ঝাদি
Chailletiaceae—মোয়াকুড়াদি
Chenopodiaceae—বাস্তুকাদি
Chlorophyceae—হরিৎ শৈবালাদি
Chroococcaceae—গুচ্ছগুটিকাদি
Chytrediaceae—ছত্রিকাভৃত্যাদি
Coleochatae—সপুচ্ছ যোষাদি
Clematideae—বনমরিচগোষ্ঠী
Combretaceae—বিভীতকাদি
Commelynaceae—কঞ্চতাদি
Convolvulaceae—কলম্ব্যাদি
Coniferae—দেবদার্ব্বাদি
Cornaceae—অঙ্কোটকাদি
Conjugatae—সংগমশৈবালাদি
Crassulaceae—হিমসাগবাদি
Cryptonemiaceae—গুপ্ততন্তুকাদি
Corallinae—চূর্ণকাঙ্ক্যাদি
Cupressineae—সরাসাদি
Cupuliferae—শিঙ্গহাবাদি
Curvembryeae—বক্রভ্রূণক
Cuscuteae—আকাশবল্ল্যাদি
Cyanophyceae—নীলাভশৈবালাদি
Cycadeae—সাইকেদি
Collateral chorisis—পার্শ্বিক দ্বিধাভবন
Transverse chorisis—অনুপ্রাস্থিক দ্বিধাভবন
Cincinnus—তির্য্যগ্‌দ্বিবক্রবিন্যাস
Cyperaceae—মুস্তকাদি
Declinate—একপার্শ্বিক
Decumbent—অগ্রোত্থিত
De-doublement } *V.* chorisis
De-duplication }
Deferred—স্থগিত
Definitive—নির্ণায়ক
Deflexed—অবাগ্র
Deilquescent—বর্ত্তুলশিখর, নির্ণীত
Deltoid—ত্রিকোণাকৃতি
Dermatogen—ত্বক্‌জন
Dermatosome—ত্বক্‌কণিকা
Diachaenium—দ্বিস্পৃষ্ট বীজ

Diageotropism—মৃৎপার্শ্ব বৃদ্ধি
Descending sap—জীর্ণরস
Datiscaceae—সন্দুগজ্জাদি
Desmideae—দ্ব্যর্দ্ধকৃত্যাদি
Diatomaceae—দ্বিদলাগ্রাদি
Dilleniaceae—ভব্যাদি
Diascoreaceae—পিণ্ডাব্যাদি
Dipterocarpaceae—গর্জ্জনাদি
Disciflorae—স্থালীয় পুষ্পী
Dracaeneae—পুনর্বৃদ্ধ্যাদি
Droseraceae—মলাক্কাঞ্চ্যাদি
Diaheliotropism—কণ্পার্শ্ববৃদ্ধি
Diagram—পুষ্পের চিত্র
Dialypetalous—(*V.* polypetalous)
Diandrous—দ্বিকেশরী
Diastase—শ্বেতসাবক্লিন্ন
Diaphragm—ব্যাবধান
Diatropism—পার্শ্ববৃদ্ধি
Diatomin—দলানুরঞ্জক
Diarch—দ্বিযুগ্মগুচ্ছক
Dichasium—দ্বিপার্শ্বশাখোদ্গম
Dichotomy—দ্বিকালনিষেক
Dichotomy—দ্বান্তশাখোদ্গম
Dichotomous—দ্বাগ্রবর্দ্ধী
Diclesium—দ্বিলিম্ভত্ব
Didynamous—দ্বিদ্বন্দক
Differentiation, physiological
কার্য্যগত স্বগতভেদ
Differentiation, histological
কলাগত (বিধানগত) স্বগতভেদ
Diffusion—ব্যাপ্তি
Digitaliform—অঙ্গুল্যাকৃতি
Digynous—দ্বিকেশবী
Dilated—স্থূলোদর
Diploid generation—দ্বিগুণ রঙ্গবেবক
Diplotegia—দ্বিছদক
Discocarp (*V.* apothecium)
Displacement—স্থানচ্যুতি
Dissected—ব্যবচ্ছিন্ন
Dissepiment, spurious—নবজাত ব্যবধান
Distichous—দ্বি-শ্রেণিক
Distribution—নিবসন
Divaricate—পার্শ্ববিস্তৃত
Divided—পূর্ণখণ্ডিত
Dorsifixed (*V.* adnate)
Dorsi-ventral—বিষমদ্বিতল
Double flower—দ্বিগুণদলক পুষ্প
Doubling (V. chorisis)
Dorsum—পৃষ্ঠতল
Dotted—বিববাঙ্কিত
Drepanium—লবিত্রবর্দ্ধন
Drupel—ক্ষুদ্রাষ্ঠিক
Drupaceous—ঔপাষ্ঠিক
Duct—নালি
Duplication (*V.* chorisis)
Duplicato-dentate—দ্বিধাদন্তী
Duramen—সাবকাষ্ঠ
Duration—স্থিতিকাল
Dwarf male—খর্ব্বপুমুদ্ভিদ
Ebracteate—অপৌষ্পিকপত্রক
Eccentric—কেন্দ্রাপসৃত
Ectoplasm—বাহ্যরস
Egg-apparatus—নিষেকসম্বন্ধী
Elater—বেণুক্ষেপক
Elaioplast—তৈলদকণা
Eleutheropetalous (*V* polypetalous)
Emarginate—তীক্ষ্ণখাতাগ্র
Electrotropism—তাড়িৎবিমুখত্ব
Embryogeny—ভ্রূণোৎপাদন
Embryotegia—ভ্রূণকপাট
Emergences—উৎসেধ
Enantioblastic—বি-বীজনাভিক
Enation (*v* chousis)
Endophyte—পর্ণান্তোদ্ভিদ
Endodermis—অন্তস্ত্বক্
Endogenous—অন্তর্বর্দ্ধিষ্ণু

Endoplasm—অন্তঃরস
Endopleura—অন্তর্বীজাবরণ
Endorhizal—মূলমধ্যজ
Endosporium—রেণুচ্ছদ
Endothecium—অন্তস্তর
Ensiform—খড়্গাকৃতি
Entomophilous—পতঙ্গমেলক
Epibasal—আধিপাদিক
Epicotyl—ভ্রূণপত্রোর্দ্ধস্থদণ্ড
Epigone—কুটিবেষ্টন
Epinasty—ঊর্দ্ধতলাতিবৃদ্ধি
Epiphragm—অধিলগ্নক
Epipodium—ফলফদণ্ড
Endochrom—বঞ্জকরস
Filament—কেশর তন্তু
Filliform—সূত্রাকৃতি
Fimbriated—ঝালরিত
Episperm—বহির্বীজাবরণ
Epistrophe—অভিসর্পণ
Epithema—জলদকণা
Epispoyium—(1) রেণুত্বক্
(2) পৃথুরেণুচ্ছদ
Equal—(leaf) সমপার্শ্বিক
Equitant—লগ্নপৃষ্ঠ
„ (vernation)—অভিন্যস্ত
Etaerio—গুচ্ছফলাণু
Endosmosis—অন্তর্ব্বাহ
Epiblema—অধিবেষ্ট
Etiolation—বিবর্ণীভবন
Etiolin—পীতাভবঞ্জক
Eusporangiate—স্তূপজস্থালীক
Eucyclic—সমস্তবক
Excentric—ভ্রূণান্নসাধ্যিক
Excipulum—প্রান্তবেষ্ট
Excine—পরাগত্বক্
Excrescent—ফলবর্দ্ধিত
Excurrent—অনির্নীত
Exocarp (=epicarp)
Exodermis—বহিস্ত্বক্
Exorhizal—বর্হিমূলজ
Exosporium—রেণুত্বক্
Exothecium—পরাগকোষত্বক্
Exotropism—বহির্বর্ত্তন
Extine—পরাগত্বক্
Extra-axillary—অকাক্ষিক
Fission—দ্বিভেদন
Float—ভাসমানযন্ত্র
Floccose—গুচ্ছিতলোমশ
Floral—পুষ্পসম্বন্ধীয়
Fascicled—গুচ্ছিত
Floret—পুষ্পিকা
Fluitans—ভাসমান
Foliaceous—পর্ণাকার
Follicle—পাবড়া
Foliar gap—লগ্নগুচ্ছান্তর
Foliage leaf—সফলকপত্র
Formula, floral—পুষ্পলিখন
Fovia—পর্ণখাত
Fovilla—রেণুকীট
Fruit, succulent—শলাটু
„ dry—বান
Fragmentation—নাড়িবিদারণ
Free-cell formation
মুক্তকোষোৎপাদন
Frigofuges—শীতাতঙ্কিত
Frond—জননপর্ণ
Fructification—রেণুকোষগুচ্ছ
Fruit, spurious—পরিলিপ্তফল
Frustule—নগ্নাঙ্গ
Fructicose—ঝোপসদৃশ
Frutex—ঝোপ
Fruticulus (=under shub)
Fundamental tissue
(*V.* ground tissue)
Furfuraceous—খর্জ্জিতাকার
Furrowed—নালাযুক্ত
Fusiform—তকুর্বৎ
Fusion—মিলন

Ficoidaceæ—পর্পটকাদি
Flagellarieae—বনচণ্ডালাদি
Fumariaceae—বনশুল্‌ফাদি
Fucaceae—ফুকাসাদি
Galbulus—দারুগোলক
Galeate—শিরস্ত্রাকার
Gametangium—জম্পত্যাশয়
Gamete—জম্পতী
Gametophore—যোষাধর
Gametophyte—জম্পত্যুদ্ভিদ
Gamodesmic—লগ্নস্তম্ভাবরণ
Gamophyllous—লগ্নপত্রী
Gamostelic—লগ্নস্তম্ভ
Gemma—কুট্মল
General involucre
সাধারণ পুষ্পপত্রাবর্ত্ত
Genetic spiral—পত্রমূলাবর্ত্ত
Geetropism—মৃন্মুখবৃদ্ধি
Gills (of mushroom) মুণ্ডতবক
Geniculate—জানুমান
Germ-vesicle—কললনাভি
Germ-tube—রেণুনলক, বৃদ্ধিনলক
Gibbous (*V.* saccate)
Girdle—দলবন্ধনী, পর্য্যন্তপ্রান্ত
Glabrescent—মসৃণ
Glans (*V.* nut)
Glaucous (*V.* pruninose)
Gleba—তবকবেষ্টমণ্ডল
Globoid—গোলকণিকা
Globule (of chara)—পুংগোলক
Glochidium—পক্ষাকার লোম
Glucose—দ্রাক্ষাশর্করা
Glumaceous—সতুষপত্রিক
Glume—তুষপত্র, উপতুষ
Gonidangium—রেণুকাশয়
Gonidiophore—রেণুকবহ
Gonidium—রেণুক, উপরেণু
Grafting—শাখাকলম প্রস্তুত
Gonophore—গোত্রবহ
Gonidiophyll—রেণুকবহপত্র
Gonimoblast—জননতন্তু
Gonoplasm—মেলক জৈবনিক
Growth—বৃদ্ধি
Guard-cell—বন্ধ্রবেষ্ট
Gum—গঁদ, নির্য্যাস
Gymno carpous—ব্যক্তকুটিক
Exudation—নির্য্যাস
Eyespot—অক্ষিচিহ্ন, রঙ্গবিন্দু
Extra stelar—স্তম্ভবহিস্থ
Ebenaceæ—তিন্দুকাদি
Ehreticæ—কুলজাদি
Elægnaceae—গুয়াবাদি
Elatinaceæ—লালকেশুর্য্যাদি
Eleutheropetalae—মুক্তদলী
Entomophthoraceae—পতঙ্গভৃত্যাদি
Equisetacae—কাঠোমচাবেকাদি
Euphorbiaceae—মনসাদি
False axis(*v* sympodium)
Fairy ring—বৃদ্ধিবলয়
Fasciated branch—যুক্তপ্রস্তৃতশাখা
Fascicle—ঘনীভূত পুষ্পবিন্যাস
Fascicled—গুচ্ছিত
Fasciculate—স্ফীতগুচ্ছিত
Fatigue—ক্লান্তি
Feather-veined—পক্ষশিবিত
Feeder—শোষণদণ্ড
Fertization tube—নিষ্কেনলক
Fibre—তন্তু
Fibrous durpe—তান্তবাষ্টিক
Gymnostomous—নিঃসরাব
Gynæcium—স্ত্রীস্তবক
Gynandrophore—উভয়কেশরবহ
Gyno-hermaphrodite—যোষি-দ্বিলিঙ্গক
Gyno-monocious—যোষি-দ্বিলিঙ্গভাক্
Gynostemium—(পু)গর্ভদণ্ড
Gasteromycetes—সাশয়ছত্রিকা
Gentianaceae—চিরতিক্তাদি
Geraniaceae—ভাণ্ডাদি

Gigoartinaceae- গোলবর্দ্ধনাদি
Glumifloral—সোপতুষপুষ্পী
Glumicae—সোপতুষাদি
Gnetaceae—নান্নুভিটাদি
Granteae—দাড়িম্বগোষ্ঠী
Ground tissue—মুখ্যকলা
Hair, glandular—নিঃসাবক লোম
„ stinging—অম্ললোম
Handle (*v.* manubrium)
Half-equitant—অর্দ্ধাভিন্যস্ত
Haplostemonous—একস্তবকীকেশর
Haptera—লগ্নযন্ত্র
Head (*v.* capitulun)
Heart wood (*v.* albuornum)
Helicoid cyme (*v.* bostryx)
Helicoid (dichotomy) আবর্ত্তাকার
Heliotophism—কন্মুখবৃদ্ধি
Hemicyclic—অর্দ্ধপার্শ্বস্তবকী
Herb—ওষধি
Herbarium—উদ্ভিদ্‌শালা উদ্ভিদ্‌র্শনী
Heterocyst—বিষমকোষ
Heterodromous—বিষমাবর্ত্তক
Heterœcious—বহুপালক
Heterogamous—বিষমজম্পতী
Heterogony—বিষমকর্ণিকা
Heteromerous—বিষমদ্বিস্তরিত
Heterophyllous—বিষমপর্ণী
Heteropodial—বিষমপদী
Heterostyly (*v.* heterogony)
Heterosporous—বিষবেণু
Heterotropous (*v.* amphitrophous)
Hilum—বীজক্ষত
Histogenic—কলাজনক
Homoblastic—বীজক্ষতস্থ
Homodromous—সমাবর্ত্তক
Homogamous—সমজম্পতী
Homogony—সমকর্ণিকা
Homotropous—ঋজুগত
Hormogonium—খণ্ডতন্তু
Humus—সারমাটি (?)
Humifusus (*v.* prostrate)
Hydrophilous—জলমেলক
Hymenium—তবকবেষ্ট
Hymenophore—তবকবেষ্টধর
Hypanthodium—গুহ্যপুষ্পক
Hypha (*v* mycelium)
Hydrotropism—জলানুগমন
Hypobasal—অধঃপাদিক
Hypocotyl—অধোভ্রূণপত্রক দণ্ড
Hypoderma—অধস্তক্
Hyponasty—অধোবৃদ্ধি
Hypophlœodic—পরিত্বগ্‌বাসী
Hypophysis—অববৃদ্ধিকোষ
Hypothallus—অবসমাঙ্ক
Hypothecium—অধঃচ্ছদ
Hypopodium—পত্রমূর্দ্ধা
Hypsophyll (*v* bract)
Hypophyllum—অবপত্র
Hygrophilous—অনূপজীবি
Hexinate—ষষ্ঠ্যাঙ্গুলাকার
Haemodoraceae—মুর্ব্বাদি
Halorogaceae—নীলীপামাকমাদি
Helianthoideae—ব্রাহ্মোত্থগোষ্ঠী
Hepaticae—শঙ্কশৈলেয়াদি
Hippocrateaceae—কাঠপহরিয়াদি
Hydrocharidaceae—রসঞ্জাঞ্জ্যাদি
Hydrophyllaceae—ঈশলাঙ্গুলিয়াদি
Idioblast—স্বোদ্ভূতকোষ
Imbibition—শোষণ
Impregnation—নিষেক
Incised—বিষমদন্তী
Incumbent—পৃষ্ঠগত
Induplicate—অন্তঃপ্রবিষ্টপ্রান্ত
Indusium—মণ্ডলছত্র, মণ্ডলচ্ছদ
Inflated—স্ফীত
Infra-axillary—কক্ষাধঃস্থিত
Innovation—অন্তকপল্লব
Insertion—লগ্নস্থান

Interfascicular—গুচ্ছান্তর্বিত
Interposition—অন্তর্বস্থিতি
Interpetiolar—বৃন্তান্তর্বিক
Intine—পরাগচ্ছদ
Interruptedly pinnate—বিসদৃশরূপে পক্ষাকার
Intrapetiolar—বৃন্তবিপরিত
Intrastelar—স্তম্ভান্তর্গত
Involucel—পুষ্পপত্রিকাবর্ত্ত
Iso-bilateral—সমদ্বিতলক
Isogamous—সমজম্পতী
Isomerous—সমস্তবকী
Karyokinesis—গৌণকোষবিদারণ
Incompletae—অসম্পূর্ণপুষ্পী
Iridaceae—দশবাইচণ্ড্যাদি
Keel—তরীদল
Kernel—শস্য, বীজশস্য
Kneed—জানুমান
Jaglandaceae—অক্ষোটাদি
Klinostat—মৃদুঘূর্ণনযন্ত্র
Labium—ওষ্ঠপ্রান্ত
Laevis—মসৃণ
Lamella—ছত্রাকঝালর
Lanate—পশমী
Lateral (style)—পার্শ্বোত্থিত
Lateral plane—পার্শ্বতল
Latex—দুগ্ধ
Lattice-cell—সমজালস্থিতকোষ
Layering—টীকমালমোৎপাদন
Leaf, centric—সকেন্দ্রিকপত্র
Leaf-trace bundle—পত্রাভিমুখীগুচ্ছ
Leaf-climber—পত্রাবোহী
Lenticel—বল্কবন্ধ্র
Leptosporangiate—একজস্থলীক
Leucoplast—শ্বেতকণা
Lepidotus—শাল্কময়
Lianas—দারুলতা
Liber cell—তন্তূৎপাদক কোষ
Lignin—দারুসার
Lignle—কোষফলক
Linear-lanceolate—অপ্রশস্ত ভল্লাকৃতি
Lip (*v.* labellum)
Lithocyst—শিলাকোষ
Loculus—প্রকোষ্ঠ
Locusta (*v.* spiklet)
Lodicule—স্বচ্ছলক
Lyrate—সাবাঙ্গাকার
Lysiginous—কোষাপকর্ষজ
Lobed (leaf)—খণ্ডিতপ্রান্ত
Leaflet—পত্রিকা
Lignosus—দারুময়
Liliaceae—বজনীগন্ধাদি
Linaceae—মশিনাদি
Loganiaciae—কুচিলাদি
Loranthaceae—মন্দাদি
Lycopodiaceae—সীতাহারাদি
Lythraceae—কেওড়াদি
Mace—জাতিপত্রী
Macropodous—দীর্ঘাঙ্গমূল
Macrospore—পৃথুবেণু
Macrosporangum—পৃথুরেণুকোষ
Macrozoospore—পৃথুজঙ্গুবেণু
Macrotherms—অত্যুষ্ণতা ভোগী
Manubrium—বহনদণ্ড
Marginal—যোডস্থিত (flantation)
Masked (*v.* paisonate)
Massula—অণুপিণ্ড
Median proliferation পুষ্পোর্দ্ধবর্দ্ধন
Median—মধ্যস্থ
Megaspore (*v.* Macrospore)
Membrane—ঝিল্লি, জাল
Meiotherm—অল্পোষ্ণতাভোগী
Merenchyma—শ্লথকলা
Merismatic Tissue—বিদার কলা, জনন কলা
Meristele—খণ্ডগুচ্ছ

Mesophyll—পত্রান্তঃকলা
Mesopodium—বৃন্তদণ্ড
Mesothecium—মাধ্যস্তর
Mesotherm—মধ্যোষ্ণতাভোগী
Metoecious (*v.* heterocious)
Micellae—প্রাচীর সূচিকা
Micrandres (*v* dwarf male)
Microgonidia—অণুরেণুক
Microsporangium—অণুরেণুকোষ
Microzoospore—অণুজঙ্গুরেণু
Middle lamella—মাধ্যস্তর
Mixed—মিশ্রিত
Monocarpous—এককিঞ্জল
Monoclinous (*v* bisexual)
Monoecious—দ্বিলিঙ্গভাক্
Monomerous—একখণ্ডস্তবকী
Monopodial branching অনির্ণীত শাখোৎপত্তি
Monopodium—অনির্ণীত স্কন্ধ
Monostele—একস্তম্ভ
Monothalamic—একাধারযুক্ত
Monostrous—বিস্বভাবজাত
Multifoliate—বহুপত্রিক
Multijugate—বহুযুগ্মপত্রিক
Multilocular—বহুপ্রকোষ্ঠ
Muriform—ইষ্টকন্যস্ত
Mycelium—ছত্রতন্তু, জালতন্তু
Naked—নগ্ন
Natant—ভাসমান
Natural silection—স্বাভাবিক পছন্দ
Navicular—নাবাকার
Neck-cell—কণ্ঠকোষ
Nodding—অবনত
Nodulose—অগ্রস্ফীত
Noterophilous—নাতিশীতোষ্ণবাসী
Nucellus—ভ্রূণস্থলী
Nucule—বর্ত্তুলাষ্টিক, দানাফল
Nucleoplasm—নাভিরস, কোষেশবস
Nutans (*v.* nodding)
Nutlet (*v.* nucule)
Nutrition—পোষণ
Mognoliaceae—চম্পকাদি
Malpighiaceae—বসন্ত্যাদি
Malvaceae—জবাদি
Marchantaceae—শঙ্কশৈলেয়াদি
Marsiliaceae—সুনিষণ্ণকাদি
Meliaceae—নিম্বাদি
Meliosmeale—দন্তরঙ্গিগোষ্ঠী
Monodelphous—একগুচ্ছ
Miostemonous—অসমদলগণ্য
Microtherm—অতিশীতভোগী
Mesocarpeae—আম্রহরিতাদি
Micrembryeae—ক্ষুদ্রভ্রূণী
Mimosae—ব্রহ্মদণ্ড্যাদি
Musaceae—কদল্যাদি
Monochlamydeae—একপুটী
Monocotyledon—একবীজপত্রক
Moringaceae—শজিনাদি
Myristicaceae—জাতিফলাদি
Myrsinaceae—বিড়ঙ্গাদি
Myrtaceae—নখরঞ্জকাদি
Myxomycetes—পিচ্ছলছত্রিকা
Myxothalophyta—পিচ্ছলাঙ্গোদ্ভিদ্
Naidaceae—কাকাঙ্ক্যাদি
Nelumboneae—পদ্মাদি
Nemalionaceae—জননতন্তুকাদি
Nudiflorae—নগ্নপুষ্পী
Nyctagineae—কৃষ্ণকেল্যাদি
Nymphaea—উৎপলগোষ্ঠী
Nymphaceae—উৎপলাদি
Nostocaceae—মাল্যশৈবালাদি
Obovate—উপাণ্ডাকার
Obsolate—অব্যক্ত
Obvolute—অর্দ্ধাভিন্যস্ত
Ocrea—কাণ্ডবেষ্ট উপপত্র
Offset—খর্ব্বধাবক
Oogamous—বিষমজস্পতী
Ooganium—যোষাস্থলী

Oophore
Oophyte } —যোষাধ্বর
Oosperm (*v* zygote)
Oosphere—যোষাঙ্কুর
Open bundle—বর্দ্ধিষ্ণুগুচ্ছ
Operculum—ঢাকন, সরাব
Operculate—ঢাকনযুক্ত
Opercular—সরাবাকৃতি
Orientation—স্থানসম্পর্ক
Orthostichies—সরলশ্রেণিক
Organogeny—ভ্রূণবিদ্যা
Osmosis—চর্ম্মাস্তর্বাহ
Osteole—অণুরন্ধ্র
Ochnaceae—কোণিয়ার্য্যাদি
Ocymoideae—তুলসীগোষ্ঠী
Oedogoniaceae—স্ফীতযোষাদি
Oomycetes—নিষেকছত্রিকাদি
Ophioglossaceae—একতীরাদি
Orobanchaceae—কম্পনশৈবালাদি
Oscillatoriae—সার্সোবান্দাদি
Osmundaceae—একবীরাদি
Oxalidaceae—ক্ষুদ্রাম্লিকাদি
Oleaceae—যূথিকাদি
Onagraceae—শৃঙ্গাটকাদি
Palate—রোধফলক
Paleae—উপতুষ
Palisade parenchyma—
থিলান সজ্জিতা কোষকলা
Panicled cyme—বহুবৃন্তিকপার্শ্ববর্দ্ধ
Pappose—লোমশ
Pappus—কুণ্ডলোম
Para-heliotropism—প্রান্তসূর্য্যোন্মুখ
Parapetalous—দলপার্শ্বিক
Paraphysis—বন্ধ্যতন্তু
Parenchyma—কোমলকলা
Partial petiole—বৃন্তিকা
Partition—ব্যবধান
Passage cell—যোজনকোষ
Pectinate—কঙ্কতকর্ত্তিত
Pedafitid—পদবৎ ক্লিপ্ত
Pedatipartite—পদবৎ-বিভক্ত
Pedatisect—পদবৎ-কর্ত্তিত
Peloric—পুনর্সমাকৃতি
Peloric flower—পুনর্সমাকৃতি পুষ্প
Penicillate—তুলিকাকৃতি
Pentadelphous—পঞ্চগুচ্ছ
Pentamerous—পঞ্চাংশ-স্তবকী
Pentastichous—পঞ্চশ্রেণিক
Periblem—নলকস্তর, পরিস্তম্ভ
Pericambium—পরিনির্ম্মাতৃক
Perichaetium—ছিন্নবেষ্ট
Periclinal—তলসমান্তরিত
Pericycle—স্তম্ভাবরণ
Peridium—পরিগুণ্ঠন
Periderm—পরিত্বক্
Perigone—পরিব্যান
Perigynium—কূপীবেষ্ট
Peripherical—বহিঃস্থিত
Permanent tissue—পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলা
Peristome—তুণ্ডবলয়
Perithecium—রেণুকুণ্ড
Phelloderm—কর্কত্বক্
Phellogen—কর্কোৎপাদক কলা
Philotherm—উষ্ণতাপ্রিয়
Phloem—বল্কক
Phosphorescence—দীপ্তিমান
Phylloclade—চিপিটদণ্ড
Phyllodium—পত্রদণ্ড
Piliferous layer—লোমশস্তর
Pileus—ছত্রমুণ্ড
Pilose—অণুলোমশ
Pinnule—পত্রিকা
Pitcher—আরু
Pith—মজ্জা
Placentation—পূগসংস্থান
Plasmodium—দ্রবপিণ্ড
Plastid—কণিকা
Plerome—স্তম্ভোৎপাদিকা কলা

Ramification——শাখাবিন্যাস
Ramosissimus—বহুশাখান্বিতত্ব
Raphide—কণ্ডুস্ফটিক
Ray—অংশ
Receptacle—পুষ্পধি
Rectiserial—ঋজুক্রমস্থ
Reduplicate—বহিঃপ্রবিষ্ট প্রান্ত
Regma—দ্বিভেদকোষ্ঠী
Rejuvenescence—কোষনির্ম্মোক
Repens—পরিসর্পক
Replum—উপব্যবধান
Resin—সর্জ্জরস
Reticulated—জালাঙ্কিত
Reversed raceme—নিয়তশীর্ষ
Rhipidium—সমগদ্বিবক্রবিন্যাস
Rhizome—ব্রধ্নাকার কাণ্ড
Rhizophore—ব্রধ্নধর
Ribbed—তরঙ্গিত
Ringent—মুক্তমুখ
Ringed bark—বলয়পতনবল্ক
Root, epiphytic—বায়বীয়মূল
„ fibrous—জটামূল
Rosaceous—নির্ব্বৃন্তদলক
Rosette—গুচ্ছ
Rostellum—কোষচঞ্চু
Rosulate—গুচ্ছিত
Rotation—ঘূর্ণন
Runcinate—অবকরপত্রবৎ
Ranunculaceae—কালজীরাদি
Rhamna[illegible]
Rhod[illegible]
Ro[illegible]

Scale bark—শল্কপতৎবল্ক
Scabrous—কক্ষ্মতল
Scalariform—সোপানাঙ্কিত
Scale—শল্ক, ছত্রাকার শল্ক
Scaly bulb—অবেষ্ট শল্ককাণ্ড
Scandens—বৃক্ষারূঢ
Scape—তেউড়
Schizocarp—ভেদনফল
Schizostele—ভেদস্তম্ভ
Schizogenous—ভেদজনিত
Sclerenchyma—দৃঢফলা
Scleroblast—দৃঢকোষ
Secundine—ডিম্বকচ্ছদ
Septenate—সপ্তাঙ্গুল্যাকার
Sericious—রেশমী
Seta—অণুকণ্টক
Serrulate—সূক্ষ্মক্রকচদন্তী
Shield (in chara)—ঢালকোষ
Sheath, (leaf)—(পত্রের) কোষ
Sieve-plate—চালনিস্থালী
Silicula—অণুসম্প, গোলসম্প
Siliqua—সম্প
Simple leaf—একফলকপত্র
Sliding growth—অধুলম্ববৃদ্ধি
Soft bast—কোমলবল্ক
Soredium—জননপিণ্ড
Spatulate—নৌদণ্ডাকার
Special mother-cell—অণুমাতৃকোষ
Spermatium—নিষেককোষ
Spermogonium—তন্তুকুণ্ড
Sphæraphide—বর্ত্তুলকণ্ডুস্ফটিক
[illegible]e—মঞ্জরী

Polar—প্রান্তগত
Pellen-sac—পরাগস্থলী
Pollen-tube—পরাগনলিকা
Pollinodium——উপপরাগ
Polyandrous—বহুকেশর
Polycotyledonous—বহুবীজপত্রক
বহুভ্রূণপত্রক
Polyarch—বহুগুচ্ছী
Polychasium—বহুপার্শ্বশাখোদ্গম
Polycarpellary—বহুকিঞ্জল
Polymorphism—বহুরূপত্ব
Polypetalous—বহুদলক
Polysepalous—বহুবৃতিক
Polystelic—বহুস্তম্ভ
Polythalamic—অনেকাধার
Praemorse—ছিন্নাগ্র
Pressure—সঙ্কাপ
Prickle—বল্কিল
Primordial utricle—স্তরিত জৈবনিক
Procambium—আদ্যনির্ম্মাতৃকলা
Proembryo—পূর্ব্বভ্রূণ
Prothallium—অণুসমাঙ্গ
Protista—আদ্যজীবাণু
Protonema—আদ্যতন্তু
Protophloem—আদ্যবল্কক
Protoxylem—আদ্যদারুক
Protophyta—আদ্যোদ্ভিক
Pruinose—মেদোধর
Pseudocarp (*V.* fruit, spurious)
Pseudaxis—উপকাণ্ড
Pseudopodia—উপপাদ
[redacted]
Papaveraceae—অহিফেনাদি
Papilionaceae—মুদ্গাদি
Passifloraceae—পেঁপিয়াদি
Pedalineae—তিলাদি
Peronospareae—বাহুবেণুকাদি
Phaeosporeae—শ্যাবরেণুকাদি
Petaloideae—দলবৎপুটী
Phaeophyceae—শ্যাবশৈবালাদি
Phycomycetes—সরলছত্রিকাদি
Piperaceae—তাম্বুলাদি
Plumbaginaceae—বজ্রচিত্রকাদি
Polyporeae—কাশচটাদি
Polycarpeae—বহুকিঞ্জলী
Polygalaceae—আজেনশাকাদি
Polygonaceae—পাণিমবিচাদি
Polypetalae—মুক্তদলক
Pontederaceae—মুখাদি
Portulacaceae—লোণ্যাদি
Protococcaceae—আদ্যগুটিকাদি
Protophyta—আদ্যোদ্ভিদ্
Pteridophyta—পর্ণাঙ্গোদ্ভিদ্
Puniceae (*V.* granateae)
Phycocyan—শৈবালশ্যামল
Phycoxanthin—শৈবালপীত
Phycoerythrin—শৈবাললোহিত
Quadrilocular—চতুষ্প্রকোষ্ঠ
Quadrinate—চতুষ্পত্রিক
Quinary—পঞ্চাংশস্তবকক
Quinate—পঞ্চাঙ্গুল্যাকার

Sporangiophore—রেণুস্থলীধর
Spore—রেণু
Sporocarp—রেণুকূটি
Spongiole—সমষ্টিকোষ
Spreading—প্রতানী
Sporophore—রেণুধর
Sporophyll—রেণুপত্র
Sporophyte—রেণুধরোদ্ভিদ্
Spurious—নবাগত (Septum)
Spur—শঙ্কু
Spurred—শঙ্কুযুক্ত
Squamae—শল্ক
Stalk—বৃন্ত, প্রসববন্ধন
Staminode—বন্ধ্যকেশর
Standard—সর্ব্বাচ্ছাদক, বিষমদল
Stele—স্তম্ভ, দারুস্তম্ভ
Stellate—তারকাকৃতি
Stereome—দৃঢ়বের
Sterigma—জননতন্তু
Stilogonidium—তন্তুগ্ররেণুক
Sting—দংশরোম
Stipe—স্থাণু
Stipel—উপপত্রিকা
Stipulate—সোপপত্রক
Stolon—জননশাখা
Stomata—তুণ্ডক, শ্বাসরন্ধ্র
Stoma—বায়ুকূপ
Stratified—স্তরযুক্ত
Striated—রেখাঙ্কিত
Strobilus—শঙ্কুমঞ্জরী
Strophiole—ত্বকোৎসেধ
Structure—গঠন, রচন
Style—কর্ণিকা
Stylopodium—তন্তুপদ
Stylospore—তন্তুগ্ররেণু
Suberous layer—কর্কস্তর
Submerged leaf—নিমগ্নপত্র
Subrotund—গোলাকার
Subtend—নিম্নে থাকা
Subulate—ত্রপুণাকৃতি
Sucker—মৃণ্ময়জাশাখা
Succulent stem—নাল
Sulcate—সখাত
Supervolute—দ্বিসংগুণ্ঠিত
Suppression—অনুৎপত্তি
Supra-axillary—কক্ষোর্দ্ধগত
Suspended—নিম্নলম্বিত
Suspensor—অবলম্ব, ধারণকোষ
Suture—যোড়
Sutural—যোড়গত
Swarmspore—নগ্নরেণু
Syconus—মুদিতফল
Sympetalous—লগ্নদলক
Sympodium—লগ্নদণ্ড
Syncarpous—যুক্তকিঞ্জল
Synangium—যুক্তস্থলী
Synergida—সহকারীকোষ
System—কলাবিধান
Sabiaceae—দন্তরঙ্গ্যাদি
Schizophyta—ভেদোদ্ভিদ্
Scytonemeae—সপুচ্ছশৈবালাদি
Salvadoraceae—পীলুবৃক্ষাদি
Salviniaceae—আখুকর্ণ্যাদি
Santalaceae—চন্দনাদি
Sapindaceae—অরিষ্টাদি
Sapotaceae—সফেটাদি
Saprolegniaceae—পচনছত্রিকাদি
Schizaeaceae——ভূতরাজাদি
Schizomycetes—ভেদছত্রিকা
Scetaminaceae—হরিদ্রাদি
Scrophulariaceae—ভূমিনিম্বাদি
Selaginellaceae—হাথাযুড়্যাদি
Simarubaceae—হিঙ্গনাদি
Siphoneae—নলকাঙ্গ্যাদি
Smilaceae—কুমারিকাদি
Solanaceae—বৃহত্যাদি
Spermaphyta—বীজোদ্ভিদ্

Syngeticae—সহজাতাদি
Synoocreate—বর্হিলগ্ন
Synantherous—যুক্তপরাগকোষ
Tapetum—পোষণস্তর
Taxonomy—শ্রেণীবিভাগ
Teeth—প্রান্তদন্ত
Tegmen—বীজচ্ছদ
Tegmenta—মুকুলচ্ছদ
Teleutospore—লগ্নরেণু
Tendril—লতাতন্তু
Tension—বিস্তারভাব
Teratology—বিজনিতত্ত্ব
Ternate—ত্রিপত্রিক
Ternate-pinnate—ত্রিপত্রিকপক্ষাকার
Tertiary—তৃতীয়ক
Tetracyclic—চতুর্স্তবকী
Tetradynamous—ত্রিদ্বন্দ্বক
Testa—বীজত্বক্
Tetragonal—চতুঃস্থলাস্র
Tetramerous—চতুরংশস্তবকী
Tetrarch—চতুর্যুগ্মগুচ্ছিত
Tetraspore—চতুরেণু
Texture—জমী
Thalloid—সমাঙ্গবৎ
Thallus—সমাঙ্গ
Thallophyta—সমাঙ্গোদ্ভিদ্
Thalamifloral—বিযুক্তস্তবকী
Theca—কোটা, কুটী
Thorn—দন্তকণ্টক
Throat—কণ্ঠ
Thyloses—নলান্তঃকলা
Tigellum—আদ্যগ্রন্থি
Thalogen—কোষাত্মক
Thermotropism—তাপানুগমন
Trabecula—জালকোষ
Trachea—নলিকা
Torus (of bordered pit)—অন্তর্বৃদ্ধি
Tracheid—তর্কুকোষ
Transfusion tissue—চালনকলা
Transpiration—বাষ্পপ্রশ্বাস
Transverse—অনুপার্শ্ব
Small tree—ক্ষুপ
Triadelphous—ত্রিগুচ্ছ
Triangular—ত্র্যস্র
Triarch—ত্রিযুগ্মগুচ্ছক
Tricogyne—গর্ভসূত্র, যোষাতন্তু
Trichome (*V.* hair)
Trichophore—যোষাতন্তুবহ
Trimerous—ত্র্যংশস্তবকী
Trigonal—ত্রিস্থূলাস্র
Trigonous—ত্রিগোলাস্র
Trimorphism—ত্রিরূপত্ব
Tripinnate—ত্রিধাপক্ষাকার
Tristichous—ত্রিশ্রেণিক
Triple-nerved—ত্রিপর্শুক
Triquetrous—ত্রিসূক্ষ্মাগ্র
Truncate—কর্ত্তিতাগ্র
Trama—তবকমজ্জা
Trilocular—ত্রিপ্রকোষ্ঠ
Tryma—অক্ষোটক
Tuberous root—অলুকমূল
Tuber—আলু
Tubular—নলাকৃতি
Tufted—গুচ্ছিত
Turbinate—লাটিমাকৃতি
Turgidity—রসস্ফীতি
Twisted—ক্রমাধিন্যস্ত (Vernation)
Typical flower—আদর্শপুষ্প
Taccaceae—মতিমুণ্ডাদি
Tamaricaceae—ঝাবুকাদি
Ternstromiaceae—দলূপাদি
Thalamiflorae—আধারপুষ্প
Thymelaceae—অগুর্ব্বাদি
Teliaceae—নাড়ীকাদি
Tubuliflorae—নলকপুষ্পী
Typhaceae—হোগলাদি
Undulated—তরঙ্গিত
Unilateral—একপার্শ্বিক

Unilocular—এককোষ্ঠ
Unisexual—একলিঙ্গী
Uredospore—বিকীর্ণরেণু
Utricle—কুণ্ডুপ
Utricular vessel—স্ফীতনলিকা
Urn (*V.* theca)
Ulmaceae—চিলিমিলগোষ্ঠী
Umbelliferae—ধন্যাকাদি
Urticaceae—বৃশ্চিকাল্যাদি
Ulothricaceae—হরিৎবন্ধন্যাদি
Vaginula—পাদকোষ
Vallecular canal—সীতান্তগহ্বর
Valve—কপাট
Valvular (dehiscence) কাপাটিক (বিদারণ)
Vascular bundle—নালিগুচ্ছ
Vasculose—নালিকাসার
Velum—গুণ্ঠন
Velamen radicum—মূলগুণ্ঠন
Venation—শিরাবিন্যাস
Vernation—পত্রাবস্থান কিসলাবস্থান
Velum partiale—অসম্পূর্ণ গুণ্ঠন
Velum universale—চিরগুণ্ঠন
Venter—কুপীবের
Ventral canal-cell—কুপীবেরস্থ নালীকোষ
Vegetative reproduction—ভিন্নাঙ্গিক উৎপত্তি
Vexillary—একাচ্ছাদিত
Vexillum—ধ্বজা
Villous—অতিলোমশ
Viscous—সান্দ্র
Vitta—তৈলনলিকা
Volubilis—বেষ্টক
Valerianaceae—জটামাংস্যাদি
Verbanaceae—অগ্নিমন্থাদি
Violaceae—নুনবোবাদি
Volvoccaceae—ঘূর্ণশৈবালাদি
Watergland—জলগত
Weeping—নিম্নাবনত
Wheel-shaped (*V.* rotate)
Whorled—স্তবকীকৃত
Wing—পার্শ্বদল
Wood—কাষ্ঠ
Xerophilous—মরুজাত
Xylem—দারুক
Yeast plant—মদ্যকাণু
Zoocaenocyte—জঙ্গুসমষ্টিজৈবনিক
Zoodiophilous—প্রাণিমেলক
Zoogametes—জঙ্গুজম্পতী
Zoogloea—যোজনবস
Zoospore—জঙ্গুরেণু
Zygomorphic—সমযুগ্মক একমাত্রিক
Zygospore—যুগ্মজরেণু
Zymogen—ক্লিন্নজন
Xanthophyl—পর্ণপীত
Xanthoxyleae—ডিম্বুরুগোষ্ঠী
Zingibereae—আর্দ্রকাদি
Zygnemeae—কেশশৈবালাদি
Zygomycetes—সঙ্গমছত্রিকাদি
Zygophyllaceae—গোক্ষুরাদি

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাসঘোষ।

বলবর্ম্মার তাম্রশাসন *

আসাম-প্রদেশের পুরাতত্ত্ব (Ethnography) বিভাগের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব আসামের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে আসামের অর্থাৎ কামরূপ প্রদেশের ছয়টি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে :—

(১) বনমালদেবের তাম্রশাসন। ইহা দরঙ্গ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় (৭৬৬ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন। ইহা বারাণসীতে পাওয়া যায়। ভেনিস্ সাহেব ইহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পাঠ করেন। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ডে (৩৪৭ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন। ইহা কামরূপ জেলায় গৌহাটি সহরের অল্প দূরে পাওয়া গিয়াছিল। প্রাগুক্ত সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (১১৩ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪) বলবর্ম্মার তাম্রশাসন। ইহা নৌগাঁ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (২৮৫ পৃষ্ঠাবধি) ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫।৬) বজ্রপালের তাম্রশাসনদ্বয়। দুইখানিই কামরূপ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল, একখানি শোয়ালকুচি সংজ্ঞক স্থানে, অপরখানি বরগাঁও নামক গ্রামে। এই দুই ফলকের বিবরণ সোসাইটির ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে (৯৯ পৃষ্ঠাবধি) দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি চতুর্থ সংখ্যক অর্থাৎ বলবর্ম্মার তাম্রশাসন আমাদের আলোচ্য বিষয়। ক্রমশঃ অন্যান্য ফলকও এই সভার আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

তাম্রফলকগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের এক একটী ছিন্নপত্র। এই ছেঁড়া পাতাগুলি একত্র করিলে হয়ত বা আমাদের সেই চিরবিলুপ্ত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তাই তাম্রফলকের এত আদর। ইতিহাস-প্রিয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর আয়াস স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন অক্ষর যতদূর সম্ভব সংগ্রহ পূর্ব্বক ফলকগুলির পাঠোদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের ইংরেজী নাম প্যালীওগ্রাফি (Paleography), বাঙ্গালা "প্রাচীন লিপি-বিজ্ঞান"।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে তাম্রশাসন একবার বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত, অনূদিত ও সমালোচিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যানুশীলনী-ন্যায়-সভায় তাহার পুনরালোচনা পিষ্টপেষণবৎ নিরর্থক নহে কি ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সোসাইটির প্রসাদাৎ

* গৌহাটী-বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় আলোচিত।

তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইলেও সোসাইটিতে আলোচিত এবং তৎপত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ এতদ্দেশীয় অল্পলোকেরই চক্ষুর্গোচর হইয়া থাকে।* পাঠ ও ব্যাখ্যাকারী যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, তিনি মানুষ, সুতরাং ভ্রমপ্রমাদের অধীন। পুনরালোচনায় কেবল যে বহু-সংখ্যক এতদ্দেশীয় লোকের গোচরে ফলকের বিবরণী উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এমন নহে, ইহার পাঠ এবং ব্যাখ্যারও অনেক ভ্রম সংশোধন হইবার কথা; বিশেষতঃ ফলকটী যে স্থলে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের অধিবাসিবর্গের মধ্যে আলোচনা হইলে তৎসম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় কথা নূতনকল্পে জানা যাইবারই সম্ভাবনা। সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;—

আজ ত্রিশ বৎসর হইল, শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানে দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত শাসনদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহাতে প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণে 'হল' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ইহা কি, তদ্বিষয়ে প্রায় দুই পৃষ্ঠা মন্তব্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইংরেজী, লাটিন প্রভৃতি কত কিছুর অবতারণা করিয়াও তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অথচ শ্রীহট্ট প্রদেশে আজিও হল-কেদার-যষ্টি-রেখ দ্বারা ভূমির পরিমাণ হইতেছে। আবার তাম্রশাসনদ্বয়ের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া ফলকে উল্লিখিত রাজা গোবিন্দ কেশবদেবকে শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ হইতে অভিন্ন ধরিয়া লইয়া গৌড়গোবিন্দের পরাজেতা শাহ জলাল নামক মুসলমান পীরকে জলাল-উদ্দীন খানি নামক সেনানায়ক মনে করিয়া তাহার সময়কেই তাম্রশাসনেরকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অথচ কোথায় বা চন্দ্রবংশাবতংস গোবিন্দ-কেশব, আর কোথায় খাসিয়া বলিয়া অনুমিত গৌড়গোবিন্দ; কোথায় ফকীর শাহ জলাল, আর কোথায় সৈন্যাধ্যক্ষ জলালউদ্দীন খানি!

আমাদের আলোচ্য বলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। "কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে নৌগাঁ জেলার পুরাণি-গোদাম নামক স্থানের নিকটে কলং নদীর তীরবর্ত্তী খাটালগাঁও মৌজাভুক্ত সুতারগাঁও গ্রামে জনৈক কৃষক কর্ত্তৃক ইহা পাওয়া গিয়াছিল," এই কয়টীমাত্র কথায় সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রশাসনের পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার নিকট হইতে গেইট্ সাহেব এই তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আদৌ গ্রহণ করেন নাই।

আসামের পণ্ডিতবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহোদয় এই তাম্র-

---

* অতীব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বর্ষের প্রথম অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিয়াছেন, 'যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা সকলেই কোনও নূতন-তথ্য পাইলে সর্ব্বাগ্রে এসিয়াটিক সোসাইটিতে তাহা পাঠ করেন, আমিও করিতাম; কিন্তু এখন হইতে নিয়ম করিয়াছি যে, আমি যে কোন নূতন তথ্য পাইব, তাহা প্রথমে পরিষদে বাঙ্গালায় পাঠ করিব, পরে অন্যত্র জানাইতে হয় জানাইব।", নগেন্দ্র বাবু ধন্য হউন।—লেখক।

১।।ধদ্বাবা আক্রান্ত হওযাতে কিশোববযস্ক পুত্র বলবর্ম্মাকে বাজ্যাভিষিক্ত কবিযা ইহকালেব কর্ত্তব্য শেষ কবিযা গেলেন। বলবর্ম্মা লৌহিত্য নদেব সমীপবর্ত্তী হাব্ধপ্লেশ্বব নামক কটকে (বাজধানীতে) অবস্থান কবিতেন।

কাশ্যশাখাব এবং কাপলগোত্রেব মালাধব ভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাব পুত্র দেবধব শামাষিকা নাম্নী পত্নীব গর্ভে শ্রুতিধব নামক পুত্রোৎপাদন কবেন। এই শ্রুতিধব বেদাধ্যযন পূর্ব্বক গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইযা গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কবিবাব জন্য বিষুবৎ-কালে বিত্তপ্রার্থী হইযা উপস্থিত হইলে, বাজা বলবর্ম্মদেব তাঁহাকে লৌহিত্যেব দক্ষিণকূলস্থিত দিজ্জিনা নামক জনপদেব অন্তর্ভুক্ত ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী হেংসিবাখ্য ভূমি প্রদান কবেন।

বলা বাহুল্য, তাম্রশাসনখানি সংস্কৃতে লেখা; কিন্তু এশিযাটিক সোসাইটিব পত্রিকায এই সংস্কৃত ইংবাজী অক্ষবে লেখা হইযাছে। সাধাবণেব সুবিধাব জন্য বলবর্ম্মাব তাম্রশাসনেব শ্লোকাবলী উদ্ধাব কবিতেছি :—

---

* A curiousity of the Nowgong plate is that it contains numerous plagiarised passages from Kali Das's wellknown Raghuvansam. These plagiarisms were discovered and published by an anonymous writer in the "Assam" an Assamese vernacular paper which has taken a good deal of interest in the enquiries Mr Gait is making in regard to the ancient history [redacted]

শাসনের স্বত্বাধিকারী।* তাঁহারই নিকট হইতে গেইট্ সাহেব তাম্রশাসনখানি লইয়া সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় বলেন যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, যখন তিনি নৌগাঁ সহরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুলিশ ইনিস্পেক্টর স্বর্গীয় ভদ্রকান্ত গোহাঞি তাঁহাকে এই শাসনখানি মর্ম্মোদ্ধারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তিনখানি ফলক একটী স্থূল অঙ্গুরীয়ক (কড়া) দ্বারা গ্রথিত, এই অঙ্গুরীয়কের মাথায় একটা হাতার মুখের মত খুব ভারী পাত্র আছে, ইহাতে একটা হাতীর সম্মুখ ভাগের ছবি ও তন্নিম্নে কয়েকটী শব্দ লিখিত আছে। ইহা দেখিয়া যাহারা ফলক পাইয়াছিল, তাহারা ছবিটিকে গণেশের ছবি এবং ঐ অক্ষরগুলিকে তাঁহার বীজমন্ত্র এবং ফলকের লিপিমালাকে তদীয় পূজাবিধি ভাবিয়াছিল। কবিরত্ন মহাশয় ফলকগুলির ময়লামাটি পরিষ্কার করিয়া বহু চেষ্টায় তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন। বড়ই গৌরবের কথা যে, তাঁহার পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির ডাক্তার হর্ণলির পাঠের সঙ্গে অবিকল মিলিয়াছে,—যে অল্প দুই একস্থানে মিলে নাই, সেই সেই স্থানে কবিরত্ন মহাশয়ের পাঠই সমীচীনতর হইয়াছে। পশ্চাৎ ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ভদ্রকান্ত গোহাঞি কবিরত্ন মহাশয়কে শ্রমের ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ অর্থপ্রদান [illegible] ভদ্রকান্ত সানন্দে

[illegible]

* গৌহাটির ৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ-মহাশয় বলেন কবিরত্ন মহাশয় শাসনখানি পাইয়া বহুদিন ইহার উদ্ধার করেন।

[illegible]

[illegible] কবিরত্ন মহাশয় [illegible] তাঁহাকে উহা উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই অবধি কবিরত্ন মহাশয়কর্ত্তৃক শাসনখানি সমত্নে রক্ষিত হইতেছে।

একটী বড় সুন্দর গল্প কবিরত্ন মহাশয় এই ফলকগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। তিনি এইগুলি আসামের কোন এক জাতি প্রধান সর্দারকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি কবিরত্ন মহাশয়কে উপদেশ দিলেন যে, এই তাম্রপাতের দ্বারা পুরাতন কবিরাজ নিকট একটী বাটী প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, কবিরত্ন মহাশয় এই মহারাজ উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই আমরা আজ এই তাম্রশাসনের দর্শন, স্পর্শন ও সমালোচনা করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম।† শাসনকর্ত্তারা বলবর্দ্ধারও পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি এত সত্বর চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পড়িয়া তাঁহারা যতদূর সম্ভব ইহার সমাদর করিয়াছিলেন। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, সকলকেই তিনি ইহার নকল দর্শন করাইয়াছিলেন। তখন সোসাইটি হইতে আমারও তাহার ,,আমার

নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় কালীবাবু বড় দুঃখী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

স্বস্তি। ভবতু ভবতিমিবভিদুবস্তেজো বৌদ্রং প্রশান্তয়ে জগতঃ।
পবিবর্ত্ততে সমগ্রং নয়ৎ ॥১
সুবকবি-মদ-চন্দ্রকিতং২ সলিলং লৌহিত্য বাবিধেবমলম্৩।
কৈলাস কটক মৃগমদবাসিতম (প)৪ হবতু দুবিতংবঃ ॥৫
প্রলযপযোধৌ মগ্নামুদ্ধবতো বসুমতীমুপেন্দ্রস্য।
নবক ইতি সুনুবাসীদসুবসুহৃৎ ক্রোড়রূপধৃতঃ ॥ ৩
ত্রৈলোক্যবিজযতুঙ্গং যেনাপহৃতং যশো মহেন্দ্রস্য।
অদিতেঃ কুণ্ডলযুগলং কপোল দোলাযিতং৬ হবতা ॥ ৪
তাম্বূলবল্লীপবিণদ্ধপূগং কৃষ্ণাগুরুস্কন্ধনিবেশিতৈলম্৭।
সকামরূপে জিতকামরূপঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যং পুবমধ্যুবাস ॥ ৫
মদান্ধগন্ধদ্বিপকর্ণতালনৃত্যন্ময়ূবোপবনে স তস্মিন্।
বসন্ সমাসাদ্য মুবাবিচক্রং বণে বণৈষী দিবমাকুবোহ ॥ ৬
ভূপালমৌলিমণিচুম্বিতপাদপীঠ৮ স্তস্যাত্মজোঽভূদ্ভগদত্তনামা।
বাজা প্রজাবঞ্জনলব্ধবর্ণো৯ বর্ণাশ্রমাণাং গুরু১০বেকবীবঃ ॥ ৭

---

(১) মূলে শ্লোকাবলীর সংখ্যা দেওয়া নাই। এস্থলে অনুবাদের সঙ্গে শ্লোকগুলি মিলাইয়া দেখিবার সৌকর্য্যার্থ সংখ্যা দেওয়া হইল। মূলেব সঙ্গে পংক্তি মিল রাখিয়া শ্লোকগুলি লেখা হইল না, যাঁহারা এক এক পংক্তিতে কতগুলি অক্ষর ছিল, তিনটি ফলকেব কোন্‌টিতে কি পর্য্যন্ত লিখা ছিল, ইত্যাদি দেখিতে চান, তাঁহারা সোসাইটির পত্রিকা দৃষ্টে কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। ফলতঃ এই সব্ না জানিলেও মূলের মর্ম্মপরিগ্রহের কোনই ব্যাঘাত হয় না, তাই এস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইল না। প্রথম শ্লোকটির চতুর্থ পাদের অনেক অক্ষর পড়িতে পারা যায় নাই।

(২) অনুরূপ ভাবো যথা মাঘে—

"যাং চন্দ্রকৈর্মদজলস্য মহানদীনাং নেত্রশ্রিয়ং বিকসতো বিদধুর্গজেন্দ্রাঃ" ॥ ৫।৪০

(৩) মূলে 'অমলন্' আছে। অবশ্যই অক্ষরোৎকীর্ণকারীর ভ্রম।

(৪) অক্ষরটী পড়া যায় নাই—'প'টী হর্ণলি সাহেব ও ধীরেশ্বর কবিবত্ন উভযেই অনায়াসে যুড়িয়া দিতে পারিয়াছেন।

(৫) মূলে আছে "দুরিতঘ্নঃ"। (৬) মূলে আছে "দোলাইতং"।

(৭) রঘুবংশ ৬।৬৪—"তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগা স্বেলালতালিঙ্গিত চন্দনাস্থ।"

(৮) আশ্চর্য্যের বিষয় যে পাদটি বসন্ততিলক ছন্দে রচিত কিন্তু অন্যান্য পাদ ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দে রচিত। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈদৃশ ছন্দঃসঙ্কর অতি বিরল। এই পাদটি ভোজ প্রবন্ধের—

"ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিতপাদপীঠ হে সাহসাঙ্ক কবযামি বয়ামি যামি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করাইয়া দেয। শ্রীহট্টের ভাটেরায় প্রাপ্ত ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত গোবিন্দকেশব দেবের তাম্রশাসনেব ৭ম শ্লোকেও "ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিত পাদপীঠঃ" এই বিশেষণটি আছে।

(৯) রঘুবংশ ৬।২১ ঃ—রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ পরন্তপোনাম যথার্থনামা।"

(১০) রঘুবংশ ৫।২৯ ঃ—বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে।"

উপগতবতি স্ববলোকং তস্মিংস্তস্যা১১নুজোঽ ভবদ্ভূমেঃ।
পতিবমল ভক্তিবীশে যংপ্রাহুর্ব্বজ্রদত্ত ইতি কবয়ঃ ॥ ৮
তদ্বংশে বনবপ্রাম্পরিখীকৃতসাগবাম্মহীং১২ ভুক্ত্বা।
অন্তঙ্গতেষু বাজসু সালস্তম্ভোঽভবন্নৃপতিঃ ॥ ৯
পালকবিজয় প্রভৃতিষু সম (তিক্রান্তে)ষু১৩ তস্য বংশেষু।
অভবদ্ভুবি নৃপচন্দ্রো দ্বিষজ্জবো হর্জ্জবো নাম ॥ ১০
অহমহমিকয়া বিবন্দিযূণাং [যদরুণ পাদনথ]১৪ প্রভাবিতানৈঃ।
ন মুকুটমণয়ো বিভান্তি বাজ্ঞাং ববিকবসংবলিতাইব প্রদীপাঃ ॥ ১১
তস্যাত্মজঃ শ্রীবনমালদেবো বাজা চিবন্তক্তিপবোভবেঽভূৎ।
বিশালবক্ষা স্তনুবৃত্তমধ্যঃ১৫ পিনদ্ধকণ্ঠঃ পবিঘাভবাহুঃ ॥ ১২
ন ক্রুদ্ধং বিকৃতাস্যং নচ হসিতং নচ বচশ্ শ্রুতন্নীচাৎ।
নচ কিঞ্চিদুক্তমহিতম্মহিতং শীলং সদৈব যস্যাভূৎ ॥ ১৩
যেনাতুলাপি সতুলা জগতি বিশালাপি ভূবিকৃতশালা।
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃত বিচিত্রাপি সচ্চিত্রাঃ ॥-১৪
তস্যাত্মজঃ শ্রীজয়মালদেবঃ ক্ষীবাম্বুবাশেবিব শীতবশ্মিঃ।
বভূব যস্যাস্খলিতং ভ্রমন্তি যশাংসি১৬ কুন্দেন্দু সমপ্রভাণি ॥ ১৫
স শ্রীমান্বনমালোঽপি বাজা বাজীবলোচনঃ।
অবেক্ষ্য বিনয়োপেতং তনুজং প্রাপ্ত যৌবনম্১৭ ॥ ১৬
ছত্রং১৮ শশধবধবলং চামবযুগলান্বিত১৯প্রদায়ৈম।
অনশনবিধিনা বীরস্তেজসি মাহেশ্ববে লীনঃ ॥ ১৭

---

(১১) মূলে আছে "তস্মিন্তস্যানুজো" ইত্যাদি।

(১২) রঘুবংশ ১।৩০ :—"সঘেলাব্বপ্র বলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্। অনন্য শাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥"

(১৩) হর্ণলি সাহেব এই তিনটি অক্ষর নষ্টাক্ষরের স্থলে স্থাপিত করিয়াছেন।

(১৪) 'যদরুণ পাদনথ' ইহা আনুমাণিক পাঠ। হর্ণলি সাহেব 'নথ' স্থলে 'লঘু' বসাইয়া পূর্ব্বের ছয় অক্ষর কি হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই।

(১৫) রঘুবংশ ৬।৩২ :—"অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ।"

(১৬) মূলে 'যশাঙ্সি' এইরূপ লিখিত আছে।

(১৭) মূলে 'প্রাপ্ত যৌবনন্' আছে।

(১৮) মূলে 'চ্ছত্রং' আছে।

(১৯) রঘুবংশ ২।১৬ :—"অদেযমাসীত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে।"

এইরূপ ভাবচ্ছায়া গ্রহণ দোষের নহে, কিন্তু একেবারে অন্য কবির যথাযথ বাক্যগুলি আহরণ (বা অপহরণ) করিয়া আনা প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

প্রাপ্তরাজ্যেন তেনোঢা বাজ্ঞা শ্রীবীববাহুনা।
কুলেন কান্ত্যা বযসা[২০] অম্বানামাত্মনস্ সমা ॥ ১৮
তেনোদপাদি তস্যামবণাবিব পাবকঃ প্রয়োগবিদা।
বলবর্ম্মেতি প্রথিতঃ শ্রীমত্তনযস্ সমগ্রগুণযুক্তঃ ॥ ১৯
অসিতসবোকহদলচলনিভনয়নঃ পীনবন্ধবস্ সুভুজঃ।
অভিনবদিনকব[২১]কবহতবিদলিতনবনলিনকান্তিসচ্ছায়ঃ ॥ ২০
গচ্ছতি তিথিমতিকালে স কদাচিৎ কর্ম্মণাং বিপাকবশাৎ।
বাজা কজাভিভূতো লজ্ঘিতভিষজা বণস্তম্ভঃ ॥ ২১
নিস্সাবং সংসাবং জললবলোলঞ্চ জীবিতম্পুংসাম্[২২]।
বিগণয্য বীববাহুঃ কর্ত্তব্যমচিন্তয়চ্ছেষম্ ॥ ২২
অত পুণ্যেঽহনি নৃপতিস্তনয়ন্তমুদগ্রবিগ্রহং বিধিবৎ[২৩]।
কেশবিকিশোবসদৃশং সিংহাসন[২৪]মৌলিতামনয়ৎ ॥ ২৩
তদনন্তবমধিগম্য প্রাজ্যং তদ্রাজ্যমাজ্যমিব বহ্নিঃ।
বলবর্ম্মাপি দিদীপে প্রোৎসাবিত সকলবিপুতিমিবঃ ॥ ২৪
অভবজ্জয়কবিকুম্ভস্খলিতোর্ম্মে বমল বাবিধেস্তস্য।
লৌহিত্যস্য সমীপে তদেব পৈতামহং কটকম্ ॥ ২৫

তত্র শ্রীমতি হারূপেশ্বরনামনি কটকে কৃতবসতিরুৎখাতাসিলতামবীচিনিচয়মেচকিতেন বাহুনা বিজিত সকল দিক্‌চক্রবালো ধীবঃ[২৫] প্রধনে ভীরুবযশসি[২৬] তীক্ষ্ণোবিপুষু মৃদুতবো গুরুষু সত্যবাগবিসংবাদী[২৭] কৃত্বাবিকথনঃ ॥২৮ -স্থুললক্ষো মাতাপিতৃপাদানুধ্যানধৌতকল্মষঃ পরমেশ্বরঃ পবম ভট্টাবকো মহাবাজাধিবাজঃ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ ২৬

দক্ষিণকূলে দিজ্জিনাবিষয়ান্তঃপাতিনী ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী হেঙ্‌সিবাভিধানা ভূমিঃ।২৭ অস্যাস্ সন্নিকৃষ্টবর্ত্তিনো যথাযথং সমুপস্থিতব্রাহ্মণাদিবিষয়করণব্যাবহাবিকপ্রমুখজান-

---

(২০) রঘুবংশ ৬।৭৯ :—"কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ।"

(২১) হর্ণলি সাহেব পড়িয়াছিলেন, "দিবাকর" ; ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হয়।

(২২) মূলে লিখিত আছে "পুঙ্‌সাম্"।

(২৩) মূলে আছে "বিগ্রহম্বিধিবৎ"।

(২৪) মূলে আছে "সিঙ্‌হাসন"।

(২৫) মূলে ধীর এর পর বিসর্গটি নাই, অবশ্যই খোদাইকরের দোষে।

(২৬) মূলে "অযশশি" এই অশুদ্ধ বানান আছে।

(২৭) মূলে আছে "অবিসম্বাদী"। এইরূপ বর্ণবিন্যাসে বোধ হয় মধ্যযুগে কামরূপে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় বএর উচ্চারণ পার্থক্য ছিল না। বর্ত্তমানে অসমীয় ভাষায় দুই বএর পার্থক্য বেশ আছে।

(২৮) হর্ণলি সাহেবের পাঠে "অবিকথন" আছে।

পদান্ বাজবাঞ্জীবাণকাধিকৃতানন্যাংশ্চ যথাকালভাবিনোঽপি সর্ব্বান্ সম্মাননাপূর্ব্বমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। ২৮

ইতি বিদিতমস্তু ভবতাঙ্গুমিবিয়ং বাস্তুকেদাবস্থলজলগোপ্রচাবাবকাবাহ্যপেতা যথাসংস্থা স্বসীমোদ্দেশ পর্য্যন্তা ॥ ২৯

বাঞ্জীবাজপুত্রবাণকবাজবল্লভমহল্লকপ্রোটিকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিক[২৯] চৌবোদ্ধবণিক দাণ্ডিক দাণ্ডপাশিক ঔপকবিক ঔৎখেটিক চ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকাবিণামপ্রবেশা ॥ ৩০

কাণ্বঃকৃতী কাপিলগোত্রদীপো মালাধবো নাম বভূব ভট্টঃ।
বিণ্ডাতপস্সম্পদুপাত্তসম্যগ্বিবেকবিধ্বস্ত সমস্তদোষঃ ॥ ৩১
দেবপ্রিয়ো দেবধবস্ সুজন্মা তস্যাপি স্নুঃ সুকৃতাত্মনোঽভূৎ।
অধ্বর্যুণা যেন কৃতং বিভাজ্য বৈতানিকং কর্ম্মনিবাকুলেন ॥ ৩২
গৃহীতবিদ্যস্ সুগৃহীতনামা গৃহাশ্রমাবাপ্তিপবো গৃহিণ্যা।
অযুজ্যতাসৌ প্রভয়েব ভানু রুষস্সু শামায়িকয়া[৩০] মনস্বী ॥ ৩৩
অহস্ত্রিযাম[৩১] প্রতিমপ্রসক্তমন্যোন্যসাপেক্ষমিদং হি যুগ্মম্।
লেভেস্থুতং নাশিত দোষ যেন মালোকমর্কাদিব বিশ্বমে তৎ ॥ ৩৪
অয়মিহ বিনীযমানঃ শ্রুতযঃ[৩২] সম্যগ্বিষ্যতে সর্ব্বাঃ।
শ্রুতিধব ইতি নাম্নাসৌ পিত্রা প্রথিতোঽথ লোকেষু[৩৩] ॥ ৩৫
স সমায়ন্তো গুরুতো গৃহধর্ম্মবিধিৎসু বাগতস্ সাধুঃ।
কালে বিষুবত্যর্থী ধর্ম্মপবঃ পণ্ডিতঃ কথানিষ্ঠঃ ॥ ৩৬
তস্মৈ বিপ্রায় ময়া স্নাত্বা সম্যক্ সমাধিনা দত্তা।
যদিহ ফলং তৎ পিত্রোর্ম্মমাপি লোকোত্তবম্ভূয়াৎ ॥ ৩৭

অস্যাস্সীমা পূর্ব্বেণ কোপ্পা। গোসস্তাবশ্চ। পূর্ব্বদক্ষিণে জম্বুশ্রীফলবৃক্ষাঃ। দক্ষিণেন

---

(২৯) হর্ণলি সাহেব "নৌকযন্ধিক" লিখিয়াছেন।

(৩০) হর্ণলি সাহেব বলেন, "শ্যামায়িকয়া" হওয়া বোধ হয় ঠিক ছিল, কিন্তু "শ্যা" লিখিলে ছন্দঃপাত হইত। তবে "শ্যামা" বা "শ্যামিকা" নামের অর্থ আছে, শ্যামায়িকার অর্থ কি? অর্থ ই যদি না থাকিল তবে "শামায়িকা" নামই অন্যায় কি?

(৩১) মূলে "অহস্ত্বযাম' আছে। অক্ষরোৎকীর্ণ কারকের ভ্রম হইয়াছিল। হর্ণলি সাহেব "অহস্ত্বসোম" পড়িযা "স্ত্ব" অক্ষরটিকে অনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু "স্ত্ব" অক্ষরে গোলযোগ না খটিয়া 'ষা" অক্ষরটিতেই সন্দেহ বেশী হইবাব কথা ছিল।

(৩২) এখানে কবি "শ্রুতীঃ" স্থলে 'শ্রুতযঃ" লিখিয়া ভুল করিয়াছেন।

(৩৩) অনুরূপ ভাবো যথা রঘুবংশে—৩।২১

শ্রুতস্য যায়াদরমন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধিচেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্ ॥

বৃহদালিঃ সুবর্ণবটশ্চ। দক্ষিণ পশ্চিমেনাম্রবৃক্ষঃ।৩৪ পশ্চিমেন বৃহদালি শাল্মলী বৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্তরেণ বৃহদ্বটবৃক্ষঃ দিদ্দেসবাপীচ।৩৫ উত্তরেণ সেবঁবাপ্যর্দ্ধম্। উত্তরপূর্ব্বেণ পুষ্করিণী জটিবৃক্ষশ্চ৩৬ ॥ সং[বৎ· ববৌ]

তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদ।

স্বস্তি। ভবান্ধকারনাশকারক রুদ্রদেবের তেজ জগতের শান্তির হেতু হউক। সমগ্র পরিবর্ত্তিত হয় · ।৩৭

যাহা দেবহস্তিগণের মদস্রাবদ্বারা (ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়) চন্দ্রাঙ্কিত৩৮ এবং যাহা কৈলাসনিতম্ব৩৯ বাসিমৃগমদদ্বারা সুবাসিত, সমুদ্রসদৃশ লৌহিত্যের৪০ সেই নির্ম্মল সলিল তোমাদের পাপ দূর করুক। ২

প্রলয়পয়োধিমগ্না বসুন্ধরার উদ্ধারকারী বরাহরূপধারী নারায়ণের নরক নামে অসুরসুহৃৎ পুত্র ছিলেন। ৩

যিনি অদিতির কপোলদেশে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া ত্রিভুবনবিজয়সমুচ্ছ্রিত মহেন্দ্রের যশ অপহরণ করিয়াছিলেন। ৪

রূপে কামবিজয়ী তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক নগরে বাস করিয়াছিলেন। যেস্থানে গুবাকবৃক্ষগুলি তাম্বূললতাদ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষের স্কন্ধদেশে এলাচি-লতা সংক্রমিত ছিল ॥ ৪

---

(৩৪) মূলে আছে, "আম্র বৃক্ষঃ"।

(৩৫) মূলে আছে, "পুষ্করিণী"।

(৩৬) মূলে "সম্ব..... বৈ" মাত্র দেখা যায়। ইহা হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ কবিরত্ন "সংবৎ ৯৯০" অর্থাৎ দাতা বলবর্ম্মার দ্বাদশ বৎসর রাজত্বকালে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

(৩৭) কয়েকটি অক্ষর অপাঠ্য হওয়ায় শেষার্দ্ধের মর্ম্মোদ্ঘাটন অসম্ভব।

(৩৮) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, "Spotted (like the moon)

(৩৯) "কটকোহস্ত্রী নিতম্বোহদ্রেঃ"। পর্ব্বতের নিতম্ব অর্থাৎ পার্শ্বদেশ অর্থে এস্থলে "কটক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "On the ridges of the Kailasa mountain"

(৪০) "লৌহিত্যবারিধেঃ—বারিধির প্রচার্থ "সমুদ্র", এই অর্থ ধরিয়াই এস্থলে অনুবাদ করা হইয়াছে। তবে বারিধি যৌগিকার্থে ব্যবহৃত হইতেও পারে; বিশেষতঃ ২৫শ শ্লোকে, "অমলবারিরে স্তস্য লৌহিত্যস্য" স্থলে যৌগিকার্থই যেন কবির অভিপ্রেত বোধ হয় হর্ণলি সাহেব নিঃসংশয়ে Of the River Lauhitya" লিখিয়াছেন।

(৪১) হর্ণলি সাহেব এই শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন—

"He having conquered (the country of) Kámarupa took up his residence in that country in the town of Prágjyotisha which offered him arecanut wrapped in (leaves of) betel plant and oil of black aloe wood (as a symbol of his coronation as king")

হর্ণলি সাহেব ইউরোপীয়, এখানে অনুবাদে গোল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হর্ণলি সাহেব

যে স্থানের উপবনে মদান্ধগন্ধ হস্তীদিগের কর্ণাস্ফালনের তালে তালে ময়ূরসমূহ নৃত্য করিত, সেই স্থানে (প্রাগ্‌জ্যোতিষে) অবস্থান করিয়া রণলোলুপ তিনি সমরে বিষ্ণুচক্রাহত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন৪২। ৬

তাঁহার পুত্র ভগদত্ত নামক রাজা ছিলেন,—যাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরোরত্নদ্বারা চুম্বিত হইত; তিনি প্রজারঞ্জনে যশস্বী, সর্ব্ববর্ণের ও আশ্রমসকলের নিয়ামক এবং অদ্বিতীয় বীর ছিলেন৪৩। ৭

তিনি সুরলোকে চলিয়া গেলে পর, তাঁহার অনুজ—মহাদেবে বিমল ভক্তিমান—রাজা হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাকে বজ্রদত্ত নামে আখ্যাত করিয়াছেন।৪৪ ৮

রঘুবংশের ১৯ সর্গের ৬৪তম শ্লোকের সংবাদ পাইয়াও ঐ শ্লোকটি বোধ হয় পড়িয়া দেখেন নাই, তাহা হইলে অর্থানুবাদে এত ভুল হইত না।

হর্ণলি সাহেব পাদটীকায় লিখিয়াছেন—There is here (স কামরূপে জিতকামরূপঃ) a play on the word Kámrupa which is not expressible in translation," * * The phrase may be also translated.—"having conquered Kámrupa or 'the form of desires' he took up his abode in that (country) which has the form (rùpa) of Káma or '(the God of) Desires.' " হর্ণলি সাহেবের "জিতকামরূপের" অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিতান্ত অসমীচীন বলিতে পারি না।

(৪২) ডাঃ হর্ণলি গন্ধদ্বিপের অর্থ 'his state-elephants' করিয়াছেন, 'স তস্মিন্ বসন্' অনুবাদে 'Living there in his park' লিখিয়াছেন; শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন:—"Having in battle obtained the discus of Murari (i e Vishnu) he ascended to Heaven, eager for battle (with the Gods), বাস্তবিক শ্লোক মধ্যে এইরূপ একটা 'ধ্বনি' আছে বটে।

(৪৩) এই তাম্রশাসনে এবং বোধ হয় বনমাল দেবের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের অনুজ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের তনুজ অর্থাৎ পুত্র বলা হইয়াছে। ডাক্তার হর্ণলি এতৎ সম্বন্ধে লিখেন:—'On this point the Nowgong plate agrees with the general tradition that Vajradatta was the younger brother of Bhagadatta and the only plate, which states the case differently, and makes Vajradatta to be a son of Bhagadatta is the Gauhati one (ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন) This being so, and *the tradition on the subject being So uniform and explicit* I am disposed to believe that there is a clerical error in the Gauhati plate at this point." বাস্তবিক কোনও একটা ভিত্তি না থাকিলে এই তাম্রশাসনে এবং অপরত্র বজ্রদত্ত ভগদত্তের 'অনুজ' বলিয়া খ্যাপিত হইতেন না। হর্ণলি সাহেব এতদ্বিষয়ে কেবল কিম্বদন্তীর (tradition) উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র এই কথা মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের ৭৫তম অধ্যায়ে স্পষ্টই রহিয়াছে:—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষমথাভ্যেত্য ব্যচরৎ স হয়োত্তমঃ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যয়ৌ রণকর্কশঃ ॥১
স হয়ং পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তমুপাগতম্।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ ॥২
সোঽভিনির্য্যায় নগরাত্তগদত্তসুতো নৃপঃ।
অশ্বমায়ান্তমুন্মথ্য নগরাভিমুখং যযৌ ॥৩

(৪৪) শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন:—Of whom the poets have declared that he was a sovereign of unblemished faith in Isa (i.e. Siva),

সেইবংশে অনেক ভূপতি (চন্দ্র)[৪৫] অবণ্য রূপ প্রাচীরযুক্ত[৪৬] এবং সাগররূপ পরিখাবিশিষ্ট পৃথিবী পালন (বা উপভোগ) করিয়া অস্তগত হইলে শীলস্তম্ভ রাজা হইয়াছিলেন। ৯

পালক-বিজয় প্রভৃতি তাঁহার বংশীয় অনেকে গত হইলে, পৃথিবীতে শত্রুপীড়ক হর্জ্জর নামক নৃপচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১০

'আমি আগে' 'আমি আগে' বলিয়া তাঁহাকে বন্দনাকরণেচ্ছু নৃপতিগণের মুকুটমণিসমূহ যাঁহার লোহিত পাদ-নখের প্রভাবিস্তারদ্বারা সূর্য্যকিরণমিলিত প্রদীপাবলীর ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছিল[৪৭]। ১১

তাঁহার পুত্র মহাদেবে ভক্তিমান্ শ্রীবনমালদেব সুদীর্ঘকাল রাজা ছিলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, মধ্যদেশ কৃশ ও বৃত্তাকার, কণ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ এবং বাহু পরিঘসদৃশ ছিল। ১২

(তাঁহাকে) ক্রুদ্ধ বা বিকৃতাস্য[৪৮] কিংবা হাস্যযুক্ত দেখা যায় নাই, (তাঁহার) কোনও অনুচ্চ শব্দ কিংবা অহিত কথা শুনা যায় নাই; তাঁহার চরিত্র সর্ব্বদা মহনীয় ছিল। ১৩

তিনি এমন প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে অতুল হইলেও তুলাযুক্ত,[৪] বিশাল[৫০] অথচ অনেক শালা (কুঠরী) বিশিষ্ট, বিচিত্র অথচ উত্তম চিত্রযুক্ত ছিল। ১৪

ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্র উদ্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারও শ্রীজয়মালদেব (নামক) পুত্র জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায়[৫১] শ্বেতপ্রভ যশোরাশি (অদ্যাপি) অবিচলিত ভাবে ভ্রমণ করিতেছে। ১৫

'অনুজ' শব্দটির যৌগিক অর্থ করিয়া 'পুত্র" অর্থ করা যায় কি না তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। তবে মল্লিনাথের ঘণ্টাপথে উদ্ধৃত "সুনুঃ পুত্রেঽনুজে রবৌ"ইতি বিশ্বঃ—এতদ্বিষয়ক মীমাংসার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে নাকি ?

(৪৫) 'রাজন্,—রাজা শব্দে চন্দ্রকেও বুঝায়। তাই 'অস্তগতেষু' আছে।

(৪৬) বনবপ্র—হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন" (coverd) with fields and forests.

(৪৭) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন :—"Though in their military Vaunting, (other) kings tried to exalt themselves by lengthy detraction of his splendour, their Crown-jewels gained no brilliance as little as lamp-lights set in the midst of the rays of the Sun"!! একেবারে শ্লোকের অর্থ ইনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্লোকটির দ্বিতীয় পাদের প্রথম চারি অক্ষর সম্পূর্ণ মুছিয়া যাওয়ায় এবং তৎপর চারি অক্ষর অশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা পাঠ করায় ডাঃ হর্ণলি সেই পাদটীর অর্থ করিতে অক্ষম হইতে পারেন, কিন্তু অন্য পাদগুলির—বিশেষতঃ প্রথম পাদের অর্থে এত ভুল করিলেন কেন বুঝা গেল না।

(৪৮) হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, 'His face was never disfigured by anger.' ফলতঃ শ্লোকটির ভাষা একটু সংক্ষিপ্ত এতএব দুরধিগম।

(৪৯) তুলা—"—সাদৃশ্য মানয়োঃ। গৃহাগাং দারকর্ম্মায় স্থীয়তে ন * * * *।" ইতি বিশ্বঃ। হর্ণলি সাহেব সতুলার অনুবাদ করিয়াছেন "Stood equal (i. e. level) on its ground,

(৫০) বিশালাপি—হর্ণলি সাহেব বলেন "though not limited in rooms, 'বিশাল' শব্দের সঙ্গে শালার কোনও সম্বন্ধ নাই। "বেঃ শালং শঙ্কটকৌ"।

(৫১) হর্ণলি সাহেব 'কুন্দেন্দু সমপ্রভানি' ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "with a splendour equal to that of the radiant (lit Jasmin-like) moon সরস্বতীর স্তবের "যা কুন্দেন্দু তুষার হারধবলা" এর অর্থ হর্ণলি সাহেব কিরূপে করিবেন ?

সেই শ্রীমান্ বনমালাধারী[৫২] কমললোচন রাজা পুত্রকে শিক্ষাসম্পন্ন ও প্রাপ্তযৌবন দেখিয়া। ১৬

চন্দ্রতুল্য ধবলচামরদ্বয়যুক্ত রাজচ্ছত্র প্রদান করিয়া অনশনব্রতদ্বারা বীর মহাদেবের তেজে লীন হইলেন। ১৭

রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবীরবাহু বংশে, রূপে ও বয়সে আপনার অনুরূপ অম্বা নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিলেন। ১৮

প্রয়োগজ্ঞ রাজা সেই রমণীতে, অরণিতে অগ্নির ন্যায়,[৫৩] বলবর্ম্মা নামে খ্যাত সমগ্রগুণযুক্ত শ্রীমান্ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৯

যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের চঞ্চল দলসদৃশ,[৫৪] গ্রীবা সুপুষ্ট, বাহু সুগঠিত এবং কান্তি নবোদিত ভাস্করকিরণাঘাতে অচিরপ্রস্ফুটিত কমলচ্ছবির ন্যায় ছিল। ২০

অনেক কাল গত হইলে রণে স্তম্ভ সদৃশ সেই রাজা কোনও সময়ে কর্ম্মের বিপাকবশতঃ বস্তির (প্রবাস) বিফলকারী ব্যাধিবিশেষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন।[৫৫] ২১

সংসারকে অসার এবং মানবের জীবনকে জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল গণ্য করিয়া বীরবাহু শেষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। ২২

অতঃপর পুণ্যদিবসে নৃপতি উন্নতবিগ্রহ কিশোরসিংহসদৃশ পুত্রকে যথাবিধি সিংহাসনারূঢ় করিলেন।[৫৬] ২৩

---

(৫২) ডাঃ হর্ণলি এবং শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার বোধ হয় কবি এস্থলে ভ্রমে 'জয়মাল' লিখিতে 'বনমাল' লিখিয়া ফেলিয়াছেন, নচেৎ পুত্রের বিশেষণ স্বরূপ পিতার নাম প্রয়োগ করিয়া কবি একজন গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট বিড়ম্বরসিক হইয়া দাঁড়ান। অথবা যদি বনমাল অর্থে রাজা বনমালদেবই ধরিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি নাই,—তাহা হইলে পুত্রকে অর্থাৎ জয়মালকে রাজ্য দিয়া বনমালই প্রায়োপবেশন ব্রতদ্বারা শিবসাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন বলিতে হয় এবং পর শ্লোকের শ্রীবীরবাহু জয়মালের নামান্তর কল্পনা করিতে হয়। দুঃখের বিষয় নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টে এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তের কোনও সম্ভাবনা নাই।

(৫৩) হর্ণলি সাহেব লিখেন 'Just as fire from a stick of wood by one who understands the process." 'প্রয়োগবিদা' শব্দটি 'রাজ্ঞা' এর বিশেষণ হওয়াই নানাকারণে সুসঙ্গত।

(৫৪) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"With eyes resembling the undulating flowers of the blue lotus."

(৫৫) হর্ণলি সাহেবের অনুবাদ :—Once when the appointed time came, through the power of his maturing karma (or action done in a previous life) that king Virabahu, while distinguing himself in war, was attacked by a disease (contracted) through neglect of medical advice,

পণ্ডিত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় রঘুবংশের ১৯শ সর্গের ৫৩তম শ্লোকের "বৈদ্যযত্ন পরিভাবিনং পদং" এই পদটি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, রঘুবংশের অনুকরণকারী কবি অবশ্যই ইহার অনুকরণে "রুজা লক্ষিতভিষজা" দ্বারা যত্নরোগের কথা বলিয়াছেন।

(৫৬) "সিংহাসনমৌলিতামনয়ৎ—ইহার অনুবাদ হর্ণলি সাহেব করিয়াছেন "transferred his throne and crown to."

অতঃপর ঘৃত পাইলে বহ্নি যেমন (দীপ্ত হয) সেইরূপ বলবর্ম্মাও সমস্ত বিপক্ষরূপ তিমিব বিধ্বস্ত কবিযা[৫৭] দীপ্যমান হইলেন। ২৪

যাহাব ঊর্ম্মিমালা জয়হস্তীদিগেব কুম্ভকর্ত্তৃক প্রতিহত হইত, নির্ম্মল জলাধাব সেই লৌহিত্য নদেব সমীপে তাঁহাব পিতামহ-স্থাপিত বাজধানী ছিল[৫৮]। ২৫

যিনি সেই শ্রীমৎ হারূপ্লেশ্বব নামক কটকে বাস কবিয়া উন্মুক্ত খড়্গেব প্রভাবাজিতে কৃষ্ণীভূত বাহুদ্বাবা সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল বিজয কবিযাছিলেন, যিনি বণে স্থিব, কলঙ্কে ভীরু, শত্রুগণে উগ্র, গুরুজনে অতিশয় মৃদু, সত্যবাদী, বিসংবাদে বিমুখ, কার্য্য কবিয়া শ্লাঘাহীন, অতীব দানশীল, মাতাপিতাব চবণানুধ্যানহেতু নিষ্পাপ, সম্রাট্ পবমভট্টাবক মহাবাজাধিবাজ কুশলী সেই শ্রীবলবর্ম্ম দেব ॥ × ॥ ২৬

দক্ষিণকূলে[৫৯] দিজ্জিন্না জনপদেব অন্তর্গত চতুঃসহস্র[৬০] পবিমিত ধান্যোৎপত্তিযুক্তা ভূমি আছে। ২৭

ইহাব নিকটবর্ত্তী উপস্থিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি এবং বিষযকর্ম্মে নিযুক্ত ধর্ম্মাধিকবণিক প্রমুখ জনপদবাসীদিগকে, বাজা বাজ্ঞী ও বাণক[৬১] সম্বন্ধীয় অন্যান্যকে এবং (এ স্থানেব) ভবিষ্যৎ অধি-

---

(৫৭) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন "as an extinguisher of all his enemies whom he expelled"

(৫৮) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন :—there stands that ancestral encampment of his.

"কটকোঽস্ত্রী নিতম্বেঽদ্রের্দন্তিনাং দন্তমণ্ডলে। সামুদ্রলবণে রাজধানী বলয়য়োরপি"—ইতি মেদিনী "কটকস্ত্বাদ্রিনিতম্বে বাহুভূষণে। সেনাযাং-বাজধান্যাঞ্চ"—ইতি হৈমঃ। অতএব রাজধানী অর্থে ইহা এস্থলে গ্রহণ কবাই উচিত।

(৫৯) দক্ষিণকূলের অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি নিঃসংশয়ে "on the southern side" করিয়াছেন। কিন্তু আসাম-প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন 'দক্ষিণ' অর্থ এস্থলে 'ডানি' ও হইতে পারে, অর্থাৎ লৌহিত্যের উত্তরদিক্‌ও বুঝাইতে পারে। আলোচ্য শাসনখানি যে স্থানে পাওয়া গিযাছে তাহা ব্রহ্মপুত্রেব দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অবস্থিত বটে ; কিন্তু যে স্থানে পাওয়া যায়, শাসন সেই স্থানের যে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। দৃষ্টান্ততঃ বৈদ্যদেবেব তাম্রশাসনখানি (প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বারাণসীতে পাওয়া গিযাছিল। বলবর্ম্মার অপর একখানি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইযাছে—উহা ব্রহ্মপুত্রের উত্তরদিকে পাওয়া গিয়াছে। অপিচ, কামরূপের রঘুনন্দন কৌমুদীগ্রন্থাবলী-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বব সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মস্থান দরং জিলার মঙ্গলদৈ সব্‌ডিভিশনের অন্তঃপাতী সরাবাড়ী মৌজায়। ঐ স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের উত্তরভাগে। তিনি তদীয় "দায়কৌমুদীর" (১৫২৬ শকাব্দে) উপসংহাবে লিখিযাছেন :—পীতাম্বরেণ গুণসুন্দরমন্দিরেণ কামেশ্বরীচরণরেণুপরাযণেন। লৌহিত্যদক্ষিণকূলেঽপি সমুদ্ভবেন ভূযাৎ কৃতঃ কৃতিমুদে সহিতোনিবন্ধঃ।

(৬০) শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় বলেন, '৪০০০ ঢোল' কিন্তু সচরাচর (এবং আইন আদালতেও) কোনও পরিমাণ দেওযা না থাকিলে "পুরা" অর্থই ধরিযা লওয়া হয়। [৪ দোণে বা প্রায় আধ মণে এক পুরা, ৩ পুরায় এক ঢোল ; কিন্তু দ্রোণ প্রভৃতিব এই মাপ বা ওজন সর্ব্বত্র একরূপ নহে।]

(৬১) রাণক শব্দটির অর্থ যে কি বুঝা যায় না। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও রাণক শব্দটি আছে। তদুপলক্ষে হর্ণলিসাহেব বলেন, Ráṇa, a Prakritic form of Raja, is a still existing title এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিতে পারি না ; কেন না সংস্কৃত লিপিতে সংস্কৃত শব্দ পাইলে কেহই প্রাকৃত অপভ্রংশ ব্যবহার করিবে না। এতৎপরবর্ত্তী

বাসীদিগকে, সকলকেই যথাযোগ্য সম্মাননা পূর্ব্বক নিবেদন কবিতেছেন, বুঝাইতেছেন, ও আদেশ কবিতেছেন। ২৮

আপনাবা ইহা অবগত হইবেন, এই ভূমি, বাড়ী, জমি, স্থল, জল, গোবাট, আবর্জ্জনা স্থান প্রভৃতিযুক্তা যথাসংস্থা, আপন সীমাস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃতা। ২৯

বাজ্ঞী বাজপুত্র বাণক বাজবল্লভ, অন্তঃপুববক্ষক প্রৌঢিকা,৬২ হস্তিবন্ধ ও নৌকাবন্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, চোবিত দ্রব্যোদ্ধবণকাবী, দণ্ডকাবী, দণ্ডপ্রযোগকাবী, ঔপবিকাবিক,৬৩ ঔৎখেটিক ছত্রবাস প্রভৃতি উপদ্রবকাবিগণেব প্রবেশাযোগ্যা। ৩০

কাণ্বশাখাব কাপিলগোত্রপ্রদীপ কৃতী মালাধব ভট্ট ছিলেন, তিনি বিদ্যা ও তপস্যাসম্পত্তি লব্ধ সম্যক বিবেকদ্বাবা সমস্ত দোষ বিধ্বস্ত কবিযাছিলেন। ৩১

সেই পুণ্যাত্মাব৬৪ পুত্র দেবতাদেব প্রিয ক্ষণজন্মা দেবধব ছিলেন, যিনি অধ্বর্য্যুরূপে বৈদিক হোমকর্ম্ম যথাবিভাগ অনায়াসে সম্পন্ন কবিয়াছিলেন। ৩২

কৃতবিদ্য সুগৃহীতনামা৬৫ সেই মনস্বী গৃহস্থাশ্রম-লাভে তৎপব হইয়া, সূর্য্য ঊষাকালে প্রভাসহ যেমন (সঙ্গত হন) তদ্রূপ শামায়িকা সহ সঙ্গত হইযাছিলেন। ৩৩

দিবস ও বজনীব ন্যায়৬৬ (পবস্পব) প্রসক্ত ও অন্যোন্যসাপেক্ষ এই (দম্পতী) যুগল, বিশ্ব যেমন সূর্য্য হইতে আলোক পায, সেইরূপ দোষবিনাশন পুত্র লাভ কবিয়াছিলেন। ৩৪

একটী বাক্যেও "রাজ্ঞী রাজপুত্র রাণক রাজবল্লভ" এইরূপ আছে। "রণে নিযুক্ত" অর্থে রাণক ইহা শ্রীযুক্ত বীবেশ্বর কবিবত্ন মহাশয়ের মত। তাহা হইলে 'রাজপুত্র' ও 'রাজবল্লভের' মধ্যে ইহার সন্নিবেশহেতুতে রণকর্ম্মে নিযুক্ত জায়গীবদার ক্ষত্রিয় এইরূপ একটা কিছু অর্থ করা যাইতে পাবে।

(৬২) প্রৌঢিকা অর্থ প্রৌঢা স্ত্রীলোক; কিন্তু উপদ্রবকারীদের মধ্যে ইহাদেব নাম কেন? আমার বোধ হয় মহল্লক শব্দটির সঙ্গে প্রৌঢিকা শব্দের যোগ আছে, অর্থাৎ 'মহল্লক প্রৌঢ়িকা এক শব্দ, অর্থ—রাজার অন্তঃপুর-রক্ষণ নিযুক্তা প্রৌঢবযস্কা স্ত্রীলোক।

(৬৩) ঔপরিকাবিক, ঔৎখেটিক ও ছত্রাবাস এই কযটি শব্দেব প্রকৃত অর্থ বুঝা গেল না। হর্ণলি সাহেব অনুবাদে লেখেন—(persons that may cause troubles on a account of) the realizing of tenants taxes and imposts, the providing of rooms for the Royal umbrella" ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও উপবিকর-নানানিমিত্তোৎখেটন" প্রভৃতি পীডার উল্লেখ আছে। সেই স্থলে 'হর্ণলি সাহেব লিখিযাছেন Upari kara is a fiscal term : the rent or tax (kara) paid by an upari or tentant who does not reside or has no occupancy rights in the land See Buhler's remarks in the Indian Antiquary. যাহা হউক এ বিষয়ে সাধারণ অভিধানগুলি নীবব, অগত্যা হর্ণলি সাহেবের কথাই মানিযা নিতে হইতেছে।

(৬৪) 'সুকৃতাত্মনঃ' শব্দটি হর্ণলি সাহেব দেবধরের বিশেষণ করিযাছেন; এবং অনুবাদ কবিয়াছেন—Soul of good works.

(৬৫) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ কবিয়াছেন—"(having) in due time taken a title"।

(৬৬) হর্ণলি সাহেব যে ইহা পডিতে না পারিয়া ভুল কবিয়াছেন। তাহা সংস্কৃত পাঠ বিচাবে প্রদর্শিত হইযাছে। তিনি অনুবাদ কবিয়াছেন—"Like the sun and moon" (তাঁহার পাঠ "অহস্থ সোম")।

কালে শিক্ষিত হইযা সমস্ত শ্রুতি সম্যক্ ধাবণ কবিবে, অতএব পিতা কর্ত্তৃক শ্রুতিধব এই নামে (অভিহিত) ইনি ভুবনে বিখ্যাত হইযাছেন। ৩৫

গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহধর্ম্মকবণেচ্ছু ধর্ম্মপবায়ণ পণ্ডিত কথানিষ্ঠ[৬৭] সেই সাধু অর্থী হইয়া বিষুবৎ সময়ে[৬৮] সমাগত হইলেন। ৩৬

সেই ব্রাহ্মণকে আমি স্নান কবিযা সম্যক্ সমাহিত হইযা (এই ভূমি) দিলাম ; ইহাব যাহা ফল তাহা পিতা মাতাব এবং আমাব পবলোকে যেন পাওয়া হয়। ৩৭

ইহাব সীমা পূর্ব্বে কোপ্পা[৬৯] এবং গরু পাবাপাবেব পথ। পূর্ব্ব-দক্ষিণে জাম ও বেলেব গাছ। দক্ষিণে বড আলি এবং সুবর্ণ বটেব গাছ। দক্ষিণ-পশ্চিমে আম গাছ। পশ্চিমে বড় আলি এবং শিমুল গাছ। পশ্চিমোত্তবে বড় বটগাছ এবং দিদ্দেস জলাশয়। উত্তবে সেব বাপীব অর্দ্ধাংশ। উত্তব পূর্ব্বে পুষ্কবিণী এবং পাকুড গাছ। ইতি সংবৎ দ্বাদশে।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থানেব নামগুলি (যথা হাকপ্লেশ্বব, দিজ্জিন্না, হেংসিবা এবং কোপ্পা, দিদ্দেস ও সেববাপী) ঠিক তখন যে ভাবে উচ্চাবিত হইত, তদ্রূপই দেওয়া হইযাছে, এইগুলি সংস্কৃতীকবণেব প্রযাস হয নাই। ইহা উত্তমই হইয়াছিল, কেন না সংস্কৃত কবিলে তখনই অবোধ্য হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষয় যে, ইহাদেব একটিবও চিহ্ন অধুনা পাওয়া যায না। আসামেব উপব দিযা এক প্রবল বিপ্লব বাত্যা বহিয়া গিযাছিল, সেই প্রাচীন সভ্যতাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম নগব প্রভৃতিও এই বিপ্লবে উলটপালট হইয়া গিয়াছিল। এমন যে কামাখ্যা মহাপীঠ, তাহাবও বিলোপ হইযা গিযাছিল—ষোড়শ শতাব্দীতে বাজা বিশ্বসিংহনাবাযণ উহাব আবিষ্কাব কবেন। থাকিবাব মধ্যে এক লৌহিত্য নদ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুব নগব , এই উভযই বহু প্রাচীন সময় হইতে আজিও নামান্তবে বর্ত্তমান থাকিযা আসামেব সুপ্রাচীনত্বেব সাক্ষ্য প্রদান কবিতেছে।

ফলকগুলিব সঙ্গে গ্রথিত হাতিমার্কা যে সিলমোহবটি আছে, তাহাতে লেখা আছে "স্বস্তি শ্রীপ্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ে মহাবাজাধিবাজ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ।"

এতদ্বাবা এবং শাসনেব শ্লোকাবলীদ্বাবা সূচিত হইতেছে যে, বলবর্ম্মদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ নবক-ভগদত্তাদিব বংশজ। হর্ণলি সাহেব কিন্তু তাঁহাব প্রবন্ধেব শিবোনামে লিখিয়াছেন "The Nowgong Copper-plate grant of Balavarman of Prágjyotisha in Assam" অর্থাৎ তিনি বলবর্ম্মাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষেব অধিপতি মনে কবিযাছেন, কিন্তু ইহা ভুল। প্রাগ্‌জ্যোতিষেব প্রকৃত অধিপতিব সীলমোহব ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেব সঙ্গে দেখা

---

(৬৭) কথানিষ্ঠ শব্দের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখেন—Skilled in sacred recitation.

(৬৮) বিষুবকাল দুইটী—এক আশ্বিনের শেষ দিন, অপর চৈত্রের শেষ দিবস। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর কবিরত্ন শেষোক্ত সংক্রান্তিই অনুমান করেন, কেন না উত্তবায়ণ কাল বলিয়া দানাদিতে এই সংক্রান্তিই প্রশস্ত।

(৬৯) ডাঃ হর্ণলি বলেন ইহা 'কূপ' শব্দের অপভ্রংশ, সংস্কৃত লিপিতে মূল সংস্কৃত শব্দ ছাড়িয়া অকারণ অপভ্রংশ কেন ব্যবহৃত হইবে কারণ দেখা যায় না। "বাপী" প্রভৃতি শব্দের বেলায় ত কোনও অপভ্রংশ দেখা যায় না।

গিযাছে, তাহাতে আছে "স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহাবাজাধিবাজ শ্রীমদিন্দ্রপাল-বর্ম্মদেবঃ।"

ফলতঃ যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ হইবেন, তিনি কেবল "প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ঃ" লিখিযা সন্তুষ্ট থাকিবেন কেন? বোধ হয, তখন বিশাল কামরূপবাজ্য নবকবংশীয়গণেব মধ্যে বিভক্ত হইযা পডিয়াছিল।

ডাঃ হর্ণলি তাম্রশাসনেব সময খৃষ্টীয দশম শতাব্দী নির্দ্ধাবিত কবিয়াছেন। ইহাব দুই শতাব্দী পবেও নবকভগদত্তাদিব বংশধবেবা কামরূপে প্রভুত্ব কবিযাছিলেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ কবিযা থাকেন। তৎপবেই প্রাগুক্ত প্রবল বিপ্লব ঘটিযাছিল। উহাতে সমস্তই নষ্ট হইযা গিযাছিল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র তাম্রশাসনখানি ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া অস্তিত্ব বজায বাখিয়াছে, তাই আজ আমবা কীর্ত্তিমান বাজা বলবর্ম্মাব অন্ততঃ দানশৌণ্ডতাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পাবিলাম। তাঁহাব ভূমিদান কেবল স্বর্গবাসের হেতুভূত হয় নাই—এতদ্বাবা তিনি কিছুদিন এই মবজগতেও স্মবণীয় হইয়া বহিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট।*

আপনারা জানেন যে, নেপালে অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা কিন্তু অহিন্দু বলিলে বড়ই চটিয়া যায়। তাহারা বলে আমরাও হিন্দু, কিন্তু বোধমার্গী, নেপালের অন্য লোকেরা হিন্দু, কিন্তু তাহারা শিবমার্গী। সুতরাং বৌদ্ধদিগকে হিন্দু হইতে খারিজ করিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটী ভাগ আছে। প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগের নাম বান্‌রা। ইহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদেরই মধ্যে ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিত। দ্বিতীয় দল উদাসী, ব্যবসা করে। ইহারাও খাঁটী বৌদ্ধ। তৃতীয় দলে ২৪ জাতি আছে, তাহারা বলে বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ দিয়াও অনেক কর্ম্ম করায় ও হিন্দুদের দেবদেবীরও পূজা করে।

বান্‌রা নয় জাতি। ইহারা বিহারে বাস করে। কোন বিহারেই আর এখন অবিবাহিত বৌদ্ধ-ভিক্ষু দেখা যায় না। শুনিয়াছি, শেষ অবিবাহিত ভিক্ষু প্রায় আশী বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিহারগুলি এখন বান্‌রাদের বাড়ী। এক বিহারে অনেক লোক হইলে তাহারা শাখা-বিহার তৈয়ারী করে, কিন্তু মূল বিহারেই তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম হয়। নয় জাতি বান্‌রার মধ্যে সাত জাতি ধর্ম্মকর্ম্ম করে না, সেকরার কাজ করে, নকাসীর কাজ করে, টাকশালে কাজ করে, বন্দুকের নলি তৈয়ারী করে, ছুতারের কাজ করে ও কাঠের উপরে নক্সা করে। অপর দুই জাতির মধ্যে একটীর নাম ভিক্ষু ও অপরের নাম গুভাজু। ভিক্ষুরা ধর্ম্মকর্ম্মের যে সকল কাজ হাতে করিতে হয়, তাহাই করে, তাহারা ঠাকুর ছুঁইতে পারে, ঠাকুরের বেশ করায়, ঠাকুরকে এক ঠাঁই হইতে অন্য ঠাঁই লইয়া যায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে গুভাজুদের সহায়তা করে। কিন্তু তাহারা পূজা করিতে পারে না, মন্ত্র-পাঠ করিতে পারে না, হোমও করিতে পারে না। অনেক ভিক্ষু অন্য কাজও করিয়া থাকে। গুভাজুরাই পূজা-পাঠ করে, হোম করে, অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, দুই একজন ভাল পণ্ডিতও হয়। কিন্তু বান্‌রারা সবই একজাতি, পরস্পর আহার-ব্যবহারও আছে, বিবাহও আছে। অন্য জাতির ভাত খাইলে ও অন্য জাতিতে বিবাহ করিলে বান্‌রাদিগের জাতি যায়।

বান্‌রাদিগের দীক্ষা আছে। পাঁচ বৎসর বয়সে মা ছেলেটীকে কোলে করিয়া মূল বিহারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বান্‌রার নিকট লইয়া যায়, তাঁহার উপাধি স্থবির। মায়ের শিক্ষামত ছেলে বলে—"আমি নির্ম্মল শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ভিক্ষু হইব, আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।" স্থবির বলেন "তুমি অতি ছেলেমানুষ, তুমি সেরূপ কঠোর করিতে পারিবে না। দীক্ষা লইলে তুমি মাছমাংস খাইতে পারিবে না, মদ খাইতে পারিবে না, তোমায় একবারমাত্র হবিষ্যি করিয়া থাকিতে হইবে, তুমি পারিবে কি?" ছেলে বলিবে, "পারিব বৈকি। এবংশে জন্মিয়া যদি বংশের ক্রিয়া করিতে না পারিলাম তবে কেনই জন্মিলাম।" এই কথা বলিলে পর ভিক্ষু একখানি ক্ষুর বাহির করিয়া তাহার মস্তকটী সম্পূর্ণরূপে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুই দ্রব্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন, পরিষদের—২য় মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয় এবং তদুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত এই বিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।—পত্রিকা-সম্পাদক।

মুড়াইয়া দেয়, টিকিটী পর্য্যন্ত রাখা হয় না। তাহাদিগকে রীতিমত ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে হবিষ্যান্ন করে, স্থবিরের নিকট থাকে, বাড়ী যায় না, বুদ্ধ-ভগবানের নাম করে। পাঁচ সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একদিন কাঁদিয়া বৃদ্ধ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয় ও বলে "এত কঠোর আমি জানিতাম না, আমি এত কঠোর করিতে পারিব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও।" তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শূকরের মাংস দিয়া তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বান্‌রাকেই এই দীক্ষা লইতে হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা। আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের জন্য ছিল, এখন একটী সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে সকল গুভাজু রীতিমত ধর্ম্মযাজক হইতে চান, তাঁহাদিগকে আর একবার দীক্ষা লইতে হয়। এই দীক্ষা ১৭।১৮ বৎসরে হইয়া থাকে। নিয়মেই হউক, আর অনিয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দীক্ষা আর দেওয়া হয় না। দীক্ষার পূর্ব্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথবা তাহার বংশের অপর কেহই আর কখন গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষায় পাঁচটা অভিষেকের দরকার হয়, প্রথম মুকুটাভিষেক, দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক, তৃতীয় পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক ও পঞ্চম সুবাভিষেক। পঞ্চ অভিষেকের পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ জিনিষ ব্যবহার করিবার অধিকার হয়, তাহাকে বজ্রাচার্য্য বলে। এই দীক্ষা হইয়া গেলে, গুভাজু ধর্ম্মযাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও করিতে পারে। কিন্তু দীক্ষা চাই, নহিলে সে আর গুভাজু মধ্যে গণ্য হইবে না।

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পরিবার অধিকার। মুকুটটী তামার, উহাতে অতি পাতলা সোণার পাত লাগান থাকে। মুকুটে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে ও মুকুটের মাথায় একটী বজ্রের অর্দ্ধেক আছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, টুপী ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুইই তামার। তামার টুপীর পিছনে ঠিক যেন একটী দড়ির ফাঁস দিয়া বাঁধা আছে। যে মুকুটটী প্রদর্শন করা যাইতেছে, উহা নেপালী দশ শত উনিশ সালে তৈয়ারী ও ব্যবহার হইয়াছিল অর্থাৎ ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে।

বজ্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্র ধরিবার অধিকার। বৌদ্ধ-বজ্র সকলেই দেখিয়াছেন, উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার ও মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার।

ঘণ্টাভিষেক অর্থাৎ বজ্রঘণ্টা ধারণের অধিকার। সম্মুখে যে ঘণ্টাটী রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্দ্ধবজ্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

সুবাভিষেক। বজ্রাচার্য্যেরা বলেন, এই অভিষেকে আগুনে ঘৃত দিবার অধিকার হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহার নাম সুবাভিষেক হইল কেন? ইহার উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

বজ্রাচার্য্যেরা এই পঞ্চালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মন্দিরে পূজা-পাঠ করেন, বিবাহাদির সময় পৌরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫শ বর্ষের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি সাহিত্য-পরিষদ্‌কে একখানি অতি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাণ্ডুলিপি উপহার প্রদান করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রবন্ধলেখক ও ৺আনন্দকৃষ্ণ বসুকর্ত্তৃক অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের ভার পরিষদ্-সম্পাদক আমার উপর অর্পণ করেন। পাণ্ডুলিপিতে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিষয়-সম্বন্ধীয় পরিভাষা সঙ্কলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রদত্ত হইল। অন্যান্য পারিভাষিক শব্দ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬ষ্ঠ ভাগে (পৃঃ ২৮৫-২৯৭) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটী পরিভাষা বাহির হইয়াছে। এই পরিভাষা Peter Breton নামক একজন চিকিৎসক দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দগুলির সাদৃশ্য অনেকস্থলে আছে ও অনেকস্থলে নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধান্তর্ভুক্ত যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আছে, এই প্রবন্ধে তাহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের পশ্চাতে (ব্র) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

MEDICAL TERMS.

Abdomen—পক্কাশয
Adeps—মাংসজ, মাংসসার, মাংসতেজ
Antimony—স্রোতোঽঞ্জন
Ancle—ঘুটি
Applying remedy to a wound—প্রতিসারণ
Apoplexy—অঙ্গবিকৃতি। অঙ্গবিকৃতি (ব্র)
Artery—জীবিতজ্ঞা। বায়ুবাহিনী, ধমনী (ব্র)
Backbone—কশেরুকা
Bilious humour—পলাগ্নি
Bleeding—অসৃক্‌স্রাব, অসৃগ্বিমোক্ষণ
Blood vessel—অসৃগ্‌গৃহা
Brain—মস্তুলুঙ্গ। মস্তুলুঙ্গ (ব্র)
Bridge of the nose—নাসাবংশ
Bubo (swelling of the groin)—বিদার্ক
Cartilage—তরুণাস্থি। কূর্চ্চা (ব্র)
Castor-oil tree—অমণ্ড
Catarrah—পীনস। প্রতিশ্যায় (ব্র)
Cavity of the abdomen—কুক্ষি
Cholic—পক্তিশূল। বাতশূল (ব্র)
Chyle—ভোজ্যসম্ভব, অন্নরস। ধাতুপ (ব্র)
Constipation—নিবন্ধ
Convulsion—ভূতগ্রস্ত
Cranium—কপিকন্দুক
Cutaneous disease—ত্বগ্রোগ, খর্জ্জু

Cutaneous eruption—ধর্ম্মবিচর্চ্চিকা, পামন্, ঘামাচি
Diuretic—বস্তিশোধন। মূত্রল (ব্র)
Drink and meat, disease arising from—অবিষ (?)
Dropsy—জঠরাময়। জলোদর (ব্র)
Dysentery—আমাতিসার। রক্তাতিসার (ব্র)
Dyspepsia—পরিণামশূল, তীক্ষ্ণাগ্নি, আময়াবিত্ত
Epidemic, pestilence—মড়ক
Epilepsy—গ্রহাময়। অপস্মার (ব্র)
Epistaxis—নিবন্ধ, আনাহ, অস্রপিত্ত
Eruption on the face peculiar to youth—যুবগণ্ড
Evacuation of any natural excrements—নির্হার
Fetid ulceration of the ear—পূতিকর্ণক
Fistula or sinous sore—নালীব্রণ
Flatulence—অলসক। উদাবর্ত্ত, বায়ুগুল্ম (ব্র)
Flatulence with pain or vomitting after eating—পরিণামশূল
Glyster—বস্তি (?)
Gristle—তরুণাস্থি। কূর্চ্চা (ব্র)
Groin of women—নাভিল। বঙ্ক্ষণ (ব্র)
Gum—দন্তমাংস। দন্তবেষ্ট (ব্র)
Gum boil—দন্তার্ব্বুদ। দ্বিজব্রণ (ব্র)
Gutta Serena—তিমির
Hæmorrhage—অস্রপিত্ত। রক্তপ্রবাহ (ব্র)
Hæmorrhoid (piles)—অর্শ, অর্শস্
Hæling—প্রতিসর।
Hemicrania—অর্দ্ধাবভেদক। অর্দ্ধকপালী (ব্র)
Hemiplegea—অর্দিত (?)
Hemiplegea (Palsy)—ভঙ্গ
Herpes—পামন্
Herpetic eruption—দদ্রু
Human skull—ভগাল
Imperfect chyme—আমরস
Intumescence of the abdomen—অলসক
Intumescence of the bowels—পক্তিশূল
Inflammation of the ciliary glands—উপনাহ
Itch—কচ্ছু, কণ্ডু। পামা, কণ্ডূতি (ব্র)
Jaundice—পাণ্ডুক বা পাণ্ডুল। কামলা, কমলবদ্ধ, পাণ্ডুরোগ (ব্র)
Juice or essence of the body lymph—অসৃক্কর
Left hypochondriac region—স্রবৎ বা স্থবৎ (?)
Liniment, ointment—উপদেহ। স্নেহন (ব্র)
Lungs—ফুপ্ফুস। ফুস্ফুস্ (ব্র)
Marrow—দেহসার
Menorrhagia or prolapsis uteri and affection of the vulva—যৌন্যর্শ। যৌন্যর্শস্ (ব্র)
Nerve, vein, tendon, artery—শিরা
Nose, disease of the—আহক
Pain of the wound or sore—ব্রণবেদনা
Pealing of the skin—ত্বক্‌পরিপুটন
Piles—অর্শ, অর্শস্। অর্শ, অর্শস্ (ব্র)
Phlegmetic—বলাস
Plaster—উপনাহ
Pledget—বিবেসিক (?)
Plexus of vessels—সিরাজাল
Pustular and phlegmonoid inflammation of the skin or external organs—পনস (?)
Refrigerant—নির্ব্বাপণ। শীতলকর (ব্র)

Rheum of the eye—দূষিকা। নেত্রমল (ব্র)
Rheumatism—উরুস্তম্ভ। বাত, গ্রন্থিবাত (ব্র)
Rheumatism affecting the loins—গৃধ্রসী
Rib—পার্শ্বাস্থি। পার্শ্বাস্থি (ব্র)
Scab—পামন্। পর্পটী (ব্র)
Scorching—পরিদহন
Scratch—কচ্ছু, কণ্ডু
Secretion—দূষিকা। রস (ব্র)
Septum of scrotum—মহাবীজা
Serum—অসৃক্ক্ষব
Serum of the flesh—মাংসজ, মাংসসাব, মাংসতেজ
Sharp pain in the perinoeum and lower part of the abdomen—তুঙ্গী
Sinus—অবটি
Sinus, fistular one—গতি
Small intestine—গ্রহণী
Sore—ত্বক্ কণ্ডুবা। ক্ষত (ব্র)
Spasm of the chest—পার্শ্বশূল
Spasmodic cholera—বিসূচিকা
Specks on the eye—পুষ্পক
Sponginess of the gum—পরিদব
Stomach—পক্বাশয়। পক্বাশয় (ব্র)
Stitch—পার্শ্বশূল
Stricture of urethra—নিরুদ্ধ প্রকাশ
Suppress of urine—নিবন্ধ
Suppression of natural evacuation—অপ্রবৃত্তি
Suppuration of the joints—পূজাসন
Surgery—আশ্বীবিদ্যা
Suture of the skull—সেবনী। সেবনী (ব্র)
Swelling of the belly—আধ্মান
Swelling of the feet in elephantisis—অলস
Syringe—বস্তি
Tarter of the teeth—কপালিকা
Tendon, nerve, fibre—বল্লসা, বাহিরু। শিবা (ব্র)
Tendon of the trapezium muscle—গ্রীবা
Tertian ague—তৃতীয়ক জ্বর
Throat, disease of the—গলাঙ্কুর
Tonic—অগ্নিদ। পক্বাশয়লদ (ব্র)
Total blindness—তিমির
Tubular vessel of the body—ধমনী
Tympanites—অলসক
Umbilical cord—গর্ভনাড়ী, নাভিনাড়ী
Ulceration of the scrotum—বৃষণকচ্ছু
Unguent—অভ্যঙ্গ
Uterus—ধর
Venisection—শিরামান
Vessels diffusing vital warmth—গ্রহণী
White of the eye—বিঞ্জময়। নেত্রশ্বেতভাগ (ব্র)
Womb—ধর। গর্ভাধান, গর্ভস্থান, কুক্ষি (ব্র)
Wound—ত্বক্ কণ্ডুরা।

তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।

খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলায় তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব (J. V Westmacott) উক্ত জেলায় তর্পণদীঘি গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনের পাঠ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সেনবংশীয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে, দেশে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন উপলক্ষ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সেনরাজগণের কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল। সে সকল এখন অতীতের কথা, কারণ এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে সেনরাজগণের অনেক তাম্রশাসন ও খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সকল খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধের সহিত খোদিতলিপির দুইখানি হস্তাঙ্কিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত যথারীতি প্রতিলিপি-সম্বলিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এখন জানা যাইতেছে যে, তাম্রশাসনখানি সার উইলিয়ম লেফ্লিমিং রবিনসন্ (Sir William Leflemmg Robinson Bart) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব রবিনসন্ সাহেবের নিকট হইতে প্রকাশার্থ ইহা চাহিয়া লইয়াছিলেন। এতদিন তাম্রশাসনখানি রবিনসন্ সাহেবের গ্লষ্টারসায়রস্থ নিজ বাটীতে ছিল Hillesley House, Wotton-under-Edge, Gloucestershire) অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সার আরনেষ্ট রবিনসন্ (Sir Ernest Robinson Bart) তাম্রশাসনখানি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের সংগ্রহশাখায় ক্রমে লক্ষ্মণসেনের দুইখানি তাম্রশাসন সঞ্চিত হইল। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের একখানিমাত্র তাম্রশাসন আছে। পূর্ব্বে কলিকাতার জমীদার ৺কানাইলাল ঠাকুর বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র কেশবসেন দেবের তাম্রশাসন এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং বোধ হয় চুরি হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত সেনরাজগণের নিম্নলিখিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) গোদাগাড়ীর খোদিতলিপি, ইহা রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১]।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XXXIV, Part I p 128-154, Ephigraphica Indica. vol. I. p. 305-315,

(২) তর্পণদীঘিতে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন,[২] ইহা এই দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি-সম্বলিত উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাপি কেহ প্রকাশ করেন নাই ও ইহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৪) আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহা বিক্রয়ার্থ বাণাঘাট থানার অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রাম হইতে মালদহ ইংরাজবাজারে প্রেরিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে ইহা এক্ষণে পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন ও পরে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় তাম্রশাসনখানি প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

(৫) মাধাইনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নিমগাছী জঙ্গলে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।—পাবনার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহা চিত্রসহ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

(৬) বাখরগঞ্জ জেলায় ইদিলপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।—মূল তাম্রশাসন অভাবে শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফলক হইতে যতদূর সম্ভব পাঠ উদ্ধার করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।[৫]

(৭) মদনপাড়গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র বিশ্বরূপদেবের তাম্রশাসন।[৬]

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে ও বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক চর্চ্চার ফল হইতে বঙ্গীয় সেনরাজগণ সম্বন্ধে যাহা গিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।[৭]

খোদিত লিপিটী একখানি তাম্রফলকের উপরে উৎকীর্ণ এবং উহা দৈর্ঘে ১৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১১৷৷০ ইঞ্চি। খোদিত লিপির উপরিভাগে প্রায় দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আছে ও ইহাতে কীলকবদ্ধ একটী দশভূজমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে মাধাইনগরের তাম্রশাসন প্রকাশকালে আমি

---

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XLIV. 1875 Part I p. 11.

(৩) ঐতিহাসিক চিত্র (প্রথম পর্য্যায়) পৃঃ—২৮৭

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol 1900 Part I. p. 61.

(৪) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, পৃঃ—৪৩১ J. A. S B Vol V P 467

(৫) J. A S. B Vol VII. Part II. p 43., Epigraphia Indica Vol X.

(৬) J. A. S. B Vol 1896. Part I p 6

(৭) বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায় ১৩১৬—পৃঃ ৫৭১।

বঙ্গের সেনরাজগণের মুদ্রার (শীলমোহরের) কথা বলিয়াছি।৮ মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" আনুলিয়া তাম্রশাসন প্রকাশকালে সেনরাজগণের মুদ্রা-সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে "সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রিত" কথাটী পাওয়া যায়। ইহা হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমাণ করেন যে, সেনরাজগণের তাম্রশাসনের মুদ্রার মূর্ত্তি সম্ভবতঃ সদাশিবের মূর্ত্তি, তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিবের ধ্যান পাইয়া তাহার সহিত উক্ত দশভুজমূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিয়াছেন।"

তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথম সাতটী শ্লোক আনুলিয়ার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলির সহিত মিলিয়া যায়। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত মজিলপুর জয়নগরের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলিও তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথমাংশের অনুরূপ। কেবল মাধাইনগরের তাম্রশাসনের কোন শ্লোকের সহিত এই তিনখানি তাম্রশাসনের কোন শ্লোক মিলে না। তাম্রশাসনখানি বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এবং বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির বেলহিষ্টিগ্রাম, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদানকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রদাতা বল্লালসেন দেবের পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব এবং তিনি তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের উপাধি "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ।" গ্রহীতা ঈশ্বরদেবশর্ম্মা সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ও তিনি হেমাশ্চরথ-মহাদানাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। যথা :—

(৪৩ পংক্তি) সামবেদকৌথুমসখাচরণানুধ্যায়িনে হেমাশ্চর

(৪৪ পংক্তি) থ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যোঽহনি

কিন্তু নিম্নে ইহা বিভিন্ন প্রকারে লিখিত হইয়াছে :—

(৪৬ পংক্তি) পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে দত্ত হেমাশ্পদথ মহাদানে দাক্ষিণাত্যেনোৎসৃজ্য ইত্যাদি।

ঈশ্বরদেব শর্ম্মা ভরদ্বাজগোত্রীয়ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রবর ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। তিনি হুতাশন দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মার পৌত্র ও লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র। বাটীয় কুলপঞ্জিকা অনুসারে ইহার পূর্ব্বেই কৌলিন্যপ্রথার অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর দেবশর্ম্মা কৌলিন্যাভিমানী নহেন। সেনরাজবংশের কোন তাম্রশাসনে কৌলীন্যপ্রথার কথা নাই, বল্লালসেনের পুত্র বা পৌত্রগণের রাজ্যকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের তাম্রশাসনবলে নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই কৌলীন্যমর্য্যাদার দাবী রাখেন না।

প্রথম দুইটী শ্লোকে সেনবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রের প্রশংসাবাদ আছে ও পরে সাতটী শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের বংশপরিচয় আছে। এই তাম্রশাসনের দূতক সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ইনি আনুলিয়ার তাম্রশাসনেও দূতকরূপে উল্লিখিত আছেন। তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত রাজপুরুষগণ উল্লিখিত আছেন :—

(৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা—রঙ্গপুর-শাখা পৃঃ—১২৫।

রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, দৌস্সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষা-জাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক বিষয়পতি।

প্রদত্তভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎ কপর্দ্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমা :—

পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারীদেবতানিকর দেয়াম্মণ ভূম্যাটারাপপূর্ব্বালীঃ সীমা। দক্ষিণে নিচড়হার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ীসীমা।

লিখনকালে অনবধানপ্রযুক্ত অনেক ভ্রম হইয়াছে। যথাঃ—

(৩৩ পংক্তি) "রবেন্দ্র্যাং" স্থলে "রবেন্দ্রান্।"

(৪৬ পংক্তি) "হেমাশ্চরথ" স্থানে "হেমাশ্পদথ।"

(৫০ পংক্তি) "বহুভির্বসুধা" লিখিতে "ধা" পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা পরে পংক্তির উপর লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পৃষ্ঠ ॥

(১) ও নমোনারায়ণায়॥ বিদ্যুদ্বলয়মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুবিন্দ্রায়ুধং বা
(২) রি স্বর্গ্গতরঙ্গিনী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ
(৩) শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃকপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ আ
(৪) নন্দোঽম্বুনির্ধৌ চকোরনিকরে দুষ্কাচ্ছিদাআত্যন্তিকী কহ্লারে হতমোহতা
(৫) রতিপতারেকোঽহমেবেতিধীঃ। যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশুপ্রকা
(৬) শাজ্জগত্যন্তে ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥ সেবারন
(৭) ম্র নৃপকোটীকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতিবলরীভিঃ। তেজো
(৮) বিষোজ্ঝরমুষো দ্বিষতামভূবন ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথ বং
(৯) শে ॥ আকৌমারবিকস্বরৈর্দ্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভিঃর্দ্দোর্যশঃ প্রালেয়ৈরবিরা
(১০) জ রক্তনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্হেমন্তঃ স্ফুটমেয়সেনজননক্ষেত্রৌ
(১১) ঘ পুণ্যাবলীশালিশ্লাঘ্যবিপাকপীরবগুণস্তেষামভূদ্ বংশজঃ ॥ যদিয়ের
(১২) দ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তেপরিধিপরি
(১৩) নদ্ধাইরদিশঃ। ততঃকাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী পরীতোর্ব্বী
(১৪) ভর্ত্তাজনি বিজয়সেনঃ সরিজয়ী ॥ প্রত্যূহঃকলিসম্পদামনলসোবেদা
(১৫) য়নৈকাধ্বগঃ সংগ্রামঃশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্ বল্লালসেনস্ততঃ। যশ্চেতোম।
(১৬) য়মেব শৌর্য্যবিজয়ীদম্ভৌষধং তত্ক্ষণাদক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ

(১৭) স্বস্মিন্‌পবেষাংশ্রিযঃ ॥ সম্ভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ গুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
(১৮) মীশৈবংশসমর্পণেন ঘটিতস্তত্তত প্রভাবস্ফুটৈঃ দোরুষ্মক্ষপি
(১৯) তাবিসঙ্গববসোবাজন্যধর্ম্মাশ্রিযঃ শ্রীমলক্ষ্মণসেনভূপতিবতঃ সৌ
(২০) জন্যসীমাজনিঃ ॥ শশ্বদ্বন্ধভযাদ্বিমুক্ত বিষযাস্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃতস্বান্তা যা
(২১) স্তু কথন্নাম বিপবস্তস্য প্রযোগাল্লযম্ যৈবাত্ম প্রতিবিম্বিতেপিনিযতস্তত্রেপি
(২২) চঞ্চতৃণেপ্যবৈতেন যতস্ততোহপিস পবোদেবঃ পবংবীক্ষ্যতে ॥ স খলু শ্রী বিক্র
(২৩) মপুবসমাবাসিত শ্রীমজ্জযস্কন্ধাবাবাত্ মহারাজাধিবাজ শ্রীবল্লালসেন
(২৪) দেবপাদানুধ্যাত পবমেশ্বব পবমবৈষ্ণবপবমভট্টাবক মহাবাজাধিবাজ
(২৫) শ্রীমলক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষবাজবাজন্যক বাজ্ঞী
(২৬) বাণকবাজপুত্র রাজামাত্য পুবোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহি
(২৭) ক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত আন্তবঙ্গ বৃহদদূপবিক মহাক্ষপটলিক

দ্বিতীয পৃষ্ঠ।

(২৮) মহাপ্রতীহাবমহাভোগিকমহাপীলুপতিমহাগণস্কদৈস্সাধিক চৌবো
(২৯) দ্ধবণিক নৌবলাহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশি
(৩০) কদণ্ডনাযকবিষযপত্যাদীন্ অন্যাংশ্চসকলবাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্র
(৩১) চাবোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণানব্রা
(৩২) হ্মণোত্তবান্ যথার্হং মানয়তি বোধযতি সমদিশতি চ মতম
(৩৩) স্তু ভবতাং যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভূক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্যান্ পূর্ব্বে বুদ্ধ-
বিহারীদেব
(৩৪) তানিকব দেযাশ্মণভুম্যাঢাবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচডহাব পু
(৩৫) স্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহবিপাকুণ্ডী সীমা উত্তবে মোল্লাণখাড়ী সীমাই
(৩৬) থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তত্রত্যদেশ ব্যবহাব সীমানলিনদেব গোপথাদ্যসাবভবহিঃ
(৩৭) পঞ্চোশ্মানাধিক বিংশত্যুত্তবাঢ়াবাপ শভৈকাত্মকঃ সংবৎসবেণ কপর্দ্দকপু
(৩৮) বাণসার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বেলহিষ্টীগ্রামীযভূভাগঃ সসাটবিটপঃ
(৩৯) সজলস্থলঃ সসর্ত্তোষবঃ সগুবাকনাবিকেলঃ সহৃদশাপবাধঃ পবি
(৪০) হৃত সর্ব্বপীডোঽচট্টভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণযুতিগোচব
(৪১) পর্য্যন্তঃ হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায মার্কণ্ডেয দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায ল
(৪২) ক্ষীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায ভারদ্বাজ সগোত্রায ভাবদ্বাজ আঙ্গিবস
(৪৩) বার্হস্পত্যপ্রববায সামবেদ কৌথুমশাখাচবণানুধ্যাযিনে হেমাশ্চর

(৪৪) থ মহাদানাচার্য্যশ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পূণ্যেঽহনিবিধিবদুদক পূ

(৪৫) র্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্যমাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

(৪৬) পুণ্যোযশোঽভিবৃদ্ধযে দত্তহেমাশ্‌দথ মহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আ

(৪৭) চন্দ্রার্ক্ক ক্ষিতিসমকালং যাবত্ ভূমিচ্ছিদ্রন্যাযেন তাম্রশাসনীকৃত্য প্র

(৪৮) দত্তোঽস্মাভিঃ ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্। ভাবিভিরপি নৃপতি

(৪৯) ভিরপহরণে নরকপাতভযাৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীযম্। ভ

(৫০) বন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বসুধাদত্তারাজভিস্‌সগরাদিভিঃ

(৫১) যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্যতস্যতদাফলম্ ॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি
যশ্চ ভূমিং প্রয

(৫২) চ্ছতি উভৌ তৌ পূণ্যকর্ম্মাণৌ নিযতং স্বর্গগামিনৌ ॥ স্বদত্তাং
পরদত্তাম্বা যো হরে

(৫৩) ত বসুন্ধরাম্ স বিষ্ঠায়া(ং)কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিস্‌সহ পচ্যতি ॥ ইতি কমলদল

(৫৪) ম্বুবিন্দুলোলা শ্রিযমনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চা সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধান

(৫৫) হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো
নারাযণদত্তসান্ধিবিগ্রহিক

(৫৬) ইহঈশ্বরশাসনদানে দূতং ব্যধত্ত নরনাথঃ ॥ সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩। শ্রীনিমহাসাংনি

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণী

১৩১৭

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৬শে আষাঢ় (১৩১৭), ১০ জুলাই (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ (সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪ প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম।" (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতিরিক্ত নূতন শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা বিশেষণ-রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। প্রদর্শন —রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের প্রদত্ত শেরশাহ ও আকবর শাহের স্বর্ণমুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের জন্য শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্,
মহামহোপাধ্যায় ,, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
পণ্ডিত ,, শিবনাথ শাস্ত্রী এম্এ,
কবিরাজ ,, মহেন্দ্রনারায়ণ ভারসাগর
কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ভট্ট বিদ্যারত্ন এম্ এ
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বিহারীলাল দাস
„ হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
„ প্রাণনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ রামকমল সিংহ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ব্রজধন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
„ সলিলচন্দ্র মিত্র
„ বিজয়কুমার পাল
„ বামপদ বায়
„ ফকীব দাস বায়
„ হেমেন্দ্রনাথ বায়
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ বীবেশ্বব সেন
„ হবিপদ মাইতি
„ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
„ বামকমল চট্টোপাধ্যায়
„ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ রজনীকান্ত বক্সী
„ নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায
„ হেমেন্দ্রনাথ বায়চৌধুবী
„ জ্ঞানদাভূষণ চট্টোপাধ্যায়
„ নবেন্দ্রচন্দ্র সেন
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাবত্ন
„ বিপিনবিহাবী চট্টোপাধ্যায
„ অক্ষয়কুমাব চক্রবর্ত্তী
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ তাবকনাথ বিশ্বাস
„ বমাপ্রসাদ চন্দ বি এ,
„ শিবদাস চট্টোপাধ্যায়
„ সুধীববঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায
„ ববীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ ললিতমোহন দে
„ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায
„ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
„ আশুতোষ ঘোষ
„ শবৎচন্দ্র দত্ত
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ জিতেন্দ্রনাথ বায়চৌধুবী
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
„ আশুতোষ শাস্ত্রী
„ সূর্য্যনাবায়ণ সেন এম্ এ,
„ নবেন্দ্রনাথ দালাল
„ বাধিকাপ্রসাদ নাথ
„ শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ ভৈববনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুবোধচন্দ্র বায়
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ হবমোহন সেন
„ অক্ষযকুমাব চট্টোপাধ্যায়
„ বাসবিহাবী হাজবা
„ ক্ষীবোদচন্দ্র বায
„ সবলকুমাব বসু
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
„ শশিভূষণ বিদ্যানিধি
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
„ যতীন্দ্রনাথ পাঠক
„ বমানাথ ভট্টাচার্য্য
„ হবিনাথ ঘোষ
„ বাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় „ তারকনাথ দেব
„ মণিমোহন মিত্র „ গৌরহরি সেন
„ সত্যচরণ বসু „ সুরেশচন্দ্র নন্দী
„ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য „ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য „ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্এ,
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, } সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ট্রান্সলেটার, হাইকোর্ট, ৬৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সুপারিঃ স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্টেট।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল টেঃ ইঃ অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা	ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ ৫৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনিতাইচরণ দত্ত ১।১ নীলমণি সরকারের লেন।
„	„	শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন ১৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিনয়কুমার সেন	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ ২৮ বাদুড়বাগান লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৫ আনন্দ চ্যাটার্জ্জির লেন।
”	”	ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, বীডন ষ্ট্রীট।
”	”	ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায় এল্ এম্ এস্ ৮৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
”	”	কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন ৫৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বিটি, হেয়ার স্কুল।
”	”	কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম্ এ এম্ বি, ২০ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ উকিল পুরী।
”	”	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রেজারার, পুরী।
”	”	শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, পুরী।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
”	”	শ্রীপ্রমথবন্ধু রায় বি এ, ধুবড়ী স্কুল, ধুবড়ী, আসাম।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	”	শ্রীনিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২ সচ্চাষীপাড়া রোড, কাশীপুর।
”	”	শ্রীআশুতোষ দত্ত জমিদার ৩ পতিতুণ্ডের গলি, কালীঘাট, কলিকাতা।
শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস বি এ, লাবান, শিলং।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাজচন্দ্র বর্ম্মা সবকাব গোবিন্দপুব, গাইবান্ধা, (বঙ্গপুব)।
শ্রীনিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	”	শ্রীসোমনাথ বায় জমিদাব, জারা পোষ্ট (মেদিনীপুব)।
শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বায এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৬।২ স্কটস্ লেন্।
”	শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কুমাব শ্রীববদিন্দুনাবায়ণ বায় জেমো, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীজিতেন্দ্রনাবায়ণ বায জেমো, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তকুমাব ভৌমিক	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০।৬ মদন মিত্রেব লেন।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীতাবাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ,বি এল, ৯ বীডন বো।
শ্রীপশুপতি নাথ শর্ম্মা	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীকেদাবনাথ মুখোপাধ্যায় সাহাপুব, বেহালা, ২৪ পবগণা।
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত	মন্ত্রী তামিলসঙ্গম মদুবা, মান্দ্রাজ।

তৎপবে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহাব-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদিব জন্য যথাবীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবা হইল,—

উপহাব-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
কুমাব শ্রীমহিমাবঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১। বীবভূম-বাজবংশ।
ইন্দুব্রহ্ম স্বামী	২। ধর্ম্মসমাজ-প্রসঙ্গ, ৪ খানি।
বায় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগব বাহাদুব সি, আই, ই,	৩। ছায়াদর্শন।
শ্রীবজনীকান্ত সেন	৪। অমৃত
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক	৫। পত্রকৌমুদী (১৮৬৮),
	৬। মুগ্ধবোধ ব্যাকবণ (১২৫১),
	৭। বেণীসংহাব।
শ্রীঅম্বিকাচবণ ব্রহ্মচাবী	৮। দেওয়ানী আইন-সংগ্রহ ১৭৯৩—১৮৪৩, ১ম খণ্ড,
	৯। ঐ ২য খণ্ড।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্ এ,	১০। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২ খানি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১১। ক্রীলফের নীতিগল্প।
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত	১২। সাহিত্যসোপান সরল ব্যাকরণ ও সংক্ষিপ্ত রচনাপ্রণালী,
	১৩। গৃহিণীর কর্ত্তব্য,
	১৪। ভিক্টোরিয়া পাঠ।
কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫। হিন্দু-বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ-নিবারণ উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণ।
শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	১৬। দুর্গালীলাতরঙ্গিণী।
Supdt. Govt. Press, Madras	১৭। Sankara's Sarva Sidhanta Sangraha,
	১৮। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras.
Registrar, Calcutta University	১৯। Minutes III, 1909.
Babu Amrita Lal Bose	২০। How to be a great Orator.
Supdt Govt. Press, Allahabad	২১। List of Sanskrit, Jain and Hindi Manuscripts.
Asst Secy, Maju Public Library (Howrah)	২২। Report of the Public Library for 2½ years (Oct. 1907 to March 1910).
Babu Ananda Lal Mukerjee	২৩। The Agricultural Ledger 1896 No 37.
	২৪। „ „ 1901 No. 11.
	২৫। „ „ 1904 No. 5.
	২৬। „ „ 1904 No. 9.
	২৭। „ „ „ No. 10.
	২৮। „ „ „ No. 11.
	২৯। „ „ 1905. No 1.
	৩০। „ „ „ No. 2.
	৩১। Memoirs of the Dept of Agriculture in Vol. 1. No. 1. April 1906.
	৩২। „ Vol. 1. No. 4. (Botanical Series) August 1906.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
Babu Ananda Lal Mookerjee	৩৩। Memoirs of the Dept of Agriculture in Vol I. No. 4. Feb. 1907. (Botanical Series).
	৩৪। „ Vol II. No. 1. March 1907. (Botanical Series)
	৩৫। „ Vol. 1. No. 6. April 1907. (Botanical Series).
	৩৬। „ Vol. 1 No 4 June 1907. (Etymological Series).
	৩৭। „ Vol 1. No. 1 Part II (Botanical Series) July 1907.
	৩৮। „ Vol. II. No 4 Dec. 1907. (Botanical Series).
	৩৯। The Agricultural Journal of India Vol. IV, Part IV, Oct. 1909. (Quarterly)
	৪০। The Diaries of three Surgeons of Patna.
	৪১। Bengal—Past and Present- (Quarterly) Jany 1908. Vol II No1.
	৪২। „ April Vol II. No. 2.
	৪৩। „ July Vol II. No. 3
	৪৪। „ 1909 Jany—March Vol III.
	৪৫। „ 1910 Vol V.
	৪৬। „ 1909 Vol III.

পুঁথি

১। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১। মহাভারত (খণ্ডিত)
	২। ভক্তি-চিন্তামণি

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মান্দ্রাজ-প্রদেশের মদুরা সহরের "তামিলসঙ্গম" নামক সভার পক্ষ হইতে তাহার মন্ত্রীকে (সম্পাদককে) পরিষদের সভ্যরূপে প্রস্তাব করিবার সময় জানাইলেন, "আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন 'তামিল-সঙ্গমে'র কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাকে বলেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, আমরা পরিষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উভয় সভাকে সংযুক্ত করিয়া দিন। তামিল-সঙ্গমকে পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিন এবং উভয় সভার প্রকাশিত পুস্তকাদির

বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া দিন। একাল পর্য্যন্ত তামিলসঙ্গম যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, (তাহা সংখ্যায় শতাধিক), তাহা সমস্তই পরিষৎকে উপহার দিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি বিনিময়ে পরিষদের গ্রন্থমালা আনাইয়া দিন।' আমি তাঁহাদের আগ্রহ, শ্রদ্ধা এবং চেষ্টা দেখিয়া বলিলাম 'পরিষদের সমস্ত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা অক্ষরে সম্পাদিত হয়, আপনাদের তাহাতে সুবিধা কি?' তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, 'তামিলসঙ্গমের সদস্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা-জানা লোকের অভাব নাই।' এই কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি। রামনদের রাজা এই সঙ্গমের পৃষ্ঠপোষক। ইঁহাদের কার্য্য অতি সুন্দর নিয়মে চলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহারা বহুগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তামিলভাষা ও অক্ষর এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তথাপি তাঁহারা যে আমাদের পরিষদের প্রতি এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়া ইহার অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে।"

সতীশবাবুর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আজ যে সংবাদ দিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে অতীব আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের পরিষৎকে আমরা এখনও আমাদের সঙ্কল্পমত পরিচালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পরিষদের নামের উপযুক্ত কোন বিশেষ গৌরবজনক কার্য্য আমরা এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ পরিষৎ যে সামান্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই মদুরার ন্যায় দূরদেশের 'তামিলসঙ্গমে'র ন্যায় ক্ষমতা-শালিনী সভাও যে ইহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, ইহা মনে করিলেও আনন্দের অবধি থাকে না। 'তামিলসঙ্গমে'র গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে হয়। তবে এদিকে পরিষদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ ও গুজরাটী-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্ব্বেই পরিষৎকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি এবং তাঁহা দ্বারা এই সংযোগ সুসাধিত হইল বলিয়া, তাঁহার নিকটেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পুস্তকাদির বিনিময়ের প্রস্তাব আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গপুর-পাথা-পরিষদের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আজ বেলা ১২টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ক্লান্ত, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রবন্ধ সুতরাং আজ স্থগিত থাকিবে। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিবার জন্য আজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় গণ্যমান্য সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দৈববশে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, এবার যেদিন নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ থাকিবে, সেদিন আবার আমরা তাঁহাদিগকে পাইব।"

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন-শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নূতন

শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সারাংশ এই :— কাশ্মীর হইতে এই টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রায় সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেরই বিস্তর পাঠান্তর দেখা যায়, চণ্ডী ও গীতায় তাহা দেখা যায় না, কিন্তু অভিনব গুপ্তের এই টীকা-খানিতে গীতার অনেকগুলি শ্লোকের পাঠান্তর ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই টীকার মধ্যে কয়েকটী অতিরিক্ত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব শ্লোকও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য টীকার অর্থ নিরসন করিয়া স্বমত স্থাপনের জন্য টীকা রচনা করেন নাই। তিনি সহজে সরল পন্থায় গীতার অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে এই টীকা রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের সমগ্র প্রবন্ধ ৩য় ভাগ "বাণী" পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা-বিশেষণ-রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বাঙ্গালা-বিশেষণ-শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, মুস্তফী মহাশয় সকল শ্রেণী হইতে কতকগুলি রহস্যময় উদাহরণ দিলে সভাস্থ সকলেই স্মিতমুখে প্রবন্ধটী উপভোগ করেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের দানে ক্রীত দুইটী প্রাচীন মোহর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "শের শাহের যে স্বর্ণমুদ্রাটী পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে সুবর্ণের ভাগ বড় কম এবং আকারেও সুদৃশ্য নহে। আকবরী-মোহর যেটি পাওয়া গিয়াছে, উহা টাঁড়ার টাঁকশালে মুদ্রিত। এই টাঁকশালের মুদ্রা অতি অল্পই পাওয়া যায়। রাজা টোডরমল যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন তিনিই টাঁড়ার টাঁকশাল স্থাপন করিয়া যান। এই দুইটী মুদ্রা ক্রয় করিতে যে টাকা লাগিয়াছে, তাহা পরিষদের পরমহিতৈষী পোষ্টৃবর রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দান করিয়াছেন।"

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজা বাহাদুরের এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন—"রাজা বাহাদুর নানা দিক্ দিয়া পরিষদের উপকার করিতে-ছেন। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই, তাঁহার এই সৎকার্য্যে দানের জন্য ধন্যবাদ করিয়াও শেষ করা যায় না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিষদের একজন অকৃত্রিম উন্নতিকামী বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—"বঙ্গপুর তাজহাটের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল রায় বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—"প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগে শোকানুভব করে নাই, এমন লোক বিরল। তিনি সুলেখক, বিদ্বান্ এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরিষৎ প্রথম হইতেই তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি ইহার

সভাপতিও ছিলেন। ইহার উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি, একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে স্থির হইল,—আগামী মাসিক সভার পূর্ব্বে এই "বিশেষ-সভা" আহূত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"কবিরাজ মহাশয় কাশ্মীর হইতে গীতার নূতন টীকা আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর টীকা ও শাঙ্করভাষ্যই বিশেষ প্রচলিত ছিল, তারপর আরও কতকগুলি টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সংস্করণ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও অনেক-গুলি টীকা দেওয়া আছে। অভিনব গুপ্তের টীকারও যেমন ব্যাখ্যা হিসাবে অভিনবত্ব আছে, তেমনি উহা হইতে গীতার পাঠান্তর এবং নূতন অতিরিক্ত শ্লোকের সংবাদ পাওয়াতে উহা দ্বারা গীতা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। এই গ্রন্থ আবিষ্কারে কবিরাজ মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী। তিনি তাঁহার সংগৃহীত নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সংবাদ এবং নূতন টীকার সংবাদ পরিষদের সভায় প্রথম প্রকাশ করায়, ইহারও গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন সন্দেহ নাই। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। ব্যোমকেশ বাবুও পরিষদের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, সেগুলিও বেশ উপাদেয় হয়। তাঁহার নিকট বাঙ্গালা-ব্যাকরণের অনেক রহস্যের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাঁহার সরস লেখায় প্রবন্ধগুলির নীরসতা আদৌ অনুভূত হয় না। অদ্যকার প্রবন্ধ যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা মধ্যে মধ্যে না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই, অথচ প্রবন্ধটীতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

শুদ্ধিপত্র*

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	প্রতিশ্রুতযত ভাগবতা	প্রতিশ্রুতবতা ভগবতা
৩	১৩	"যে অনেকে	যে "অনেকে
৩	২১	—জনশ্রুতি	জনশ্রুতি,
৪	৫।৬	না বাজিত এমন নহে,	বাজে।
৫	১।২	দ্বিষদ্বীর্য্য, নিবাকবিষ্ণু	দ্বিষদ্বীর্য্যনিবাকরিষ্ণু
৫	২	হংসমণ্ডল, দ্যুতিবিষ্ণু	হংসমণ্ডলাবিদ্যুতিষ্ণু
৫	৮	সমাস্যান্তে	সমস্যন্তে
৫	১৮	(২) শ্রিতাতীত	(২) শ্রিতাতীত—
৫	২২	গত	শ্রিত
৫	২৬	লক্ষ্য	চক্ষু
৬	১৫	(ক্ষ)	ক্ষো
৭	৬	মুনি ববকচি	মুনির্ববকচি
৭	১০	বাজবল্লভেব সম্বন্ধে	বাজবল্লভেব
৭	১০	বলিয়াছিলেন।	বলিয়াছিলেন
৭	২০	সর্ব্ববর্ম্মিকম্	সার্ব্ববর্ম্মিকম্
৭	২১	প্রমাণ নমস্কাব	প্রমাণ, নমস্কাব
৭	৩১	সৌষ্টব	সৌষ্ঠব
৮	২১	অন্যান্যসাধাবণ	অনন্যসাধাবণ
৮	২২	প্রস্থান	কাতন্ত্র প্রস্থান
৮	২৩	কাতন্ত্রেব মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত	সর্ব্ববর্ম্মকৃত মূল কাতন্ত্রেব
৮	৩১	শাস্ত্রান্তবে	না শাস্ত্রান্তবে
৯	২	ঠেকে	ঠেক,
৯	৭	পড়িয়া	গড়িয়া
৯	১৬	আবশ্যক ,	আবশ্যক।
১০	৩	মহেশ্বব	মাহেশ্বব

* গত ১৭শ ভাগ ১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কাতন্ত্র-ব্যাকরণ" প্রবন্ধে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ যে ভুল হইযাছে, ইহা তাহার শুদ্ধি-পত্র।—পত্রিকা-সং।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১৭	কবিয়াছি ,	করিয়াছি।
১১	১৮	প্রতিভায আবও	প্রতিভায়
১১	২৯	পাণিনি	পাণিনিব
১১	৩১	ক্রমস্থঃ,	ক্রমস্থ
১২	১	কাতন্ত্রেব সংজ্ঞাগুলি	(১) কাতন্ত্রেব সংজ্ঞাগুলি
১২	২	ইতি	ইহ
১২	৬	অন্বর্থ	অবয়বার্থ
১২	৮	কোনও লক্ষণ	কোনও না কোনও লক্ষণ
১২	৮	করিয়া নাম	কবিয়া পদার্থেব নাম
১২	৯	চালাই না ;	চালাই না।
১২	১১	কবিলেন	কবিলে
১২	১৪	যদৃচ্ছনাম	যদৃচ্ছানাম
১২	১৭	যদৃচ্ছলব্ধ	যদৃচ্ছা
১৩	৪	মাহাত্ম্য	মাহাত্ম্যে
১৩	৯	এবং তাহা	এবং
১৩	১০	হইতে	হইতে তাহা
১৩	২৫	বাঙ্গালায়ও	বাঙ্গালায়ও সন্ধি
১৩	৩০	স্ ও (ঃ)	স্ (s)
১৩	৩১	বলিয়া	বদলিযা
১৪	১	ইংবাজে	ইংরাজেব
১৪	৫	যেহেতু	এইরূপ বলিলে
১৪	৭	বর্গেব	"বর্গেব্
১৪	৭	পঞ্চমবর্গ,	পঞ্চমবর্ণ
১৪	৮	বৈজ্ঞানিকতত্ত্বেব	বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের
১৪	২১	খাটে ;	খাটে।
১৪	২৬	বিশিষ্ট	বিশিষ্ট ধর্ম্ম
১৪	৩০	সন্ধ্যাক্ষব	সন্ধ্যক্ষব
১৫	২	পড়িয়াছেন	পডিয়াছেন।
১৫	৬	দ্রুততবোচ্চারিত,	দ্রুততরোচ্চাবিত
১৫	৮	অয়্ ঐ	অয়্, ঐ
১৫	১৯।২০	'অয' এবং 'আয'	'অয়্' এবং 'আয়্'

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	২১	উপরে	'উ' পরে
১৫	২৪	term)	term)।
১৫	২৬	যায়	যায়,
১৫	২৮	নাড়ি	নাভি
১৬	১	ওষ্ঠ,	ওষ্ঠ্য
১৬	১২	তথাবা	তথ্যাচা
১৬	১৯	"দন্তস্থ	দন্ত্যস্থ
১৬	২০	দন্তের	দন্ত্যবর্ণের
১৬	২২	সং	সঃ
১৬	৩১	অন্তঃস্থ	অন্তস্থা
১৭	৬	ত্য	ত্য,
১৭	১৭	প্রাচীনতন	প্রাচীনতর
১৭	২০	দুর্গ	কি দুর্গ
১৭	২০	কি এই	এই
১৭	২৬	সংজ্ঞা	স্বল্পাক্ষর বা লঘু পরিভাষা
১৮	৩	হস্	হল্
১৮	৪	কাতন্ত্র	(২) কাতন্ত্র
১৮	৪	কাতন্ত্রের	(ক) কাতন্ত্রের
১৮	৫	পাণিনির	(খ) পাণিনির
১৮	৯	সবর্ণেন	সবর্ণে
১৮	২০	সূত্র	মূল
১৯	৫	সমাস	সমাস,
১৯	৬	ভাষা কথ্য	কথ্য ভাষা
১৯	২২	"থি"	ঘি
১৯	২৪	ব্যুঞ্চাতি	কুঞ্চাতি
১৯	২৫	অবতুলয়তি"	অবতুলয়তি
২০	১০	"ঞ্যভ্যুঙঃ	ঞ্যঙ্ভ্যুঙঃ
২০	১১	স্বোঃ	স্বো
২০	১৩	"চণ	চণ্
২০	১৩	পরোক্ষ	পরোক্ষা
২০	১৭	চেক্রীয়িতঃ"	চেক্রীয়িত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১৭	সমাম্নায়	সমাম্নায়ঃ
২০	১৮	সমানক্ষরাণি	সমানাক্ষরাণি
২০	১৯	মত	মতে
২০	১৯।২০	অ ত, ই ত, উত	অ৩ ই৩ উ৩
২১	৫	পৃঠো	পূর্ব্বো
২৮	১২	বর্ণ্যন্ত	বর্ণ্যন্ত ;
২৯	১৩	ভাষাগত	ভাষাগত না
২৯	২২	কার্ত্তিকের	কার্ত্তিকের
২১	২৩	বিদ্যাবন্ত	বেদান্তবন্ত

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন.

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়-সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে ;—

(১) হেমচন্দ্র-রৌপ্যপদক। বিষয়—'কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার' হেমচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয় হইতে দেওয়া হইবে।

(২) রাজেশ্বর পাঁড়ে-পুরস্কার—নগদ ১০০৲ একশত টাকা। বিষয়—'বেদে (অর্থাৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে) উক্ত দেবগণের রূপ-কল্পনা'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।

(৩) কৃষ্ণবিনোদিনী-স্বর্ণপদক—বিষয়—'বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র।

(৪) প্রভাবতী-পুরস্কার—৪০৲ চল্লিশ টাকা মূল্যের পুস্তক। বিষয়—'প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারীজাতির গার্হস্থ্যধর্ম্ম'। পুরস্কারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র।

(৫) রজনীকান্ত-রৌপ্যপদক। বিষয়—৺কবিবর রজনীকান্ত সেন। পুরস্কারদাতা—পাবনা ইউনিয়ান সভা।

প্রবন্ধগুলিতে পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষক-গণের অনুমোদিত না হইলে, কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রবন্ধ যে কোন ব্যক্তি লিখিতে পারিবেন। প্রথম প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসার ছাত্র ব্যতীত এবং চতুর্থ প্রবন্ধ মহিলা ব্যতীত অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। প্রবন্ধ আগামী ফাল্গুনের মধ্যে ভাল কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্নরূপে লিখিয়া ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড—সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীদের

মহাসুযোগ

কোষ্ঠী, ঠিকুজী আদি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিতে হইলে গ্রহস্ফুটই একমাত্র আশ্রয়। আবার সেই গ্রহস্ফুট যে পরিমাণে শুদ্ধ হইবে, ফলিত জ্যোতিষের ফলও সেই পরিমাণে মিলিবে। প্রাচীন মতে গণিত গ্রহস্ফুটাদি হইতে ফল বলিলে বিশেষ তফাৎ পড়িতেছে এবং ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের গ্রহস্ফুটাদি হইতে দেশান্তরাদি সংস্কার করিয়া লইয়া ফল মিলিতে দেখিয়া আর্য্য ঋষিগণ-কথিত নিয়মে গণিত গ্রহস্ফুটাদির সংস্কার যে, বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে তাহার উপলব্ধি হয় এবং সেই অভাব দূরীকরণ মানসে, সংস্কার করিয়া গত ৬০ ষাট বৎসরের বিশুদ্ধ দৈনিক গ্রহস্ফুট পুস্তকাকারে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রতি মাসে এক এক সংখ্যায় এক এক বৎসরের গ্রহস্ফুট বাহির হইতেছে। এই গ্রহস্ফুট হইতে দেশান্তরাদি সংস্কার করিয়া লইলে, কাশী, কটক, ঢাকা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে কোন স্থানের গ্রহস্ফুটের সহিত মিলিয়া যাইবে। ইহাতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী তারিখ, এবং প্রত্যেক দিনের ৯টি গ্রহের স্ফুট করিয়া দেওয়া হইতেছে। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির জন্ম সময় জানিতে পারিলেই এই গ্রহস্ফুট ও মৎ প্রণীত "সরল জ্যোতিষ" প্রথম ভাগ সাহায্যে প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষার্থী অতি সহজে বিশুদ্ধভাবে একখানি জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন। উক্ত পুস্তকেই সমস্ত উপদেশ দেওয়া থাকিবে। যাঁহারা অগ্রিম ১৲ দিয়া শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা ৪ সংখ্যা পুস্তক ১৲ টাকায় পাইবেন। সাধারণের জন্য মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৹ আট আনা। গ্রাহকদিগের জন্য কোষ্ঠী আদির কার্য্য সুলভে করিয়া থাকি।

জ্যোতিষ-সংস্কারবিদ্যালয়।
২২ নং মির্জাফরস্ লেন,
কলিকাতা।

বিবিধ পঞ্জিকাদির গণক
ও জন্ম-পত্রিকাদির সংস্কারক
শ্রীরজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ.

বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সময়ে সময়ে পরিভাষা-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা-ভাষার দীনতার দিনে এরূপ চেষ্টার যে এখনও যথেষ্ট আবশ্যক আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভাব-প্রকাশই যদি ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবার মূল সূত্রটী অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না। বাঙ্গালা-ভাষাকে ভাব-প্রকাশের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেই, ইহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা হইবে। ব্যক্তি-বিশেষকে পুস্তক-প্রকাশে সহায়তা করিলে এবং অন্য প্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যকে উৎসাহ প্রদান করিলে, ভাষার যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করা হয়, সত্য; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত যত্নে যদি বঙ্গভাষা মনোভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রম-গুলি সহজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই এ ভাষার প্রকৃত উন্নতি হইবে।

মনোভাব সকল জাতির মধ্যেই বিবর্ত্তনশীল। মানবজাতির আদিম অবস্থায় এই ভাব-ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ব্বর ও বালকদিগের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে অল্পসংখ্যক কথাই যথেষ্ট। মনোবৃত্তি যতই স্ফূরিত হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন মনোভাবের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারা যায় এবং ভাষাও ততই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে সকল নিত্য নূতন ভাব-সম্পদ্ মনুষ্যের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনকে বিচিত্র ও সরস করিয়া তুলে, ভাষা তাহাকেই শব্দের বন্ধনে বাঁধিয়া সম্পদ্‌যুক্ত ও উপকারক্ষম হয়। ইহাই একটী জীবন্ত এবং একটী মৃত ভাষার মধ্যে প্রধান প্রভেদ। মৃত ভাষার স্রোত বহুদিন হইতে রুদ্ধ হইয়া হইয়া ক্রমে আবিল ও শুষ্ক হইয়া উঠে। তাহাতে আর নূতন ভাবের জোয়ার ভাঁটা খেলে না। জীবন্ত ভাষার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও একটী বিশেষ গুণ এই যে, উন্নতি-শীল একটী জাতির নানা নূতন ভাব ও বেদনার মধ্য দিয়া সে আপন পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া লয়। যেখানেই ভাবরাজ্যের সজীবতা আছে, যেখানেই মনোবৃত্তি সকল নূতন নূতন দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানেই ভাষা তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া সমৃদ্ধ ও পল্লবিত হইয়া উঠে। ইংরেজিভাষায় এজন্য কত নূতন শব্দের সমাবেশ হইতেছে, কত পুরাতন শব্দ নূতন আকার ধারণ করিতেছে, নূতন অর্থ গ্রহণ করিতেছে, এমনই করিয়া ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নূতন শব্দের অভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি গ্রী লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মাণ হইতে বহু শব্দ আসিয়া ইংরেজি ভাষার কলেবর বর্দ্ধিত ক বস্তুতঃ ইহাই জীবন্ত ভাষার লক্ষণ।

আমাদের জাতীয় জীবন নানা শক্তির সংঘর্ষে চলিষ্ণু ও চঞ্চল হইয়া উ

নের প্রথম উন্মেষেই আমরা যে অভাব বোধ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান আকার ও প্রণালী জন্মলাভ করিয়াছে। আর একবার একটা প্রবল আঘাতে যখন বাঙ্গালীর জীবন সাড়া দিয়াছিল, তখন সেই নূতন ভাবের প্রবল বন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনে যে এক ভাব-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া আমাদের মনোভাবের রাজ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নূতন নূতন ভাব-প্রকাশের জন্য যে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফলে বঙ্গভাষার স্রোত ফিরিয়াছে। এই নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষা যেন কোনও প্রকারেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অভাব হইতেই চেষ্টার উৎপত্তি। কাজেই ভাষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। অনেক স্থলে ভাষার পক্ষে এই রক্ষণশীলতার অভাব নিন্দনীয় এবং উপহাসাস্পদ হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক বাঙ্গালা ইংরেজির ছাঁচে গঠিত এবং ইংরেজীর গন্ধে পরিপূর্ণ। যাঁহারা সংস্কৃতাভিমানী, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চাহেন। [illegible] তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে, সে উচ্ছৃঙ্খলতা ইহাঁরা মার্জ্জনা করিতে চাহেন না।

এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের পরিণাম যাহাই হউক, স্বতন্ত্র যে নিয়মের এ নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আজ স্বাভাবিক ও অব্যাহত গতি লাভ করিতেছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রক্ষণশীলতা যতই স্থূল হউক না কেন, জীবন্ত বস্তু মাত্রেই নিয়মের অতিরিক্ত আর একটী শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে শক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও অসংযত। যেখানে এই স্বাধীন আত্মবিকাশের অভাব, যেখানে নিয়মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সমস্ত দেহ অবশ ও অবসন্ন, সেখানেই জীবনের অভাব। নিয়মের বাঁধাবাঁধি কেবল জড়েরই ধর্ম্ম, সুতরাং ভাষার প্রবাহকে বাঁধিয়া তাহার উন্নতিসাধন করা অসম্ভব।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল জটিল তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে, তাহার আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বহির্ভূত হইলেও বোধ হয় একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেদনা অথবা অনুভূতি হইতেই ভাষার জন্ম। উষার আলোকের প্রথম সমাগম-জনিত হর্ষে পক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথভ্রান্ত পক্ষী যখন বিকল নীলাম্বরে উচ্চরব করিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্যের ভাব বর্ত্তমান থাকে। শিশুর হর্ষবোল ও কাতর ক্রন্দন তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তির অগ্রদূত স্বরূপ। আমি একটী শিশুর কথা জানি, সে তিন বৎসর বয়সেও কথা কহিতে পারিত না দেখিয়া, সকলে মনে করিয়াছিল সে বোবা হইবে। একদিন [illegible] ঝড়ের মধ্যে বজ্রপতন-শব্দে তাহার প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল। বেদনার সহিত [illegible] অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

[illegible] পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, ততই আমাদের অনুভূতির মধ্যেও বৈচিত্র্য [illegible] আদিম অবস্থার সহজ অনুভূতি দুঃখ হেয় প্রভৃতি ক্রমশঃ নানা আকার

ধারণ করে। একই দুঃখ নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একই দোষ নানা অবস্থার মধ্যে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আশাহতের দুঃখ, রুগ্নের দুঃখ, দরিদ্রের দুঃখ, অপমানিতের দুঃখ, পতিতের দুঃখ, কৃতজ্ঞের দুঃখ, অকৃতজ্ঞের অনুতাপ এ সকল দুঃখেরই নামান্তর বটে, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। মনের পরিণতি অনুসারে অনুভূতির এই প্রকার-ভেদ দেখা দিয়া থাকে। এখন এই বেদনা-বৈচিত্র্যের ফলে ভাষারও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। যেখানে মানসিক বৈচিত্র্যের অভাব, সেখানে ভাষার দীনতা অনুভূত হয় না। বেদনা বা অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলি যেমন দেখা দিতে থাকে, তেমনি নূতন নূতন শব্দের প্রয়োজন হয়।

একটী অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। শারীরিক যন্ত্রণা অনেক রকমের আছে। তাহাদের এত প্রকারভেদ যে, আমরা অনেক সময়ে নূতন নূতন কথা আবিষ্কার করিয়াও তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ বুঝাইতে পারিয়া উঠি না। কোন স্থানের ব্যথাটী দপ্ দপ্ করে, কখনও চিন্ চিন্ করে, কখনও টিপ্ টিপ্ করে, টন্ টন্ করে ইত্যাদি। মানসিক ব্যাপারেও আমরা এইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকি, প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, মনের মধ্যে খাঁ খাঁ করে, ভয়ে মন টিপ্ টিপ্ করে, রাগে গা গিশ্ গিশ্ করে। অনেকে বলিবেন, এ গুলি ভাষার অনুকরণ-প্রভবতার (Onomatopœic origin) উদাহরণ। যেরূপেই এ শব্দগুলির জন্ম হইয়া থাকুক, আমি এই উদাহরণগুলির দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, মনোবৃত্তি যখন প্রসারলাভ করিতে থাকে, তখন নূতন শব্দ-প্রয়োগের অভাব বোধ করা স্বাভাবিক।

এই যে শব্দগুলির কথা বলিলাম, এ গুলিকে ভাষা হইতে তাড়াইয়া কেবল সুসংস্কৃত, পরিমার্জ্জিত, বৈচিত্র্যবিহীন শব্দগুলি ব্যবহার করিলে ভাষাকে খঞ্জ করিয়া ফেলা হয়। দুঃখের বৈচিত্র্য-বোধক শব্দগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া শিষ্ট প্রয়োগের সাহায্য লইলে, বলিতে হইবে— আমি বেদনা (ব্যথা, বা দুঃখ) অনুভব করিতেছি। একগুঁয়ে ছেলের 'একগুঁয়েমি' জানাইতে হইলে 'ক্রোধ' বা 'রোষ' করিলে চলিবে না। আপনাদের ব্যবহারে যখন আমি 'বাধিত' হইলাম, তখন 'অনুগৃহীত' বা 'কৃতজ্ঞ' বলিলে একটু 'বাড়াবাড়ি' দেখায়। সেরূপ বলিলে ভাল 'মানায়'ও না। যে কথাটী আমরা 'মোলায়েম' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহাকে আর শত চেষ্টাতেও মসৃণ বা কোমল করা যাইবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাবে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা অসংখ্য উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

ক্রিয়াপদের বেলায়ই আমরা বিশেষভাবে এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়া থাকি, [illegible] চাহিতে চক্ষু যখন ঠিক্‌রাইয়া যায়, মন যখন হঠাৎ আঁৎকাইয়া উঠে, আকাশে [illegible] দেয়, পা যখন পিছ্‌লাইয়া যায়, বালকেরা যখন ভ্যাঙ্‌চাইতে থাকে, তখন আমরা ভাষায় এমন কতকগুলি বস্তুর বা মনোভাবের পরিচয় পাই, যাহা অন্য [illegible] এমন করিয়া বুঝান কঠিন।

অনেকে হযত বলিবেন যে, যে কথা সকলেই স্বীকাব কবে, তাহা এত বিস্তৃতভাবে বলিবাব কি প্রযোজন আছে ? আমাব বক্তব্য এই যে, আমবা এখনও এ কথাটী ভাল কবিয়া স্বীকাব কবিযা উঠিতে পাবি নাই। মনোভাবেব অতি সূক্ষ্ম ও নিবিড় স্তবগুলিব জন্য যে সকল শব্দ আমাদেব ভাষাব মধ্যে আসিযা পডিতেছে, আমবা সে গুলিকে সাধাবণতঃ অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও সন্দেহেব চক্ষে দেখিযা থাকি, আমবা সে শব্দগুলিকে ব্যবহাব না কবিতে পাবিলেই যেন বাঁচি। এখনও এই সকল শব্দেব ব্যবহাবকে অনেকে শিষ্ট-প্রয়োগ মনে কবেন না। আমাব বক্তব্য এই যে, যতদিন এই বৈচিত্র্যবোধক বিভিন্ন শব্দগুলিকে ভাষা শ্রদ্ধাব সহিত গ্রহণ না কবিতেছে, ততদিন ভাষাব দীনতা ঘুচিতেছে না। কেহ কেহ হযত মনে কবিবেন যে, আমি বাঙ্গালা-ভাষায যথেচ্ছাচাবেব প্রশ্রয দিতে উদ্যত হইযাছি। আমাব এই প্রস্তাব তাঁহাবা অবজ্ঞাব সহিত প্রত্যাখ্যান কবিবেন এমনও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যেখানে যথার্থ ভাবিবাব বিষয আছে, যেখানে একটী অতি গুরুতব স্বার্থসিদ্ধিব সম্ভাবনা আছে, সেখানে মৌন হইয়া থাকিলে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন কবা হয মাত্র। আজ যাঁহাবা বঙ্গভাষাব হই[illegible]ন সহাযতা কবিতেছেন, [illegible] যে স্থানে অভিধান [illegible]ত হইবে, তাহা বিস্মৃত হইযা বিভিন্ন দিকে কার্য্য কবিতে আবম্ভ কবিলেই, ভাষাব অভাব ভূত হ থাকে। ইহা হইতেই পবিভাষাব উৎপত্তি। কুম্ভকাব তাহাব ব্যবসাযেব উপাদান, যন্ত্র ক্রিযাকলাপেব স্বতন্ত্রভাবে নামকবণ কবিযাছে, সেখানে সে সাধাবণ ভাষাব অপেক্ষা বাখে নাই। এইরূপ তন্তুবায, কর্ম্মকাব, মৎস্যজীবি তাহাদেব স্ব স্ব প্রযোজন অনুসাবে কতকগুলি শব্দ সৃষ্টি কবিযা লয—সে গুলি তাহাদেব পাবিভাষিক শব্দ। বাহিবেব জগৎ তাহাব বড খোঁজখবব বাখে না,—বাখিলে ভাল হইত, ভাষাব অবযব পূর্ণ হইত। ইংবেজি-সাহিত্যে এইরূপ বহুসংখ্যক শব্দেব সমাবেশ দেখিতে পাওযা যায। কোনও শব্দ নৌচালনা হইতে, কোন শব্দ এঞ্জিনেব ক্রিযা হইতে, কোনও শব্দ বা মাছ ধবা হইতে লওযা। এইরূপ পবিভাষা হইতে শব্দ-সংকলন কবিযা শব্দেব ভাণ্ডাব পূর্ণ কবিতে হয। এখানে সাধুভাষাকেই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ কবিলে চলিবে না। একটু নীচে নামিযা যদি অভীষ্ট শব্দ আহবণ কবিতে হয, তাহাতে ভাষাব সম্মানহানিব কোন সম্ভাবনাই নাই।

সংস্কৃত-শব্দ পবিত্যাগ কবিযা আমবা চলিত ভাষা হইতে যে শব্দ সংগ্রহ কবিযা থাকি তাহাব দৃষ্টান্তও বিবল নহে। **ভালবাসা** এইরূপ একটী শব্দ। অনধিকাব চর্চ্চা হইলেও ভালবাসা লইযা আমি দু'চাবিটী কথা বলিব। ভালবাসা শব্দটী প্রেম ও প্রীতিব স্থান [illegible]বিযা তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত কবিবাব উদ্যোগ কবিযাছে। "ভালবাসা" বলিলে [illegible]মল পবদায ঝঙ্কাব উঠে, প্রেম ও প্রীতিতে যেন আব তাহা হয না। বৈষ্ণব-[illegible]লবাসা" কথাটীব প্রযোগ বড দেখিতে পাওয়া যায় না। পবিষদের একজন [illegible]ইযাছেন যে, চণ্ডীদাসে একস্থলে আছে,—

"গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে
সবাই ভালবাসে।"

আমি কিন্তু এ পদটীর সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাই নাই। বৈষ্ণব-কবিরা প্রায়ই প্রেম ও প্রীতি (পিরীতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ,—

"কালিয়া প্রেমের মধু"—চণ্ডীদাস।
"কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।"—চণ্ডীদাস
"আমিত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত।"—ঐ
"আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর।"

প্রেম ও প্রীতির উদাহরণ বেশী দিবার প্রয়োজন নাই [illegible]রণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই সাধারণ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মনোবৃত্তিটীর যেরূপ বিশ্লেষণ [illegible] পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এখন প্রশ্ন এই যে, ভালবাসা [illegible] শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এমন সার্ব্বভৌম প্রতাপ লাভ করিল? পিরীতি এখন অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে, পিরীতের ত কথাই নাই। "প্রীতি" এখন অন্যদিকে পসার করিয়া [illegible] করিতেছে। প্রেম কিছু গম্ভীর, স্থির ও বিরল; ভালবাসা তরল, চঞ্চল ও [illegible] এই "ভালবাসা" যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়া [illegible] শব্দটী হিন্দী হইতে বা অন্য কোথায়ও হইতে আসিয়া ভাল বাঙ্গা[illegible] 'বাসি' শব্দটীও এখন 'বাসি' হইয়া গিয়াছে, ইহাকে আধুনিক বঙ্গভাষায় আর [illegible]তে পাই না। আমার বোধ হয় "বাসনা" কথাটী এই "বাসা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—"বাসা"র তিরোধান হওয়ায় আমরা বাসনার জন্মকথা ভুলিয়া গিয়াছি। কোন কোন প্রদেশে "বাসি" শব্দটী স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষদের একজন ছাত্র-সভ্য আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, বিক্রমপুর অঞ্চলের সম্ভাষণে "কেমন বাস্‌তে আছেন?" শুনা গিয়া থাকে। আমাদের দেশে (যশোর) নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে "বাসি" এই শব্দের পৃথক্ ব্যবহার যেন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে "বাসি" শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ,—

"তোমরা মোরে, ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।"—চণ্ডীদাস
"সে শ্যামনাগর গুণের সাগর কেমন বাসিব পর।"—ঐ
"[illegible]"—ঐ

এখনও পরিহাসচ্ছলে আমরা কখনও কখনও বলিয়া থাকি "ঘর বাসা না।"

এতদ্ভিন্ন "বাসা" শব্দের সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হয় না। ভাল [redacted] মধ্যে এমনই গভীর ভালবাসা যে, একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব প্রায় মগ্ন হইয়া [redacted] "ভাল" হিন্দু-পতির ন্যায় এখনও স্বাধীন, "বাসা" একেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কখনও কখনও "ভালবাসার" পশ্চাতে অথবা অতি নিকটে "বাসা" একটু স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে—কিন্তু সে স্বাধীনতা নামমাত্র। "ভালবাসি কি না বাসি মোরে বুঝায়ো না।" আধুনিক বঙ্গীয় পদ্য ও গদ্যে যাহারা "ভালবাসা"কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতি অগ্রণী।

এইরূপ আরও কত শব্দ বঙ্গভাষায় আসিয়া আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সম্পূর্ণভাব দিকে লইয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমশঃ-অভিব্যক্ত ভাবসকল প্রকাশ করিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইব, ততই নূতন কথার সৃষ্টি হইবে, সেই সকল বৈচিত্র্যময় শব্দ পরিত্যাগ করিলে ভাষার দীনতাকে কেবল বদ্ধমূল করা হইবে। আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে একথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু আসল গোলযোগ উপস্থিত হয়, যখন আমরা কিছু লিখিতে যাই। তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করি যে, যেখানে ঠিক মনোভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে একটী চলিত গ্রাম্য-শব্দ অধিকতর উপযোগী, সেখানে গ্রাম্যভাব ভয়ে আমরা [redacted]ধু শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। অনেক লেখক [redacted] শব্দ ব্যবহার করিয়া সমালোচকের ভ্রূকুটি সহ্য করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, [redacted]কটী সময় আসিয়াছে, যখন ভাষাকে ভাবপ্রকাশক্ষম করিয়া লইবার জন্য বিশেষ [redacted]।

ভাষার [redacted] করিতে হইলে, ক্রিয়াপদের প্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বস্তুর নাম এবং বস্তুর অংশসমূহের নাম, সে বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হয়, কিন্তু মনোভাবের সূক্ষ্মতা প্রকাশের জন্য যে পরিভাষা আবশ্যক, তাহা সংকলিত হইতেছে কই? চলিত শব্দ—বিশেষতঃ ক্রিয়াপদ হইতে আমাদিগকে এই শ্রেণীর পরিভাষা উদ্ধার করিতে হইবে, তাহাতে মাত্র সু-সংস্কৃত শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। ক্রিয়াপদের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছি এইজন্য [redacted] ভাষার শক্তি-বিধানে ক্রিয়াপদগুলিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ক্রিয়াপদের [redacted]ন অর্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে, এমন আর কোনও শব্দেরই নাই। কাজেই যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রয়োজনের জন্য ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হয়, ততই ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইংরেজিতে বিভিন্ন পশুর ডাক বুঝাইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন barking, blenting, hissing, neighing, roaring, braying squeaking ইত্যাদি। বাঙ্গালা-ভাষায় গরু হাম্বারব করে, অশ্ব হ্রেষারব করে, সর্প ফোঁস ফোঁস্ করে, অন্যান্য পশু প্রায়ই ডাকে, রব করে অথবা চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত হয়। বলা বাহুল্য, এসকল বিশেষের প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের নাই, কাজেই

শব্দ-ভাণ্ডার দরিদ্র। আকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য যখন নিপুণ শিল্পীর চক্ষে প্রতিভাত হয়, তখনই তাহার সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনগুলি নাম ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আমরা কেবল লাল নীলেতেই সন্তুষ্ট।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ চলিত কথায় অনেক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—অনেক প্রয়োজন তাহারা সাধন করিয়া থাকে, সে সকল সূক্ষ্ম প্রয়োজন সেই সেই কথার দ্বারা যেমন সাধিত হয়, তেমন আর কোন কথার দ্বারা হয় না, কিন্তু সাধু ভাষায় আমরা দুই একটী অর্থ ভিন্ন, অন্য অর্থের সাক্ষাৎ পাই না। আমি কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি ;—

(১) লাগা—আরম্ভ করা অর্থে সাধু ভাষায় প্রয়োগ আছে—খাইতে লাগিল, করিতে লাগিল।

এই অর্থ টী আর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া অনবরত কোনও কাজে প্রবৃত্ত থাকা অর্থে আমরা লাগা ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন—তিনি মাসিকপত্রখানা লইয়া লাগিয়াই আছেন।

একটু মন্দ অর্থে এই কথাটা ব্যবহার করিয়া বলি—শত্রু পিছনে লাগিয়াই আছে। এখানে কলহের ভাবটাই যেন বেশী আসে।

বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে লাগা এই শব্দের ব্যবহার আছে—কাজে লাগিয়া যাও। এই বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে যখন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া পড়ে, তখন আবার লাগা পদটীর অর্থ কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। যথা—এই লাগে ত এই লাগে ; দুই পক্ষে তখন খুব লাগিয়া গেল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আবার মন্দ অর্থ বিবর্জ্জিত হইয়া, এই লাগা কথাতে প্রকাশিত হয়। যথা—জনসনের কাছে জেফ্রিজ লাগে না অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান হয় না।

এক অর্থে লাগা আটকাইয়া যাওয়া অথবা আঁটিয়া যাওয়া। যথা—টিকিট লাগিয়া গিয়াছে, আর উঠান যায় না। কাঠালের আঁশ দাঁতে লাগে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে না।

আধ্যাত্মিক অর্থে এই লাগা নিবিষ্ট হওয়ার স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা—আপনাদের হয়ত এ বিষয়ে মন লাগিতেছে না। আটকাইয়া যাওয়া হইতে লাগার অর্থ বাধা প্রাপ্ত হওয়া—ইঁটে লাগিয়া (ঠেকিয়া) পড়িয়া গিয়াছি, জাহাজ চড়ায় লাগিয়াছে। লাগা প্রায় এই অর্থে সংলগ্ন হওয়া বুঝায়—এতক্ষণ পরে তরী তীরে লাগিয়াছে। ইহাই লগ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ। আর একটু সূক্ষ্ম অর্থে লাগা স্পর্শ মাত্র বুঝায়। যথা—বাতাস গায়ে লাগিতেছে না। ইহা হইতে লক্ষ্যস্পর্শ করাও বুঝায়। যেমন—তীরটা ঠিক লেগেছে।

প্রয়োজন হওয়া অর্থে লাগা কথার প্রয়োগ অনেক আছে। যথা—ষষ্ঠী পূজায় কি কি দ্রব্য লাগে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বহুল প্রকার দৃষ্ট হয়—বলার লাগে, করার লাগে, খাওয়ার লাগে ইত্যাদি। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।" লাগিয়া অর্থ—জন্য, উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে। এরূপ প্রয়োগ কবিতার ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায়ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই "লাগিয়া" কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা বলা কঠিন। প্রয়োজন হওয়া অর্থ হইতে সঙ্গত হওয়া অর্থ আসিতে পারে, অথবা সঙ্গত হওয়া অর্থ হইতে প্রয়োজন হওয়া

অর্থআসিয়া থাকিবে। সঙ্গত হওয়া, যথা—এ অর্থটা লাগিতেছে না। "ন লগতি" এরূপ সংস্কৃত প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত হওয়া অর্থে "লাগা" এই শব্দের ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—ভাঁটা লাগিয়াছে, কড়ি কাঠে ঘুণ লাগিয়াছে। অমূর্ত্ত (Abstract) ভাবে—অমাবস্যা লাগিয়াছে, গ্রহণ লাগিয়াছে ইত্যাদি। প্রাপ্ত হওয়া অর্থ হইতে "অনুভূত হওয়া" আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন—ক্ষুধা লাগে, মিষ্ট লাগে, ঝাল লাগে, ব্যথা লাগে ইত্যাদি। "ভাল লাগে", "মন্দ লাগে" এই অর্থেরই সগোত্র। অনুভূতির মধ্যে ব্যথাই আমাদিগকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। এইজন্য "লাগিয়াছে" বলিতেই ব্যথা লাগিয়াছে বুঝায়। সুখবোধ বা ভাল লাগা এই অর্থে কেবল "লাগা" শব্দের প্রয়োগ বিরল হইলেও, একেবারে অপ্রচলিত নহে—কথাটা মনে লাগিয়াছে, গানটী কাণে লাগিয়াছে। (অর্থ—ভাল লাগিয়াছে) এই অর্থে "লাগা" পদটীকে ণিজন্ত করিয়া আমরা বলিয়া থাকি—তাক্ লাগাইয়াছে।

একটী বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য "লাগা" কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—পাণ লাগিয়াছে, সুপারি লাগিয়াছে। বিষম (?) লাগিয়াছে—বোধ হয় এই শ্রেণীর প্রযোগ। এই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এমন আর একটী কথাও ভাষায় নাই।

লাগে = অনুভূত হয়,—তাহা হইতে এরূপ অর্থও হয়—এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যথা—

"সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।"—চণ্ডীদাস।

এখানে লাগে, অর্থে ভ্রম হয়।

ভাল লাগে—সঙ্গত হয়, এই অর্থ হইতে একটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—ফাঁকা জায়গায় গান লাগে না অর্থাৎ গান জমিয়া উঠে না, এখানে ঠিক ভাল লাগে না এই অর্থ করিলে সুসঙ্গত হয় না।

একবার স্বাধীন ত্রিপুরায় আমাকে একজন সেই দেশীয় লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কবতায়, (কর্ত্তা—সম্বোধন) যুতী বাবু আপনার কি লাগেন ?" অর্থাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনার কে হন ? আমি শুনিয়াছি যে, এদিকেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই অর্থে "লাগা" শব্দের ব্যবহার হয়।

লাগে এই কথাটাকে ণিজন্ত করিয়া লাগান পদটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার দুইটী ভিন্ন অর্থ এস্থলে না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যথা—টাকা লাগান অর্থাৎ সুদে কর্জ্জ দেওয়া। কথা লাগান—এই টাকা লাগান'র জ্ঞাতি কিনা বলা যায় না। একজনের কথা আর একজনকে লাগান যাহার অভ্যাস, সে কুসীদ-ব্যবসায়ীরও অধম।

লাগা এই একটী ক্রিয়াপদের দ্বারা আমি দেখাইয়াছি যে, ক্রিয়াপদ আমাদের ভাষার কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে মনোবিকাশের সঙ্গে যদি ভাষারও বিকাশ এবং পরিণতি হইতে হয়, তবে ক্রিয়াপদগুলিকে সংগ্রহ করা এবং তাহাদের গতি নিরীক্ষণ

করা আবশ্যক। বহুকালের ব্যবহারের দ্বারা যে সকল ক্রিয়াপদের অর্থ ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেইগুলি ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ভাষার অভাবমোচন হইবে না। আমাদের আলোচিত ক্রিয়াপদের অর্থগুলি হইতে ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকিবে যে, "লাগা" এই পদটীর দ্বারা যে বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়া লইয়া থাকি, তাহা অন্য কোনও কথার দ্বারা সম্ভব হয় না; কিন্তু সেই সকল স্থলে আমরা ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষা করিতে গিয়া, সেই সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি চির-প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাষার পক্ষে এরূপ প্রথা যে হিতজনক নহে, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

অবশ্য আমার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা দোষের প্রশ্রয় না দিলে ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে না। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু যেখানে নূতন কথার দ্বারা বা চলিত কথার দ্বারা মনোভাবের সূক্ষ্মাংশগুলি (finer shades of thought) সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, সেখানে কখনই সে সুযোগ পরিত্যাজ্য নহে।

আমি আর কয়েকটী ক্রিয়াপদের অর্থ-বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতেছি।

ফুটা—প্রস্ফুটিত হওয়া—যেমন ফুল ফোটে। এই ফোটার আর একটুকু সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা "হাসি ফোটে", "জোছনা ফোটে" প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হই। ফুটার মধ্যে যে খোলার ভাব নিহিত আছে, তাহা হইতে আমরা "মুখ ফোটা" প্রভৃতি বাক্য প্রাপ্ত হই।

ফুটা—প্রকাশিত হওয়া। যেমন—কথা ফোটে, ভাবটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফুটা—শব্দ করা। তুড়ি ফোটে না, বন্দুক ফোটে। এই অর্থ হইতে ফুটা—ফুট ধরা (উষ্ণ হইবার সময় শব্দ করা)। যথা—জল ফুটে, ভাত ফুটে।

ফুটা—বিদ্ধ হওয়া। পায়ে কাঁটা ফুটে। আমার বোধ হয়, ইহা হইতেই ছিদ্র হইয়া যাওয়া এই অর্থ আসিয়াছে। যেমন—হাঁড়ি ফুটিয়া গিয়াছে।

পড়া—উচ্চারণ-ভেদে বা যতি-বৈষম্যে (Accents) ইংরেজি-ভাষায় যেমন অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে, বাঙ্গালায় সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইংরেজি ভাষায়ও এরূপ যতি-বৈষম্যের বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। ইংরেজি-অভিধানে যে যতি-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক। ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, বিভিন্ন শব্দাংশের উপর যতিপাত করিয়া কিরূপ অর্থ-পার্থক্য ঘটান যায়, কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষায় সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। মন—মণ, কালা (বধির)—কালা (কৃষ্ণ), কাণা (অন্ধ)—কাণা (কলসীর কাণা) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে যে একটু উচ্চারণ-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু পড়া (পতিত হওয়া) এবং পড়া (পাঠ করা) এই দুইটী শব্দের উচ্চারণে বেশ যতি-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত আর আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কোনও কোনও জেলায় 'কাপড় পরা' কে 'কাপর পড়া' এবং 'বই পড়া'কে 'বই পরা' বলিতে শুনা গিয়া থাকে। লিখিবার বেলাও এরূপ গোলযোগ ঘটিতে দেখিয়াছি। এই "বড়যোরভেদঃ" ভাষাতত্ত্ববিৎ অথবা শারীর-তত্ত্ববিদের আলোচ্য, তাহা বলা কঠিন।

পড়া = পতিত হওয়া = দুরবস্থাপন্ন হওয়া, লোকটা যেমন হঠাৎ উঠিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। জমি সম্বন্ধে উঠা এবং পড়া শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেখানে পড়া অর্থে কর্ষণ অথবা শস্যসম্বন্ধে মন্দ অবস্থাপন্ন বা খারাপ হওয়া। যেমন—জমিটা অনেক দিন পড়িয়া আছে (অর্থাৎ ফসল হয় না)। কোনও কোনও স্থানে পতিত জমিকে "পড়া" বলে। পতনের স্থানচ্যুতি অর্থ হইতে "পড়া" সমাজচ্যুতি বুঝায়—প্রায়শ্চিত্ত করিবার অর্থ নাই বলিয়া লোকটা পড়িয়া আছে, কেহ তার বাড়ীতে খায় না। এ সকল গুলি অর্থেই "পতিত" শব্দের প্রয়োগ আছে।

পড়া অর্থ অবশিষ্ট থাকা,—যথা, আমিই শুধু পড়িয়া রহিলাম, অনেক যাত্রী পড়িয়া রহিল। এই অর্থ হইতে বাকী থাকা এবং তাহা হইতে "লোকসান হওয়া" বুঝায়—অনেক গুলি টাকা পড়িয়া গিয়া কারবারটায় লোকসান হইয়া গেল।

পড়া—আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত। যথা—জালে মাছ পড়েছে।

পড়া—পতিত হওয়া অর্থ হইতে কাহারও উপরে পড়া বা আক্রমণ করা বুঝায়। যথা—গরুর পালে বাঘ পড়িয়াছে, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে।

অমূর্ত্ত কতকগুলি জিনিষের সম্বন্ধে "পড়া" এই ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—আজ মাস পড়িয়াছে, সময় পড়িয়াছে খারাপ, যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, শীত পড়িয়াছে বেশ, গরম পড়িয়াছে খুব ইত্যাদি।

"মনে পড়ে"—এখানে পড়ে = আসে।

"ঘুম পড়া" এবং "ঘুমাইয়া পড়া" কথাটী সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইলেও "ঘুম পাড়ানো" বোধ হয় সব দেশেই আছে। ঘুমাইলে অঙ্গের যে স্বাভাবিক অবস্থান হয়, তাহা হইতে ঘুম-পড়া এবং ঘুম পাড়ান এই বাক্য-রীতি আসিয়া থাকিবে। কিন্তু সে অর্থ—শুইয়া পড়িবার অর্থ, এখন আর নাই। পড়া = রোগে শয্যাগত হওয়া, পতনের ভাব হইতেই আসিয়াছে।

একটী ছেলে সেরে উঠ্‌লো আর অমনি আর একটী পড়্‌লো। টাকা "ফেলা" (পাতিত করা) অর্থ হইতে মূল্য হওয়া, খরচ হওয়া—অর্থ আসিয়াছে—বাড়ীটাতে অনেক টাকা পড়িয়াছে, মাছটা কত পড়িয়াছে?

জলের স্রোত সম্বন্ধে "পড়া" শব্দটী ব্যবহৃত হয়—এইখানে স্রোত পড়িয়াছে, টান পড়িয়াছে, কাঁনাল (প্রাদেশিক স্রোত—মাঝিদের ভাষা) পড়িয়াছে। এখানে পড়া = বহা।

লাগা বা ধরা অর্থেও পড়া শব্দের প্রয়োগ আছে—ঘায়ে পোকা পড়েছে, ছুঁবিতে মরিচা পড়েছে।

পড়্‌তা এই কথাটী পড়া হইতে নিশ্চয়ই আসিয়াছে। পাশার "দান" পড়া হইতে পড়্‌তা কথাটী অবস্থার উন্নতি জ্ঞাপন করে। তাস খেলা, বাণিজ্য প্রভৃতিতে পড়্‌তা পড়িয়া গেলে তাহার জয়, তাহার উন্নতি সর্ব্বত্র।

পড়া = খরচ করা অর্থ হইতে পড়্‌তা শব্দ পাওয়া যায়। জিনিষের পড়্‌তা, গড়পড়্‌তা ইত্যাদি॥

লাগা এবং পড়ার ন্যায় "চলা" আর একটী সাধারণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদ। গমন করা অর্থে "চলা" শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা, হিন্দি এবং সংস্কৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়। চলন-ভঙ্গির সৌন্দর্য্য হইতে ব্যবহারের উৎকর্ষ বুঝাইতে পারে। যথা—সে ভদ্রলোকের মধ্যে চলিতে জানে না।

প্রচলিত হওয়া অর্থে "চলা" শব্দ ব্যবহৃত হয়—কথাটা আজকাল চলিয়া গিয়াছে। সমাজে যখন একজন লোক "চলে", তখন "চলা" এমন একটী বিশেষ অর্থ প্রকটিত করে, যাহা প্রচলিত হওয়ারই জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়।

ব্যবহৃত হওয়া অর্থও ইহার কাছাকাছি। যথা—নিম্নশ্রেণীর লোকের জল চলে না—অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীরা ব্যবহার (পান) করেন না। আজকাল অনেকের নিষিদ্ধ পক্ষীও চলে।

সংসার যখন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—আপনার আশীর্ব্বাদে একরূপ চলে। টাকা থাকিলেও লোক-অভাবে অনেক সময়ে সংসার ভাল চলে না।

এইরূপ আর একটী অর্থ পাওয়া যায়, যখন আমরা বলি—ওহে এক কাজ করিলে চলে না? ক্রমাগত ভুল বুঝিলে চলে না।

একব্যক্তি বা বস্তুর অভাবে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা কাজ নির্ব্বাহ করিয়া লওয়া অর্থে সময়ে সময়ে চলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—বেদানা পাওয়া গেল না, দালিমে চলিবে কি? নূতন লোক, চালাইয়া লইলে চলিবে।

ক্রমাগত কোনও কাজ করিয়া যাওয়া (To continue) অর্থে "চলা" কথাটী বড় সুন্দর প্রযুক্ত হয়—'চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ'; বক্তৃতা চলুক, এর মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন; কথা চালাইতে থাক, শেষে যাহা হয় একটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

গমন করা হইতে গমনের দ্রুতত্ব, বাজনার দ্রুতত্ব বুঝাইতে কোনও কোনও স্থানে "চলা" ব্যবহার করিতে দেখা যায়—সন্ধ্যা হয়ে এল, একটু চলে' চল। বাজনাটা বড় ঠায় হচ্ছে, একটু চলে' যাক্ না।

গমনের চরম অর্থাৎ মৃত্যু বুঝাইতেও আমরা কখনও কখনও বলি,—তিনি ত চলেছেন, যারা থাক্‌বে তাদেরই কষ্ট।

ক্রোধবশতঃ যখন কাহাকেও বলা হয়—"চলে যাও" তখন "চলা" শুধু গমন করা বুঝায় না।

ধরা—কথাটীও আমাদের অনেক প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ধরা = গ্রহণ করা। কাপড় খানা ধর,' ফল ধর। আবদ্ধ করা অর্থে "ধরা" শব্দের উদাহরণ—চোর ধরা, মাছ ধরা ইত্যাদি।

ধরা = নিবৃত্ত করা। লোকটাকে ধর, নহিলে সে তার ছেলেটীকে মেরে খুন করবে। এখানেও আবদ্ধ করার ভাবটা আছে।

দুই এক স্থলে আরম্ভ করা অর্থও পাওয়া যায়—গান ধর হে, নদীতে ভাঙ্গন ধরেছে।

ধারণ করা (To support) অর্থে ধরা—'সখি আমায় ধর ধর'।

ধারণ করিয়া পূর্ণ হওয়া অর্থে চলিত কথায় "ধরা" ব্যবহৃত হয়—হাঁড়িটায় দুই সের চাউল-ধবে।

ধাবণ করা অর্থ হইতে "থামা" অর্থ আসিয়া থাকিবে—বৃষ্টি ধবেছে, এখন যাওয়া যাক্।

সমান হওয়া—মিলিত হওয়া অর্থে আমবা ধবা ব্যবহাব কবি—ঘোড়াটী অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, এই বাব প্রায় ধবিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আগে যাও, আমি তোমাকে পথে ধরিব।

ঔষধে ফল হইলে, আমবা বল্কি ঔষধ ধবিয়াছে। তাহা হইতে কথাটা ধবিয়াছে—অর্থাৎ কার্য্যকরী হইয়াছে।

গ্রহণ কবা অর্থ হইতে বিশেষ াবে গ্রহণ কবা বুঝাইতে পাবে—ছেলেব পড়াটা একবার ধর ত। কলিকাতাব লোকে পূর্ব্ববঙ্গেব কথা বড় ধবে (দোষ ধবে)।

পায়ে ধবা বা হাতে ধবা হইতে অনুবোধ কবা অর্থটী আসিয়া থাকিবে—আমাকে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে, কিছু কবিতেই হইবে।

গ্রহণ কবা হইতে গণনা কবা অর্থ সহজেই আসিতে পাবে—বাড়ীব লোক ধরিলে, নিমন্ত্রণে লোকসংখ্যা দুই শতের কম হইবে না। তোমাকে ধবিতে ভুল হইয়াছে। হিসাব করা অর্থে কোথাও কোথাও ধবা ব্যবহৃত হয—দামটা ধব ত।

ইহারই কাছাকাছি একটী অর্থ—নির্দ্ধাবণ কবা—ডাক্তাব বোগ ধবিতে পাবেন নাই।

একরূপ অনুভূতি (Sensation) বুঝাইতে আমবা "ধবা" ব্যবহাব কবি—ওল খেও না, ধরবে গলা। মাথা ধরা, খিল ধবা প্রভৃতিও অনুভূতিবোধক। এখানে বেদনাই প্রবল।

জ্বরে ধরা, আগুন ধবা প্রভৃতি বাক্যে "ধবা" অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। ইহার মন্দ অর্থটুকু "ঐ ধর্‌লে—" কথাতেই ব্যক্ত।

আগুন ধরা হইতে, "ধবা" অর্থেই ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া বুঝায়—পায়স একটু ধবে' গেছে। অনেক স্থলে সংক্ষেপের জন্য আমবা আগুন ধবা না বলিযা শুধু "ধরা" বলিয়া থাকি—উনুন ধরেছে, তামাক ধবেছে।

"গান গেয়ে গেয়ে গলা ধবা গেছে" বলিতে ধবা'ব যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন।

প্রাদেশিক ক্রিয়াপদেব অর্থ-প্রকাশিকা শক্তিব উদাহবণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে ;—(দুধ) ছাঁকিয়া লও, চাউল ঢেঁকি দিয়া ছাঁটিয়া লইতে হয়, সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল, বিদ্যুৎ নপাচ্ছে, ঝিলিক দিচ্ছে (বা মাবছে), বালকেবা বুড়ীকে ক্ষ্যাপাইতে লাগিল, পা মচকিয়া বা মচ্‌কাইযা গিয়াছে, ঝড়ে গাছ দোমবাইয়া ফেলিল, বকিয়া বকিয়া মাথা ধরিয়া গেল। এইরূপ চিম্‌টান' বা চিমটি কাটা, খামচান', ফুসলান' (কুমন্ত্রণা দেওয়া), হামলান' (গাভী হামলাইতেছে), মটকান' (অঙ্গুলি মটকাইযা অভিসম্পাত প্রদান কবা), পাতান' (যেমন বন্ধুত্ব পাতান), সটকান' (বেমালুম সবিযা পড়া), পটকান' (ধবিয়া

ফেলা (কোনও কোনও প্রদেশে পটকান অর্থে দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া), লটকান' (ঘুড়িতে ঘুড়িতে লট্‌কে গিয়াছে), ঝলকান', ঝলসান', চমকান', ডিঙ্গান' (উল্লঙ্ঘন করা), গড়ান' (গতিবিশেষ), রগড়ান' (ঘর্ষণ করা), হাঁপান' (পরিশ্রান্ত হওয়ার প্রকার বিশেষ), ঘাঁটান' (উহাকে ঘাঁটাইও না), ছটকান' (ছিটকান—হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হওয়া), ফস্‌কান', ভড়কান' (নূতন যায়গায় অনেকে ভড়কে যায়), কুড়ান' (কুড়াইয়া পাওয়া), সরান', তলান', (তলাইয়া যাওয়া), গুলান' (কথাগুলি গুলিয়ে গেল), ঘোলান' (জল ঘোলা করা), খেদান' (তাড়াইয়া দেওয়া), ঝিমান', শোধরান', ঘুরাণ' (পাওনাদারকে ঘুরাণ' কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে) ইত্যাদি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ অনেকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন।—প্রঃ লেখক।

বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা

(Ethnological)

Animal helper—রক্ষক ভূত

Animatism—জড়াত্ম বিশ্বাস

Animism—ক্রমোন্নতিশীল জীবাত্ম বিশ্বাস

Anthropophagy—নরমাংসাশন

Brachycephalic—প্রশস্তকরোটী

Caste—বর্ণ

Caucasic—ককেশীয়

Cephalic index—মাথার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে মাথার অনুপাত

Cheloid—উচ্চ ক্ষতচিহ্ন

Clan—গোষ্ঠী

Class—শ্রেণী

Communal—সামাজিক

Couvade—অপত্যজন্মান্তে পিতার বিশ্রাম বা নির্জ্জনবাস, সংক্ষেপে পিতৃ-বিশ্রাম, নির্জ্জনবাস

Cranial index—করোটীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে করোটীর অনুপাত

Cymotrichi—* কুণ্ডল-কেশ, তরঙ্গিত-কেশ

Dolichocephalic—দীর্ঘ করোটী

Endogamy—অন্তর্বিবাহ

Ethnology—বর্ণতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব †

Exogamy—বহির্বিবাহ

Family—পরিবার

Father right / Patrilineal } পিতৃবংশানুক্রম

Fetish—জড়চেতনা

Fetishism—জড়চৈতন্যবাদ

Frizzly—কোঁকড়া

Leiotrichi—সরল কেশী

Leptorrhine—অব্যবহিত নাশাপুটী, অব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Mana / Suha } অতি প্রাকৃত শক্তিবাদ

Manitou—ভূতশক্তি

Matrilineal / Mother right } মাতৃবংশানুক্রম

Malanochroi—কৃষ্ণকায়

Mesati cephalic—মধ্যকরোটী

Mesorrhine—অনতিব্যবহিত নাশা-পুটী, অনতিব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Moiety—অর্দ্ধাংশ

Mongolian eye—মঙ্গোলীয় চক্ষু

Monogamy—একবিবাহ

Nation—জাতি

Orthognathous—সমচোয়ালি

People—একদেশী

Phratry—গোষ্ঠীনিচয়

Platyrrhine—ব্যবহিতনাশাপুটী, ব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Polyandry—বহু স্বামিত্ব

---

* ঐরূপ কেশযুক্ত নরনারী।

† আমি "Ethnology"র অনুবাদ "জাতিতত্ত্ব"ই ভাল মনে করি।

Polygyny—বহু পত্নীত্ব
Polygamy—বহু বিবাহ
Prognathous—বর্দ্ধিত চোহালি
Pygmy—হ্রস্বকায় (৪′ ১১″ ইঞ্চের কম দীর্ঘ)
Race—জাতি
Sachem—অসামরিক দলপতি
Sacrification—অঙ্গ-নিগ্রহ
Sept—গোষ্ঠী
Shaman—ভূতের ওঝা
Shamanism—ভৌতিক বিশ্বাস
Steatopygia—গুরুনিতম্বিতা
Taboo—নিষিদ্ধ
Tattooing—উল্কিচিত্র‡
Totemism—মানবেতর জন্মবাদ, মানবেতর বংশানুক্রম
Tribe—জাত্যংশ।
Ulotrichi—চক্রকেশী, কুঞ্চিতকেশী
Wakanda—সর্ব্বাত্মবাদ
Xantho chroi—শ্বেতকায়

‡ কোন কোন অসভ্য সমাজের বিশ্বাস যে তাহারা ইতর জন্তু অথবা অন্য পদার্থ হইতে জাত হইয়াছে। সংক্ষেপে, তদ্রূপ বিশ্বাসকে Totemism বলে।—লেখক

শ্রীশশধর রায়

জ্ঞানদাসের জন্মভূমি

স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ১৩০২ সালে কবি জ্ঞানদাসের একখানি পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি জ্ঞানদাসের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, তাহার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর, সেই নগরের পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে কাঁদড়া গ্রামে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা-ভাষার লেখক" নামক গ্রন্থেও কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে গ্রন্থকার রমণী বাবুর কথাগুলিই পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে বিশেষ কোনই অনুসন্ধান করেন নাই। তাঁহারা কি প্রকারে যে এই অদ্ভুত সংবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহারও কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় "বঙ্গবাসী"তে "রাঢ়দেশের বৈষ্ণব কবি" গণের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তিনিও ঐ সকল পূর্ব্বকথার পুনরুল্লেখ করিতেছেন।

রমণী বাবু যে জ্ঞানদাসের জীবনীতে তাঁহার জন্মভূমির স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী সমগ্র দেশই রাঢ়নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং রাঢ়দেশ বলিলে বর্দ্ধমান এবং বীরভূম সবই বোঝায়। ইহার দ্বারা বীরভূম জেলাতেই যে জ্ঞানদাসের জন্ম, এরূপ কিছু স্থির-নিশ্চয় হয় না। তদ্ব্যতীত বীরভূম জেলায় ইন্দ্রাণী নামে দেশ ও একচক্রা নামে কোন নগর নাই। তবে ঐ নামে পল্লীগ্রাম আছে,—ইহা সত্য। হইতে পারে, অতি পুরাকালে ঐ স্থান দেশ ও নগর বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু ইন্দ্রাণীর ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা এবং একচক্রার দুইক্রোশ পশ্চিমে অর্থাৎ ইন্দ্রাণী ও একচক্রার মধ্যস্থলে কাঁদড়া বলিয়া কোনও গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সবডিভিসনের দুই ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে ঝামটপুর গ্রামে চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি ছিল। তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে "মালিহাটি কাঁদড়া" নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন বাস করিতেন। মালিহাটি কাঁদড়া একটী মিলিত গ্রাম। মালিহাটির একাংশের নাম কাঁদড়া। ইহার জনসংখ্যা মালিহাটির অপেক্ষা অনেক কম। এই কাঁদড়ার অপর নাম ছোট কাঁদড়া। ইহার ছোট কাঁদড়া নাম হইবার আর একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। যেহেতু ইহার অনতিদূরে

বড় কাঁদড়া নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। তাহার কথা পরে বলিতেছি। যদিও এই (ছোট) কাঁদড়া গ্রাম কাচদেশের মধ্যেই অবস্থিত, তথাপি ইহাকে কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং জ্ঞানদাসের কোনও স্মৃতিচিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না।

কাটোয়ার পশ্চিমে ৫ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম "বড় কাঁদড়া"। এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নান্নুর গ্রাম, যেখানে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস বাস করিতেন। এই বড় কাঁদড়া গ্রামটী এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে পূর্ব্বে মুন্সেফী আদালত, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নাই। আদালত ও বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র অতীতের সাক্ষীস্বরূপ ডাকঘরটী বর্ত্তমান আছে।

এই বড় কাঁদড়াই কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি। এখানে অদ্যাপি "জ্ঞানদাসের পাট" বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্রেই জানেন, এইখানেই কবি জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদিও আমরা বহুকাল হইতে এই কাঁদড়াকে জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম, তথাপি একবার সবিশেষ জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মে। এই সময়ে আমার একবার দেশে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে যাইতে হইলে, বড় কাঁদড়ার ভিতর দিয়া একক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়, সেজন্য গত ফাল্গুন মাসের শেষে আমি কাঁদড়ায় যাই, সেখানে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা অবিকল লিখিতেছি।

কাঁদড়া গ্রামের কোন্‌স্থানে জ্ঞানদাসের বাসভূমি ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেজন্য আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়াই, একজন লোককে "জ্ঞানদাসের পাট কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, একটী বৈষ্ণব-ভবনে উপস্থিত হইল এবং আমায় কহিল—"এই জ্ঞানদাসের পাট।" বাড়ীতে গৃহস্বামী কেহ উপস্থিত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, একটী বৃদ্ধা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আমার ছেলে কিশোরী দাস মহান্ত এই জ্ঞানদাসের পাটে বাস করে। সে সম্প্রতি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত গান করিতে সহর (বহরমপুর) গিয়াছে।" জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানেন কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "আমি শুনিয়াছি, জ্ঞানদাসের দুইটী ছেলে ও একটী কন্যা ছিল। ছেলে দু'টীর নাম মুখরানন্দ ও চতুরানন্দ। তাহারা ৯ বৎসরের এবং ৭ বৎসরের হইয়া মারা গিয়াছিল, কেবল কন্যাটী বাঁচিয়াছিল, তাহার নাম আমার মনে নাই। সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান-পরম্পরা হইতে আমাদের এই বংশ চলিয়া আসিতেছে।" এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধা জ্ঞানদাস-সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য গল্প বর্ণন করিলেন, সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রমণী বাবু কিন্তু জ্ঞানদাসের জীবনীতে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানদাস দার-পরিগ্রহ করেন নাই।"

জ্ঞানদাসের পাটভূমিতে একখানি খুব দাওয়া-উঁচু মাটির দক্ষিণ-দুয়ারী খড়ের ছাওয়ান ঠাকুর ঘর আছে। তাহার অভ্যন্তর-প্রদেশে একখানি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বেদীরূপে পরিণত রহিয়াছে। তাহার উপর একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত জীর্ণ ও ভগ্ন সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

বিগ্রহমূর্ত্তি সুখশযানাবস্থায বহিয়াছেন। একখানি মলিন কীটদষ্ট সূত্রবস্ত্র তাঁহাদেব দেহ আবৃত কবিযা বাখিযাছে। আমি যখন গিযাছিলাম, তখন সকাল বেলা, সেজন্য বৃদ্ধা স্নান কবেন নাই বলিযা বাধাগোবিন্দেব গাত্রোত্থান কবাইতে পাবিলেন না, আমার আব জ্ঞানদাসেব আবাধ্য দেবতাব দর্শনলাভও ঘটিল না। শুনিলাম—জ্ঞানদাস স্বয়ং ঐ দেববিগ্রহেব প্রতিষ্ঠা কবিযা গিযাছিলেন। এখন ৫ বিঘা মাত্র দেবোত্তব জমি আছে, তাহা হইতেই দেবসেবাদি হইযা থাকে। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমাতে এখানে একটী ক্ষুদ্র মেলা বসে, সেজন্য তখন একটু ধুমধাম হয, কতিপয বৈষ্ণবসমাগমও হইযা থাকে, নচেৎ সাবাটী বৎসব নীববেই কাটিযা যায।

দেবমূর্ত্তিব সিংহাসনেব পাদদেশে যে বৃহৎ শিলাখণ্ড আছে, তাহাব সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "এ পাথবখানি এখানকাব পুষ্কবিণীব ঘাটে ছিল। যখন নিত্যানন্দ প্রভুব পুত্র বীবভদ্র ঠাকুব জ্ঞানদাসেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিযাছিলেন, তখন তিনি পুষ্কবিণীতে স্নান কবিতে গিযা, স্নানান্তে ঘাটেব ঐ পাথবে বসিযা আহ্নিক কবিয়াছিলেন। সেজন্য জ্ঞানদাস ঠাকুব বীবভদ্রেব আহ্নিকেব আসনে কেহ পদার্পণ কবিবে বলিয়া উহা পবম পবিত্র জ্ঞানে ঠাকুবদেব বেদীতে পবিণত কবিযা দিযা গিযাছেন।"

তিনি আবও বলিলেন, "জ্ঞানদাসেব স্বহস্ত-লিখিত একখানি পদাবলীব পুথি ছিল, সেখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইযা গিযাছে।" তাঁহাব পুত্র কিশোবীদাস মহান্তেব নিকট জ্ঞানদাসেব অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে শুনিলাম।

আমি যতদূব অনুসন্ধান কবিযা জানিযাছি এবং এতদ্দেশীয বৈষ্ণব ও জনসাধাবণেব নিকট যতদূব শুনিযাছি, তাহাতে এই বড় কাঁদড়াই কবি জ্ঞানদাসেব জন্মভূমি বলিযা অনুমিত হয়। ভক্তিবত্নাকব গ্রন্থও একথাব স্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে স্বযং অনুসন্ধান কবিয়া জানিতে পাবেন। কলিকাতা হইতে বড় কাঁদড়া যাইতে হইলে, হাওড়া হইতে লুপলাইনেব আমদপুব ষ্টেশনেব তৃতীয় শ্রেণীব ভাড়া ১।৵১৫ পয়সা। ষ্টেশন হইতে ৯ ক্রোশ পূর্ব্বে বীবভূম-কাটোযা বাস্তাব ধাবেই বড কাঁদড়া গ্রাম। গোযান ও ঘোডাব গাডী ষ্টেশনে পাওযা যায, কিন্তু বর্ষায় ঘোডাব গাড়ী চলে না। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে যাইলে, বোলপুব ষ্টেশনে নামিযা ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে চণ্ডীদাসেব জন্মভূমি নান্নুব গ্রাম দেখা হয় এবং তথা হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তব কোণে বড় কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসেব জন্মভূমিতে যাওযা যায়।

শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি *

প্রথম ভাগ

অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র

চরক সুশ্রুতপ্রভৃতি উত্তরকালীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, স্বতঃই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার বাসনা জন্মে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেবল দুই একজন এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী। (১) যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কেহ চরক সুশ্রুতের পূর্ব্বকালীন গ্রন্থনিচয়ের আলোচনা করেন নাই।

আমরা এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র হইতে অভিন্নরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর ও বিশেষতঃ তাঁহার টীকাকারের গ্রন্থ-নিহিত ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তির বিবরণের সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের ঐ রূপ কল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ গ্রীকবাসিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অধ্যাপক রায় মহাশয় এই মত সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (২) ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তিমূলক কল্পনা যে আয়ুর্ব্বেদ কখনও অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ সপ্তর্ষির শুক্র হইতে, রৌপ্য শিবের বাম নেত্রের অশ্রু হইতে, তাম্র কার্ত্তিকেয়ের শুক্র হইতে, সীসক বাসুকীর শুক্র হইতে এবং লৌহ লোমল দৈত্যগণের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এডাল্‌বার্ট কুন্ (Adalbert Kuhn) (৩) দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বৈদিক মন্ত্রের সহিত ও ইউরোপের টিউটন

---

* শ্রীমান্ পঞ্চানন নিয়োগী এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ ব্লুমফিল্ড্ গ্রিফিথস্ এবং হুইটনি অনুবাদিত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে Caland তাঁহার "Altindisches Zauberritual (Amsterdam, 1900) Dr P Cordier" "Etude sur la Medicine Hindoue" (Temps Védiques et historiques, Paris, 1894) নামক পুস্তিকায় এবং Julius Jolly তাঁহার সারগর্ভ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে "Medicin" 1901, *Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Alterthumskunde* তালিকাভুক্ত) কৌশিকসূত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বচন উদ্ধৃত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সার উইলিয়াম জোন্সের (Sir William Jones) মত পণ্ডিত বলিয়াছেন—"There is no evidence that in any language of Asia there exists one Original treatise on medicine considered as Science".

২। Ray ;—History of Hindu Chemistry *Vol*, II. LXXXVI—XC.

৩। ভাবপ্রকাশ (কালীশচন্দ্র সেনের সংস্করণ) ৪১৬—৪২১ পৃঃ।

(Teuton) জাতিদিগের প্রাচীন চিকিৎসার কোন কোন মন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য কৃমি ও অস্থি-ভগ্ন চিকিৎসায় বেশ সুস্পষ্ট। (৪) এই সামান্য সাদৃশ্য হইতে একের অপরের অনুকরণ প্রমাণিত হইতে পারে না। অবশ্য বিভিন্ন জাতির সহিত সংস্পর্শে তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে কোন কোন বিষয় আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক এবং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয়। ভিন্ন জাতির নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—পর্ত্তুগীজগণের ভারতে আগমনের পর ফিরঙ্গ-রোগে রসকর্পূর ও চোর চিনির ব্যবহার।(৫) এইরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদ অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে। (৬) সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ (অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ) বলিয়াছেন।(৭) ভাবপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচারের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন; তাহার সারমর্ম্ম এই যে,"অথর্ব্বসর্ব্বস্ব" আয়ুর্ব্বেদের প্রচারকল্পে প্রথমে ব্রহ্মা "ব্রহ্মসংহিতা" নামক লক্ষ শ্লোকসংযুক্ত একখানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় "অশ্বিনীকুমার-সংহিতা" রচনা করেন এবং ইন্দ্রকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া "আত্রেয়-সংহিতা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ণ করেন। তৎপরে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ (অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং রোগের ঔষধ) অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পর অনন্তদেবের অংশসম্ভূত চরক মুনি অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণের রচিত তন্ত্রসকলের সংস্কার করিয়া, তাহাদের সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক "চরক-সংহিতা" প্রণয়ন করেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের অনুরোধে দিবোদাস নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি "ধন্বন্তরি-সংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞানুযায়ী বারাণসী গমন করতঃ ধন্বন্তরিরূপী দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থই "সুশ্রুত-সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধ। (৮) ইঁহাদের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ (বাগভট্ট, চক্রপাণি প্রভৃতি) ঐতিহাসিক ব্যক্তি, পৌরাণিক নহেন।

অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ ব্লুমফিল্ড্ (Bloomfield) সাহেব অথর্ব্ব-বেদকে যে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যানি" নামক প্রথম

৪। A Kuhn —*Zeitschrift fur Vergleichende Sprachfor-schung*. XIII, p 49—74 & 113—157

৫। ভাবপ্রকাশ, ১৬১৯—১৬২৩ পৃঃ।

৬। চরক—সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

৭। "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গম্ অথর্ব্ববেদস্য"—সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

৮। ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথম ভাগ ২—১৪ পৃঃ।

ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র একখানি অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও আদৃত হইয়া থাকে এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসকল তাদৃশ সমাদৃত হয় না, কিন্তু অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অথর্ব্ববেদকে ভূতপ্রেত-ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, প্রাচীন মিশর দেশেও এইরূপ মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ণ-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৯) অথর্ব্ববেদকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে আলোচনা করা বোধ হয় ব্লুমফিল্ড্ সাহেবের দ্বারাই প্রথম হইয়াছে। অধ্যাপক রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দু রসায়ণের ইতিহাসে এ বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন।(১০) এই প্রবন্ধ ব্লুমফিল্ড্, গ্রিফিথস্ (Griffiths) এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত হুইট্‌নি (Whitney) সাহেব কৃত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। পাঠান্তরের জন্য এই তিনখানি অনুবাদের কোন কোন স্থলে মিল নাই। যে যে স্থলে অনেকেরই মিল নাই, তাহা এ প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-রচনার সময় নিরূপণ

ঋক্, যজুঃ, সামবেদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখা যায় না, কিন্তু অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত তিনখানি বেদের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অথর্ব্ববেদ অপর বেদ অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে; অতএব এই সকল গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডের ৭ সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘা নক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় জ্যোতিষ-সূত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ১৫১৬ অব্দে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল।(১১) অবশ্য সকল কাণ্ডের সকল সূক্ত এককালে রচিত হয় নাই, তবে মোটা-মুটী ধরা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিহিত চিকিৎসামূলক তথ্যগুলি পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বলিয়াছেন, "At any rate the charms of the Atharva-Veda along with such practices as went with them represent quite the most complete account of primitive medicine preserved in any literature." (১২)

৯। cf. Berthelot's "Les origines de l'alchimie" p 81-83.

১০। Ray ;—History of Hindu Chemistry p. III– VII, Vol. I.

১১। বিশ্বকোষ, অথর্ব্ব—১৬৯ পৃঃ।

১২। Bloomfield, The Atharva-Veda, p. 58.

কৌশিক-সূত্র

কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। দারিল ও কেশবের টীকা সমেত ইহার একখানি মূল সংস্করণ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বাহির করিয়াছেন।(১৩) ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব কৃত Hymns of the Atharva-Veda নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের সহিত অনেক প্রকার করণীয় প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে, যথা,—অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ২য় সূক্তে এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের ৩য় সূক্তে দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা—উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি) নিবারণ করিবার জন্য মুঞ্জ ঘাস (Saccharum munja) ও ঝরণার জল লইয়া দুইটী মন্ত্র আছে। কৌশিক সূত্রে এই দুইটী মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত নিম্নলিখিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে,—"এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় (যিনি উচ্চারণ করিতেছেন তিনি) একগাছি মুঞ্জ ঘাস (ঐ ঘাস হইতে প্রস্তুত) একগাছি সূতার দ্বারা রোগীর গাত্রে কবচ, তাগা বা মাদুলীর মত বাঁধিয়া দিবেন। তাহার পর খানিকটা মৃত্তিকা ও উইমাটি গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবেন এবং ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবেন। তৎপরে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া দিবেন এবং রোগীর গুহ্য দ্বারে ফুঁ দিবেন।" এইরূপ অনেক মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ কৌশিক সূত্রে আছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই সূত্র-লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-রচনার সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। (১৪) কাহারও কাহারও মত এই যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-নিহিত এবং ভিন্ন গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত। অপর কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ঐ সকল প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদের পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত। এই কৌশিক সূত্রে বর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহে ভেষজ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান দৃষ্ট হওয়াতে স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের সময় থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রক্রিয়াগুলির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের পরে ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সকলের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৩। Kaushika-Sutra of the Atharva-Veda, with extracts from the commentaries of Darila and Keshava—edited by Maurice Bloomfield, issued as Vol XIV of the Journal of the American Oriental Society.

১৪। "The practices there (in the Kaushika Sutra) involve a more extensive Materia Medica & more elaborate therapeutics, but it is difficult to define in detail the extent to which practices similar to those of the Sutra must be presupposed from the start with the charms of the Atharva-Veda"—Bloomfield's "The Atharva-Veda," p. 68.

"The Value of the Sutra is primarily as a help to the understanding of the ritual setting and general purposes of a given hymn and so mediately to its exegesis' Whitney's "Hymns of the Atharva-Veda", General Introduction, P. LXXV.

অথর্ব্ববেদের "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুস্যানি" মন্ত্রসমূহ।

এই সকল মন্ত্রে অথর্ব্ববেদের সময়ে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যা কোন কোন মন্ত্র কোন কোন রোগকে সম্বোধন করিয়া রচিত এবং কোন কোন মন্ত্র রোগে প্রতিষেধক ভেষজ ও ধাতুকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত। যে সকল মন্ত্র রোগের প্রা সম্বোধিত, তাহাতে রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূ যথা—"তক্ষণ" বা "জ্বর"। এই তক্ষণের বিষয় অনেকগুলি সূক্তে বর্ণিত আছে- ১ম কাণ্ড, ২৫ সূক্ত, ৫ম কাণ্ড, ৪ সূক্ত, ২২ সূক্ত, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩ সূক্ত, ২০ সূক্ত, ৯৫ সূক্ত ১০২ সূক্ত, ১১৬ সূক্ত। ঐ সকল সূক্তে জ্বরের অনেকগুলি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এ উহার ঔষধস্বরূপ "কুষ্ঠ" নামক ভেষজকে (Costus Speciosus or Arabicus আহ্বান করা হইয়াছে (৫কাঃ ৪সূঃ)। যে সকল মন্ত্র কোনও ভেষজকে সম্বোধন করি রচিত, সেই সকল মন্ত্রে ঐ ভেষজের আকার ও গুণ বর্ণিত আছে। এই সকল ভেষজ বা তাহ রস-সেবনের (Internal application) বিশেষ উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় না। সকল ভেষজ গলদেশে, হস্তে বা শরীরের অন্যস্থানে মাদুলি, তাগা বা কবজের মত ("পরিহাট —পরিহস্ত—বলয়) বন্ধন করা হইত। কৌশিকসূত্রে এই প্রকার বন্ধনের সহিত অন্য দ্রব্য সেবন করিবার ব্যবস্থাও আছে। যথা, কৌশিকসূত্র ২৫-৬-৯, ২০-১০-১৯, ২৯-২ ২৯, ইত্যাদি। ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের মধ্যে ভূতযোনী তাড়াইবার জন্য সীসকের মা (১কাঃ, ১৬সূঃ) এবং একশত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য স্বর্ণের মা (১কাঃ, ১৬সূঃ) ধারণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা ক জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধসমূহের বাহ্য ব্যবহার (External application) এবং অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরিক ব্যবহার (Internal administration) হইয়া থা প্রথমে হস্তে বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিশ বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধ অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন, এই রূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রমবিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়া থা আমরা অথর্ব্ববেদে ঔষধসমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখি পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পৃষ্ণপর্ণী ইত্যাদি বাহ্য ধারণ অথর্ব্ববেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সেই সকল ভেষজ ঔষধরূপে সে হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুসকলের মধ্যে সীসক ও স্বর্ণ অথর্ব্ববেদে দেহে ধারণ করিব ব্যবস্থা আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্যান্য ধাতুর ভস্ম ঔষধরূপে সেবি হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের প্রত্যেক কাণ্ডের মধ্যে সকল রোগ এবং ভেষজমূলক সূক্ত আছে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সে সকল সূক্তের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়িবে আমরা এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির দ্বারা সূচিত বিষয়ের উল্লেখ করিব।

প্রথম কাণ্ড

৩য় সূক্ত। কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাব বন্ধের বিরুদ্ধে মন্ত্র। এই সূক্তে পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসকগণের বস্তি যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার তৃণের সাহায্যে চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ আছে। কৌশিক সূত্রে এ বিষয়ে যে বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কৌশিক (২৫, ১০-১৯) "এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় প্রস্রাবের বেগ যাহাতে হয় এমন দ্রব্য রোগীর গাত্রে বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর উইমাটি, পুতিকা, (Guilandina bonduc) গুড়ান প্রমন্দ এবং কাঠের গুড়া জলে ভিজাইয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এই সূক্তের শেষ দুই ছত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মলদ্বারে একটী বর্ত্তিকা (Enema) প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে মূত্রনালীর মধ্যে শলাকা দিবে। শেষে রোগীকে আল, পদ্মের শিকড় ও উল এই তিন দ্রব্যের পাঁচন সেচন করিতে দিবে।" কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

২২শ সূক্ত। পাণ্ডু ("কামলা"—কেশবের টীকা) রোগের প্রতি মন্ত্র। এ সূক্তে বিশেষ জ্ঞান জ্ঞাপিত ভেষজের উল্লেখ নাই। কৌশিক সূত্রে (২৬, ১৪) এই মন্ত্রের সহিত করণীয় ক্রিয়ার বিবরণ আছে।

২৫শ সূক্ত। তক্মণ (জ্বর) এই সূক্তের এবং নিম্নলিখিত সূক্তগুলির বিষয়—৫কাঃ ৪সূঃ, ৫ সূঃ ; ৬ কাঃ ২০ সূঃ, ৯৫ সূঃ, ৩ সূঃ, ১০২ সূঃ, ১১৬ সূঃ ; ১৯ কাঃ ৩৯ সূঃ। সুশ্রুত যেমন জ্বরকে রোগের রাজা বলিয়াছেন, সেইরূপ অথর্ব্ববেদের সময়ে "তক্মণ"কে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ রোগ বলিয়া মনে করা হইত। এই সকল সূক্তে জ্বরের লক্ষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। লক্ষণগুলি ম্যালেরিয়াজ্বরের সহিত অনেকটা মিলে। প্রধান লক্ষণ—পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীতাবস্থা, জ্বর ছাড়িয়া আবার আসা, দুই তিন দিবস অন্তর জ্বর। জ্বরের সহিত মাথাব্যথা, কাশি, বলাস্ (ক্ষয়রোগ), পমন (তক্মণের ভ্রাতা চুলকনা) এবং পাণ্ডু (কামলা) রোগ যোগ দেয়। উত্তাপ জ্বরের প্রধান লক্ষণ বলিয়া "অগ্নি" জ্বরের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১ কাঃ ১২ সূক্তে "বিদ্যুৎকে" (বোধ হয় অগ্নির রূপান্তর বলিয়া) শীত, মাথাব্যথা ও কাশীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্বর দূর করিবার জন্য উচ্চাটন এবং কুষ্ঠ নামক (costus speciosus or arabicus) বৃক্ষের মাদুলীধারণের প্রথা সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে আরও অনেক আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

১৬ সূক্ত। সীসকের মাদুলী। ভূতযোনী তাড়াইবার জন্য ব্যবস্থেয়।

৩৫ সূঃ। স্বর্ণের মাদুলী—এক শত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য ধারণ করে।

২৩শ ও ২৪শ সূঃ। শ্বেত কুষ্ঠ রোগের প্রতি মন্ত্র। রজনী, (রঞ্জনী, হরিদ্রা Curcuma longa) এই রোগের প্রতিষেধের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলে

কুষ্ঠরোগে হরিদ্রা ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা যায়। কৌশিক সূত্রে (২৬, ২২–২৪) মন্ত্রের সহিত করণীয় আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়ানাচার্য্য ও কেশব তাঁহাদের টীকায় কুষ্ঠের জন্য ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্র-বারুণী ও নিলীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭ সূঃ। রক্তস্রাবের জন্য মন্ত্র। টীকাকারেরা বলেন যে এখানে রক্তস্রাব অর্থে কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব এবং অত্যধিক রজোনিঃসরণ দুই বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রের সহিত কৌশিক সূত্র (২৬, ১০) ধূলা ও প্রস্তরখণ্ড আহত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

২য় সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়) নিবারণের জন্য মুঞ্জ ঘাস (Saccharum Munja) লইয়া মন্ত্র। দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩য় সূক্তে এই উদ্দেশ্যে "ঋণাব জল" লইয়া আর একটী মন্ত্র আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডে ৪৪শ সূক্তে আরও একটী মন্ত্র আছে। মুঞ্জঘাস বাঁধিবার প্রক্রিয়া কৌশিক সূত্রে (২৫, ৬) এবং দারিলের টীকায় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের "কৌশিক সূত্র" নামক অধ্যায়ে উহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় কাণ্ড

৩য় সূঃ। প্রথম কাণ্ড ২য় সূক্ত দেখুন।

৪র্থ সূঃ। বিভিন্ন রোগ ও ভূতযোনীর জন্য "জঙ্গিড" নামক বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া মন্ত্র। টীকাকারেরা এই "জঙ্গিড" বৃক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, শুধু লিখিয়াছেন "বারাণস্যাং প্রসিদ্ধ" (বারাণসীতে প্রসিদ্ধ)। ১৪ কাণ্ড ৩৪ সূক্তে এবং ১৯ কাণ্ড ১৫ সূক্তে এই সম্বন্ধে আরও দুইটী মন্ত্র আছে।

৮ম সূঃ। ক্ষৈত্রিয় (Hereditary diseases, pulmonary, consumption—Griffiths অনুবাদ) নামক রোগের মন্ত্র। এই রোগকে টীকাকারেরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত যক্ষ্মারোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। ৩য় কাণ্ডে ৬ সূক্তে হরিণের শৃঙ্গের মাদুলীর ব্যবস্থা আছে। ১৯ শ কাণ্ডে ৩৯ সূক্তে কুষ্ঠ বৃক্ষকে অন্য অন্য রোগের মধ্যে যক্ষ্মা আরোগ্য করিবার জন্য স্তুত হইয়াছে।

৯ম সূঃ। অথর্ব্ববেদে অনেক স্থলে ভূতযোনী, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অমানুষিক প্রাণীকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৬, ৩৭)। এই সূক্তে ঐ সকল ভূতযোনীর আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার জন্য দশ প্রকার বৃক্ষের মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৃক্ষের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

২৫ শ সূঃ। পৃষ্ণিপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) নামক বৃক্ষের প্রতি মন্ত্র। রোগের হেতুভূত কণ্ব নামক দৈত্যের বিনাশের জন্য পৃষ্ণিপর্ণী নামক বৃক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সুশ্রুত গর্ভস্রাবে দুগ্ধের সহিত পৃষ্ণিপর্ণী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩১ শ ও ৩২ শ সূঃ। এই দুইটী সূক্ত **কৃমির** মন্ত্র। অথর্ব্ব বেদে কৃমিব জন্য মন্ত্র আছে। ৩১ সূক্তে সাধাবণ কৃমির, ৩২ শ সূক্তে পশু কৃমিব ("**গোকৃমি**"—কে টীকা)ব এবং ৫ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তে শিশুগণেব কৃমিব মন্ত্র আছে। এই তিন সূক্তে প্রকাব কৃমিব বর্ণনা দৃষ্ট হয়—সাদা, কাল, ত্রিমস্তক, চতুর্মস্তক, নানা বর্ণবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই সকল সূক্তে কোন প্রকাব ভেষজের বর্ণনা দেখিলাম না, কেবল মন্ত্রেব সাহায্যে কৃমি-নাশেব ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে।

তৃতীয় কাণ্ড

৫ম সূঃ। আর্থিক উন্নতিলাভেব জন্য **পর্ণ বৃক্ষের** মাদুলী। এই পর্ণ বৃক্ষ পববর্ত্তী কালে **পলাশ** (Butea Frondosa) নামে অভিহিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সূঃ। **অশ্বত্থ** বৃক্ষকে শত্রুনাশেব জন্য আহ্বান কবা হইয়াছে।

৭ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় বোগেব জন্য **হরিণ-শৃঙ্গের** মাদুলী। (২য় কাণ্ড ৮ম সূক্ত)

চতুর্থ কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। **নষ্ট বীর্য্য** (Impotency) উদ্ধাবের জন্য **কপিত্থক** (Feronia Elephantum) নামক বৃক্ষেব উদ্দেশ্যে মন্ত্র।

৬ষ্ঠ ও ৭ম সূঃ। **বিষ** ঝাড়াইবাব মন্ত্র। কোনও ওষধিব নামেব উল্লেখ নাই।

৯ম সূঃ। পাণ্ডু, যক্ষ্মা, দোষস্থ-জ্বেব জন্য **মলম** (Ointment) কৌশিক সূত্রে (৫৮, ৮) উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদিক ছাত্রেব মন্ত্রগ্রহণেব পব দীর্ঘজীবন কামনাব জন্য যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে মলমেব মাদুলী বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

১০ম সূঃ। এই সূক্তে দীর্ঘ জীবনেব জন্য **মুক্তার** মাদুলী ধাবণেব ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। মুক্তাব উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগেব মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রেব জল শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া মুক্তারূপে পবিণত হয়, সেই প্রবাদেব সূচনা এই সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।১৫

১২শ সূঃ। **ক্ষত** আবোগ্যেব জন্য **অরুন্ধতী** নামক লতাব উদ্দেশে এই সূক্ত বচিত হইযাছে। এই সম্বন্ধে ৫ম কাণ্ড ৫ম সূক্তে আব একটী মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রে (৫, ৫, ৫) বলা হইয়াছে "হে অরুন্ধতী। তুমি পলাশ, অশ্বত্থ, খদিব, ধবা প্রভৃতি বৃক্ষ অবলম্বনে উঠিয়াছ"। ঐ সূক্তে অরুন্ধতীকে শিলাদি ও লাক্ষা (lac) বলিয়া সম্বোধন কবা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে অরুন্ধতীব স্বরূপ অবগত হওয়া যায় নাই, আবাব অনেকে লাক্ষা (বোধ হয় অরুন্ধতীব গাত্রে উৎপন্ন) বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। উভয় সূক্তেই অরুন্ধতী

১৫। "Born in the sky, ocean-born, brought hither out of the river, this gold born shell forms a life prolonging amulet—IV, 10,4.

ক্ষতরোগ আরোগ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১০৯ সূক্তে **পিপ্পলী** (pepper-corn) ক্ষত আরোগ্য কল্পে স্তুত হইয়াছে।

১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সূঃ। এই তিনটি সূক্তই **অপামার্গ** (Achryanthes Aspera) নামক ওষধির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। এই অপামার্গ ও তাহার ক্ষার পরবর্ত্তীকালের আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিন সূক্তে অপামার্গের বহু প্রশংসা বর্ণিত আছে, এমন কি ইহাকে "ভেষজসমূহের রাণী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভেষজ সকলপ্রকার দোষস্থ রোগ, দৈত্য ও পাপ দূর করিতে সমর্থ।

২০শ সূঃ। এই সূক্তে লুক্কায়িত ভূতযোনী আবিষ্কার করিবার জন্য মন্ত্র আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূতযোনীকে অনেক রোগের কারণ বলিয়া অথর্ব্ববেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে (২৮, ৭) এই বিষয়ে করণীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দারিল তাঁহার টীকায় এই প্রসঙ্গে **সদমপুষ্প** ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। **"তক্ষণ"** (জ্বর) দূর করিবার জন্য কুষ্ঠ নামক বৃক্ষকে আহ্বান করা হইয়াছে, (১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

৫ম সূঃ। ক্ষত আরোগ্যকল্পে অরুন্ধতীর আরাধনা। (৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।)

১৩শ সূঃ। **সর্পবিষের মন্ত্র**। ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ১২শ এবং ১৩শ সূক্তে সর্পবিষের আর দুইটী মন্ত্র আছে। অনেক প্রকার সরীসৃপের উল্লেখ এই তিনটী সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—কিরাতণ, ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, চাকা চাকা দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে **মধুর** উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। কৌশিকসূত্রে (২৯, ২৮-২৯) সর্পবিষের চিকিৎসায় রোগীকে **সত্বর মধুপান** করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

২২শ সূঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

২৩শ সূঃ। শিশুদিগের কৃমি (২য় কাণ্ড ৩১শ সূক্ত।)

ষষ্ঠ কাণ্ড

৬ষ্ঠ সূঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

১২শ সূঃ। সর্পবিষের মন্ত্র—(৫ম কাণ্ড ২৩ সূক্ত।)

১৪শ সূঃ। **"বলাস"** (ক্ষয়রোগ—Consumption) রোগনিবারণের মন্ত্র।

১৬শ সূঃ। **চক্ষুরোগ** (Ophthalmia) আরোগ্যের মন্ত্র। টীকাকারেরা এই সূক্তকে "অক্ষিরোগভৈষজ্যম্" সূক্ত বলিয়াছেন। এই সূক্তে চক্ষুরোগে **সরিষা** (mustard) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে (৩০, ১-৭) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—"এই মন্ত্র

উচ্চারণের সহিত সরিষা বৃক্ষের মাহুলী সরিষার তৈলে সিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সরিষার পাতার রস সেবন করিতে দিবে, এবং পাতা বাঁটিয়া চক্ষের উপর প্রলেপ দিবে।"

২০শ সূঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

২১শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির মন্ত্র। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৩৭শ ও ১৩৬শ সূক্তে "নিতত্নী" নামক লতাকে কেশবৃদ্ধির জন্য আরাধনা করা হইয়াছে। এই নিতত্নী লতার স্বরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এই লতা জামদগ্নী তাঁহার কন্যার জন্য মৃত্তিকা হইতে তুলিয়াছিলেন। এই লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে লতে! তুমি পুরাতন কেশকে দৃঢ় কর, নূতন কেশ উৎপাদন কর, এবং বর্ত্তমান কেশগুলিকে ঘন করিয়া দাও (৬, ১৩৬, ২)।" ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ৩০ সূক্তে শমীবৃক্ষ (Prosopis Spicigera or Acacia Suma) কেশবৃদ্ধির জন্য আহূত হইয়াছে।

২৪শ সূঃ। শোথ (Dropsy), বক্ষপীড়া (heart disease) আরোগ্যের মন্ত্র। এই পীড়ায় স্রোতের জলের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। ৭ম কাণ্ড ৮৩ সূক্তে শোথের আরও একটী মন্ত্র আছে। কৌশিকসূত্র (৩২, ১৪)

২৫শ সূঃ। ঘাড়ের উপর গণ্ডমালার মন্ত্র। কৌশিকসূত্র (৩০, ১৪)। ৮৩শ সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। ৫৭শ সূক্তে গণ্ডমালার চিকিৎসার "জালস" (গোমূত্র) ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩০শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির জন্য শমীবৃক্ষকে আহ্বান (২১শ সূক্ত) করা হইয়াছে।

৩৭ শ সূঃ। রোগের মূলীভূত অপ্সর, গন্ধর্ব্ব সকল দূর করিবার জন্য অজশৃঙ্গীকে (Odinapinata) আহ্বান করা হইয়াছে।

৪৪ শ সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (আস্রাব) নিবারণের মন্ত্র। (১ম কাণ্ড ২য় সূক্ত)

৫৭ শ সূঃ। গণ্ডমালার চিকিৎসা এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "জালস্" অর্থাৎ গো মূত্র এই রোগে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়। কৌশিক সূত্রে (২২, ১১-১৩) বর্ণিত আছে যে "গণ্ডমালার উপর গোমূত্রের ফেনালেপন করিবে।" ২৫ ও ৮৩ শ সূক্ত দেখুন।

৮০শ সূঃ। পক্ষাঘাত আরোগ্য কল্পে সূর্য্যকে এই সূক্তে স্তব করা হইয়াছে।

৮৩শ সূঃ। এই সূক্তে "অপচী" ("গণ্ডমালা"—কেশব ও সায়ন) রোগের আরোগ্যের জন্য মন্ত্র নিহিত হইয়াছে। (২৫শ সূক্ত দেখুন)

৮৫শ সূঃ। এই সূক্তে যক্ষ্মারোগ নিবারণের ভরণ বৃক্ষের (ভরণী—Luffa Fœtida * or Caratoeva roxburghii †) মাহুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিক সূত্রে (২৬-৩৩-৩৭) বন্ধন প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* Monier William's Sanskrit—English Dictionary.

† Bloomfield.

৯০শ সূঃ। এই সূক্তে—"শূলরোগ" (Colic) নিবারণকল্পে মন্ত্র আছে। এই সূক্তে কোনও ভেষজের নাম উল্লেখ নাই, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা এই রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া বোধ হয়।

৯১শ সূঃ। জলমিশ্রিত যব (Barley—যব) সর্ব্বরোগে প্রয়োজ্য বলিয়া এই সূক্তে লিখিত হইয়াছে।

৯৫ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০২ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০৯ সূঃ। ক্ষত রোগের চিকিৎসায় পিপ্পলীর (pepper corn) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।

১১১ শ সূঃ। উন্মাদ রোগের মন্ত্র।

১১৬ শ সূঃ। তক্ষণ—১কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১২৭ শ সূঃ। এই সূক্তে চীপুদ্রু বৃক্ষকে সকল রোগের প্রশমক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৩৬ ও ১৩৭শ সূঃ। এই দুই সূক্তে—কেশবৃদ্ধির জন্য নিতত্নী নামক লতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। ২১ সূক্ত দেখুন।

সপ্তম কাণ্ড

৫৬ শ সূঃ। সর্প[illegible]ক্ত।

৭৪ শ ও [illegible]দের চিকিৎসায় মন্ত্র আছে।

৮৩ শ সূঃ। শোথ রোগের মন্ত্র[illegible]

চতুর্দ[illegible]

৩৪ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন।

ঊনবিংশ কা[illegible]

৩৫ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন।

৩৮ শ সূঃ। এই সূক্তে গুগ্‌গুলুর (Bdellium) মিষ্ট গন্ধের রোগনাশক ক্ষমতার বর্ণনা আছে।

৩৯ শ সূঃ। কুষ্ঠ বৃক্ষের আরাধনা করিবার মন্ত্র। এখানে কুষ্ঠ বৃক্ষকে সকল প্রকার রোগ (যথা জ্বর, কাশরোগ ইত্যাদি) আরোগ্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

উপরে উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে অতি প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বেশ বিশদ আভাস পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে যে সকল রোগের চিকিৎসা বা যে সকল ভেষজের

রোগনাশক ক্ষমতা মন্ত্রাকারে সূচিত হইয়াছে,—সেই সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধে কৌশিক সূত্রে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বারান্তরে কৌশিকসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত রোগ সকলের চিকিৎসার উল্লেখ আছে।

কোষ্ঠবদ্ধ
প্রস্রাববন্ধ
পাণ্ডু (কামলা)
ভ্রমণ (জ্বর)
কাশি
পামণ (চুলকনা)
বলাস (ক্ষয়রোগ)
কুষ্ঠব্যাধি
রক্তস্রাব
আস্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়)
বক্ষপীড়া
ক্ষৈত্রিয় (Hareditary diseases)
পক্ষাঘাত
কৃমি—(গো-কৃমি, শিশু-কৃমি)
নষ্ট-বীর্য্য
বিষ
সর্প বিষ
ক্ষত
চক্ষু রোগ
কেশহীনতা
শোথ
গণ্ডমালা (অপচী)
শূল রোগ
যক্ষ্মা
উন্মাদ রোগ
জায়ান্ত (Tumor)

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত ভেষজ ব্যবহার ও ধাতু প্রভৃতির বাহ্য ধারণ সূচিত হইয়াছে।

কুষ্ঠ বৃক্ষ
রজনী (বজ্রনী, হরিদ্রা)
মুঞ্জঘাস
জঙ্গিড
দশ প্রকার বৃক্ষ
পৃশ্নিপর্ণী
পর্ণ বৃক্ষ (পলাশ)
অশ্বত্থ
কপিত্থক
মলম
অকন্ধতী (লাক্ষা)
অপামার্গ
নিতত্নী
শমী বৃক্ষ
[redacted] সংযুক্ত—যব)
[redacted]
স্রোতের জল
গুগ্‌গুলু
মুক্তা
স্বর্ণ
সীসক
হরিণের শৃঙ্গ
জালস্ (গোমূত্র)
মধু

উপরি উল্লিখিত ভেষজ ভিন্ন অথর্ব্ববেদে আরও অনেক বৃক্ষলতাদির উল্লেখ আছে। ইহার কোনটি স্ত্রী বা পুরুষের ভালবাসালাভের জন্য, শত্রুনাশ করিবার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য আরাধিত হইয়াছে। অপর অনেকগুলির কেবল উল্লেখ আছে মাত্র।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য।

মা ভগবতী একদিন এক বাঙালী কবির হাতে পড়িয়া, বাঙালিনী সাজিয়া, এক বাঙালী পাটনীকে পরিচয় দিবার সময় বাঙালী কুল-মহিলার ভাবে বলিয়াছিলেন, "বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানোতো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী"। যে বিশেষণের এত গুণ, আমিও আজ সেই বিশেষণকেই "সবিশেষ কহিবারে" আসিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে বাঙ্গালা বিশেষণের কোন রহস্যই ধরা পড়ে না। কেন পড়ে না, তাহার জন্য আজ আপনাদিগকে অতীত-ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র কিংবদন্তী স্মরণ করিতে হইবে। কথাটি অতি পুরাতন, জাহাঁগীর বাদ্‌শাহের আমলের কথা, তাহাও আবার একটি নববিবাহিতা ক্ষুদ্র বাঙালিনী বালিকার কথা। অম্বর-পতি মহারাজ মানসিংহ তখন বাঙ্‌লার সুবাদার। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের, বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের ধ্বংসসাধন করিয়া তিনি রাজ-মহলের গদিতে শান্ত হইয়া বসিয়াছেন। হিন্দু সুবাদার পরাজিত সামন্তরাজের রাজত্বের যেরূপ বন্দোবস্ত হিন্দুর দৃষ্টিতে করা উচিত, তাহাই করিয়াছেন, যশোহর-রাজবংশের সিংহাসনে কচুরায়কেই বসাইয়াছেন এবং বিক্রমপুরে চাঁদরায়ের রাজত্বের বন্দোবস্ত কেদার রায়ের পত্নীর সহিতই করিয়াছেন। এই সূত্রে ক্ষত্রিয় মানসিংহ কায়স্থ কেদার রায়ের,—মাড়য়ারী মানসিংহ বাঙালী কেদার রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণও করিয়াছেন। এই সংযোগের কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই আমার মনে দুটা প্রশ্ন উঠে,—বিক্রমপুরের একটি বাঙালী রাজকুমারী সেতারের দিয়া শাড়ী পরিয়া, হাতে শাঁখা, বালা, বাউটি; কাণে ঢেঁড়ী, গলায় সাতলহর, সীঁথায় সিন্দুর, পায়ে মল পরিয়া, অঞ্চলের প্রান্তেই অবগুণ্ঠন টানিয়া, অম্বরের রাজ-প্রাসাদে আপনার জন্মভূমির বেশভূষায় আপনার স্বাতন্ত্র্য—আপনার বাঙালিত্ব বজায় রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, না, ওড়নী, আঙ্গিয়া, ঘাগরা, কাঁচুলীতে অঙ্গ ঢাকিয়া, হাতে কঙ্কণ, চুড়, কাণে বালি, গলায় হাঁস্‌লি, পায়ে বেঁকী, নূপুর, কটা, কোমরে জিঞ্জির, পিঠে ঝাঁপা, কপালে টীকা পরিয়া নিজের অনভ্যস্থ অথচ শ্বশুরবাড়ীর দেশের মহিলাবর্গের নিত্য-ব্যবহার্য্য সাজপোষাকের মধ্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া, বাঙালী সধবার সর্ব্বস্বধন সীঁথার সিন্দুর ছাড়িয়া কলির টিপ কাটিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? "পাইলাম" "খাইলাম" লইয়া স্বদেশের ভাষা বজায় রাখিয়াছে, না, "মাড়োয়ারী বুলি" ধরিয়া ঢাকার কথা চিরকালের মত ঢাকা দিয়াছে?—ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলিয়া না দিলেও আমরা বুঝিয়া লইতে পারি যে, বঙ্গীয় ললনা দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মহিলার গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল কি না আর সে সন্তান কোনও দিন কোনও বয়সে মাতুলালয়ে "মামাভাত" খাইতে আসিয়াছিল কি না, তাহারও সন্ধান আমরা রাখি না।

মাড়বারী অন্তঃপুরে এই বাঙালিনী রাজ-কুমারীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ দেশচ্যুতি, কিন্তু আমাদের মা বঙ্গভাষা এদেশ ছাড়িয়া কোন দিন কোথাও যান নাই, অথচ আজ তাঁহার গাত্রে যে সাজ-পোষাক দেখিতেছি, যে বস্ত্রালঙ্কারের শোভায় তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের ঘরের—বাঙ্‌লার ধন নহে। জানি না, কবে কোন প্রভাবে পড়িয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দরাশি ধার করিয়া আমরা আমাদের ভাষা-জননীকে সাজাইয়াছিলাম। এই পরের অলঙ্কারে সাজাইবার পূর্ব্বে আমাদের ঘরে কিছু ছিল কি না, তাহার কিছু এখনও কোথাও পড়িয়া-ঝরিয়া আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। রমণীর পিতৃদত্ত বস্তুতে যেমন মায়া হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের অনেকের ঘরেই প্রাচীনারা এখনও নিজের পেটিকা হইতে নিজের পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া পৌত্রবধূ, দৌহিত্র-বধূ, পৌত্রী, দৌহিত্রীদিগকে মহানন্দে দেখাইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করেন। কে বলিতে পারে, মানসিংহ-মহিষী কেদার-কুমারীর পেটিকায় বিবাহের চেলির শাড়ীখানি, ঢাকাই শাঁখা-জোড়াটি তাঁহার আজীবন তোলা ছিল না। তেমনি, আমাদের ভাষা-জননীকে আমরা সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, মৈথিলী, পারসী, আরবী, উর্দ্দু, ও ইওরোপীয় নানা ভাষার শব্দালঙ্কারে যতই সাজাই না কেন, কে বলিতে পারে, সেই সকল বাহিরের অলঙ্কারের নীচে এখনও মায়ের নিজের ঘরের গড়া গহনা রাশিকৃত পড়িয়া নাই? আর সাহিত্যিক মার্জ্জনার অভাবে সেগুলিকে গ্রাম্যতার মরিচা দিন-দিন আরও আবরিত করিয়া ফেলিতেছে না? কিছুদিন পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল, যখন সাহিত্য বলিতে কিছু ছিল না, কাব্যরসের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার না নিঙ্ড়াইলে চলিত না, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় সে দিকে এক বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষার গঠনে খাঁটি বাঙ্‌লার শব্দ কি পরিমাণ আছে, সে শব্দগুলি কি ধরণের শব্দ, তাহাদের সাহিত্যিক শক্তি কতটা, তাহা আমরা এখনও খুঁজিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এদিকেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় এ দিকেও দেশের লোকের অনুসন্ধান-ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে, প্রাদেশিক শব্দ ধন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, নাম-রহস্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে, ব্যাকরণের নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। চির-পরিচিত ব্যাপারগুলির মধ্যে, নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুগুলির মধ্যে যদি হঠাৎ একটা অচিন্তিত-পূর্ব্ব অজ্ঞাত-পূর্ব্ব রহস্য প্রকাশ পায়, তবে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

আমি যখন বাঙ্‌লা কৃৎ-তদ্ধিত সংগ্রহ করি, যখন বাঙ্‌লা নাম-রহস্য লিখি তখন একদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে-ছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে রামেন্দ্র বাবু দেখাইয়া দিলেন যে, বাঙ্‌লা বিশেষণ শব্দগুলির অধিকাংশই আকারান্ত শব্দ। সেই যে চক্ষু খুলিয়া গেল, আর তদবধি বাঙ্‌লা বিশেষণের মধ্যে আরও কত

প্রকার নূতন-নূতন রহস্য নিত্য-নিত্য দেখিতে লাগিলাম। তৎপূর্ব্বে নিজে দুই সন্ধ্যা এইরূপ শত-শত বিশেষণ শব্দ লইয়া লেখাপড়া করিতাম, কিন্তু সেদিন রামেন্দ্র বাবু যে ভাবে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, হায় হায়। আমি কি কাণা। এতদিন এই এত বড় ফ্যাক্‌ট্‌ফেটে সত্যটা আমার চোখেই পড়ে নাই। ইহাতেই বলিতে হয়—"শুধু চোখ থাক্‌লে নয়, দেখ্‌তে জান্‌তে হয়।"

রামেন্দ্র বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া, তখনই বুঝিলাম, নাম-রহস্যের ন্যায় এই বিশেষণ-রহস্যটাও একদিন উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ-বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ পারিষদেরা পরিষদের আজন্ম-সঙ্কল্পিত বাঙ্‌লা-অভিধান-সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। এই বিশেষণ-সংক্রান্ত যদি কিছু রহস্য টানিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহাদের কাজে হয়ত সাহায্যও হইবে।

তারপর আমি বাঙ্‌লা বিশেষণ শব্দগুলি বাছাই করিয়া একটা তালিকা করি। তাহাদের শ্রেণীভেদ করিয়া সাজাইবার সময় দেখিলাম, বিশেষণ শব্দমাত্রই যে আকারান্ত, অন্য স্বরান্ত বিশেষণ নাই, আমাদের ভাষা-জননীর শব্দ-ভাণ্ডার বস্তুতঃই এত দরিদ্র নহে। তবে শ্রেণী-ভেদ করিবার সময় দেখিলাম, সামান্যতঃ যে কোন বিষয় একটু বিশেষিত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলেই অধিকাংশ স্থলেই তাহা আকারেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যদি দেহ গঠন-দ্বারা বিশেষিত হইতে চাহি, তাহা হইলে বলিব, আমরা "মোটা" হইয়াছি, আর 'রোগা' নহি। আমাদের মধ্যে "ঢেঙা" লোকও আছে আর "বেঁটে-খেটে" "খাটো", "ছোটো" লোকও আছে। শেষের কয়টি শব্দেই হ্রস্বত্ব কেবল আকারেই প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র "া"-কারে প্রকাশ পাইল না, তবে যদি কেহ "নাটা" লোক বা "গেঁড়া" লোক থাকেন, তাঁহার কোন আকারই লুকাইবার উপায় থাকে না। আবার আমাদের হাত-পা 'খাটো' না হইয়া "লম্বা" হইতে পারে, নাক বাঁশীর মত "টীকল" না হইয়া "থ্যাবড়া" বা "চেপ্‌টা" হইতে পারে আর তাহাও কিন্তু দ্বিবিধ আকারেই চেনা যায়। মোটের উপর গড়নটি যদি "গোল" হয় তবেই গোল বারিবে, তাহা আকারে প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু "া"-কারে ধরা পড়িবে না। ইহার একটু কারণও আছে, "া"-কার শেষের দিকে থাকে, কিন্তু "গোল" হইলে, তাহার দিক্-বিদিক্ ঠিক থাকে না, কাজেই শেষের দিক্ না পাইলে, তাহাতে "া"-কার দেওয়া যায় না, তবে তাহারও যে "া"-কার-গ্রহণের দিকে একটা ঝোঁক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, যখন আমরা গোলত্বকেও আর একটু বিশেষিত করিয়া প্রকাশ করিতে চাই, তখন আমরা বলিয়া থাকি, তাহার গড়নটি বেশ 'গোলগাল' এখানে সেই 'গোল',—'গাল' হইয়া দাঁড়াইল। আবার যদি আমাদের অঙ্গহানি ঘটে অর্থাৎ আমরা 'কাণা' হই, 'খোঁড়া' হই, 'খাঁদা' হই, 'বোঁচা' হই, 'নুলা' হই, 'কুঁজা' হই, 'ন্যাংলা' হই, যে কেহ তাহা দেখিবামাত্রই আকারে বুঝিবেন, কিন্তু যদি 'তোৎলা' হই, কি 'কালা' হই, তাহা হইলে, দৃষ্টিমাত্র আকারে বুঝিবেন না বটে, কিন্তু বাক্যের ভাষায় বলিতে গেলে, বা কাড়িলেই বুঝিবেন, তবে যদি

"া"-কারের দ্বারাই যদি বুঝিয়া লয়েন তবে আর বা কাড়িবারও অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমরা 'বুড়া' হই আর 'ছোঁড়াই' হই, তাহা আমাদের দ্বিবিধ আকারেই আপনাদের বুঝিতে কোন কষ্টই হইবে না, কিন্তু যদি আমরা মাঝামাঝি জোয়ান (যুবন্) হই, তাহা হইলে বুঝিবেন, আমরা উহাদ্বারা আমাদের বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতেছি না, খানিকটা হিন্দী ঘেঁসিয়া পরিচয় দিতেছি। যদি বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতাম, তাহা হইলে, বাঢ়ের ভাষায় বলিতাম 'ছেম্‌ড়া' আর বঙ্গের ভাষায় বলিতাম 'চ্যাঙ্‌রা'—অথবা এসকল স্বদেশী পরিচয় বাদ দিয়া যদি বলিয়া ফেলি "সোমত্ত", তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, আমরা আমাদের অবস্থাটাকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া "সমর্থ" করিয়াছি, তাহার পর তাহাকে আবার বাঙ্‌লায় অনুবাদ—ঠিক্ অনুবাদ নহে—বাঙ্‌লা উচ্চারণে কিছু বদল করিয়া লইয়াছি। বাঢ় ও বঙ্গের মাঝখানে "ছোক্‌রাবা" 'চ্যাঙড়া' হয়, আর দ্বিবিধ আকারেই ধরা পড়ে। তার পর আমরা যখন নিজের চেষ্টায় গোঁফদাড়ী ফেলিয়া মাথায় চুল কামাইয়া 'নেড়া' মাথা হই, সেখানেও কোন আকারদ্বারা প্রকাশ হওয়া এড়াইতে পারি না, কিন্তু ভগবান্ যখন স্বভাবতঃ কেশহীন করিয়া ফেলেন বা গুম্ফহীন করিয়া পুরুষের পরুষ মুখে রমণী-কোমলতা আনিয়া দেন, তখন আমরা 'টেকো' হই, 'মাকুন্দে' হই, তখন আমরা আকারে ধরা দিলেও "া"-কারে বাঁধা পড়ি না। যাঁহারা এ সকল স্থলে সেরেস্তা দুরস্ত রাখিবার জন্য 'টেকুয়া' বা 'টাকুয়া' ও 'মাকুন্দিয়া' লিখিয়া বিশেষণমাত্রকে "া"-কারের মৌরসী দখলের একরার-নামা লিখিয়া দেন, তাঁহারাও কিন্তু 'হলফান এজহারে' অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষায় কেহই "া"-কারের এই স্বত্ব স্বীকার করেন না—তা রাঢ়েও নয়, বঙ্গেও নয়।

ভাবের ঘরে ঘা দিয়া যদি আমাদের স্বভাব-চরিত্রকে বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে "া"-কারের শরণ লইতে হয়, আকারে সেখানে বড় একটা সুবিধা করিয়া দেয় না, তবে নাকি সেকালের টুলো-পণ্ডিত মহাশয়রা মনস্তত্ত্বের আলোচনায় একটা নিয়ম বাহির করিয়া গিয়াছেন, "আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" 'তা' সে নিয়মটও যে এখানে একবারে খাটে না এমন নহে। এই দেখুন, আমরা যখন ভাবের ভরে একবারে 'সাদা' 'সিধা' 'সোজা' মানুষটি হইয়া বসি, কিছুই মারপ্যাঁচ বুঝি না, 'উল্‌টা' কিছু বুঝিতে চাহি না, কেহ জোর করিয়া কিছু বুঝাইতে আসিলে আমরা 'হ্যাকা' বনিয়া যাই, তখন আমাদের অকারে তো ধরা পড়িতেই হয়, "া"-কারেও যে একবারে কিছু ফুটিয়া পড়ে না, তাহা নহে। আবার আমরা যখন 'হাবা' 'বোকা' লোক দেখি, 'হাঁদা' ছেলের উপর চটিয়া যাই, যখন 'ভোঁদা' ও 'চোসা' লোক দেখিয়া অকর্ম্মণ্য বুঝিয়া ফেলি, তখনও সেই আকার এবং "া"-কার উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক হয়। আমরা 'আঁটাসাটা' গড়নের লোককে পছন্দ করি, কিন্তু 'গোব্‌দা' লোককে ঘৃণা না করিলেও ভাল যে বাসি না, সেটা ঠিক আর ইহাও যে তাহাদের আকারের জন্যই হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্য সকল দিকেও যদি অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, দেখা যাইবে যে, বাঙ্‌লা বিশেষণগুলির অধিকাংশই

"া"-কারের হাত এড়াইয়া কথোপকথনের ভাষায় দেখা দিলেও সাহিত্যের মজলিসে প্রবেশ করিতে পায় না। নিম্নে আকারান্ত ও অন্য বহুবিধ বিশেষণের নানা বহস্য দেখাইয়া কয়েকটি তালিকা করিয়া দিলাম।

(১) আকারান্ত গুণবাচক বিশেষণ

নিম্নে বাঙ্‌লা বিশেষণ-শব্দের আকারান্ত শব্দগুলি সংগৃহীত হইল। ইহার মধ্যে গুণবাচক ও ভাববাচক শব্দই গৃহীত হইয়াছে। আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও আকারান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য পদে বাঙ্‌লা শব্দগুলির বিভিন্নতা বড় নাই, সেই জন্য সেগুলিকে স্বতন্ত্র তালিকা-ভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় লিঙ্গভেদে যে যে পদের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সেগুলি দেওয়া হইল। বিশেষ বিশেষ শব্দের কোন কোন বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া দেওয়া গেল। সুবিধার্থ তালিকাটি অকারাদিক্রমে সাজাইয়া দিলাম।

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদে রূপভেদ
অঘা (প্রদেশভেদে "অগা"-উচ্চারণ হয়)	মূর্খ, অপদার্থ	
আওতা	আবৃত, স্বল্পতাপালোক-বিশিষ্ট	
আক্রা (আক্‌কাবা)	মহার্ঘ্য, দুর্ম্মূল্য	
আগ্‌লা	অনাবৃত	
আচ্‌কা	হঠাৎ, অজানিত	
আমা	কাঁচা, অপক্ক, অসিদ্ধ	
আল্‌গা	অবদ্ধ, শ্লথ	
আলা (ঈষৎ পচা "এই অর্থে "এলা" এইরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়)	আলোকিত, ঈষৎ পচা,	
উচকা	নব্য, অপক্ক, অবাধ্য	
উড়ম্বা (প্রদেশভেদে "ওড়ম্বা" উচ্চারণও হয়)	অপব্যয়কারী	
উতলা	উদ্বিগ্ন	
উল্‌টা (প্রাদেশিক উচ্চারণে "উল্‌টো" হয়)	বিপরীত।	
একশা	একত্র, মিশ্রিত	
কটা	রুক্ষ গৌরবর্ণ, নষ্ট-গাঢ়বর্ণ	
কড়া	কঠিন	
কষা	কৃপণ, কষায় স্বাদবিশিষ্ট	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
কালা	বধির	
কাণা	একচক্ষুহীন, কীটদষ্ট	কাণী
কেঙ্‌লা	পেটুক, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাকারী	কেঙ্‌লী
কোঁক্‌ড়া	কুঞ্চিত, কুণ্ডলীভূত,	
কোঙ্গা	কুব্জ, কটিভগ্ন	
কোঁচ্‌কা	কুঞ্চিত	
কোট্টান	অসাক্ষাতে কুৎসাকারী, কুৎসিৎ প্রেমসহচর।	কুট্টনী, কুটিনী (সংস্কৃতে এই অর্থে 'কুট্টিনী' পদ হয়, কিন্তু পুংলিঙ্গে তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই)
খরা	অতিভর্জ্জিত, মাত্রাতিরিক্ত দগ্ধ	
খাঁদা (প্রদেশভেদে 'খেঁদা' হয়)	ক্ষুদ্রনাসিক, নতনাসিক	খাঁদী (প্রদেশ ভেদে 'খেঁদী' হয়)
খাড়া	ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত বা অবস্থিত	
খাপা (খাপ্পাও হয়। পারসী খফা শব্দজ)	ক্রুদ্ধ, বিরক্ত	
খারা	ন্যায়পর, সত্যনিষ্ঠ, সরল	
খেপা (খ্যাপা, ক্ষপা, ক্ষেপা, ইত্যাদি রূপও দেখা যায়)	পাগল, বুদ্ধিহীন, অস্থিরমতি	খেপী
খোঁড়া	খঞ্জ	খুঁড়ী
খোনা	অনুনাসিক-স্বরভাষী	(কেহ কেহ স্ত্রী-
খোলা	অবদ্ধ, অনাবৃত, অকপট	লিঙ্গে 'খুনি' পদও
গবা (সংস্কৃত গবী শব্দের সহিত এই শব্দটীর দূরসম্পর্ক আছে বলিয়া মিত্র হয়। এই শব্দেরই শ্লিষ্টরূপ "গবচন্দ্র" শব্দেরও বহু ব্যবহার দেখা যায়)	নির্ব্বোধ, মূর্খ, অস্ফুটবুদ্ধি	কল্পনা করেন)
গেঁটা	বামন অথচ দৃঢ়কায়	
গেঁড়া	বামন, হ্রস্ব, বেঁটে	
গোঙ্গা ("গোঙা" "গোঁগা" এই দ্বিবিধরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়)	অস্ফুটবাক্, জড়বাক্, মূক, বোকা, শক্তিহীন।	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
গোটা	সম্পূর্ণ, অভগ্ন	
গোঁড়া	অতিশয় পক্ষপাতী, স্তাবক, চাটুকার,	
গোদা	গোদ-রোগ-বিশিষ্ট, স্থায়ি-শোথ-রোগী, দলপতি (তুচ্ছার্থে), বানরযূথপতি,	
গোব্‌দা	অশোভনীয় স্থূল, অতি স্থূল, ভারি	
গোরা (প্রদেশভেদে "গোরো" বলে।)	গৌরবর্ণবিশিষ্ট	গোরী (পদাবলী-সাহিত্যে এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়।)
ঘেঁচ্‌ড়া	শাসনতুচ্ছকারী, অদম্য	
ঘোলা	অস্বচ্ছ, সমল, তরল, বিকৃতবর্ণ	
চওড়া (চৌড়া রূপও লিখিত হয়।)	প্রশস্ত	
চড়া	মহার্ঘ্য, রুক্ষ	
চেপ্‌টা	থ্যাবড়া, উচ্চতাবিহীন অথচ প্রশস্ত	
চেঙ্‌ড়া	চপলমতি, অল্পবয়ঃ, যুবক	চেঙ্‌ড়ী
চোখা	তীক্ষ্ণ, তীব্র	
চোঁয়া ('চুয়া' রূপও দেখা যায়)	অতিবিক্ত ভর্জ্জিত, অতিতাপে শুষ্ক	
ছেঁচ্‌ড়া	আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য	
ছেম্‌ড়া	বালক, যুবক	ছেম্‌ড়ী
(পূর্ব্বোক্ত চেঙ্‌ড়া শব্দ ও ছেম্‌ড়া শব্দ মূলতঃ এক বলিয়াই মনে হয়, প্রাদেশিক উচ্চারণে বানান হয়ত স্বতন্ত্র হইয়াছে।)		
ছোক্‌রা	অল্পবয়স্ক, যুবক	ছুক্‌রী
ছোঁচা	লোভী, চুরী করিয়া আহারকারী	ছুঁচী
ছোঁড়া	অল্পবয়স্ক, কিশোর	ছুঁড়ী
জঙ্‌লা ('জঙ্‌লা, জংলা' রূপও দেখা যায়।)	বনাবৃত, বনজাত, অসভ্য, মিশ্রিত (অসভ্য বা বনবাসী অর্থে জঙ্গুলে বা জঙ্গলিয়া পদও হয়।)	জঙ্‌লী
ঝাঁক্‌ড়া	বিশৃঙ্খল, পারিপাট্যরহিত, জড়িত, বহুশাখাপল্লবাদিযুক্ত	
ঝাঁঝ্‌রা	বহুছিদ্রযুক্ত, জীর্ণ-শীর্ণ	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
টাট্‌কা	সদ্যোজাত, অম্লান,	
টেবছা ('টেরছ' 'টেবচা' পদও হয়।)	তির্য্যক্, কোণাকোণী	
টেড়া ('তেড়া' রূপও হয়, হিন্দী "টেঢ়া")	বক্র, হেলা,	
টেবা (এই শব্দটীও মূলতঃ 'টেড়া' শব্দ কিন্তু স্বতন্ত্র বানানে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।)	বক্রদৃষ্টি, বক্রনয়ন	
ঠেঁটা	প্রগল্‌ভ্য, শ্লেষবাক্যপটু	ঠেঁটি (ধৃতির অপ্রশস্ততা বুঝাইতে 'ঠেঁটি' শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়।)
ডব্‌কা	নবীন যুবক, কিশোর বালক	
ডাঁসা	পরিপুষ্ট অথচ অপক্ক, পাকিরার প্রাগ্‌ভাব	
ডেক্‌রা	শঠ, লম্পট, নির্ব্বোধ, দুষ্ট (গালিতে ব্যবহৃত)	
ডোক্‌লা ("ডোক্‌রা" পদও হয়। জাতিবাচক 'ডোগরা' শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কাশ্মীরান্তর্গত জম্বুদেশবাসী আর্য্যজাতীয়গণ আপনাদিগকে "ডোগ্‌রা" অর্থাৎ দ্বিগর্ত্তদেশবাসী বলেন।)	উদরম্ভরি, অসংযত, পানাহারে অমিতব্যয়ী	
ঢেম্‌না, ("ঢেমন" পদও হয়।)	লম্পট, প্রতারক	ঢেম্‌নী (কেবল উপপত্নী অর্থে ব্যবহৃত হয়)
ঢেঙ্গা	দীর্ঘকায়, লম্বা	
ঢেপ্‌সা	স্থূলকায় অথচ বলহীন	
ঢোস্‌না (ঢুস্‌নো পদও হয়)	প্রৌঢ়-লম্পট	
ঢোসা	স্থূলকায় অথচ দুর্ব্বল	
তল্‌তা	শূন্যগর্ভ, ফাঁপা	
তোৎলা	বাক্‌জড	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
থুব্‌ড়া	অবিবাহিত, খর্ব্ব	থুবড়ী
থেব্‌ড়া	চেপ্‌টা	
দবকচা	কতকাংশ পক্ক কতকাংশ অপক্ক	
ধলা	শ্বেত	
নয়া (নওয়া রূপও হয়)	নূতন	
নেঙ্গা, নেটা ("নেঙা" পদও হয়)	বামহস্তে কার্য্যকারী	
নেওলা	নিম্ন (কেবল জমীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।)	
নেকা	অজ্ঞতায় ভাণকারী	নেকী
নেড়া	মুণ্ডিত-মস্তক	নেড়ী
নেঙ্‌চা	অল্প খঞ্জ	
নেঙ্‌টা	উলঙ্গ	নেঙ্‌টী ('উলাঙ্গিনী' অর্থ ব্যতীত ইন্দুর-জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পশুকে 'নেঙ্‌টী' বলে। বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে এই শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র কৌপীন বা অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড বুঝায়।)
নোঙ্‌রা	অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন	
নোনা, লোণা	লবণাক্ত	
পল্‌কা	ভঙ্গপ্রবণ, অদৃঢ়	
পাকা	পক্ক, দৃঢ়, নিশ্চিত, ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত	
পান্‌তা	পর্য্যুসিত, জলসিক্ত বাসি (ভাত)	
ফয়লা	প্রশস্ত অথচ অনাবৃত	
ফব্‌দা	প্রশস্ত	
ফব্‌সা	পরিষ্কৃত,	
ফস্‌কা	অদৃঢ়, আল্‌গা	
ফাঁকা	শূন্য, অনাবৃত, বিরল	
ফেন্‌শা	ফেণযুক্ত, অন্নমণ্ডযুক্ত	
ফোঁপ্‌রা	শূন্যগর্ভ	
বল্‌কা	অল্প জাল দেওয়া	
বাউরা	বাতুল	

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
বাঁকড়া ('বাঁকোয়াড়া' পদও হয়)	বক্র-প্রকৃতিক	
বাঁকা (প্রদেশভেদে 'বেঁকা' উচ্চারণও হয়।)	বক্র	
বাঁঝা	বন্ধ্যা	(বন্ধ্যা শব্দের ন্যায় বাঁঝা শব্দও কেবল স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হয়, ইহার পুংলিঙ্গ নাই।)
বোকড়া	দীর্ঘদন্ত, উচ্চদন্ত (মোটা ও কর্কশ চাউল বুঝাইতে এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। "বোকড়া" বা "বুকড়ী" চাউল বলে।)	
বোকা	নির্ব্বোধ	
বোঁচা	অল্পনাসিক, খেঁদা, ছিন্ননাসিক	বুঁচী
বোট্‌কা	তীব্র দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, পুংছাগের গাত্রগন্ধ-বিশিষ্ট	
বোদা	বিস্বাদ	
বোবা	বাক্‌শক্তিহীন	
ব্যাদড়া	দুঃশীল, দুরন্ত, দুষ্ট	
বেহায়া (হিন্দীশব্দ পূর্ণাবয়বে বাঙলায় চলিয়া গিয়াছে।)	নির্লজ্জ	বেহায়ী (হিন্দী শব্দের উত্তর বাঙ্গালা স্ত্রীত্ব প্রয়োগ।)
ভস্‌কা	অদৃঢ়, অল্প তরল,	
ভাগ্‌ডা	পলাতক, সাহসহীন	
ভোঁদা	স্থূলকায় অথচ নির্ব্বোধ	ভুঁদী
ভোঁতা	অতীক্ষ্ণ, অশাণিত, ধারশূন্য	
ভেল্‌সা	ভেলমিশ্রিত, অবিশুদ্ধ, তীব্রতাশূন্য	
মড়া (মরা)	মৃত	
ময়লা	অপরিষ্কৃত, মলাযুক্ত	
মরিয়া	মরণসংকল্পী, দুঃসাহস, গোঁয়ার	
মদ্দা (মর্দ্দা)	পুংজাতীয় পশু	মাদা, মাদী

[(মর্দ্দ) মদ্দ শব্দ "মরদ" শব্দ জাত, উহার অর্থ পুংজাতীয় মানব।

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ

বাঙ্গালায় উহার স্ত্রীলিঙ্গে "মাগী" শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্তু "মাগী" শব্দের খাটী বাঙ্‌লা পুংশব্দ "মিন্‌সে"। 'মন্দ' অর্থে যখন বলবান্ বুঝায়, তখন তাহার স্ত্রীলিঙ্গে "মন্দানী" পদ হয়।]

মাতোয়ারা	উন্মত্ত, বিভোর	
মাদা, ম্যাদা	ধীর, স্ত্রীপ্রকৃতিক	
মিঠা	মিষ্ট	
মেড়ুয়া (মেড়ুয়াবাদী)	হিন্দুস্থানী, বর্ব্বর	মেড়ুয়াবাদিনী

(চলিত কথায় দেশভেদে "মেড়ো"ও বলে। "মেড়ুয়া" বা "মাড়ুয়া" ভুট্টাজাতীয় একপ্রকার শস্য। উহাই যাহাদের প্রধান আহার অর্থাৎ কৃষিদ্রব্য, তাহারাই "মেড়ুয়াবাদী", এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন। তাহা হইতে 'বর্ব্বর' (অসভ্য) অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং সামান্য নিম্নশ্রেণীর নির্ব্বোধ অসভ্য লোক বুঝাইতে এই বিশেষণও ব্যবহৃত হয়।)

মোটা	স্থূল	
রাঙা	রক্তবর্ণ	রাঙী
রাঙ্‌ডা	শুষ্কপ্রায়, অল্পরক্ততা বা পীততাবিশিষ্ট	
বাঁড়া	ফলপুষ্পহীন, গর্ভধারণে বা উৎপাদনে অক্ষম	রাঁড়ী

(পুং শব্দ 'বাঁড়া' কেবল বৃক্ষাদির বিশেষণরূপে প্রাগুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ 'বাঁড়ী' শব্দে কেবল বিধবা স্ত্রীলোক বুঝায়। এই শব্দের একটু বিকৃত পুমাকার রূপ 'বাঁড়' শব্দে সাধারণতঃ 'বেশ্যা' ও বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলে 'বিধবা' অর্থ প্রকাশ করে; যথা,— বাঁড়ের বাড়ী ও বাঁড হইয়াছে।)

বোকা	সাহসী, তেজস্বী, ক্রোধী
বোগা	শীর্ণকায়, রুগ্ন, দুর্ব্বল
লম্বা	দীর্ঘ
লাঙ্‌লা	হলবাহী
লুঠেরা ('লুঠেড়া' পদও হয়)	লুণ্ঠনকারী
লেঙ্‌টা	বস্ত্রত্যাগী, বস্ত্রহীন
লোচ্চা	লম্পট
লোণা	লবণাক্ত, লবণস্বাদবিশিষ্ট
ষণ্ডা	বলবান্, দৃঢ়কায়

শব্দ	অর্থ	লিঙ্গভেদ
সবা	ব্যবহৃত	
সাঁড়া	দীর্ঘ, সবল, ফলপুষ্পহীন	
সাদা	শ্বেত	
সাপ্‌টা	আবাছা	
সাবা	ঝাড়াবাছা (ধান্যের অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।)	
সালিয়ানা	বাৎসরিক	
সিধা	সরল, সোজা	
সেয়ানা	চতুর, বয়স্ক, যৌবনপ্রাপ্ত	
সোজা	সরল, সহজ, সিধা	
সেঁতা	সজল, সরস	
হাবা	বোকা, বোবা, নির্ব্বোধ	হাবী
হাল্‌কা	স্বল্পভার	
হাঁদা	জড়বুদ্ধি	হাঁদী
হেঙ্‌লা	ভিক্ষাপ্রিয়, পুনঃপুনঃ প্রার্থনাকারী	হেঙ্‌লী
হোঁৎকা	কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক অপরিণামদর্শী	

উপরের লিখিত শব্দগুলির মধ্যে যেগুলির প্রথমবর্ণে "ে"-কার যুক্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই উচ্চারণ পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ় ব্যতীত অপরত্র য-ফলায় আকার যুক্তবর্ণের ন্যায়; যথা—কেঙ্গলা—ক্যাঙ্‌লা, কেবল—ক্যাবল, খেপা—খ্যাপা, গেঁটা—গ্যাঁটা, গেঁড়া—গ্যাঁড়া, চেঙ্‌ড়া—চ্যাঙ্‌ড়া, চেপ্‌টা—চ্যাপ্‌টা, ছেঁচ্‌ড়া—ছ্যাঁচ্‌ড়া, টেব্‌ছা—ট্যাব্‌ছা, টেড়া—ট্যাড়া, টেরা—ট্যারা, ঠেঁটা—ঠ্যাঁটা, ডেক্‌রা—ড্যাক্‌রা, ঢেমন—ঢ্যাম্‌না, ঢেঙ্গা—ঢ্যাঙা,—নেঙ্গা ন্যাঙা, নেটা—ন্যাটা, নেওলা—ন্যাওলা, নেকা—ন্যাকা, নেড়া—ন্যাড়া, নেঙ্‌চা—ন্যাঙ্‌চা, নেঙ্‌টা—ন্যাঙ্‌টা, ফেনশা—ফ্যানসা, ভেল্‌সা—ভ্যাল্‌সা, লেঙ্‌টা—ল্যাঙ্‌টা, সেয়ানা—স্যায়না, সেঁতা—স্যাঁতা, এবং হেঙ্‌লা—হ্যাঙ্‌লারূপে উচ্চারিত হয়। এ গুলিও প্রাদেশিক উচ্চারণ, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হইলে, ঐ সকল পদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে অন্য পদের প্রয়োগ হয়, তাহাদের আদিবর্ণে যুক্ত এ-কারের অধিকৃত উচ্চারণের বিষয় অর্থাৎ কেঙ্‌লী, খেপী, ঠেঁটী, ঢেম্‌নী, হেঙ্‌লী ইত্যাদি পদের এ-কারের উচ্চারণের বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কেঙ্‌লা কোঙ্গা চেঙ্‌ড়া, ঢেঙ্গা, নেঙ্গা, নেঙ্‌চা, নেঙ্‌টা, ঝাঙ্গা, বাঙ্গড়া, লাঙ্‌লা, লেঙ্‌টা, হেঙ্‌লা, প্রভৃতি শব্দের ঙ্গ-গুলির উচ্চারণ অধিকাংশস্থানেই ঙ্‌র ন্যায় হয়। ইহাদেরও কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা

স্থির করিতে হইলে, ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গের পদগুলির উচ্চারণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এই সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোথাও ঙ্গ-র পূর্ণ উচ্চারণ হয় না, ঙ্‌-র উচ্চারণই হয়।*

(২) আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙ্‌লা ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলির শেষে া-কার যোগ করিলে, ক্রিয়াবাচক বহু আকারান্ত বিশেষণ পদের উৎপত্তি হয়। ইহার অধিকাংশ পদই আবার অবিকৃত ভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এইরূপ পদসকলের বিশেষণার্থ ও বিশেষ্যার্থ সহ তালিকা সংগৃহীত হইল। যে সকল ক্রিয়ামূলে া-কার যোগে ক্রিয়াবিশেষণ পদ হয় না, সে সকল ক্রিয়ামূলের ক্রিয়া-বিশেষণাদি পদ লেখা হইল না।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
আওটা	আবর্ত্তিত	
আঁকা	অঙ্কিত, জ্বালে ঈষৎ দগ্ধ	অঙ্কন।
আঁচা	অনুমিত	অনুমান।
আঁটা	দৃঢ়, বদ্ধ	দৃঢ়ীকরণ, বদ্ধকরণ।
আনা	আনীত	আনয়ন।
আম্লা	ঈষৎ অম্লত্বযুক্ত	
আলা (এলা)	ঈষৎ পর্য্যুসিত	
উড়া	উড্ডীয়মান	উড়ন, উড্ডয়ন।
এড়া	পরিত্যক্ত	
এলা	আল্‌গা, বিশৃঙ্খল, আবদ্ধ	
কসা	দৃঢ়ীকৃত, কৃপণ	দৃঢ়ীকরণ।
কষা	কষিত, পরীক্ষিত,	পরীক্ষাকরণ।
করা	কৃত	করণ।
কাচা	ধৌত	ধৌতকরণ।
কাটা	কর্ত্তিত	কর্ত্তন।
কাঁড়া	নিস্তুষীকৃত, বলপূর্ব্বক গৃহীত,	নিস্তুষ করণ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ
কেনা	ক্রীত	ক্রয়।
কুটা	কুট্টিত	কুট্টন।
কুঁদা	অস্ত্রসাহায্যে বিশিষ্ট আকৃতি কৃত	ঐরূপ আকৃতি দান।

* ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এইরূপ আকারান্ত বিশেষণ শব্দ আরও সংগ্রহ করিয়া পরিষদে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।—লেখক

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
খসা	ভ্রষ্ট, স্খলিত	স্খলন।
খাটা	পরিশ্রমলব্ধ	পরিশ্রম।
খাওযা	ভক্ষিত	ভক্ষণ।
খুঁড়া	খনিত	খনন।
খুদা	উৎকীর্ণ	উৎকীর্ণকরণ।
খোলা	অনাবৃত, অবদ্ধ, উন্মুক্ত	উন্মোচন।
খোয়া	নষ্ট	
গড়া	গঠিত	গঠন।
গণা	গণিত	গণনা।
গলা	গলিত	গলন।
গাড়া	প্রোথিত	প্রোথিতকরণ।
গাদা	পূর্ণ	পূরণ।
গোলা	তরলীকৃত, মিশ্রিত	তরলীকরণ, মিশ্রণ।
গুঁড়া	চূর্ণীকৃত	চূর্ণ।
ঘসা	ঘর্ষিত, ঘৃষ্ট	ঘর্ষণ।
ঘাঁটা	মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল	মিশ্রিতকরণ, বিশৃঙ্খলীকরণ।
ঘেরা	বেষ্টিত	বেড়া।
ঘোঁটা	মিশ্রিত, পরিদৃষ্ট	ঘোটন, বেড়ান, পরিদর্শন।
চড়া	আরূঢ	আরোহণ।
চসা	কর্ষিত	কর্ষণ।
চাঁচা	অস্ত্রাদি দ্বারা পরিষ্কৃত	অস্ত্রাদি দ্বারা পরিষ্কারকরণ।
চিনা ('চেনা' পদও হয়)	পরিচিত	চিহ্ন।
চুঁয়া	তাপদগ্ধ	
চেরা	বিদারিত	বিদারণ।
ছাওযা	আবৃত, আচ্ছাদিত	আবৃতকরণ।
ছাঁকা	বস্ত্রাদি দ্বারা চূর্ণ বা তরল বস্তু নির্ম্মলীকৃত	নির্ম্মলকরণ।
ছাঁটা	ঈষৎ কর্ত্তিত	ঈষৎ কর্ত্তন।
ছাড়া	অনাবদ্ধ, পরিত্যক্ত	বন্ধনমোচন, পরিত্যাগ।
ছেঁচা	কুট্টিত, ছিন্ন	কুটা, ছিন্ন করা।
ছেঁচা	সেচিত	সেচন।
ছোলা	অল্প চাঁচা	অল্প চাঁচন।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
ছোলা	নিস্ত্বক্‌কৃত	নিস্ত্বক্‌করণ।
জপা	জপকৃত	জপকরণ।
জমা	সঞ্চিত	সঞ্চয়।
জরা	জীর্ণ হওয়া	
জানা	জ্ঞাত, পরিচিত	জ্ঞাত হওয়া।
জ্বালা	দীপিত	দীপন, প্রদাহ।
জেতা	জয়কৃত	জয় করা।
জোড়া	সংযুক্ত (ছিন্ন পদার্থ পক্ষে) অধিকৃত (গৃহাদি পক্ষে)	সংযোগ করা।
জোতা	সংযুক্ত (পশ্বাদি পক্ষে)	সংযুক্ত করা বা লাগা।
ঝরা	ভ্রষ্ট	
ঝাড়া	ধূলিরহিত, মলরহিত, পরিষ্কৃত	পরিষ্কৃত করা।
তুলা (তোলা)	উত্তোলিত	উত্তোলন, বাশি হইতে কিয়ৎপরিমাণে উত্তোলিত দ্রব্য।
ডুবা	মগ্ন	
দেখা	দৃষ্ট	দর্শন
দুহা (দোহা)	দোহন কৃত, দোহনের উপযুক্ত	দোহন
ধরা	ধৃত, বদ্ধ জ্বালে ঈষৎদগ্ধ	ধৃতকরণ।
ধসা	স্খলিত	স্খলন।
ধুনা	ধূনিত	ধুনন।
ধুয়া (ধোয়া)	ধৌত	ধৌতকরণ।
নড়া	শ্লথ	দোলন, অপসরণ
পচা	নষ্ট	পূচন।
পড়া	পতিত, পঠিত ('পঠিত' ও 'পঠন'অর্থে	পতন। পঠন।

বাঙ্‌লা প্রাচীন সাহিত্যে "পঢ়া' এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পাঠার্থী অর্থে"পড়ুয়া" পদ আছে, "পঢ়ুয়া" পদ নাই। হিন্দীতে কিন্তু "পঢ়া' ও "পঢ়ুয়া" দুইই হয়।)

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
পাকা	পক্ক, দৃঢ়, ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত,	পক্ক হওয়া।
পাওয়া	প্রাপ্ত (এই "পাওয়া" পদের ন্যায় যে সকল পদের অন্তে "ওয়া" শব্দ দেখা যায়, সেগুলি অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ প্রকাশার্থ কল্পিত, যথা পাওয়া—পাবা, যেমন পাবামাত্র বা পাইবামাত্র, ঐরূপ দেওয়া—দিবা, লওয়া—লবা বা লইবা ইত্যাদি। এইগুলির সঙ্গে আবার দেখামাত্র—দেখিবামাত্র, শুনামাত্র—শুনিবামাত্র, ধরামাত্র—ধরিবামাত্র, দৌড়া-মাত্র—দৌড়িবামাত্র ইত্যাদি পদগুলির প্রাদে-শিক প্রয়োগ-রহস্য তুলনা করা আবশ্যক।)	প্রাপ্ত হওয়া।
পাড়া	পাতিত	পাতিত করা, বিছান।
পাতা	স্থাপিত	বিছান।
পেঁজা	বিচ্ছিন্নাংশ	অংশ বিচ্ছিন্ন করা
পেটা	প্রহৃত, আঘাত দ্বারা পিষ্ট,	আঘাত।
পেষা	পিষ্ট	পেষণ।
পোছা	মুছা, মার্জ্জিত	মার্জ্জন।
পোড়া	দগ্ধ	দহন।
পোতা	প্রোথিত	প্রোথিতকরণ।
পোরা	পূর্ণ	পূরণ।
পোষা	পালিত	পালন।
ফলা	ফলযুক্ত	ফলন।
ফাটা	ছিন্ন, বিযুক্ত	বিযুক্ত হওন।
ফাড়া	কর্ত্তিত, ছিন্নকৃত	ছিন্নকরণ।
ফাঁপা	শূন্যগর্ভ	
ফাঁসা	ফাটা, নিষ্ফল হওয়া	
ফেলা	নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত	নিক্ষেপ, পরিত্যাগ।
ফুটা	প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটন।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
ফুঁড়া	বিদ্ধ	বিদ্ধ হওয়া।
	ছিদ্রকৃত	ছিদ্রকবণ।
ফুলা	শোথযুক্ত, ফাঁপা	
বলা	কথিত	কথন।
বসা	জমাট,	
	উপবিষ্ট	উপবেশন।
বাঁকা	বক্র	
বাছা	স্বতন্ত্রীকৃত	
বাড়া	বর্দ্ধিত,	বর্দ্ধন।
	বিভক্ত (যেমন ভাত বাড়া)	
বাঁধা	বদ্ধ	বন্ধন।
বাঁটা	বণ্টনীকৃত	বণ্টন।
বিঁধা	বিদ্ধ	বিদ্ধকবণ।
বুজা	রুদ্ধ	
বুড়া	মগ্ন	মজ্জন।
বুনা	উপ্ত,	বপন কাজ,
	বয়ন কৃত	বয়ন কবা।
ভবা	পবিপূর্ণ	পূর্ণকবণ।
ভাঙ্গা	ভগ্ন	ভঙ্গ কবা।
ভাজা	ভর্জ্জিত	ভর্জ্জিত কবা।
ভানা	নিস্তুষ	নিস্তুষ কবা।
ভাসা	ভাসমান	ভাসন।
ভিজা	আর্দ্র, সিক্ত	সিক্ত কবা।
ভুলা	ভ্রান্ত	
মজা	অতি পক্ক	
মবা	মৃত	
মলা	মর্দ্দিত	মর্দ্দন।
মাখা	ম্রক্ষিত,	ম্রক্ষণ,
	মর্দ্দিত	মর্দ্দন।
মাজা	মার্জ্জিত	মার্জ্জন।
মাড়া	পেষিত	পেষণ।

পদ	বিশেষণার্থ	বিশেষ্যার্থ
মাপা	পরিমিত	পরিমান করা, ওজন করা।
মারা	প্রহৃত, আঁটা	প্রহার, লাগান।
মিটা	নিষ্পত্তীকৃত, মীমাংসিত, সমাপ্ত	নিষ্পত্তি, সমাপন।
মুছা	মার্জ্জিত	মার্জ্জন।
মুড়া	মুণ্ডিত, শাখাপল্লবহীন, জলহীন (মাথন)	মুণ্ডন।
মুদা	মুদ্রিত, বন্ধ, সঙ্কুচিত	
মোড়া	মণ্ডিত, আবৃত	আবৃতকরণ।
যাচা	পরীক্ষিত, সাধা	পরীক্ষা, প্রার্থনা।
রটা	প্রচারিত	
লিখা (লেখা)	লিখিত	লিখন।
লেপা	লেপিত	লেপন।
শড়া	শীর্ণ-প্রায়, পচা	
শিখা (শেখা)	শিক্ষিত	শিক্ষণ।
শুনা (শোনা)	শ্রুত	
সরা	ব্যবহৃত	
সাধা	অভ্যস্ত, অনুরুদ্ধ	
সেঁকা	তাপিত	তাপদান।
সেঁচা	সেচিত, সিঞ্চিত	সিঞ্চন।
হাজা	জলাধিক্যে নষ্ট	জলাধিক্যে নাশ।
হাঁটা	পদব্রজে গমনোপযুক্ত	পদব্রজে গমন।
হেলা	বক্র	ঘৃণা।
ক্ষয়	ক্ষয়প্রাপ্ত	

পূর্ব্ব-তালিকার উদাহরণগুলির ন্যায় এই তালিকায় আরও অনেক পদ অনুসন্ধান করিয়া সংযোগ করা যাইতে পারে। এই তালিকা-সংগ্রহে একটু সাবধানতা আবশ্যক। যে সকল ক্রিয়ামূল বা বাঙ্‌লা ধাতুতে "া"-কার যোগ করিলে, কেবল বিশেষণার্থ বা বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থই প্রকাশ পায়, সেইগুলিই এই তালিকায় গৃহীত হইয়াছে। যে বাঙ্‌লা ধাতুগুলিতে "া"-কার যোগ করিলে কেবল বিশেষ্যার্থ প্রকাশ পায়, সেগুলি ধরা হয় নাই।

এই তালিকার পদ-সংগ্রহে আর একটি বিপদ আছে। বাঙ্‌লা ধাতুর যে গুলির আদিতে বিশুদ্ধ "ই" বা 'উ' অথবা তদ্‌যুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদের উচ্চারণ লেখা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ ব্যাপার। যথা, চিনা বিঁধা, লিখা, শিখা, উড়া, কুটা, কুঁদা,

খুঁড়া, খুদা, চুঁয়া, ডুবা, তুলা, দুহা, ধুনা, ধুষা,পুছা, পুড়া, পুতা, পুবা, পুষা, ফুটা, ফুঁড়া, ফুলা, বুজা, বুড়া, বুনা, ভুলা, মুছা, মুদা, শুনা,—ইত্যাদি পদের উচ্চারণ সাধারণতঃ কলিকাতা-অঞ্চলে যথাক্রমে ই-কারযুক্ত ধাতুগুলি এ-কারযুক্ত হইয়া ও উ-কারযুক্ত ধাতুগুলি ও-কারযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। সাহিত্যে সেইরূপ উচ্চারণগত পদেরই ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যথা—চেনা লোক—("চিনা" লোক কেহ লেখে না), কিন্তু ক্রিয়ার অন্যান্য পদে ই-কারই থাকে আর তাহাই সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় যথা,—চিনিতে, চিনিয়া, চিনিলাম ইত্যাদি। এইরূপ, বেঁধা, লেখা, শেখা ইত্যাদি। উড়া—ওড়া পাখী, কুটা—কোটা তরকারী, কুঁদা—কোঁদা পাঁয়া, খুঁড়া—খোঁড়া গর্ত্ত, খুদা খোদা চাপরাস, চুঁয়া—চোঁয়া মুড়ি, ডুবা—ডোবা নৌকা, তুলা—তোলা জল ইত্যাদি, কিন্তু এই বিকৃত উচ্চারণও মধ্যরাঢ়ের প্রথা, পশ্চিমরাঢ় বা পূর্ব্ববঙ্গে নাই, সুতরাং আমার মতে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ-অনুসারে এগুলির বানান পরিশুদ্ধ করা উচিত। পূর্ব্ব-বঙ্গের উচ্চারণ অনুসরণ করিলে, কতকগুলি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধাতুর চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া আবশ্যক হইবে। কতকগুলিতে তাহা নির্ব্বিবাদে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ সাহিত্যে তাহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই, যথা,—"গাছ পুতিতে হইলে"—ইহাই শুদ্ধ প্রয়োগ,"গাছ পুঁতিতে হইলে"—অধিকাংশ ব্যক্তি লেখেন না। আজকাল কেহ চন্দ্রবিন্দু দিয়া লিখিলেও অধিকাংশ লোকে তাহা সাহিত্যিক শুদ্ধ-প্রয়োগ বলিয়া ধরিতে প্রস্তুত নহেন। "হাঁসি" অনেকে ভালবাসেন, কিন্তু কেহ লেখেন না,—লিখিতে হইলে "হাসি" লেখেন, তবে দুই একটা গান বা কবিতার প্রয়োগের কথা স্বতন্ত্র।

এই শ্রেণীতে এমন কতকগুলি ধাতুজ পদ আছে, তাহাদের বিকৃত উচ্চারণই প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক কি না, তাহা ভাবিবার কথা, যথা,—কেনা, ঘেরা, চেরা, ছেঁড়া, ছেলা, জেতা, পেঁজা, পেটা, খোলা, ঘোঁটা, জোতা, ইত্যাদি,—ইহাদের প্রয়োগের উদাহরণ, যথা,—কেনা গোলাম, ঘেরা বাড়ী, চেরা বাঁশ, ছেঁড়া কাপড়, ছিলা বাখারি, জেতা মোকদ্দমা, পেঁজা তুলা, পেটা লোহা, খোলা মাঠ, ঘোটা সিদ্ধি, জোড়া বাড়ী, জোতা গরু ইত্যাদি। এই গুলিতে ধাতুর মূলরূপ বজায় রাখিয়া 'কিনা গোলাম' 'ছিঁড়া কাপড়', 'খুলা মাঠ', 'জুতা গরু' ইত্যাদি পদ কেহ লেখেন না।—এইরূপ উদাহরণ আরও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

এই শ্রেণীর কতকগুলি পদ আবার এমন আছে যে, সেগুলির প্রত্যেকটি কেবল একটি বিশেষ শব্দের কোন একটি বিশেষার্থ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই বিশেষার্থ প্রকাশের জন্য সেই শব্দ সেই বিশেষ শব্দটী ব্যতীত অপর কোনও শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় না, যথা,—'আওটা দুধ বা ক্ষীর' হয়, কিন্তু আওটা জল' বা 'আওটা তৈল' বলা যায় না। এইরূপ 'পেঁজা তুলা' 'ধরা গলা' ইত্যাদি।

৩। নঞর্থ আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙ্‌লা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের আদিতে 'অ' এবং 'আ' উপসর্গ যোগ হইলে, তাহাদের নঞর্থ

প্রকাশ করে। সকল বাঙ্‌লা ধাতুরই পূর্ব্বে 'অ' বা 'আ' যোগ হয় না। কতকগুলি ধাতুতে অ এবং কতকগুলি ধাতুতে আ যোগ হয়। যে সকল ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পূর্ব্বে অ যোগ হয়, সেগুলির সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে যে কয়টি হইতে আকারান্ত বিশেষণ পদ হয়, তাহাদের সংখ্যা আরও অল্প ; যথা,—অচেনা (অপরিচিত), অজানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত), অফলা (অজাত ফল), অবলা (অ-কথিত, অননুজ্ঞাত), অসাধা—(অননুরুদ্ধ) ইত্যাদি। ইহার পূর্ব্বের তালিকায় (দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রিয়ামূলজ বিশেষণ তালিকায়) যে আকারান্ত বিশেষণ গুলির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পদের নঞর্থ প্রকাশার্থ অ বা আ যোগ করিয়া লইলে এই শ্রেণীর বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কেবল স্বরাদি ধাতুর উত্তর নঞর্থ প্রকাশের জন্য অ বা আ যোগ হয় না ; যথা,—অ-আঁকা বা আ-আঁকা পদ হয় না।

৪। কৃত-আকারান্ত বিশেষণ শব্দ

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আকারান্ত বিশেষণ আছে, সেগুলির সাহিত্যিক রূপ আকারান্ত , কিন্তু কথিত ভাষায় দেশভেদে তাহাদের বিভিন্ন স্বরান্ত পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ শব্দে তৎভব তৎসম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে 'ইয়া' ও 'উয়া' যোগ করিয়া এইরূপ বিশেষণ পদ প্রস্তুত করা হয়। কতকগুলির আবার স্ত্রীত্বপ্রয়োগেও অন্যরূপ হয়। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ সংগৃহীত হইল,—

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীস্বরূপ
আড়িয়া, আঁড়ুয়া, এঁড়িয়া	এঁড়ে	
আঁতুড়িয়া	আঁতুড়ে	
আদাড়িয়া	আদাড়ে	
আদরিয়া, আদুরিয়া	আদুরে	
আঁধুয়া	এঁদো	
আলসিয়া	আল্‌সে	
উচা	উচু	
উট্‌কা	উট্‌কো	
উল্‌টা	উল্‌টো	
এড়াটিয়া	এড়াটে	
এলুয়া	এলো	

[আজকাল 'এলো' পদই সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, এলুয়া পদের প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই এলো পদের সঙ্গে অন্য শব্দ যুক্ত হইলে এলুয়া পদ হয় না , যথা, এলোমেলো, এলোধাবাড়ী, এলোপাথারী ইত্যাদি। এলোথেলো পদের আবার সাহিত্যিক রূপ

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ

আর এক প্রকার আছে; যথা আলুথালু। আলা (আলাগন্ধ যুক্ত বা আলোকিত) এবং এলা (এলায়িত) মূলতঃ এক ধাতু হওয়াই সম্ভব।]

কইলা	কইলে (এটি স্ত্রীলিঙ্গপদ)	

[এই পদটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কপিলা' শব্দজাত। স্ত্রী-গোবৎস বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা অন্য কোন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায় এইরূপ একমাত্র শব্দের একমাত্র অর্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ পদের ব্যবহার দেখা যায়।]

কট্‌কটিয়া	কট্‌কটে	

সমস্ত পৌনঃপুনিক ধাতুজ পদগুলি এইরূপ হয়

কটাসিয়া	কটাসে	
কড়িয়া	কড়ে [কড়া শব্দে রুক্ষ বুঝাইলে, তাহার 'কড়ে' রূপ হয়, যথা 'ধাতটে বড় কড়ে গিয়েছে' অর্থাৎ ধাতুটা বড় রুক্ষ হইয়াছে। কড়া অর্থে কৃপণ বুঝাইলে কড়ে পদ হয় না। 'কড়ে রাঁড়ী' পদে কড়ে অর্থে কলি অর্থাৎ কলিকাবস্থায় (মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই) যে বিধবা হইয়াছে, অতএব কড়ে অর্থে অল্পবয়স্কা, অপুষ্পিতা হয়, পুষ্পকলিকা অর্থে কড়ে পদ কোন কোন জেলায় চলিত আছে।]	
কলঙ্কিয়া	কলুঙ্কে	
কষুটিয়া	কষুটে, ক'ষ্টে	
কাঠুরিয়া	কাঠুরে	কাঠুরেনী।
কাদাটিয়া	কাদাটে	
কাঁদনিয়া	কাঁদুনে	কাঁদুনী।
কালা (বর্ণে)	কালো	

(কর্ণে কালা হইলে কালো হয় না)

কুড়িয়া	কুড়ে	

এতদর্থে এই শব্দটি সংস্কৃত 'কুষ্ঠ' শব্দজাত। কুষ্ঠগ্রস্তেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা হইতে 'কুড়ে' অর্থে 'অলস' হইয়াছে। 'কুড়' অর্থে 'কুঠ, কুষ্ঠ' ইহাও প্রদেশবিশেষে চলিত আছে।

কোন্দলিয়া	কুঁদুলে	কুঁদুলী।
খড়ুয়া	খোড়া	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীত্বরূপ
খাওয়াইয়া	খাইয়ে	

(এই 'খাইয়ে' পদের ন্যায় বলিয়ে, কহিয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে, বুঝিয়ে, পড়িয়ে, লিখিয়ে, লড়িয়ে প্রভৃতি পদগুলি মূলতঃ বিশেষণ পদ, কিন্তু প্রায়ই বিশেষ্যবৎ একক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক আকারান্ত রূপগুলির আর দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, কতকগুলি ধাতুর সেরূপ রূপও নাই।)

খাওনিয়া	খাউনে	খাউনী।
খেলুড়িয়া (সঙ্গী-অর্থে)	খেলুড়ে	খেলুড়ী।

"খেলুনে" ও স্ত্রীলিঙ্গে 'খেলুনী' পদও স্থানভেদে শুনা যায়।

খেলুয়া	খেলো	
গড়ানিয়া	গড়ানে	
গতরিয়া	গতুরে	গতুরী।
গল্পিয়া	গল্পে	
গাছুয়া	গেছো	
গাতুষা, গেঁতুয়া	গেঁতো	

[এই পদের অর্থ 'অলস' অর্থাৎ যে গা নাড়িতে চাহে না। গা (গাত্র) তুয়া (ইহার অর্থ যে কি, তাহা জানি না।]

গুড়া	গুড়ো	
গুম্‌সা	গুম্‌সো	
গুমা	গুমো	
গোম্‌ড়া	গুম্‌ড়ো	
ঘরুয়া, ঘরোয়া	ঘোরো	
ঘাউয়া	ঘেয়ো	
ঘাটিয়া	ঘেটে	
ঘাসুয়া	ঘেসো	
ঘাসুড়িয়া, ঘেসুড়িয়া, ঘেসেড়া	ঘাসুড়ে, ঘেসুড়ে	ঘেসেড়ানী।
চড়্‌কা	চোড়্‌কো	
চাষাড়িয়া	চাষাড়ে	

(মূলতঃ এইরূপ 'ড়ে'-ভাগান্ত পদগুলির অনেকগুলি চাষাটে, গোমটা, ইত্যাদি 'টে' ও 'টা' প্রত্যয়ান্ত পদ ছিল।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীত্বরূপ

দেশভেদে 'টে' ও 'টা' 'ড়ে' হইয়া গিয়াছে। এরূপ পদ আরও আছে যথা,—"মজাড়ে" "দাবাড়ে" "কাদাড়ে" ইত্যাদি। কোন কোন পদে "টে"-ভাগান্ত পদের অর্থ হইতে "ড়ে"-ভাগান্ত পদের অর্থের একটু বিকারও হইয়াছে, যেমন কাদাটে (সমল) আর কাদাড়ে (কর্দ্দমপ্রিয়, সর্ব্বদা কর্দ্দম লইয়া কার্য্য করে যে)।

চাম্‌সা	চাম্‌সে
চিম্‌সা	চিম্‌সে
চিম্‌ড়া	চিম্‌ড়ে

(ইহাও "টে"-ভাগান্ত 'চিম্‌টে' পদের রূপান্তর। এখন ভাষায় এই রূপই বর্ত্তমান, "চিম্‌টে" পদের লোপ হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও "চিম্‌টিনী" পদ শুনা যায়। "চিম্‌সানি" ও "চিমসিনী" পদও চলিত আছে।)

চেটুয়া	চেটো (ইহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; অর্থ—নবযৌবনা)
চোখা	চোখো
চৌকা	চৌকো
ছিঁচ্‌কা	ছিঁচ্‌কে
ছেচ্‌ড়া	ছেচড়
ছুট্‌কিয়া	ছুট্‌কো
ছুট্‌লিয়া	ছুট্‌লে
ছুয়াচিয়া	ছোয়াচে
জঙ্গলিয়া	জঙ্গুলে (বনজাত অর্থে 'জঙ্গুলে' ও জঙ্গলী। জঙ্গলবাসী অর্থে "জঙ্গ্‌লী" পদ ব্যবহৃত হয়।)
জটিয়া	জটে
জোগাড়িয়া	জোগাড়ে
জলুয়া	জোলো
জাঁকুয়া	জেঁকো
জালিয়া	জেলে
ঝড়ুয়া	ঝোড়ো
টকুয়া	টোকো

জোলো, ঝোড়ো, টোকো প্রভৃতি পদে উপান্ত ওকারের আগম কেবল

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীত্বরূপ

প্রাদেশিক উচ্চারণভেদে ঘটে, নতুবা জল্লো, ঝড়ো, টোকো হইলেই ঠিক হয়, কিন্তু সাহিত্যে বা ভাষায় তাহাদের বর্ত্তমানতা নাই।

টাকুয়া	টেকো	
টুক্‌রা	টুক্‌রো	
ঠিকা	ঠিকে	
ঠেকা	ঠেকো	
ঠেঙ্গাড়িয়া	ঠেঙ্গাড়ে	
ঢিলা	ঢিলে	
ঢুস্‌না, ঢোস্‌না	ঢুস্‌নো	ঢুস্‌নী।
তিতা	তিতো	
থুব্‌ড়া	থুব্‌ড়ো	থুবড়ী।
দলুয়া	দোলো	
দানুয়া, দেনুয়া	দেনো	
দীঘলিয়া	দীঘ্‌লে	
দুঁদিয়া	দুঁদে	
দেউলিয়া	দেউলে	
ধাওড়িয়া, ধাউড়ে	ধাউড়ে	
ধাড়িয়া, ধেড়িয়া, ধাড়ি	ধেড়ে	ধাড়ী।

('ধাড়ী' অর্থে প্রসূতি, তদর্থে পুংলিঙ্গে কোন পদ নাই, "ধেড়ে" বা ধাড়ি অর্থে প্রবীণবয়স্ক বুঝায়।)

নটুয়া,	নোটো (লম্পট)	

নৃত্যকারী বা বাজীকর অর্থে যে "নাটুয়া" পদ সাহিত্যে দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত "নট" শব্দজ। সে অর্থে নোটো বা নেটো পদ হয় না।

নাইযা	নেয়ে (নাবিক)	
নাকুয়া	নেকো	
নুনিয়া, লুনিয়া, লবণিয়া	নুনে	
নুলা	নুলো	
নেওটা	নেওটো	

('নেওটো' বা আরও শুদ্ধ উচ্চারণে লিখিতে হইলে "ন্যাওটো" পদের অর্থ বাঢ়-অঞ্চলে 'অতিমাত্র অনুগত' বুঝায়। হিন্দী 'নিবট' বা 'নিওয়ট' এবং প্রাচীন বাঙ্‌লাপদাবলীর 'নিপট' শব্দ বোধ হয় এই পদটির ঘনিষ্ট আত্মীয়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
নেড়া	নেড়ে	নেড়ী।

মুণ্ডিত অর্থে 'নেড়া' পদ হয়। 'নেড়ে' পদে মূল অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু জাতিভেদ ঘটিয়া যায়, নেড়ে অর্থে "মুণ্ডিতমস্তক-বাঙালী মুসলমান" বুঝায় ইহা হইতে সামান্যতঃ মুসলমান মাত্রকেই "নেড়ে" বলা যায়। তদনুসারে মুণ্ডিত-মস্তক বৈষ্ণবেরাও সামান্যতঃ 'নেড়া' পদদ্বারা অভিহিত হয়। "নেড়ী" নেড়ার স্ত্রীত্ব-প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, "নেড়ের" নহে। দণ্ডি-সন্ন্যাসীরাও মুণ্ডিত-মস্তক কিন্তু "নেড়া" নামে অভিহিত হন না।

পহিলা, পহেলা	পইলে
পাঁকুয়া	পেঁকো
পটুয়া	পোটো
পাটুয়া	পেটো যথা,—পেটো দড়ি।

(পাট হইতে প্রস্তুত এতদর্থে "পেটো" পদ হয় এবং বিকল্পে "বেটো" বা 'বেটে" পদও হয়, পেটো ইলিস, পেটো কই ইত্যাদি স্থলে গর্ভিণী (ডিম্ব-বিশিষ্টা) অর্থ প্রকাশ করে। এই অর্থে এই শব্দ মৎস্য ব্যতীত অপর কোন জন্তুর বিশেষণ হয় না।

পান্‌সা	পান্‌সে	
পিছ্‌লা	পিছ্‌লে	
পুবা	পুবো	
পুচ্‌কিয়া, পুটুকিয়া	পুচকে, পুটকে	
ফচ্‌কিয়া	ফচ্‌কে	
ফাঁসুড়িয়া	ফাঁসুড়ে	ফাঁসুড়েনী।
ফেকাসিয়া	ফেকাসে	
ফেগানিয়া	ফেগানে	ফেগানী।
ফুটা	ফুটো	
বনুয়া (এই পদ আর দেখা যায় না)	বুনো	
বাঁটিয়া	বেঁটে	

(বাঁটিয়া পদের সাক্ষাৎ আজকালকার সাহিত্যে হয় না, প্রাচীন সাহিত্যেও কচিৎ দেখা যায়।)

বাড়িয়া	বেড়ে	
বুড়া	বুড়ো	বুড়ী।
বেগুনিয়া	বেগুনে	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীত্বরূপ
বাতুয়া	বেতো	
বাথানিয়া	বাথানে	
	*এই পদটি কেবল স্ত্রী-গবীব বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয় ; অর্থ—ঋতুমতী গাভী।	
বাসাড়িয়া	বাসাড়ে	
ভণ্ডলিয়া	ভণ্ডুলে	
ভাডাটিয়া	ভাড়াটে	
ভাতুড়িয়া	ভেতুড়ে, ভাতুড়ে	
ভাননিয়া	ভান্নুনে	ভান্নুনী, ভান্নী।
ভিজা	ভিজে	
ভুড়িয়া	ভুড়ো, ভুড়ে	
ভুতুড়িয়া	ভুতুড়ে	
ভেকা	ভেকো	
ভেড়ুয়া	ভেড়ো	
ভেপ্‌সা	ভেপ্‌সো	
ভোমা	ভেমো	

বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র শব্দ আছে, সেগুলিব দুই চাবিটিব উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, এটি সেই দলের আব একটি শব্দ। কেবল গোপজাতিব নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশার্থ এই শব্দটি প্রয়োগ হয়, যথা "ভেমো গোযালা"—শব্দটিব পবিবর্ত্তনও লক্ষ্য কবিবার বিষয। প্রথম বর্ণযুক্ত আকাব পবিবর্ত্তিত হইযা একাব হয, যথা—জালিয়া—জেলে আব ওকাব পবিবর্ত্তিত হইলে উকাব হয যথা, ঢোস্‌না ঢুস্‌নো, কোন্দালিযা কুদুলে ইত্যাদি কিন্তু একাব হইবাব উদাহবণ এই একটি। শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত "ভ্রম" শব্দজাত, তাহা যদি হয়, তবে 'ভমা' 'ভমো' হওয়াই উচিত , কিন্তু "ভোমা" পদই সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভোঁদা	ভুঁদো	ভুঁদী।
ভোলা	ভুলো	
মজাড়িয়া	মজাড়ে	
মড়াচিয়া, মড়াঞ্চিয়া	মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে	
মরকটিয়া	মবকুটে	
মর্কটিয়া	মকুটে	

এই দুই পদেব উচ্চাবণগত সাদৃশ্য এক হইলেও অর্থগত পার্থক্য বুঝাইবাব জন্য মূল শব্দের অনুসবণে বানান লেখা হয়। বানব সদৃশ বা বানববৎ অর্থে "মকুটে" পদ "মর্কট" শব্দের অনু-

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ

সবণে এবং মৃতপ্রায় অর্থে "মবকুটে" পদ "মব" শব্দের অনুসবণে লেখা হয়; এইরূপ 'হাঁসকুটে', 'মাবকুটে', ইত্যাদি।)

মাকাটিয়া	মাকাটে	
মাকুন্দিয়া	মাকুন্দে	
মাঙ্‌টা, মাঙ্গনিয়া, মাঙ্গটিয়া	মাঙ্গট, মাঙট	মাঙ্‌নী
মাছুয়া	মেছো	
মাটিয়া, মেটিয়া	মেটে	
মাঠুয়া	মেঠো	
মুটা	মুটো	
বগড়িয়া	রগুড়ে	
রন্ধনিয়া	রাঁধুনী	রাঁধুনী
রসুইয়া	রসুয়ে	
রাঙ্‌ড়াটিয়া	রাঙ্‌ড়াটে	
রাঙাটিয়া	রাঙাটে	
রাঢ়ীয়া	রেঢ়ো	
রুখা, বোখা	রুখো	
রুটা	রুটো	
সড়্‌ঙ্গা সড়িঙ্গা, সড়িঙ্গা	সড়্‌ঙ্গে শড়িঙ্গে	
সিড়িঙ্গা	সিড়িঙ্গে	
শিকড়িয়া	শিক্‌ড়ে	
শুক্‌না	শুক্‌নো	
শুক্‌টা, শুট্‌কা	শুক্‌টো, শুট্‌কো, শুট্‌কে	শুক্‌টি, শুট্‌কী
শুকা	শুকো	
শুনা, (জমী)	শুনো	
সেথুয়া	সেথো	
হন্যা	হন্যে	
হাটুয়া	হেটো	
হাটুবিয়া	হেটুরে, হাটুঙ্গে	
হাতুয়া (গাভী)	হেতো	
হাতুড়িয়া	হেতুড়ে, হাতুড়ে	
হালিয়া	হেলে	

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	গ্রীত্বরূপ
হিজ্‌ড়া	হিজ্‌ড়ে	
হুড়কা	হুড়কো	

এই শব্দ বিশেষণার্থ প্রকাশ করিলে, পতিসঙ্গপরাঙ্মুখ নববধূর অবস্থা প্রকাশার্থ প্রযুক্ত হয়, আর বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে "অর্গল" বুঝায়। উভয় পদই সাহিত্যিক ও কথিত ভাষায় প্রয়োগকালে পূর্ব্বোক্ত মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।)

হুলা, হোলা	হুলো	

খুঁজিলে সাহিত্য ও কথিত ভাষায় এইরূপ শব্দ আরও বাহির হইতে পারে। এই সকল শব্দের কতকগুলি কথিত ভাষায় একারান্ত বা ওকারান্ত পদই শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া রচনার ভাষাতেও লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশের আকারান্ত রূপই এখনও সাহিত্যগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহার কতকগুলির উচ্চারণ বঙ্গদেশগ্রাহ্য, কতকগুলি বঙ্গদেশীয় উচ্চারণের সমীপবর্ত্তী, কতগুলির আবার কথিত ভাষার নগ্নরূপকে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বিবেচনায় মার্জ্জিত-রচনাপ্রয়াসী লেখকগণদ্বারা "ইয়া" যোগে রচনার ভাষার উপযোগী সাজ-পোষাকে সজ্জিত করা হয়। কতকগুলিকে কেবল আকারান্ত বিশেষণের রূপ দিবার জন্য বা তালিকার অন্যান্য শব্দের সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্যই যেন বিকৃত করিয়াও "ইয়া", যোগে সমানাকার করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে পদটি সুখশ্রাব্যও হয় না এবং অনেক স্থলে অপরিচিত শব্দবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এই তালিকা হইতে ব্যাকরণ লেখকেরা নানাবিধ অর্থে নানাবিধ তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইঙ্গিতও পাইবেন এবং তত্তৎ প্রত্যয়যোগে পদগঠনের নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

৫। সমাসযুক্ত আকারান্ত বিশেষণের তালিকা

অ-কেজুয়া	অকেজো	
অনা-মুখা	অনামুখো	অনামুখী
অ-লক্ষণিয়া	অলক্ষুণে	
আইবুড়া	আইবুড়ো	

এই শব্দটি "আবুবড়' কিম্বা "অব্যূঢ' শব্দজাত তাহার মীমাংসা লইয়া একটা তর্ক আছে। দেশের প্রচলিত ভাব "আবুবড়" শব্দের অর্থের দিকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা "অব্যূঢ়" শব্দের পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।)

আক্‌কাটা	আক্‌কুটে	আক্‌কুটী

(এই শব্দের নানারূপ বানান চলিত আছে। আককুটে, আক্‌খুটে, অক্ষুটে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে যে "আখট্টি"ও "আখেটি" পদ দেখা যায়, এই শব্দের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব নয়।)

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীত্বরূপ
আঁটকুড়া	আঁটকুড়ো	আঁটকুড়ী।
আট-কপালিয়া	আটকপালে	আটকপালী।
আট-পিঠা (পিটা)	আটপিঠে (পিটে)	
আট-পহরিয়া	আট-পহুরে	
আড়্-মাদলা	আড়্‌মাদল	
আদেঙ্গা, আদঙ্গা, আধেঙ্গা, আধাঙ্গা		

এই শব্দগুলিতে যেমন সমাস বর্ত্তমান তেমনি একপ্রকার সন্ধিরও অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

আন্‌কোরা	,,	
আন্‌মনা	,,	
আবুড়া-খাবুড়া, এবুড়া-খেবুড়া	আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো, এব্‌ড়ো খেবড়ো	
উঁচ্-কপালিয়া	উঁচ্-কপালে	উঁচ্‌কপালী
উড়ন্-পাকিয়া	উড়ন্-পেকে	
উনন-মুখা	উনন-মুখো	উনন-মুখী
উন্-পাঁজরিয়া	উন্-পাঁজুরে	
উদো-মাদা		
উস্‌কা-খুস্‌কা	উস্‌কো-খুস্‌কো	
এক-গুঁইয়া	এক-গুঁয়ে	
এক-ঘরিয়া	এক-ঘরে	একঘরী।
এক-ঘাইয়া	এক-ঘেয়ে	
এক-চোটিয়া	এক-চেটে	
এক-ছুটিয়া	এক-ছুটে	
এক-টানা		
এক-বোখা, এক-রোখা		

এক-শা (শত শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ শ তাহার উত্তর অস্ত্যর্থ আ-যোগে শা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, শত একত্র এই অর্থে মিশ্রিত, তদর্থে এই একশা শব্দের প্রয়োগ হয়।)

একল-ষাঁড়িয়া	একল-ষেঁড়ে, একড়-ষেঁড়ে	একল-ষাঁড়ী

যে বহুজনের সহিত একমত হইতে বা একত্র থাকিতে ভালবাসে না তাহাকে একল-ষেঁড়ে বলে। একল—একক, ষেঁড়ে—ষণ্ডবৎ অর্থাৎ ষণ্ডের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। অনেক ষণ্ডই অন্য ষণ্ডের সঙ্গে একত্র প্রীতিতে বাস করিতে বা একত্র কাজ করিতে চাহে না। এক লাঙ্গলে যে ষণ্ড অন্য ষণ্ডের সঙ্গে চাষ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে সংস্কৃতে 'অযুগবশ ষণ্ড' বলে। 'একলষাঁড়িয়া' কথাটি তদ্ভাবাক্রান্ত শব্দ।

সাহিত্যিক রূপ	কথিত রূপ	স্ত্রীরূপ
কট্-কটিয়া	কট্‌কটে	

সমস্ত ধাতুজ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি প্রায়ই এইরূপ হয়, কন্‌কনে, কট্‌কটে, কস্‌কসে, ঝরঝরে, মড়মড়ে, টন্‌টনে, চকচকে, ইত্যাদি।

কন্ধ-কাটা (কবন্ধ)		
কালামুখা	কালামুখো	কালামুখী
কুণি-কাটা		
কুচক্রিয়া	কুচক্রী	কুচক্রী
খাপ-ছাড়া		
খুট-আখরিয়া	খুট-আখুরে	খুট-আখরী
গঙ্গা-জলিয়া	গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলি, গঙ্গাজুলে।	

("গঙ্গাজলি" বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাজলের ন্যায় ঈষদুজ্জ্বল পীতবর্ণবিশিষ্ট বুঝায় এবং বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত হইলে "অন্তর্জলি" অর্থ বুঝায়। অন্য পদে গঙ্গাজলস্পর্শে শপথ-কারীকে বুঝায়।)

গন্না-কাটা, গরণা-কাটা, গন্না-খাঁদা		
গুড়্-গুড়িয়া	গুড়্‌গুড়ে	
গেটা-গোটা		
গোঁফ-খেজুরিয়া	গোঁফ-খেজুরে	
গোটা-গোটা		
গো-বেচারা	গো-বেচারী	
ঘুম-গড়িয়া, ঘুম-গাদুড়িয়া	ঘুম-গড়ে ঘুম-গাদুড়ে	
ঘোড়া-মুখা	ঘোড়া-মুখো	ঘোড়ামুখী
চট্‌কা-ভাঙ্গা		
চল্-বলিয়া, চুল-বুলিয়া	চুল-বুলে	
চুলা-মুখা	চুলা-মুখো	চুলো-মুখী
ছুচি-বায়া	ছুচি-বেয়ে	
জল-ভরা		
ডিমে-রোগা ডিমে-মন্না		

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে শ্রাবণ (১৩১৭), ১৪ই আগষ্ট (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ-সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। শোক-প্রকাশ—রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত "বৌদ্ধঘণ্টা" ও "তাম্রমুকুট", (খ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত জানকী নাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নশীপুরের ইষ্টক, (ঙ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত ভূষণার ইষ্টক, (চ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের ইষ্টক, কামানের গোলা ও সাঁজোয়া, (ছ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রেরিত চারিটী তাম্রমূর্ত্তি এবং (জ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যার মন্দিরের ইষ্টক।

৭। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম", (খ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "শ্রীমৎশঙ্করের গুরু-পরম্পরা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি—অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএইচ, ডি
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
„ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্এ, বিএল্ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ বসু বাহাদুর
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন-শাস্ত্রী
„ আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ নিশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ শরৎচন্দ্র দাস
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্
„ জগৎচন্দ্র সোম চৌধুরী
„ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
„ চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ তরুণীকুমার ভট্টাচার্য্য
„ রাজেন্দ্রকুমার পাল
„ মনীন্দ্রনাথ বসু
„ দীননাথ অধিকারী
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ রজনীকান্ত বক্সী
„ দীনেশচরণ দাস গুপ্ত
„ ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ রমেশচন্দ্র ভাদুড়ী
„ কুমুদবন্ধু রায়
„ হেমন্তকুমার কর
„ মনতোষ কুমার চন্দ্র
„ সুবোধকুমার পাঠক
„ গুরুদাস গুপ্ত
„ পবিত্রকুমার রায়
„ অমরেন্দ্রলাল দাস গুপ্ত

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
„ রসিকচন্দ্র সাহা
„ শশিমোহন সাহা
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ ললিতমোহন দে
„ কেশব দাস দে
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ জানকীনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ গিরিজামোহন সান্যাল
„ প্রাণনাথ সরকার
„ মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
„ শরৎচন্দ্র দে
„ জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
„ হেমদাকান্ত চৌধুরী
„ সতীরঞ্জন সেন
„ মণিমোহন মিত্র
„ প্রভাসচন্দ্র বসু
„ ভবেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ মুরারিমোহন দাস বসু
„ প্রমথনাথ দে
„ চঞ্চলীচরণ গুহ-ঠাকুরতা
„ ব্রজেন্দ্রমোহন সাহা
„ শশিভূষণ সিংহ
„ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ প্রভাতচন্দ্র সেন
„ পান্নালাল মল্লিক
„ চারুচন্দ্র মিত্র
„ অমৃতলাল রায়
„ লালমোহন দাস

শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস
„ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ রাধাগোবিন্দ মজুমদার
„ পার্ব্বতীকুমার মজুমদার
„ কমলকৃষ্ণ সিংহ
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ মোহিনীমোহন দাস
„ গোপীনাথ দাস
„ জীবনরতন ধর
„ কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়
„ রাখালদাস সেন গুপ্ত
„ বিধুভূষণ দত্ত
„ রাধেশচন্দ্র সেন
„ নিখিলনাথ ভৌমিক
„ লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্ম
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ মতিলাল দে

শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম হোসেন
„ জয়গোপাল কবিরত্ন
„ নরেন্দ্রনাথ দে
„ পশুপতিনাথ বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুন্দরলাল জহুরী
„ বসন্তকুমার সেন
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ সৌরেন্দ্রনারায়ণ রায়
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ
„ চণ্ডীদাস মজুমদার বি এ
„ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যদুলাল পাল
„ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ অখিলচন্দ্র মজুমদার
„ বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

সভার প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনাদির পূর্ব্বে স্বীয় প্রবন্ধ "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম" পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি জর্ম্মণ-তত্ত্ববিৎ হিউগো-বিন-ক্লার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি শিল্পলিপিযুক্ত ফলকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ফলকে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিতাইত-পতি সুব্বি লিউম্ ও মিতনি-পতি জস্তি-

আছে। এই সন্ধি-প্রসঙ্গে উক্ত ফলকে মিতনি-পতির উপাস্য দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, এই সমস্ত দেবতা বৈদিক দেবতাই বটে, কিন্তু যে সময়ে উহা লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ দেবগণের পূজা ভারত-সীমায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, তৎকালে বৈদিক আর্য্য ও ইরানিয়দের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। আর একদল বলেন যে, এই দেবতাগুলি বৈদিক দেবতা নহে, এই সমস্ত দেবতা ইরানিয়গণের উপাস্য দেবতা এবং ইরানিয়গণ হইতেই আর্য্য-সভ্যতা এসিয়া মাইনরে বিস্তৃত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু উভয় মত আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে প্রমাণ করেন যে, মিত্র বরুণাদি যে বৈদিক দেবতা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ভারতীয় আর্য্যগণই উক্ত বৈদিক দেবগণের পূজা লইয়া এসিয়া মাইনরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীএস্ সি সান্যাল, Assistant Editor, Agricultural Journal of India and Pusa Publications, India.
"	"	শ্রীপার্ব্বতীনাথ দত্ত বি এস্‌সি, Geological Survey of India, Calcutta.
"	"	শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, ৬৯ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, হেডমাষ্টার, টেবী পোষ্ট, টেবী ষ্টেট, ইউ পি।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	কবিরাজ শ্রীসারদাকান্ত মজুমদার, ১১ হরিমোহন বসুর লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্ ডিস্‌পেন্সারি, খিদিরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, ৩১ নীলমণি সরকারের লেন, কলিকাতা।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান, ডেঃ ইন্স্‌পেক্টর অব স্কুলস্, বান্দরবান।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅনন্ত কুমার বড়ুয়া, পালী-শিক্ষক, বাঙ্গামাটী গভঃ, হাই স্কুল।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ।
,,	,,	ডাঃ শ্রীবিপিনকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর, জয়নগর পোঃ।
,,	,,	শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ	,,	শ্রীহরিজীবন ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক, গভঃ স্কুল, তেজপুর, আসাম।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, জমিদার, তেজপুর, আসাম।
শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার	,,	শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, অধ্যাপক, হাজারীবাগ কলেজ, হাজারিবাগ।
শ্রীযামিনীকান্ত সেন	,,	শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, উকিল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন, উকিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম
,,	,,	শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকিল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, উকিল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীরদাকুমার নন্দী, উকিল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, হেডমাষ্টার, সাতকানিয়া স্কুল, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, প্রধান আচার্য্য, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, চট্টগ্রাম।
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	,,	শ্রীহরিপ্রসন্ন বাগচী, ইনকম্-টেক্স এসেসর, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
,,	,,	শ্রীঅভয়গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, কাঁথি।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	,,	শ্রীমহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ২৭।৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	,,	শ্রীঅমূল্যদেব পাঠক বি এল্, উকিল, দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীনবকুমার লাহিড়ী, শিক্ষক, নীলফামারি স্কুল, রঙ্গপুর।
,,	,,	শ্রীআশুতোষ গুহ, বালুরবাড়ী, দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীপ্রাণনাথ লাহিড়ী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
,,	,,	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বাগচী, রায়পুর, সি, পি।
,,	,,	শ্রীরজনীকান্ত সরকার, রামবাড়ী, রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীরাজচন্দ্র বর্ম্মা-সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, নওগাঁ, রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীতারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, বড়িয়া পাকুড়িয়া, নাটোর।
,,	,,	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, জমিদার, রাজগুরু।
,,	,,	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, নীলফামারি, রঙ্গপুর।
,,	,,	শ্রীনর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন বি এল্, ঐ
	,,	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীমধুসূদন রায় বি এল্, দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল্, ঐ ।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বি এল্, ঐ ।
,,	,,	শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌চী, বঙ্গপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীচারুচন্দ্র আচার্য্য, ৪।৩ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, কলিকাতা।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৬ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঝামাপুকুর লেন, মর্টন ইন্সটিটিউসন্ ঐ
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, অধ্যাপক, ওয়েস্‌লিয়ান্ মিশন কলেজ, বাঁকুড়া।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত বি এ, Dy. Collector and Personal Assistant to the Commissioner, Chittagong Division, Chittagong.
,,	,,	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল্, জমিদার, চক্‌বাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	,,	শ্রীকুলচন্দ্র দে, পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
,,	,,	রায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, Inspector of Schools, Agra Dn. Cp. Asst. Registrar, Allahabad University, Allahabad.
,,	,,	শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, Asst. Registrar Allahabad University, Allahabad.
,,	,,	শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, Prof. of Mathematics Govt. College, Ajmere.
,,	,,	মিঃ জিঃ সিঃ চক্রবর্ত্তী, Prof. of Mathematics, Mahomedan Anglo-Oriental College, Aligarh.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায় শ্রীরামচরণ দাস বাহাদুর, Hony. Magistrate, Allahabad.
,,	,,	শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, Acct. P. W D. Church Road, Colonelgunj, Allahabad.
,,	,,	শ্রীহর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, Overseer, P W. D. Allahabad
,,	,,	শ্রীঅভয়চরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad.
,,	,,	শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad.
,,	,,	শ্রীকুমুদবিহারী মিত্র এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad.
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র দেব এম্ এ, Prof Muir Central College, City Road, Allhabad
,,	,,	শ্রীপারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ, আসানসোল।
	,,	ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিডি।
,,	,,	ডাঃ শ্রীরাসবিহারী মৈত্র, আসানসোল।
,,	,,	শ্রীসারদাপ্রসাদ রায়, আসানসোল।
,,	,,	শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, সব ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস, আসানসোল।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	,,	শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, Retired Sub. Judge, Baje Sibpur, Sibpur (Howrah).

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবমণীমোহন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, নাসবাপাড়া, বাণাঘাট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	”	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, খলিসানি, চন্দননগর,
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমাব বায়	”	শ্রীবনমালী সাহা, সম্পাদক, উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়, উল্লাপাড়া, পাবনা।
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী বি এ, প্রধান শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
”	”	শ্রীযাদবগোবিন্দ বায় কাছারিয়াপটী, সিবাজগঞ্জ।
		ছাত্র-সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, 4th year class, Scottish Church's College, B Sc.
”	”	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, 3rd. Year class. Scottish Church's College, 50-1, Wellington Street Local.
”	”	শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র, 10, Dhuniabagan Road, Nekasipara, Shyambazar, Ist year Class, Metropolitan Instn.
”	”	শ্রীরাসবিহাবী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীতাবাপ্রসন্ন ঘোষ	”	শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, ২য় বার্ষিক শ্রেণী সংস্কৃত কলেজ, ১৩।৩ তাবক চাটার্জ্জিব লেন।
”	”	শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ, ৬ বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহাবদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন কবা হইল :—

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তকাদি।
১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	—৪৭। গিবিশ গ্রন্থাবলী—২০ সিরিজ। ৪৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস ; প্রথম খণ্ড। ৪৯। সমাজ-সংস্কার। ৫০। প্রবন্ধপাঠ। ৫১। পরিমাপ

পদ্ধতি। ৫২। সাহিত্য-বোধ (১ম ভাগ)। ৫৩। সম্বন্ধ-নির্ণয়। ৫৪। মেদিনী-কোষ। ৫৫। মহাভারত। ৫৬। ভাষাবিজ্ঞান। ৫৭। ভাগবত-নির্ণয়। ৫৮। বর্ণজাতি-নির্ণয়ঃ। ৫৯। সাহিত্য-প্রবেশ। ৬০। Report of the Indian University Commission, 1902. ৬১। Places of Historical Interest at Murshidabad. ৬২। Kalyana Manjusha. ৬৩। Hindi Scientific Glossary. ৬৪। The Vernacular Examination Manual. ৬৫। C. U Convocation Address, 1910. ৬৬। Report on the Inspection of the Presidency College, 1908. ৬৭। Bangabasi College Magazine, February, March 1910. ৬৮। The English Diary of an Indian Student, 1861-62. ৬৯। Indian Educational Policy, 1904. ৭০। Collection and Preservation of the Records of Ancient Sanskrit Literature

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৭১। যাত্রিকের গতি (জন বুন্যান)। ৭২। হিতসংগ্রহ (Version of Gay's Fables)

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়—৭৩। The Agricultural Ledger, 1904.No. 2. ৭৪। Hand-loom Weaving in India. ৭৫। Hand-Book of Commercial Products No 5 (Jute).

৭৬। Handbook of Commercial Products No. 8 (I[redacted]

৭৭। ,, ,, No 10 (A[redacted]a Vasika)

৭৮। ,, ,, ,, No. 23. (Silk)

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—৭৯। মেঘদূত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্—৮০। অধ্যাত্ম চণ্ডী (সংস্কৃত)। ৮১। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার। ৮২। নীতিকুসুমাঞ্জলি। ৮৩। ধর্ম্মসমাজ-প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—৮৪। বঙ্গীয় নাট্যশালা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—৮৫। নিয়তি।

The Registrar, Calcutta University—৮৬। C. U. Calendar 1910, Parts II & III. ৮৭। C. U. Minutes 1909, Pt. IV

শ্রীযুক্ত সম্পাদক, রামমোহন লাইব্রেরী—৮৮। বাঙ্গালা-পুস্তকের তালিকা।

শ্রীঅমৃতগোপাল বসু—৮৯। ব্যবস্থাদর্পণ।

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—৯০। ভারতীয় বিদুষী, ৯১। কল্পকথা, ৯২। জাপানী ফানুস, ৯৩। কাদম্বরী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র রসাক—৯৪। Hindu Loyalty, ৯৫। Victoria Samrajayam ৯৬। ভিক্টোরিয়া গীতমালা, ৯৭। Hindu Astronomy (Part 1 & II). ৯৮। নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৬২, ১২৬৪।৬৬।৬৯।৭০, ১২৭১—১২৮০, ১২৮১—৮৬ ও ১২৮৮,

৯৯। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা, ১০০। হিন্দুপ্রেশ পঞ্জিকা—১২৯৪।৯৭।৯৯, ১৩০১—১৩১১, ১৩১৩, ১২৮৯—১২৯৩, ১৩০০, ১৩১৫। ১০১। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা, ১৩১২।১৪।১৬।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামী—১০২। কৃষ্ণ-কমল গীতিকাব্য।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ-স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ—১০৩। তারিকেশ্বর তথ্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—১০৪। ভারতের শিক্ষিত মহিলা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১০৫। মনসা-মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত আচার্য্য বিদ্যাভূষণ—১০৬। লঘুজাতকং।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১০৭। বঙ্গভাষা-ব্যাকরণ, ১০৮। চিত্তবিকাশ কাব্য, ১০৯। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত।

মেসার্স এস এণ্ড কোং—১১০। আদর্শ রমণী, ১১১। ইস্‌লাম্ চিত্র, ১১২। ইস্‌লাম্ বক্তৃতামালা।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—১১৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ—১১৪। প্রাচীন লেখমালা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১১৫। রামচরিত॥

৬। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাটোয়াস্থ "প্রসূন" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্য-রূপে গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হইলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগামী ১২ই ভাদ্র সাহিত্য-পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

৮। অতঃপর নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইল ;—

(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ঐ বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক। এই প্রদর্শন সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, সম্প্রতি রাজা বাহাদুর এক ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু এই দুঃসময়েও তিনি

পরিষৎকে ভুলিতে না পারিয়া পরিষদে এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘটনা পরিষদের প্রতি রাজারাহাদুরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ও ভালবাসার অন্যতম নিদর্শন।

(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রেরিত চারিটি তাম্রমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অপর একটী হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি কুচবিহারের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে বাণেশ্বর মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় পাওয়া গিয়াছিল। এই পুষ্করিণী মহারাজ প্রাণনারায়ণের (১৬২৫-১৬৫৫ খৃঃ) সময়ে খনিত হইয়াছিল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত (১) কতিপয় ইষ্টক,—এই ইষ্টকে পৌরাণিক চিত্র আছে। (২) একটী কামানের গোলা। (৩) যুদ্ধকালে সৈনিকের ব্যবহৃত লোহার সাঁজোয়ার খণ্ড। এই লৌহবর্ম্ম লোহার জালে নির্ম্মিত।

(ঙ) বরাহনগরনিবাসী সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ক্লিফ্‌টন নগরস্থিত ষ্টেপল্‌টন groveএর চিত্র। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রথমে সমাধি হইয়াছিল এবং এই চিত্র শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

(চ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নছিপুরের ইষ্টক। এই ইষ্টকগুলি তারকেশ্বর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী নছিপুর নামক গ্রামস্থ একটী শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দির অন্যূন দেড় শত বৎসরের পুরাতন। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ৺শান্তিরাম গুপ্ত। এই ইষ্টকগুলিতে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে।

(ছ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূষণার ইষ্টক।

(জ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি জেমোর রাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের জমিদারী, মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি মহকুমার অন্তর্গত মহিষগ্রামে প্রাপ্ত, কুমার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে তাঁহার আত্মীয় নৃপতি বাবু ইহা সংগ্রহ করিয়া সম্পাদক মহাশয় দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(ঝ) শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যার মন্দিরের ইষ্টক।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ভারতেশ্বর সপ্তম এড্‌বার্ডের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যে শোক ও সহানুভূতিসূচক তারবার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সেই বার্ত্তার প্রাপ্তি-সংবাদ আসিয়াছে এবং এই প্রাপ্তি-সংবাদে উল্লিখিত আছে যে, যথাস্থানে পরিষদের এই শোক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গুরু-পরম্পরা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কাশ্মীরে-দৃষ্ট "বিদ্যার্ণব তন্ত্র" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থখানি প্রায় ১॥ হাত লম্বা, এক বিঘৎ চওড়া ও ৭।৮ ইঞ্চি

পুরু। ইহার পত্র সংখ্যা ৯২৪ এবং ইহাতে প্রায় ৩৪৩০০ শ্লোক আছে। এই তন্ত্রখানি একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ও দক্ষিণ-মার্গীর উপযোগী। গ্রন্থকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের প্রশিষ্য ও বিষ্ণু শর্ম্মার শিষ্য। তাঁহার নাম বিদ্যারণ্য-যতি বা প্রগল্‌ভাচার্য্য। এই তন্ত্রে কপিল হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ৭১ জন গুরুর নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই গুরুপরম্পরা যথার্থ বলিয়া নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ ইহাতে যে সমস্ত মুনি ঋষিগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রক্ষিত নাই। যাহা হউক এই গুরু-পরম্পরাতে আমরা মনে করিতে পারি যে, (১) আচার্য্য যে নিজ পরম গুরু গৌরপাদকে 'সম্প্রদায়বিৎ' বলিয়াছেন, তাহা অসত্য নহে; (২) ব্যাস হইতে শিষ্য-পরম্পরায় তিনি একজন এবং সেই হেতু (৩) তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অর্থও স্বকপোল-কল্পিত নহে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হইল এবং এই প্রবন্ধ লেখার জন্য রাজেন্দ্র বাবু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

১১। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, অথর্ব্ব বেদের সময় আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ অর্পণ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ঋগ্বেদ অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে। বোধ হয় যে, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—৫ই ভাদ্র (১৩১৭), ২১শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য-বিষয়—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচডি,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ রমদাদাস বসু
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,
„ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ দীননাথ মজুমদার
„ সত্যেন্দ্রনাথ দে
„ বিজয়কৃষ্ণ নিয়োগী
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
„ প্রবোধচন্দ্র দে
„ যোগেন্দ্রকিশোর দাস

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভারসাগর
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
„ ভূপেন্দ্রলাল দত্ত
„ অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ গোপালদাস চৌধুরী
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ সুবোধচন্দ্র রায়
„ সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী
„ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রকাশচন্দ্র পাকড়াশী
„ সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক
„ ব্রহ্মমোহন ঘোষ
„ হারাধন মুখোপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র সাহা
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ গোপালচন্দ্র সেন
„ নিত্যানন্দ রায়
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

সাধু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন যে, ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এই সভা আহূত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এই কয় ভাষায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন বঙ্গদর্শন বাহির করেন, তখন চন্দ্রনাথ বাবু ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই বঙ্গদর্শনকে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানানুসারে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে,—"চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ অকৃত্রিম সেবক ছিলেন, সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সময় কাটাইবার জন্য যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত, একটী গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের ন্যায় বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি Oriental Seminaryর একজন খ্যাতনামা ছাত্র। তার পরে বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম্ এ পরীক্ষায়ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন। সেকালে ইংরেজি শিক্ষার গর্ব্বে স্ফীত যুবকগণ দেশীয় ভাষাকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। বিশেষতঃ ইংরেজি প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া, তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। সেদিকে মনোযোগ দিলেও তিনি প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিভা নিজের জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া লয়। চন্দ্রনাথের প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু ও বঙ্গদর্শনের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর জীবনব্যাপী যে নিবিড় সখ্য সংস্থাপিত হইল, তাহা হইতেই চন্দ্রনাথ বাবুর সাহিত্যানুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুসমাজকে যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ধ্রুব ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় হিন্দুসমাজ নানাপ্রকার বিভিন্নমুখী স্রোতে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, যে সময় ইংরেজি-শিক্ষার বন্যায় দেশের ভাল ভাল আচার-অনুষ্ঠান ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বঙ্গের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হিন্দুধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই বিষয় ভূদেববাবুর প্রভাব চন্দ্রনাথ বাবুর মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছিল। ধর্ম্মমত সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে, হিন্দুধর্ম্মের উপর সমাজ-সংস্থাপন সম্বন্ধেও মতভেদ থাকিতে পারে এবং আছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর ঐকান্তিক যত্ন এবং সাধুসংকল্প-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম যুক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুকূল ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। পৃথিবীতে যে সকল দুঃখকষ্ট, আধিব্যাধি নিয়ত মানব-জীবনকে ব্যথিত ও

প্রপীড়িত করিতেছে, তাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। পরকালে যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ঈশ্বরের বিচারে যে তাঁহার একনিষ্ঠ নির্ভর ছিল, তাহার ফলে তিনি শোকতাপের মধ্যেও চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজ-সম্বন্ধেও তাঁহার একটা উন্নতির আশা ছিল। তিনি বাঙ্গালীর চরিত্রে অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য দেখিবেন, এই আশা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার নিজের চরিত্রবল ও স্বাধীনতাই এই Optimismএর হেতুভূত। তাঁহার স্বাধীনতা, নির্ভীকচিত্ততা সম্বন্ধে ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। চরিত্রবল ও স্নেহগুণে তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশেষ সুখের আকর ছিল। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনের মত সুন্দর, সরল ও সংযত জীবন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনেই আমরা তাঁহার সাধুতা ও সাধুজীবনের পুরস্কার উভয়ই দেখিতে পাই। মাতৃভাষার সেবায়, হিন্দুধর্ম্মের সেবায়, স্বদেশের কল্যাণ-কামনায়, চরিত্রের কঠোর সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার দেহমন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সুতরাং এই শোক-সভায় সাহিত্য-পরিষৎ একটী জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য-পরিষদের একজন সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় সংযতভাব, বিশুদ্ধিরক্ষা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গুণ সঞ্চারিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র; সুতরাং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী একটী কর্ত্তব্য পালন করিবে ও ধন্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রনাথ বাবু শারীরী ভাবে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা চিরদিন বঙ্গদেশে বিরাজ করিবে। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর মতামত লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও সুলেখক এবং অদ্যকার প্রবন্ধ তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি আটঘাট বাঁধিয়া অথচ সতেজে বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ তেজই যথার্থ তেজ। এই প্রবন্ধে যাঁহার পবিত্র জীবনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার তেজও এইরূপ সঙ্গত তেজ ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজিতে ও বাঙ্গালাতে যতদূর সম্ভব কৃতবিদ্য ছিলেন। এইরূপ মণিকাঞ্চনসংযোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরস্থ ব্রাঞ্চ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সেই সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম। চন্দ্রনাথ বাবু আমাপেক্ষা একশ্রেণী নিম্নে পড়িতেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সময়ে সর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তার বাসবিহারী ঘোষের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বি এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান ও বাসবিহারী বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ঘরে ও বাহিরে অনেক

কাজ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু অসাধারণ সদ্বক্তা ছিলেন এবং প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরে ও দূরে থাকিয়া তিনি কাজ করিতে ভালবাসিতেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম এবং নানা প্রকার ওজর ও আপত্তির পর তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিছু শোক পাইয়াছিলেন ও রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাঁহার কার্ব্বঙ্কলে অস্ত্র-প্রয়োগের পর তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই প্রশান্ত মুখ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার। তাঁহার পুত্রগণ যদি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের কোনও পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আত্মার ভিতর পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি না হইলে, চন্দ্রনাথ বাবু যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন সে সমস্ত কাজ করা সম্ভবপর নহে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য পরিষদের এই শোক-সভাতে যোগদান করিতেছি ও প্রবন্ধ-লেখককে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃই তিনি বাঙ্গালা-ভাষাতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সেইজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব প্রভৃতি নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করিতেন। তাঁহার সময় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজিতে লেখাই পছন্দ করিতেন, কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর পদানুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত "শকুন্তলা তত্ত্ব" এক অমূল্য গ্রন্থ। শকুন্তলা-চরিত্রের এরূপ সমালোচনা জগতের সাহিত্যের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে। তিনি এই এক গ্রন্থ লিখিলেই অমর হইতেন। এই গ্রন্থ অনেক ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। তিনি সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুত্ব ও হিন্দু-আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধা বঙ্কিম বাবুরও ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবস্থল ও অনুরক্ত সেবক, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য, বিচক্ষণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গ ভাষাকে বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালা-সমাজের অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশও শোকার্ত্ত। পরিষৎ তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১২ই ভাদ্র (১৩১৭), ২৮শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ণ ৬ টা।

আলোচ্য বিষয়—রায় বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ, ডি,

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

" মণিমোহন চৌধুরী বি এস্‌সি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন

" চারুচন্দ্র বসু

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

" সতীশচন্দ্র মিত্র

" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্, এম্, এস্,

" বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ

" অমৃতলাল বসু

" মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

" ভবানীচরণ ঘোষ

" [redacted] গুপ্ত এম্ এ

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" যদুদাস বসু

" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ

" শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত

" গৌরহরি সেন

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

" বাণীনাথ নন্দী

" চিত্তসুখ সান্যাল

" সতীন্দ্রসেবক নন্দী

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

" মনোরথ রায়

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতভূষণ বি এ
বীরভূম শাখা

" সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ সব্ ডেঃ কলেক্টর
বীরভূম শাখা

" চন্দ্রকান্ত ঘোষ

" শীতলচন্দ্র রায়

" কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ

" আশুতোষ মিত্র

" মতিলাল দেব

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রজনীকান্ত মজুমদার
„ যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
„ মতিলাল সরকার

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বলেন যে পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় বলিবেন। চন্দ্রশেখর বাবু সকলের নিকটই সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার পরিচয় দিবার কোন আবশ্যক নাই।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীমান হেমদাকান্ত চৌধুরী বি, এ স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গ বাণী জননীর চিরপ্রিয় ওহে সুসন্তান
কোথা গেলে আজ,
হাহাকারে সারাদেশ ভরে গেছে তোমার বিহনে
হে সাহিত্যরাজ,
আলোকিত ছিল বঙ্গ অতুলন তোমার প্রভায়
এতকাল ধরি',
শশী অস্তে নিভে গেছে ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ভাতি
এক এক করি'।
ছেয়ে গেছে অন্ধকারে, তার মাঝে কীর্ত্তিরাশি তব
অক্ষয় অমর,
আলোক পুঞ্জের মত সুবিমল উজ্জ্বল বিভায়
ভাতিবে সুন্দর।
পূরব উদিলে যবে পূর্ব্বাকাশ আভায় রঞ্জিয়া
বালসূর্য্য মত,

বিস্ময়ে হেরিল সবে ভাষামাঝে কি ভাব গরিমা
ছিল লুক্কায়িত।
ক্ষীণমৃদু বঙ্গভাষা নিদ্রালস শিশুর মতন
ছিল অসহায়,
তড়িতের মত তব লেখনীপরশে জাগিল স্পন্দন
শিরায় শিরায়।
দূরে গেল অলসতা—পূর্ব্বদিন যে মূক কাতর
অবোধের ভাষা,
গাহিল নূতন তানে, প্রতিদিন উঠিল ফুটিয়া
নবভাব আশা।
আভরণ হীন দীন অবজ্ঞাত যেই সভয়ে সুদূরে
রত সভামাঝে,
নবীনউৎসাহগর্ব্বে বসে নিজ-উন্নত আসনে
দীপ্ত নব সাজে।
ভিখারিণী মাতা আজি রাজরাণী কল্যাণে যাঁহার,
চির অতুলন,
সেই দেব, কোথা তুমি প্রতিভাতনয়, বরেণ্য সুন্দর
শান্ত সুশোভন।
আপনার অসীম প্রভাবে দিলে যারে অনুপম
নবীন জীবন,
তার সনে চিন্তামাখা নিভৃত আলাপ ক্ষণেকেই
হল অবসান।
সুনিপুণ কারুহস্তে রচিলে যে দিব্য আয়তন
শিল্পীশ্রেষ্ঠ, হায়!
সুধু তথা ক্ষণমাত্র বিরামের লভি অবসর
লইলে বিদায়।
যাও দেব, বঙ্গভাগ্যে তব সঙ্গ ক্ষণ তরে সুধু
দিব্য পুণ্যময়,
ঈর্ষাবশে ডাকে তোমা প্রতিদানে কাতর অমরা
বাণীর আলয়।
যশঃ প্রভাকর তব চিরোজ্জ্বল রহিবে হেথায়
অমর বাঞ্ছিত,

"প্রভাত—নিশীথ চিন্তা" "মহাশক্তি" আপন গৌরবে
ববে বিবাজিত।
বঙ্গহৃদি তবস্মৃতি চিবতবে রাখিবে গাঁথিয়া
পুণ্য সুবিমল,
আপন প্রভায় দীপ্ত আপনাব কীর্ত্তিব মন্দিবে
রহিবে উজ্জ্বল।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী বি, এ।

অতঃপব শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগব মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, গত ১৩০৫ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসবেব মধ্যে স্বর্গগত বায় বাহাদুবেব সহিত তাঁহাব বহুবাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পবিচযেব সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাল্যে কালীপ্রসন্ন ইংবেজি ভাষায় অসাধাবণ দখল ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন দ্বাবা তাঁহাব শক্তির সম্যক্ পবিচয় প্রদান কবেন। সেই সময় এক জন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইংবাজ তাহাকে তাঁহাব মাতৃভাষাব চর্চ্চায় মনোনিবেশ কবিতে অনুবোধ কবিয়াছিলেন, তাহাবই উন্নতি-সাধন উত্তবকালে তাঁহাব কর্ম্মময় জীবনেব লক্ষ্য ছিল এবং এই মহদুদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তিনি তাঁহাব সমস্ত জীবন উৎসর্গ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষাব মূলে সংস্কৃত ভাষাব ভিত্তি থাকা উচিত, এবং এই জন্যই তিনি যুবা বয়সে তাঁহাব স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকাবে :সংস্কৃত ব্যাকবণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন। তিনি ভাষাব বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র ভাষাব সৌন্দর্য্য বক্ষা কবিতে গিয়া উহাব বিশুদ্ধি নষ্ট কবেন নাই। তাঁহাব ভাষা সুন্দব অথবা হৃদয়গ্রাহী না হইতে পাবে, কিন্তু তাঁহাব ভাষাব বিশুদ্ধি অতুলনীয়। কোন কোন স্থলে তাঁহাব ভাষাব এই বিশুদ্ধি সাধাবণকে তাঁহাব বর্ণনীয় বিষযেব ভাব ও মত সম্বন্ধে অন্ধ কবিয়া দেয। স্বর্গগত ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগবকে তিনি শ্রদ্ধা ও আন্তবিক ভক্তি কবিতেন। ঈশ্বেব বিচিত্র বিধানে তিনি উক্ত স্বর্গগত বিদ্যাসাগব মহাশয়েব মৃত্যু দিবসে লোকান্তবিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রতি [redacted] ভালবাসা ও ভক্তিগভীব ছিল।

কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালাব কথিত ভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালী কবিতে অত্যন্ত উৎসুক ছি[redacted] তাঁহাবই অনুগ্রহে আমবা আজকাল প্রচলিত "স্বায়ত্ত-শাসন" শব্দটি পাইযা[redacted] বাঙ্গালা ভাষাব প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিগণেব সহিত মিশিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন[redacted] তিনি নবীন লেখক ও লেখিকাগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান কবিতেন এবং পাছে সাধাবণ লোকগণ ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হন সেই ভয়ে তিনি অতি সাবধানতাব সহিত সমালোচনা কবিতেন ও সেই হেতু তাঁহাব সমালোচনায় কখনও তীব্রতা থাকিত না। কালীপ্রসন্ন লিখিত ও

কথিত ভাষায় একটা পার্থক্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ ছিল। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে যে এক অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি একাধারে কবি, অদ্বিতীয় বাগ্মী, গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষার লেখক, এবং পক্ষপাতদোষশূন্য সমালোচক। অসাধারণ বাগ্মিতায় বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁহার স্বরের ন্যায় তাঁহার ভাষাও ওজস্বিনী ছিল। তাঁহার জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত, সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং আশা করি এই প্রবন্ধ-পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইবে। পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন এ কথা বলিলে ঠিক হয় না। তিনি সমস্ত বঙ্গের অথবা সমস্ত সাহিত্য-জগতের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আমি নিজে পশ্চিম বঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সমাদর পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ নহে। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক গ্রন্থই পাঠ্য পুস্তক-স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, পরলোকগত বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থগুলি সে সকল গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের ছিল ও সাধারণতঃ তাঁহার রচিত গ্রন্থের ভাষা ও ভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থগুলি দুই একখানা ব্যতিরেকে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাঁহার ভাষার পবিত্রতা ও প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। ভাষার পবিত্রতা রক্ষণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তিনি অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং ভাষা ও [illegible]পর তাঁহার দখল ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার রচনার ভাষা ও [illegible]ধরণের ছিল যে, সাধারণ পাঠক অনেক সময়েই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি [illegible]পারেন না। যাহা হউক তাঁহার রচনার ভাব, পবিত্রতা ও প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে [illegible]নাই এবং হইতেও পারে না এবং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ত্রিতাপ [illegible]তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া অনেক সময়ে নিজের দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ

হয়। তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যকে এক অতুল শব্দ-সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা অত্যন্ত যুক্তিমূলক ছিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার সহিত পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার মত লোক সাহিত্য-ক্ষেত্র অত্যন্ত বিরল কিন্তু তাঁহার চরিত্রে লেশ মাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি সমস্ত সাহিত্যসেবীকে সমান ভাবে আদর করিতেন এবং প্রত্যেককে আপন অপেক্ষা বড় মনে করিতেন। তাঁহার কতকগুলি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ আছে এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত চল্লিশ বৎসর তাঁহার সহিত কালী-প্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জানাশুনা ছিল। ঢাকা নগরে প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ হয়। তখন পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক ছিলেন না, ছোট আদালতে কেরাণী-গিরি করিতেন। কালীপ্রসন্ন চিন্তাশীল, ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধেই তিনি প্রবন্ধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ একটা অমায়িকতা ও অকৃত্রিমতা ছিল যাহা আমাদের দেশে ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন একথা তিনি কখনই ভুলিতেন না এবং তাঁহার চরিত্রের এই অংশটি প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একদিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার রচনার ভাব অলঙ্কার-প্রিয়তার ও ভাষা-সৌন্দর্য্যে আবৃত। পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার যত প্রভাব, পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় তত প্রভাব নাই ও ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পার্থক্য এই প্রথম শুনা যাইতেছে। এইরূপ কথার যৌক্তিকতা নাই কারণ তিনি সমস্ত বঙ্গের।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন যে পশ্চিম বঙ্গ পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন সেরূপ শ্রদ্ধা তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গে পান নাই। তিনি গরীব সাহিত্য-সেবীদিগকে অনেক সময় সাহায্য করিতেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবু আমার পরম বন্ধু পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর আর কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও আমি কিছু বলিব, কারণ গুণীর গুণের আলোচনা শত বার হওয়া উচিত। আমি ২৫।৩০ বৎসর হইল সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করিতেছি। এই কমিটি কখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে প্রভেদ করেন নাই বরং অনেক সময়ে এই কমিটি পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের লেখকদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিয়া আসিতেছেন। আমি পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত সমগ্র পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছি। কোনও নূতন পুস্তক লেখা হইলেই তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পুস্তক একখানি আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। সার্ গুরুদাস ও আমি তাঁহাকে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিয়াছি সেই

সমস্ত পত্র যদি তাঁহার বাড়ীতে থাকে ও যদি সেগুলি কখনও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব-সাধারণ দেখিতে পাইবেন যে, আমরা উভয়েই তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি দুঃস্থ গ্রন্থকারদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আমি তাঁহার ভাষা অত্যন্ত ভালবাসিতাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ভাষা আমার তত পছন্দ হয় না। অদ্যকার এই সুন্দর প্রবন্ধ লেখার জন্য চন্দ্রশেখর বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্কল্প উপস্থিত করেন ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই দুইটি সঙ্কল্প গৃহীত হয়—(১) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভক্ত সেবক ও সমুজ্জ্বল রত্ন, বাঙ্গালা ভাষার অভিনব রচনা-রীতির প্রবর্ত্তক, বঙ্গীয় ও সংস্কৃত-সাহিত্যের উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকর্ত্তা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট সভ্য ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া, আন্তরিক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষৎ সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহোদয়ের স্মৃতি-রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত করা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহ-সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৬ শে ভাদ্র (১৩১৭), ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। প্রদর্শন,—(ক) কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর প্রদত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি। (খ) লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত কতিপয় পুথি। (গ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপের খণ্ড। (ঘ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতি পোকা নির্ম্মিত বস্ত্র। ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি আই ই লিখিত "ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত," (খ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য বিনিময়" ও (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "নূতন পন্থা" ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) শশিভূষণ চৌধুরী (অবসর-প্রাপ্ত সব-জজ) ও (খ) অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি (সভাপতি)

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম্ আর এ এস্

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

শ্রীযুক্ত রামরতন সরকার

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মজুমদার

শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিত্র

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ কাব্যকুন

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায়

শ্রীযুক্ত সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ রামাচরণ কুণ্ডু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ প্রবোধকুমার দাস

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
„ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
„ ডাঃ পশুপতি নাথ ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি
„ নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ যামিনীভূষণ সেন এম্ বি
„ বিপিনবিহারী মিত্র
„ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
— সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীগতিকৃষ্ণ সেন বি এ, ১৮।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
„	„	শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়স্বয়াল বি এ, ব্যারিষ্টার, ৪০ ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার, 'মেহেরপুর রাঙ্গালা', ধুবড়ী, আসাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী	শ্রীভুবনচন্দ্র বড়ুয়া বি এ, মার্চ্চেণ্ট, 'আসামভিলা' ৩২ অপার সার্কুলার রোড।
,,	,,	শ্রীআশুতোষ সাহা, ১১।১ হ্যারিসন রোড।
,,	,,	শ্রীসরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, জমিদার, সাধুহাটী, যশোহর।
,,	,,	শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ।
,,	,,	ডাঃ শ্রী ডি আর দাস, ৭।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ সেন এম্ এ, বি এল্, অফিঃ ডেঃ মাঃ, রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, এ্যাসিঃ সেসন জজ, কুমিল্লা।
,,	,,	শ্রীতারিণীকৃষ্ণ সেন বি এল্, উকিল, মাণিকগঞ্জ।
,,	,,	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এ, উকিল, মাণিকগঞ্জ।
,,	,,	শ্রীফটিকচন্দ্র দাস, (Retired) ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মস্ত, মাণিকগঞ্জ।
,,	,,	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন, জমিদার, C/o শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন, বক্সি-বাজার, ঢাকা।
,,	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম্ এ, সব্ ডেঃ কলেক্টর, পটিয়া।
,,	,,	শ্রীভূধর দাস বি এল্, কুমিল্লা।
,,	,,	শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত, সব্ রেজিষ্ট্রার, ঘিয়োর, মাণিকগঞ্জ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সরকার, দশড়া, মাণিকগঞ্জ।
”	”	শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, সব্ ডিঃ অফিঃ, নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	”	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি এল্, সব্ ডিঃ অফিঃ, লালবাগ (মুর্শিদাবাদ)।
”	”	শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া।
”	”	শ্রীললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, মেহেরপুর (নদীয়া)।
”	”	শ্রীদাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, নাটোর, রাজসাহী।
”	”	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মাদারীপুর, ফরিদপুর।
”	”	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার, ১৩।১ হ্যারিসন রোড।
”	”	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ্, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান সোপ কোং, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরঞ্জনীরঞ্জন দেব	”	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্যাল, এ্যাসিঃ সার্জ্জন, বি এন্ রেলওয়ে, নাইনপুর, সি পি।
”	”	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সব্ ম্যানেজার, সুরসঙ্গ ওয়ার্ড-ষ্টেট, জন্‌সন্ রোড ষ্টেসন, মোজাঃফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বেহালা (২৪ পরগণা)।
শ্রীরামরতন সরকার	,,	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি এ, ১৫৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।
ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ কর	,,	শ্রীবিশ্বম্ভর মিত্র, ৫০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	,,	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৩ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ৬৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
,,	,,	শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, ১১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	,,	শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	,,	শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	,,	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, ৬২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	ডাঃ জে এন ঘোষ এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন ষ্ট্রীট।
,,	,,	মৌলবী আবদুল ওয়ালী, সব্ রেজিষ্ট্রার, পুরুলিয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমতীন্দ্রমোহন বসু, ২।৫ চোরবাগী রোড।
,,	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায় কবিভূষণ, ৯ জবিফস্ লেন।
		ছাত্রসভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগিরিজানাথ ঘোষ, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।
	”	শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড।
”	”	শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বি এ, ১৮।২ ছকু খানসামার লেন।
”	”	শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড।
”	”	শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, বি এম কলেজ, বরিশাল।
শ্রীরজনী রঞ্জন দেব	”	শ্রীশশিভূষণ পাল, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শ্যাম, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
”	”	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
”	”	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
”	”	শ্রীমথুরানাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ
”	”	শ্রীগোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ
”	”	শ্রীসজল কান্ত দাস, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র—১১৬। জিলা বর্দ্ধমানের মানচিত্র (ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়)

১১৭। জিলা দিনাজপুর ও বগুড়ার মানচিত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ১১৮। জিলা চব্বিশ পরগণার মানচিত্র। ১১৯। জিলা যশোহরের মানচিত্র। ১২০। জিলা বাখরগঞ্জের মানচিত্র। ১২১। জিলা মুর্শিদাবাদের মানচিত্র। ১২২। জিলা ঢাকা ও ফরিদপুরের মানচিত্র।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১২৩। রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (আশুতোষ ঘোষ) ১২৪। নগেন্দ্র বালা (মোহিনী মোহন রায়) ১২৫। The Meditations & Contemplations of the Rev. James Hervey A.M. ১২৬। Letters of Hester Chapone ১২৭। Lessons on Food (Harro Nath Ray L. M. S) ১২৮। Military Life of Arthur Duke of Wellington ১২৯। The Indian National Congress (1901) ১৩০। দলিতকুসুম ১৩১। স্বদেশ-প্রেম ১৩২। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—১৩৩। শ্রীশ্রীপদ্যাবলী ১৩৪। চিত্র কাব্যম্ ১৩৫। Pagal Haranath.

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—১৩৬। মূর্ত্তিপূজা।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী—১৩৭। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—১৩৮। খাদ্য।

শ্রীযুক্ত আব্দুল লতিফ— ১৩৯। জোলেখা।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়— ১৪০। মধুর মিলন,
১৪১। সূত্রধর-তত্ত্ব (পরিশিষ্ট)।
১৪২। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী,
১৪৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য— ১৪৪। ভাষা-পরিচ্ছেদ।

পুথি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— ১। পুরাতন পঞ্জিকা।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শন করেন;—

১। (ক) হিতোপদেশ—শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা প্রণীত (সংস্কৃত) (খ) সত্যনারায়ণের কথা (বাঙ্গালা), (গ) বীরাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঘ) দুর্ব্বাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঙ) ললিতা সপ্তমীর ব্রত (সংস্কৃত), (চ) শিবরাত্রির ব্রত (সংস্কৃত)।

২। (ক) নৃসিংহ সরস্বতী কৃত বেদান্তসার টীকা সুবোধিনী, (খ) হস্তামলক—শঙ্করাচার্য্য কৃত টীকা সমেত, (গ) ভরত সেন কৃত ক্রুতবোধ ব্যাকরণ।

৩। (ক) পুরুষসূক্ত ব্যাখ্যা, (খ) লক্ষ্মী চরিত্রম্।

৪। রঘুনন্দন—অষ্টাদি প্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ৫। পুরুষোত্তম দেব বিরচিত সপ্তসতী-টীকা।

৬। কুমারসম্ভব, ৭। পুষ্করণী অর্ঘ-বিধি, ৮। বৃষোৎসর্গ বিধি প্রভৃতি, ৯। আহ্নিক-পদ্ধতি ১০। রঘুনন্দনী কৃষ্ণযজ্ঞ প্রয়োগ, ১১। ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকাপ্রকাশিকা, ১২। ভগীরথ বিরচিত চণ্ডী টীকা, ১৩। কল্পশাস্ত্র, ১৪। উৎকল খণ্ডে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, ১৫। সটীক রুদ্রাধ্যায়, ১৬। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, ১৭। কাশীখণ্ড, ১৮। ছন্দমঞ্জরী গীতগোবিন্দ, ১৯। মহিমল্ল স্তোত্র, ২০। রঘুভট্টি কুমার (খণ্ডিত), ২১। কাশীদাসী মহাভারত, ২২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ২৩। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, ২৪। বাজে পুঁথি, ২৫। অমরকোষ, ২৬। ষট্‌চক্রদীপিকা (সটীক) ২৭। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত নৈষধটীকা, ২৮। রামসেবক কৃত কাতন্ত্রভট্টি টীকা, ২৯। কালীতারা, কালীরহস্য, গোপাল-স্তোত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কাশীমরাজারের মাননীয় মহারাজা প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত কতিপয় বৌদ্ধস্তূপ খণ্ড প্রদর্শন করেন।

(ক) কাশীমরাজারের মহারাজের প্রদত্ত মূর্ত্তি—

মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় মহারাজের জমিদারীর অধীনে শক্তিপুর থানার অন্তর্গত দেবকুণ্ড গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। বেলডাঙ্গা-নিবাসী চিত্রকর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা মহাশয় ইহার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজা বাহাদুর ইহার সন্ধান করিয়া যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। মকরপৃষ্ঠে গঙ্গাদেবী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কটিদেশ হইতে নিম্নভাগ বর্ত্তমান আছে। ঊর্দ্ধদেশ ভগ্ন। দেবীর দক্ষিণে একটি সহচরী ছত্র ধারণ করিয়া আছে ও বামে অপরা ব্যজন করিতেছে। পাদপীঠে নতজানু উপাসকের মূর্ত্তি।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত—

বুদ্ধগয়া হইতে আনীত গোলাকার স্তূপ-বর্ত্তুলের অংশ। ইহার গায়ে ধ্যান-নিমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির কয়েকটি পংক্তি আছে। ইহার উপরে আধুনিক নাগরিতে কয়েকটি অক্ষর আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রাগ্‌চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতিপোকা-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রদর্শন করেন। এই বস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয় "ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ মহাশয়ের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত একখানি পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কালে মহাবীর যবনরাজ আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশবিদেশ অতিক্রম করিয়া যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দণ্ডী নামে এক জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ তপস্বী বাস করিতেন। আলেকজাণ্ডার মহাত্মা দণ্ডীকে নিজের সহিত সাক্ষাৎ

করিবার আহ্বান-সংবাদ একজন দূতদ্বারা প্রেরণ করেন, কিন্তু দণ্ডী কোনরূপ সর্ত্তেই আলেক-জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করেন নাই। তাহাতে দূত তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু দণ্ডী বলেন যে, তিনি তাঁহার ভয়ে ভীত নহেন। তিনি বলেন যে, আলেকজাণ্ডার যদি তাঁহাকে বধ করেন, তাহা হইলে তিনি জরাগ্রস্থ ভগ্নপ্রায় দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর শান্তিময় স্থানে গমন করিবেন। এই সংবাদে আলেকজাণ্ডার দণ্ডীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মতের সারবত্তা ও আশ্চর্য্য জীবনোপায় সম্বন্ধে অনেক অসাধারণ কথা শুনিয়াছেন। সেই বিষয় তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও তাহার শ্রেষ্টতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। এই পত্রের উত্তরে দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে লিখিয়া জানান যে, ব্রাহ্মণদিগের জীবন বিশুদ্ধ, সরল ও সুখ-দুঃখে অবিচলিত। তাঁহাদের হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের জন্য কোনরূপ বিচারালয়ের আবশ্যক হয় না, কারণ তাঁহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করেন না। তাঁহাদের একমাত্র বিধি আছে যে, তাঁহারা স্বভাবের কোনরূপ নিয়ম ভঙ্গ করেন না। কেবলমাত্র জীবন-ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা আয়াস স্বীকার করেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন জিনিষে তাঁহাদের বাসনা নাই। তাঁহারা সকলকে ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন। কারণ সকলেই এক পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান ও তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা সকলেরই সমান ভাবে ভোগ করা উচিত। বৃক্ষত্বক্ ও পত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকেন ও তাঁহারা স্ত্রীগণকে অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, আড়ম্বরযুক্ত পরিচ্ছদে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। লক্ষ্মী তাঁহাদের একমাত্র শত্রু। যাহাই ঘটনা হয়, তৎসমস্তই তাঁহারা ভবিতব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই পত্র-প্রাপ্তির পর আলেকজাণ্ডার কৌপীনধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য কতিপয় সহচর সহ দণ্ডীর নিকট আগমন করেন ও তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের কিয়দংশ লাভের জন্য তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। আলেকজাণ্ডার ধীরভাবে সেই সমস্ত উপদেশ শুনিয়া প্রাজ্ঞমনীষী দণ্ডীকে বলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত কথার যাথার্থ্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি পূর্ণ শান্তির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিজে কোলাহল ও অবিরাম শ্রম লইয়া বাস করিতেছেন। আলেকজাণ্ডার এই কথা বলিলে পর, তদীয় দাসগণ দণ্ডীর সম্মুখে বহুমূল্য আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সম্বলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রস্থিত উপহার সম্ভার উপস্থিত করেন। দণ্ডী ইহা দেখিয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং নানা কথার পর তিনি অবশেষে আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে, "পাছে তুমি মনে কর আমি তোমার উপহারের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছি, এই জন্য আমি এই ঘৃত গ্রহণ করিলাম।" দণ্ডী এই কথা বলিয়া অরণ্য হইতে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক উহাতে অগ্নি সংযোগ

কবিয়া আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন যে, "ব্রাহ্মণের সমস্ত বস্তুই আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ভোগ করিতে পারেন।" এই বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিয়া তৎসমক্ষে অতি সুস্বরে সমস্ত পদার্থের দাতা পরমেশ্বরের স্তব গান করিতে লাগিলেন।

৭। এই প্রবন্ধ পাঠ করা হইলে পর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গ বাহাদুরের এই প্রবন্ধে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে—প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধের জন্য পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, কোন্ স্থানে আলেকজাণ্ডারের সহিত দণ্ডীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধে থাকিলে আরও ভাল হইত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পুরাকালে সাধু-সন্ন্যাসী কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার একটি সুন্দর চিত্র আমরা এই প্রবন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছি।

৮। তৎপরে সময়াভাবে নিবারণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ও রাখাল বাবুর প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের সভ্য অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্ এ, ও শশিভূষণ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন ও স্থির হইল যে, ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৫ই আশ্বিন (১৩১৭), ২রা অক্টোবর (১৯১০), রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রদর্শন—(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্, এ, এল, এম, এস্ মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দু কেল্লার কামান (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেন শাহী মুদ্রা (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটী মুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" ও (খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" (বেদাদি সাহিত্যিক প্রমাণ-সম্বলিত)। ৭। শোক-প্রকাশ—প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টারের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (সভাপতি)
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল
" শরৎকুমার লাহিড়ী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
" হেমেন্দ্রনাথ বক্সী
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" চন্দ্রনাথ মিত্র
" পূর্ণচন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" শ্রীশচন্দ্র গুহ
" হেমেন্দ্রমোহন গুহ
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" নন্দলাল দে
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" সন্তোষকুমার বসু
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক॥

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ সংস্কৃতাধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, পোঃ রমণা, ঢাকা।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনতলা কুঠী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	,,	শ্রীঅবনীভূষণ দাস বি এস্‌সি ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	,,	শ্রীব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া।
,,	,,	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল।
,,	,,	শ্রীমোজঃফর আহাম্মদ মাদ্রাস্ মেস্, নোয়াখালী।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	,,	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কান্তিক প্রেস্, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,,	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, অর্চ্চনা সম্পাদক ২৬ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ৬।১ নন্দলাল বসুর ষ্ট্রীট (বাগবাজার)
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমাখনলাল মৈত্র ১৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (জামিরতা, পাবনা)

৪। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তকাদি।
রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—	১৪৫। Calcutta University Minutes 1910 Pt. 1,
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর্ সি, পি, এল্, এম্, এস্,	১৪৬। Diseases of Women.
	১৪৭। Diseases of Children.
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব তরফদার	১৪৮। Dialogues (W. Carey)
শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—	১৪৯। ত্রিধারা, ১৫০। হিন্দুত্ব, ১৫১। ফুল ও ফল, ১৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, ১৫৩। কঃ পন্থা, ১৫৪। বেতালে বহুরহম্ভ, ১৫৫। সংযম্ শিক্ষা।
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—	১৫৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—	১৫৭। জাতীয় শিক্ষা ও সানিহাটী মাধ্যমিক ৫ম মান।
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—	১৫৮। গ্রীসদেশের ইতিহাস।
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—	১৫৯। বাঙ্গালার মসনদ্।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দকালী শর্ম্মা মুন্সী—	১৬০। সংক্ষেপ ভাগবত ও সুধার আকর। ১৬১। সুধার আকর।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী—	১৬২। বিশুদ্ধ দৈনিক গ্রহস্ফুট।
শ্রীযুক্ত চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী—	১৬৩। The Hanemann Medical College and Hospital of Chicago. (50th Annual Announcement)
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—	১৬৪। আমার গ্রন্থাবলী (বঙ্গাক্ষর) ১৬৫। সদ্ভাবকুসুম, ১৬৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা, ১৬৭। সরল গণিত, ১৬৮। ক্রমদীপিকা, ১৬৯। সানিহাটী মাধ্যমিক ৫ম মান জাতীয় বিদ্যালয়ের ১ম বিবরণ, ১৭০। Indubala, ১৭১। The Devalaya and its Aims and Objects, ১৭২। Social Reform in Bengal.
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ—	১৭৩। রাজকন্যা।
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—	১৭৪। পরদেশী।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দুকেল্লার কামান প্রদর্শন করেন। এই কামানটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ঘাটাল সাব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর গড় নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেনশাহী মুদ্রা, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটি মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধশাসন প্রদর্শিত হয়।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সরস ও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে প্রবন্ধ ইহা অপেক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতে লিপির অস্তিত্ব কত কাল হইতে ছিল, তাহা প্রবন্ধ-লেখক বেদ, উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ, সংহিতাদি গ্রন্থ হইতে চার পাঁচশত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক হইতেও ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের লিপি ভারতেই উৎপন্ন। লিপি-বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এই সমস্ত মতের তীব্র সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, ঐতরেয় গ্রন্থে অঙ্গর শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধ না দেখিয়া কোনওরূপ মতামত প্রদান করা সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় সাহিত্যিকগণ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

৯। অতঃপর প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করা হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত মিত্র মহাশয় পরিষদের একজন বিশেষ হিতৈষী সভ্য ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

৪৫ সংখ্যা

শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা.

বৈদিক সাহিত্যে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞ উপলক্ষে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত। নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসনামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম ছিল শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি। যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার উদ্দেশে যাগ প্রধান যাগ। প্রধান যাগের সম্পূর্ণতার জন্য স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একাদশ জন নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে একাদশটি যাগ করা হইত—তাহার নাম প্রযাজ যাগ। প্রধান যাগ সম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট যজ্ঞিয় দ্রব্য যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে ভক্ষণ করিতেন। এই ভক্ষণীয় দ্রব্যের নাম ইড়া। উহা ভক্ষণের নাম ইড়া-ভক্ষণ। ইড়া-ভক্ষণেই প্রধান যাগ সমাপ্ত হইত বটে, কিন্তু তৎপরেও কতিপয় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। এই সম্পূর্ণতাবিধানের জন্য অপর একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশ যাগ অনুষ্ঠিত হইত, ইহার নাম অনুযাজ যাগ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ ও অনুযাজ যাগ সম্পাদন করিতেন। একাদশ অনুযাজ যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা নামক আর একজন ঋত্বিক্ আরও একাদশটি যাগ সম্পাদন করিতেন, ইহার নাম উপযাজ যাগ। এই সমুদয় যাগ যজমানের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হইত।

আহবনীয় নামক অগ্নিতে মন্ত্রসহকারে যজ্ঞিয় দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা যাগ অনুষ্ঠিত হইত। যজমান সপত্নীক হইয়া যাগ করিতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞের ফলভাগী হইতেন। তৎসত্ত্বেও যজমান-পত্নীর পক্ষ হইতে দেবপত্নীগণের উদ্দেশে পৃথক্‌ভাবে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম পত্নী-সংযাজ যাগ। গার্হপত্য নামক অগ্নিতে এই পত্নী সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত।

পশুবধের পর পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শামিত্র অগ্নিতে পাক করিয়া ঐ সমুদয় যাগ—প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ, অনুযাজ যাগ, উপযাজযাগ এবং পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ যাগে পশুর কোন্ অঙ্গ যজ্ঞিয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সকল বিধান পাওয়া যায়। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ হইতে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

সঙ্কলিত শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সংশয় ঘটিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ এখন

অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে শ্রৌতকর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন যাজ্ঞিকেরা ঐ সকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত জানিতেন। ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের যে সকল ভাষ্য বা বৃত্তি এখন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদিগের মধ্যে কতিপয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় শ্রৌতকর্ম্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ মতভেদের হেতু জন্মিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই সমুদয় নাম প্রচলিত আছে কি না আমি জানি না; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আমি যে শব্দগুলি পাইয়াছি, ভাষ্যকার বা বৃত্তিকার কর্ত্তৃক লিখিত অর্থ সহিত তালিকা করিয়া দিলাম।

মার্টিন হৌগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ সেই অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পশুযজ্ঞ প্রকরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। সমুদয় বৈদিকসাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এরূপ শব্দ বহু সংখ্যায় মিলিতে পারে। সেরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ আমার নাই। চোখের উপর যাহা পড়িয়াছে, তাহাই এস্থানে সঙ্কলিত করিলাম। বৈদিক-সাহিত্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিলে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি উপকৃত হইবেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে যজমানের দীক্ষা উপলক্ষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রযাজ যাগ উপলক্ষে এবং একবিংশ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে পশুবিভাগ উপলক্ষে নিম্নোক্ত শব্দগুলি আছে।

মার্টিন হৌগের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও সংশয়স্থলে সায়ণভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ :—১।৩

যোনি	womb
গর্ভ	embryo
উল্ব	caul (গর্ভস্থ অভ্যন্তরং চর্ম্ম সর্ব্ববেষ্টনম্—সায়ণ)
জরায়ু	placenta

ঐ ৬।৬

চক্ষুঃ	eye
প্রাণ	breath
অসু	life
শ্রোত্র	hearing
শরীর	body
ত্বক্	skin
নাভি	navel

বপা	omentum
উচ্ছ্বাস	breathing
বক্ষঃ	breast
বাহু	arm
দোষণী (প্রকোষ্ঠৌ)	forearms
অংস	shoulder
শ্রোণি	loin
ঊরু	thigh

বঙ্‌ক্রি (ষড়বিংশতিসংখ্যক) rib—পার্শ্বাস্থি (সায়ণ)

ঊবধ্য excrement—পুরীষ (সায়ণ)

ঐ ৬।৭

বনিষ্ঠু entrails (?)—বপায়াঃ সমীপবর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)

জিহ্বা tongue

ঐ ৩১।১

হনু	jawbone
কণ্ঠ	throat
কাকুদ্র	palate
শ্রোণি	loin
সকৃথি	thigh—ঊর্ব্বধোভাগঃ (সায়ণ)
পার্শ্ব	side
অংস	shoulder
দোঃ	arm—বাহুঃ (সায়ণ)
ঊরু	thigh
অনূক	urinal bladder—মূত্রবস্তি (সায়ণ)
সদ	backbone—পৃষ্ঠবংশ (সায়ণ)
পাদ	foot
ওষ্ঠ	upper lip
জাঘনী	tail—পুচ্ছ (সায়ণ)
স্কন্ধ	neck

মণিকা—fleshy portion in neck স্কন্ধে ভবা মণিসদৃশা মাংসখণ্ডাঃ (সায়ণ)

কীকস—gristle কীকসাঃ পার্শ্বেস্থিতা মাংসশকলাস্ত্রিস্রঃ (সায়ণ)

বৈকর্ত্ত—fleshy part on the back প্রৌঢো মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)

ক্লোমা—left lobe হৃদযপার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সাযণ)
শিবঃ—head
অজিন—skin

মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা— ২৫ অধ্যায়—অশ্বমেধ প্রকরণ—
পশ্বঙ্গের নাম মহীধব ভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ সমেত

দৎ	দন্ত
দন্তমূল	
বর্স্ব	দন্তপীঠ
দংষ্ট্রা	
অগ্রজিহ্বা	
জিহ্বা	
তালু	
হনু	বক্ত্রৈকদেশ
আস্য	মুখ
আণ্ড	বৃষণ
শ্মশ্রু	মুখকেশ
ভ্রূ	ললাটগ রোমপঙ্‌ক্তি
বর্ত্তঃ	পক্ষ্মপঙ্‌ক্তি
কনীনক	নেত্রমধ্যস্থকৃষ্ণগোল
পক্ষ্ম	
ইক্ষু	নেত্রাধোভাগ রোম
প্রাণ	
অপান	
অধব-ওষ্ঠ	
উত্তব-ওষ্ঠ	
মূর্দ্ধা	মস্তক
নির্ব্বাধ	শিবোঽস্থি মধ্যসংলগ্ন মজ্জাভাগ
মস্তিষ্ক	শিবোমধ্যস্থ জর্জ্জবমাংসভাগ (মস্তকমজ্জা ইতি ক্ষীবস্বামী)
কর্ণ	কর্ণশষ্কুলী
শ্রোত্র	শ্রোত্রেন্দ্রিয়
স্বধবকণ্ঠ	কণ্ঠাধোভাগ

শুষ্ককণ্ঠ	কণ্ঠস্য যঃ শুষ্কো নির্মাংসো দেশঃ
মন্যা	গ্রীবাপশ্চাদ্‌ভাগে কৃকাটিকায়াং শিরা মন্যা মন্যতে (পশ্চাদ্‌-গ্রীবা শিরা মন্যা ইতি অমরঃ)
শীর্ষ	শিরঃ
কেশ	অশ্বপক্ষে স্কন্ধস্থ রোম
বহ	স্কন্ধ
শফ	খুর
স্থূর	গুল্‌ফ
ধমনী	গুল্‌ফাধঃস্থা নাড়ী
জঙ্ঘা	গুল্‌ফজানুনোঃ মধ্যভাগঃ
বাহু	অগ্রপাদস্য জানূর্দ্ধ্বভাগঃ
জাম্বীর	জম্বীরফলাকার জানুমধ্যভাগঃ
অতিকক্‌	জানুদেশ
দোঃ	করঃ—অগ্রপাদস্য জান্বধোভাগঃ
অংস	স্কন্ধ
রোর	অংসগ্রন্থি
পক্ষতি	পক্ষস্য পার্শ্বস্য মূলভূতং অস্থি বঙ্‌ক্রি শব্দবাচ্যম্‌। তানি চ প্রতিপার্শ্বং ত্রয়োদশ ভবন্তি।
নিপক্ষতি	দ্বিতীয় পক্ষতি
স্কন্ধ	
কীকস	অশ্বপুচ্ছোপরি তিস্রোঽস্থিপঙ্‌ক্তয়ঃ সন্তি তানি অস্থি-পঙ্‌ক্তীনি কীকসানি।
পুচ্ছ	
ভাসদ	নিতম্ব
শ্রোণি	কটি
ঊরু	
অন্ন	বঙ্‌ক্ষণ, ঊরুসন্ধি
স্থূর	স্থূলঃ ফিচঃ নিতম্বাধোভাগঃ
কুণ্ঠ	নিতম্বস্থঃ কূপকঃ আবর্ত্তঃ ককুন্দরশব্দবাচী
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্র
স্থূলগুদা	গুদা=গুদং পায়ুঃ, তস্য স্থূলভাগঃ
আন্ত্র	অন্ত্রসর্ব্বস্বী মাংসভাগ

বস্তি	মূত্রপুট
আণ্ড	অণ্ড, মুষ্ক
শেপ	লিঙ্গ
বেতঃ	শুক্র
পিত্ত	ধাতুবিশেষঃ
পায়ু	
শকপিণ্ড	বিষ্ঠাপিণ্ড
ক্রোড়	বক্ষোমধ্যভাগ
পাজস্ত	বলকবমঙ্গম্
জত্রু	অংসকক্ষযোঃ সন্ধিঃ
ভসৎ	লিঙ্গাগ্র
হৃদয়োপশ	হৃদয়স্থ মাংস
পুরীতৎ	হৃদয়াচ্ছাদক অন্ত্র
উদর্য্য	উদরস্থ মাংস
মতস্ন	গ্রীবাধস্তাদ্ভাগস্থিত হৃদয়োভয়পার্শ্বস্থে অস্থিনী মতস্নে
বৃক্ক	কুক্ষিস্থ আম্রফলাকৃতি মাংসগোলকৌ
প্লাশি	শিশ্নমূলনাড়ী
প্লীহা	হৃদয় বামভাগে শিথিলো মাংসভাগঃ পুপ্ফুসসংজ্ঞঃ
ক্লোমা	উদরস্থ জলাধারঃ (ক্লোমা গলনাড়ী ইতি কর্কঃ ; হৃদয়স্য দক্ষিণে ক্লোমা বামে প্লীহা পুপ্ফুসশ্চ ইতি বৈদ্যা ইতি ক্ষীরস্বামী)
গ্লৌ	হৃদয়নাড়ী
হিৰা	অন্নবাহিনী নাড়ী
কুক্ষি	জঠরস্থ দক্ষবামভাগৌ কুক্ষী
উদর	জঠর
নাভি	
বস	ধাতুবিশেষঃ, বীর্য্যম্
যূষ	পক্কান্ন রস
বসা	মেদ
অশ্রু	নেত্রাম্বু
দূষিকা	নেত্রমল
অসা	অসৃক্, রুধির

ত্বক্	চর্ম্ম

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ৬ অধ্যায় ৭ কণ্ডিকা

পশুযাগ প্রকরণে—যাজ্ঞিকদেবকৃত ব্যাখ্যা সমেত :—

হৃদয়ম্	আম্রফলসদৃশম্
জিহ্বা	রসনা
ক্রোড়ম্	বক্ষোভুজান্তরম্
সব্যসক্থি-পৃষ্ঠনড়কম্	সব্যস্য বাহোঃ প্রথমং নড়কং অংসাদধো বর্ত্তমানম্
পার্শ্বে	দ্বে পার্শ্বে—একৈকং ত্রয়োদশ বঙ্‌ক্র্যাত্মকম্
যকৃৎ	কালেয়ম্
বৃক্কৌ	কুক্ষিস্থৌ গোলকৌ মহদামলকতুল্যৌ আম্রফলাকৃতী ইতি ধূর্ত্তস্বামী
গুদমধ্যম্	গুদস্য মধ্যং যেন শকৃৎ নির্গচ্ছতি তদ্বিষমং ত্রেধা কৃত্বা তস্য যো মধ্যমো ভাগঃ ন স্থূলঃ ন চ কৃশঃ
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	কটী দক্ষিণাপর সক্থ্নঃ উপরি বর্ত্তমানঃ মাংসলঃ প্রদেশঃ। শ্রোণিদক্ষিণাঃ স্ফিক্ ইতি ধূর্ত্তস্বামী
দক্ষিণসক্থি পৃষ্ঠনড়কম্	দক্ষিণস্য বাহোঃ প্রথম নলকং, অংসাদধ এবাবস্থিতম্
গুদতৃতীয়াণিষ্ঠম্	আন্ত্রস্য যোঽণিষ্ঠঃ অতিশয়েন অণুঃ অতিকৃশঃ তৃতীয়ো ভাগঃ
সব্যা শ্রোণিঃ	উত্তরাপর সক্থ্ন উপরিভাগে মাংসলঃ প্রদেশঃ, কটী-শব্দবাচ্যঃ
বর্ষিষ্ঠম্	অতিশয়েন মহৎ বর্ষিষ্ঠং যদ্‌গুদতৃতীয়মতিস্থূলম্
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্রম্
জাঘনী	জঘনপ্রদেশে ভবা পুচ্ছদণ্ড ইত্যর্থঃ। জাঘনী পশোঃ পুচ্ছমিতি হরিস্বামী। জাঘনী বালদণ্ড ইতি মাধবাচার্য্যঃ। জাঘনী যেন মশকানপনয়তীতি ধূর্ত্তস্বামী। জাঘনী বালধি-রুচ্যতে ইতি জ্ঞানদীপিকাকারঃ
ক্লোম	গলনাড়িকা
প্লীহঃ	পীহ ইতি যঃ প্রসিদ্ধঃ
অধ্যূধ্নী	শতপুটঃ ঊধস উপরি ভবতি
পুরীতৎ	হৃদয়ং প্রচ্ছাদিতং যেন মাংসেন তৎ
মেদঃ	
উরধ্যং	পুরীষম্

লোহিতম্	রুধিরম্
বপা	
বসা	

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে

৭ প্রশ্ন ২২-২৭ কণ্ডিকা পশুযজ্ঞ প্রকরণ—ভট্টরুদ্রদত্ত প্রণীত বৃত্তি সমেত—

হৃদয	
জিহ্বা	
বক্ষঃ	
যকৃৎ	কালখণ্ডং নাম ম্রদীয়ো মাংসম্
বৃক্কৌ	পার্শ্বগতৌ পিণ্ডৌ
সব্যং দোঃ	
উভে পার্শ্বে	
দক্ষিণাশ্রোণিঃ	
গুদতৃতীয়ম্	
দক্ষিণং দোঃ	
সব্যা শ্রোণিঃ	
ক্লোমা	নাম যকৃৎসদৃশম্ তিলকাখ্যং মাংসম্
প্লীহা	গুল্মঃ
পুরীতৎ	অন্ত্রম্
বনিষ্ঠুঃ	স্থবিষ্ঠান্ত্রম্
অধ্যূধ্রী	ঊধঃ স্থানীয়ং মাংসম্
মেদঃ	চর্ম্ম হৃদয়স্য বৃক্কয়োশ্চ
জাঘনী	পুচ্ছম্
যূষ	পশুবসঃ
বসা	পশুবসঃ
অংসৌ	স্কন্ধৌ
অণূকঃ	অন্তর্বাস্থিবিশেষঃ
অপর সক্থিনী	শ্রোণ্যোরুপরিদেশৌ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি

এই তিনখানির ভিতর যেখানি সর্ব্বপ্রাচীন (লক্ষ্মণ-সংবৎ ৫১) সেখানি নদীয়া জিলার চাকদহনিবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধ মিষ্টার্ জে, ডি, বেগ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত। কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন একবার বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কৃত হয়, তখনই উক্ত বেগ্‌লার সাহেব এই শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। (মহাবোধির বিজ্ঞাপন ও ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তাহার পর পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রাজী ইংরাজী ১৮৮৫ অব্দে বম্বে-ব্রাঞ্চ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ষোড়শ সংখ্যক গ্রন্থে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। (উক্ত গ্রন্থের ৩৫৭—৬০ পত্র দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইহার যে পাঠোদ্ধার করেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, একেবারে নির্দ্দোষ নহে বলিয়া অনেক দিন হইতে ইহার পুনঃপাঠোদ্ধার করিবার কল্পনা হয়; কিন্তু সে মূল শিলাখানি না পাওয়ায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে অবশ্য ইহার একখানি প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে, কিন্তু তাহা তত সন্তোষজনক নহে, অথচ শিলাখানিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; সুতরাং পুনঃ পাঠোদ্ধারের কল্পনা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতে থাকে।

দৈবক্রমে ভারতীয় আর্কিওলজিকাল সর্ভে বিভাগের বড় কর্ত্তা মৃত বেগ্‌লার সাহেবের পুস্তকালয় ও তৎসংগৃহীত প্রস্তরাদি সমস্তই ক্রয় করেন ও ইংরাজী ১৯০৯ সালে পুস্তকাবলী ব্যতীত যাবদ্‌বস্তু কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করেন। আমাদের চির প্রার্থিত এই শিলালিপি-খানি তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত হই।

ডাক্তার ব্লক্ সাহেব তখন জীবিত, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া আমায় দেন। মৃত মহাত্মার নিকট আমি তজ্জন্য বিশেষ-রূপে ঋণী।

শিলাফলকখানি চতুষ্কোণ। ইহাতে ১৩টী পংক্তি আছে। ইহার অক্ষর ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতীয় পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ। ইহার ভাষা সংস্কৃত। নমস্কারের শ্লোক ভিন্ন ইহা গদ্যে রচিত। ইহার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস উভয়ই অশুদ্ধ এবং অর্থ অপরিস্ফুট। ইহা পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, কতক-গুলি রাজপাদোপজীবী ব্যক্তির প্রার্থনায় রাজা অশোকচল্লদেব মহিপূকালপ্রহিত্যবিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহলদেশীয় সংঘেরা দীপ-সমন্বিত চৈত্যত্রয়বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এবং ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া যান যে, বুদ্ধদেবে নিবেদিত এই

নৈবেদ্যের অধিকারী ইহার দ্রব্যাদি আহরণকারী হরিচন্দ্র ও পাচক নামক। ইহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ অতীতাব্দে ভাদ্র মাসের ২৯শে উৎকীর্ণ।

মূল।

সমস্ত ৩ ত্ত ৯ ত্র ৯। তো

১। ওঁ নমো বুদ্ধায়॥ যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং
তথাগ∧হ্যবদৎ তেষাং চ যো নি
২। রোধ এবং বাদী মাহাশ্রবণঃ॥ দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
মহাজান জায়িনঃ পর
৩। মোপাশক∧ত্য প্রকৃত্যোপেত মহারাজ শ্রীমদশোকচল্লদেবস্য যদত্র
৪। পুন্যং তদ্ভবতু। মাতাপিতৃপূর্বং গমং কৃত্বা শকলসত্বরা-
শেরনুত্তরজ্ঞান
৫। ফলবাপ্তয ইতি॥ কস্মীর পণ্ডিত ভদন্ত সুতপধী (?)
রাজগুর পণ্ডিতমুশল।
৬। পাত্র সংঙ্কর দেব। পাত্র ত্রৈলোক্য ব্রহ্ম।
কা'দভিঃ শ্রীমদ্রাজানং বোধ
৭। য়িত্বা। ভট্টদামোদরং। ভট্টপদুম। শিষ্ট রাঘব মহিপূকাল প্রহিত্য
৮। বীহারীয়ং বুদ্ধ প্রতিমা সহিতা কারিতা। যদপরং।
নৈবেদ্যার্থং তাং চৈ
৯। তং চৈ ∧ ক ∧ যং দীপসহিতং আচংন্দ্রার্কং যে কেচিত
শ্রীমন্মহাবোধৌ সিং
১০। ঘলসংঘাদয়স্তৈঃ প্রত্যহং দেয়ং। নৈবেদ্যমিদং সম্বুদ্ধার্চিত কল্পি
১১। তকারৈ হরি চংন্দ শুপকারী মামকয়ো পরিকল্পিতমিতি॥
১২। শ্রীমল্লখ্ণ সেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১
১৩। ভাদ্র দিনে ২৯

পণ্ডিত ভগবান্‌লালের পাঠে ও আমার পাঠে অপর কোন কোন অংশে বিভিন্নতা অপেক্ষা নিম্নলিখিত অংশের অসামঞ্জস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠকগণ দেখিবেন, মূলে নবমপংক্তিতে দুটি কাকপদচিহ্ন আছে, একটি "চৈ" ইহার পরে ও অপরটি "ক" ইহার পরে।

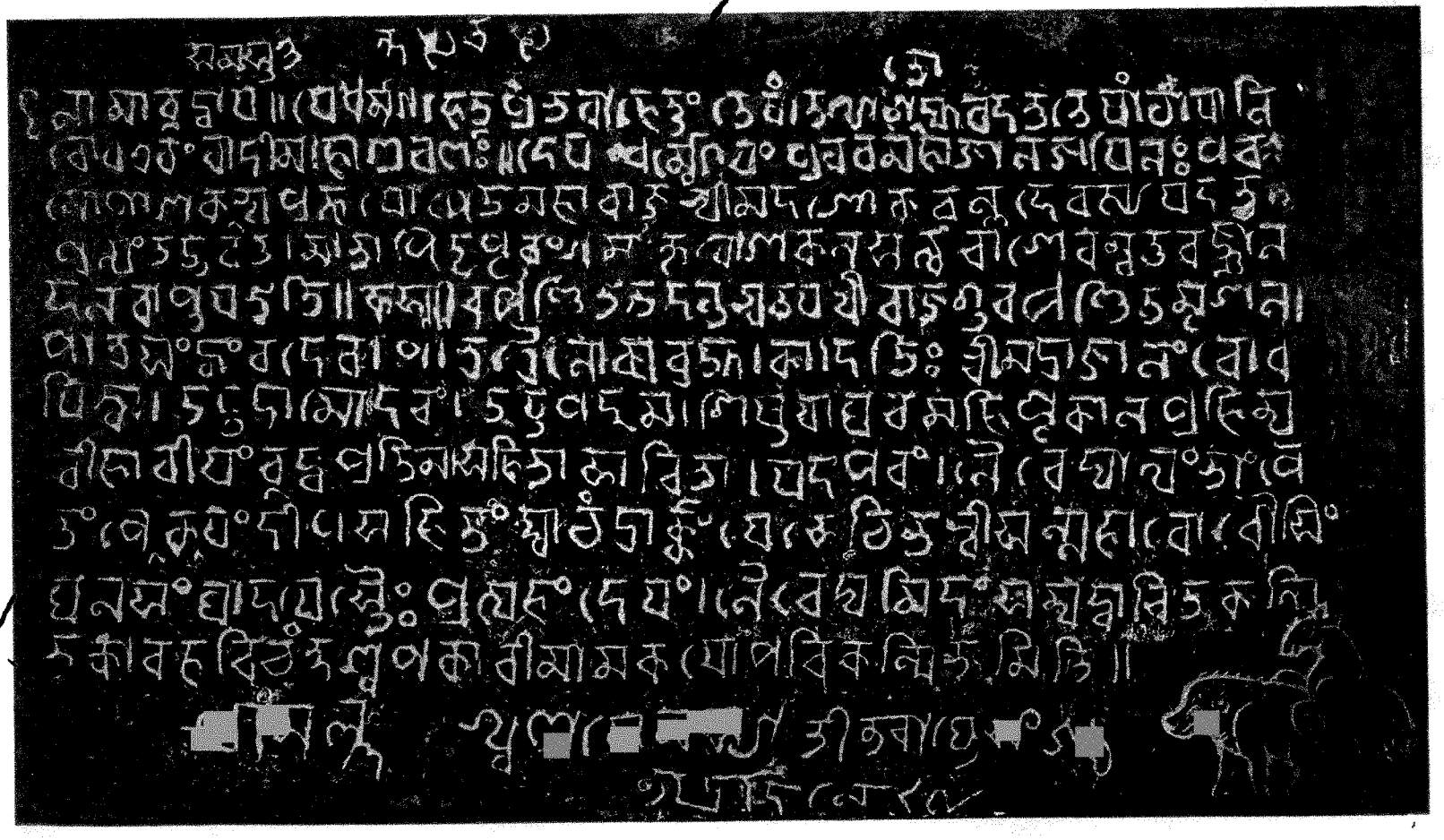

কাকপদচিহ্ন যে প্রক্ষিপ্ত অংশের স্থানান্তরে সন্নিবেশজ্ঞাপক ইহা সকলেরই বিদিত। তৃতীয় পংক্তির "মোপাশক" পদের পর কাকপদ চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট উপরি উদ্ধৃত "সমন্ত" পদটি ইন্দ্রাজীও গ্রহণ করিয়াছেন ও "সমন্ত" পদটির পর লিখিত "৩" এই সংখ্যাটি যে তৃতীয় পংক্তিজ্ঞাপক তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নবম পংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের বেলা তিনি বেশ গোলমালে পড়িয়াছেন। উপরিলিখিত "ত্ত ৯" ও "ত্র ৯" যে নবমপংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের উদ্দিষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু বুঝেন নাই যে, উহাতে নবমপংক্তিজ্ঞাপক ৯ দুটি সংখ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি "ত্ত" ইহার পরে, অপরটি "ত্র" ইহার পরে। তিনি সংখ্যাদ্বয়ের আকারের সহিত শারদাক্ষরের সকারের সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদিগকে সকার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুসারে পাঠ করিয়াছেন "তং চৈত্তৎসত্রংস ধূপং দীপ" ইত্যাদি। এবং মোটের উপর অর্থ করিয়াছেন—ধূপ দীপ ইত্যাদি। আর এই বঙ্গদেশের শিলাফলকে শারদাক্ষরে সংশোধনের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন শিলালিপিখানিতে কাশ্মীর পণ্ডিতের অবস্থিতি দেখিয়া। (মূল পঞ্চম পংক্তি দ্রষ্টব্য)

পাঠকগণ দেখিবেন, এত কষ্ট-কল্পনা অপেক্ষা মদুদ্ধৃত পাঠই সহজ। আর উদ্ধৃত অংশ যে পংক্তি হইতে উদ্ধৃত হয় সেই পংক্তিজ্ঞাপক সংখ্যা কি পুস্তকে কি শিলাফলকে উদ্ধৃতাংশের পর সন্নিবেশিত করাই চিরপ্রচলিত, সুতরাং এখানে তাহার অন্যথাচরণ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত। আরও দেখিবেন, লিপিখানির সর্ব্বশেষ পংক্তিস্থিত "ভাদ্র দিনে ২৯ এই ২৯ সের ৯ সংখ্যার আকারের সহিত উদ্ধৃতাংশদ্বয়ের ৯ সংখ্যাদ্বয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য। "চৈত্তকত্রয়ং দীপসহিতং" ইহার অর্থও সুগম। অবশ্য "চৈত্তক" কথাটি হইবে "চৈত্যক"।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি আজও ভাল করিয়া কোথাও সম্পাদিত হয় নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণালে মিষ্টার ভি হাথর্ণের প্রদত্ত প্রতিলিপিসাহায্যে প্রিন্সেপ্ সাহেব একবার প্রকাশ করেন। (পঞ্চম গ্রন্থ ৬ষ্ঠ পত্র দ্রষ্টব্য) তাহার পর হইতে আসল শিলাখানির আর কোন সন্ধান থাকে না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোধগয়ায় ইহা খুঁজিয়া পান নাই। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রিন্সেপ সাহেবের প্রতিলিপি অনুসারেই ইণ্ডিয়ান আণ্টিকুইটীতে ইহা আর একবার প্রকাশ করেন। (দশম গ্রন্থ ৩৪৬-৪৭ পত্র দ্রষ্টব্য) প্রতিলিপির দোষে এ সব সম্পাদন সন্তোষজনক হয় নাই।

১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ একবার বোধগয়ায় গমন করেন ও তাঁহার গরীয়সী যশস্বিনী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার ফলে তিনি ইহা বোধগয়ার এক অভিনব-প্রস্তুত ইমারতের দেয়ালে দেখিতে পান। এইরূপে এই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। উদ্ধারকর্ত্তা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারই আনীত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহা সম্পাদিত হইতেছে, সম্পাদক তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

ইহার বর্ণমালাও সেই দ্বাদশ শত খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাবিহারে ব্যবহৃত বর্ণমালারই অনুরূপ।

লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার পুত্রগণের সমসাময়িক বর্ণমালার সহিত ইহার পার্থক্য বড়ই অল্প। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও সমস্তটাই গদ্য এবং প্রায় বিশুদ্ধ। ইহার বিষয়—ইহা কোন এক বৌদ্ধের মানসিক দানের নিদর্শন। এ বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীটির নাম সহণ পাল। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ইহার পিতার নাম মহত্তক চাটব্রহ্ম ও পিতামহের নাম মহামহত্তক মৃসিব্রহ্ম। ইনি কুমার দশরথের একজন কর্ম্মচারী। কুমার দশরথ ছিলেন—সপাদলক্ষ নামক পর্ব্বতসন্নিহিত খসদেশাধীশ্বর মহারাজ অশোকচল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহা লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ-সংবতের ৭৪ গতাব্দে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃহস্পতিবার দ্বাদশী তিথিতে।

মূল

১। ওঁ নমো বুদ্ধায়॥ দেযধর্ম্মোযং প্রবরমহাযানযাযিনঃ
পরমোপাসকস্য হে বজ্রচরণারবিন্দ মকরন্দমধুকরফলকার ভূপাল বে
২। শ্যাভুজঙ্গপরনৃপতি গরুড় নারাযণ রিপুরাজমত্তগজসিংহনিখিল
মহীপালজনকেত্যাদি নিজনিখিল প্রশস্তি সমলঙ্ক
৩। ত সপাদলক্ষশিখরি খসদেশরাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচল্লদেব
কনিষ্ঠভ্রাতৃ শ্রীদশরথ নামধেয় কুমারপা
৪। দপদ্মোপজীবি ভাণ্ডাগারিক সত্যব্রতপরাযণাদিনিবর্ত্তনীয
বোধিসত্বচরিত ক্ষত্রিযকুলদীপ শ্রীসহণপাল নামধেয
৫। স্য মহত্তক শ্রীচাটব্রহ্মসুতস্য মহামহত্তক শ্রীমৃসিব্রহ্মপৌত্রস্য
যদত্রপুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপি
৬। তৃ পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তর জ্ঞানফলাবাপ্তয ইতি॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদানামতীতরাজ্যে
৭। সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ॥

এ পাঠে ও ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত পাঠদ্বয়ে অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। প্রধান বিভিন্নতা প্রথম পংক্তির "হে বজ্র" কথাটিতে। ভগবান্‌লাল উহাকে পড়িয়াছেন জিনেন্দ্র। অধ্যাপক বেণ্ডলের প্রকাশিত সুভাষিত সমুচ্চয় গ্রন্থে দেখিতে পাই "ওঁ নমঃ শ্রী হেবজ্রায়" বলিয়া উক্ত গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। সুতরাং মহাযানীদিগের হেবজ্র বলিয়া দেবতা আছেন।

তৃতীয় শিলালিপিখানি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আমি ইহা ব্যতীত ইহার আর কোন সন্ধান জানি না। ডাক্তার ব্লক্ সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, ইহা আর বোধগয়ায় পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ রাখালদাসও আমায় বলিয়াছেন যে, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, যেখানে যত পতিত প্রস্তর আছে

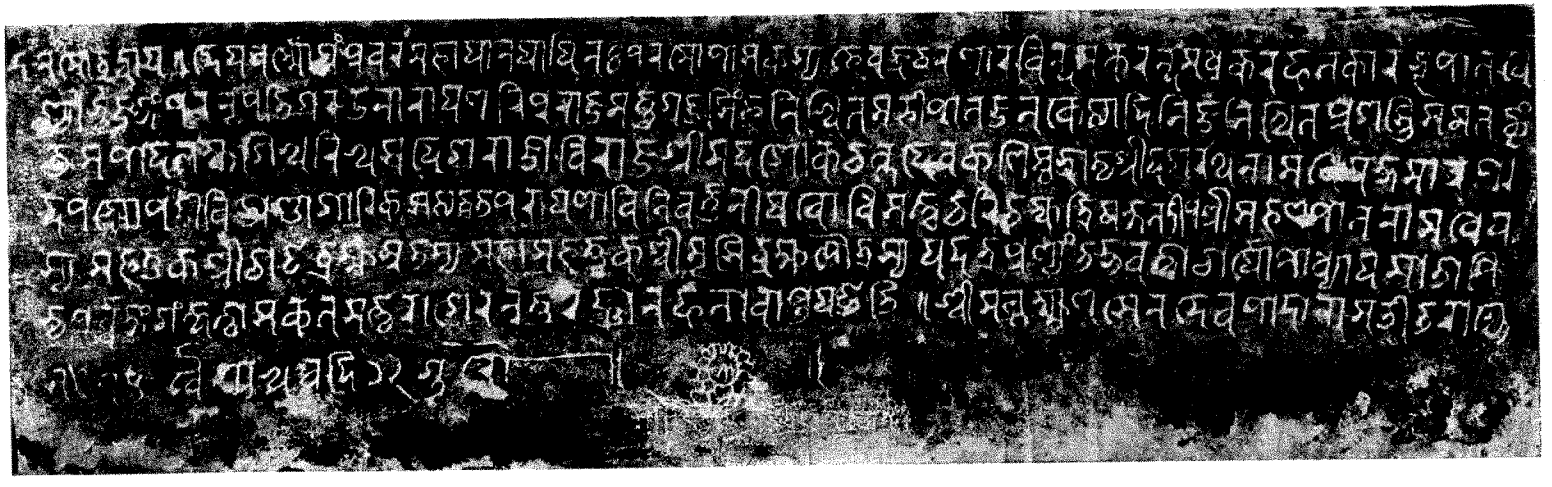

২। বুদ্ধগয়ার শিলালিপি।

সমস্ত উদ্ঘাটন করিয়াও তিনি বোধগয়ায় ইহা দেখিতে পান নাই। সুতরাং কানিংহামের প্রদত্ত প্রতিচিত্রের সাহায্যে ইহার পাঠোদ্ধার করিতে হইতেছে। (মহাবোধি, চিত্র ২৮ দ্রষ্টব্য)

মূল

১। স্বস্তি। নমো···কাত
২। থি ধর্ম্মা(?)চার্য বুদ্ধসেনঃ (?) বুধসং (?)
৩। ঘাদি সকল শ্রীমন্মহাবোধি বৃ
৪। ত্তৈর্যথাপ্রধানাদি প্রতিবাসিনো
৫। জনপদান্ কর্ষকাংশ্চাজ্ঞা(?)প্যযিত্বা
৬। বাচয়তি বিদিতমস্তু ভব
৭। ন্তো বৃত্তিরস্মাভির(রি)ত্যাদিনা রাজশ্রী
৮। অশোগচল্ল দেবানাং মুখ্যতমা
৯। নাঞ্চ কমারাজগুরুভিক্ষুপণ্ডিত
১০। শ্রীধর্ম্মরক্ষিত চরণানামাচন্দ্রা
১১। হ্কং সমর্পিতা তদেষাং বিধে——
১২। পাতৃয যথোচিতং দদানাহত্যর্থং বি (?)
১৩। সত কর্ষতচেতি। দশশতসিং
১৪। ঘলস্থবিরাণামত্রস্থিতানোঞ্চ
১৫। পূর্ব্বব্যবস্থযা গৌরবাদিত্য
১৬। শেষ কামিতরাজগুরুবিধাতব্যা
১৭। যাং সিংঘলানাং মহাবোধি বিষ[য]ক
১৮। সমবিধানমপ্রাপ মোচযতাক্ষমা
১৯। ···সাধনিক রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট
২০। মাণ্ডলিক শ্রীসহজপালপশ্রীজন্মতে
২১। নামন্ত বদতানি ইতি॥

ইহার যখন আসল শিলাখানি পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহার পাঠোদ্ধার সন্তোষজনক হইবার সম্ভাবনা নাই। অপরদ্বয়ের সহিত ইহার এখানে সন্নিবেশের কারণ ইহাও একখানি অশোকচল্লের নামযুক্ত শিলালিপি ও অনেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। ইহা একখানি দানপত্র। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরস্পর সম্বদ্ধরূপে পাওয়া যায়ঃ—

১। ১৩শ, ১৪শ পংক্তিতে সিংহলদেশীয় এক হাজার স্থবিরের উল্লেখে প্রথম লিপিখানির ৯ম-১০ম পংক্তিস্থ সিংহল সংঘাদির বেশ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

২। ১৯শ পংক্তির "রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট" দ্বিতীয় লিপির ৫ম পংক্তিস্থ মহত্তক চাটব্রহ্মের সহিত বেশ সম্বন্ধ।

৩। ২০শ পংক্তির "মাণ্ডলিকশ্রীসহজপাল" ও দ্বিতীয় লিপির "ক্ষত্রিয়কুলদীপ শ্রীসহণপাল" একই ব্যক্তি। নামটি সহণপাল না হইয়া সহজপাল হইলেই অর্থযুক্ত হয় সুতরাং দ্বিতীয় লিপির লেখক 'জ' লিখিতে 'ণ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

৪। ৮ম পংক্তির "অশোগচল্ল" যে অশোকচল্ল তাহা অভ্রান্ত।

উল্লিখিত পরস্পর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাওয়ায়, এ লিপিখানিও যে পূর্ব্বোক্ত লিপিদ্বয়ের সমকালিক তাহা ইহাতে সময়ের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিলে কোন ক্ষতি হইবে না। ইহার বর্ণমালাও দ্বাদশ শতাব্দের সাক্ষী।

এই তিনখানি লিপি ব্যতীত রাজা অশোকচল্লের নাম আমরা আর একখানি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। উহা গয়াস্থিত সূর্য্যমন্দিরের শিলালিপি ও ১৮১৩ নির্ব্বাণসংবতে লিখিত। উহা পণ্ডিত ভগবান্‌লাল সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছেন। (ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুইরি, ১০ম গ্রন্থ পত্র ৩৪২ দ্রষ্টব্য) সেখানে অশোকচল্লকে বেশ বড় রাজা বলা হইয়াছে। আমাদের অশোকচল্লও যে সেই অশোকচল্ল তাহা তৃতীয় লিপিখানিতে ৯ম-১০ম পংক্তিস্থিত "কমারাজ-গুরুভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মরক্ষিত" ইত্যাদি থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ সে লিপিখানিতে "কমাচক্রস্য রাজ্ঞোগুরুর্ব্বিখ্যাতঃ খলু ধর্ম্মরক্ষিত যতিঃ.....॥ প্রখ্যাতং হি সপাদ লক্ষশিখরিক্ষ্মাপাল চূড়ামণিং শীলৈঃ শ্রীমদশোকচল্লমপি যো নত্বা বিনীয স্বয়ং।" ইত্যাকার শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

সপাদলক্ষগিরি, খস ও কমারাজ্য, সিবালিক, গড়োয়াল ও কমাউন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুইরি, ১০ম গ্রন্থ ৩৪৫ ও ৩৪৬ পত্রের ফুটনোট নম্বর ২১ দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ

হিমনদ ঘৃষ্ট উপলখণ্ড
(পূর্ণাকৃতি)

Cherry Press Cal.

হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত উপলখণ্ড শিমলা সহরে সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকেই হয় ত অবগত আছেন যে, শিমলাতে আনেন্‌ডাল নামক এক স্থান আছে। এই আনেন্‌ডালের উত্তরদিকে যে সমস্ত প্রস্তরের স্তর আছে, তাহাদের মধ্য হইতে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌সি মহাশয় এই প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিমলার ভূতত্ত্ব পাঠে জানা যায় যে, উক্ত সহরে দুইটী উপলখণ্ডের স্তর আছে। সর্ব্বাগ্রে মিঃ মেড্‌লিকট এই দুই ভিন্নস্তরকে এক স্তরান্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করেন ও ইহাদিগকে উপল-প্রস্তর বলিয়া অভিহিত করেন (১)। তৎপরে মিঃ ওল্ডহাম্‌ এই মত প্রকাশ করেন যে, এই উপল-প্রস্তর বাস্তবিকপক্ষে হিমনদ-জাত। এই উপলপ্রস্তরের স্তরকে তিনি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন ও এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক শাদা শ্লেট প্রস্তরের স্তরের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করেন (২)। কিন্তু হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড তিনি এই দুই স্তরের কোনও স্তর হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রাপ্ত হন নাই। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ স্যার টমাস্‌ হল্যাণ্ড এইস্থান হইতে হিমনদ-চিহ্নযুক্ত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উপলখণ্ড এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির এক মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল ও তৎপরে সেই উপলখণ্ডের বিবরণ ও মিঃ প্যাস্কো কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অপর একটী উপলখণ্ডের বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল (৩)। এই উপলখণ্ডদ্বয় উপলখণ্ডবাহী নিম্নস্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার একদেশ অত্যন্ত মসৃণ ও ইহাতে হিমনদ-ঘর্ষণের চিহ্ন অতি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। ইহা যে হিমনদ-জাত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। ঊর্দ্ধস্তন উপলখণ্ডবাহী স্তর হইতে এই প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ উপলখণ্ড-প্রাপ্তি হিমালয় পর্ব্বতস্থ উপলখণ্ডবাহী স্তরসমূহের সময় নির্ণয়ে কোনও সাহায্য করিতেছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স্যার টমাস্‌ হল্যাণ্ড বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সেই প্রশ্নের পুনরবতরণা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

---

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol. III pt. 2.
(২) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XX. pt. 3.
(৩) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XXXVII pt. 3.

শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ

শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ বা ভুবনমঙ্গলগীত নামক এই গ্রন্থ পরম বৈষ্ণব জয়কৃষ্ণ দাস প্রণীত। একখানি মাত্র পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় পুঁথি কখন দেখি নাই এবং কোথায়ও আছে বলিয়া জানি না। আদর্শ পুঁথি বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ৪ খানি মাত্র পত্র। তাহাতে ১০১ শ্লোক আছে—প্রতিলিপির কালমান নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তার এবং অন্যত্র ও কতক কতক অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাছে লোপ পায়, সেই ভয়ে অঙ্গহীন হইলেও ইহার সম্পাদন করিয়াছি। পুঁথিতে যেমন আছে, তেমনি লিখিয়াছি, কেবল সংস্কৃত শব্দের বানান সংশোধন করা হইল। যে যে স্থানে অক্ষর লুপ্ত, সেই সেই স্থানে এই (…) চিহ্ন দিয়াছি। তদ্ব্যতীত কয়েক স্থানে নবহরি (চক্রবর্ত্তী?) র "নিত্যলীলা-মৃত" পুঁথিদৃষ্টে বন্ধনীর মধ্যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুঁথিখানি, অনুমান হয় ১৫০।২০০ বৎসরের হইবে। ইহাতে কয়েকটি শূন্যযুক্ত র-কার আছে। কয়েকটি ব-কারের শূন্য নাই, আর সব ব-কার পেটকাটা।

এই গ্রন্থানুসারে অদ্বৈত প্রভুর জন্মকাল, কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা, মঙ্গলবার, অনুরাধা নক্ষত্র, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ মতে মাঘী সপ্তমী।

এই গ্রন্থানুসারে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা, যিনি হাড়াই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার নামান্তর "পরমানন্দ"। ভক্তিরত্নাকরের ১২শ স্তরকে দৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণবাভিধানের এবং কবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যে দুটি বচন উদ্ধৃত আছে, তাহাতে হাড়াই পণ্ডিতের 'মুকুন্দ' এই আর একটি নাম পাওয়া যায়। মকরঞ্চে পোয়াতির ছেলে বলিয়া হাড়াই বা হাড়ো এবং আর দুটি নামের মধ্যে একটি রাশিগত এবং আর একটি ডাক নাম হইতে পারে।

কবির পরিচয়

আমাদের ঘরে পদ্যে অনুবাদিত গীতগোবিন্দের একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে, তাহাও জয়কৃষ্ণ দাস কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যায় শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় কবি জয়কৃষ্ণ দাসের 'রসকল্পলতা' কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ ও উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থের কর্ত্তা সম্ভবতঃ একব্যক্তি। রসকল্পলতার কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, এই স্থলে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিতেছি—

"গড়বাড়ী বসবাস শ্রীরামমোহন দাস
নিত্যানন্দ প্রেমে মগ্ন অতি।
তস্য সুত কেনারাম সদা মুখে গৌরনাম
বিনা অন্য দেবে নাই মতি॥

বথযাত্রা বাল্যকালে শিক্ষা কবি কুতূহলে
কিছুকালে তাহে মত্ত ছিলা।
ইবে গৌরইচ্ছা মনে হবিনাম সংকীর্ত্তনে
দক্ষ হবো মনেতে কবিলা॥
ভাবিযা চিন্তিযা পবে মোহন ছুতবেব ঘবে
কীর্ত্তনেব আদবশ আনিল।
প্রথমেতে গৌবচন্দ্রী শিক্ষা কবি মহানন্দী
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল॥
ছিনু আগে কেনাবাম অশেষ গুণেব ধাম
গুরু দিলা জযকৃষ্ণ নাম।
তাঁব আজ্ঞা শিবে ধবি তাই পবিচয কবি
সাধ ইতে না হইবে বাম॥
গৌব কৃপাব কথা বচি বসকল্পলতা
লিখি তিঁহো যেবা লেখাইল।
শাক শশী ষড বিন্দু তায মিলাইযা সিন্ধু
মার্গশীর্ষে সমাপ্ত হইল॥"

"জেলা হুগলিব আবামবাগ মহকুমাব কাছাবী হইতে প্রায দুই মাইল পূর্ব্বে বাষড়া পবগণাব বাণা বঞ্জিৎসিংহেব গডই—গড়বাডী নামে পবিচিত।" কবি "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অনুসাবে কাব্যবচনা-কালে মান লিখেন নাই। দক্ষিণা গতি ক্রমে অঙ্কপাত কবিলে ১৬০৭ শক লব্ধ হয, বসকল্পলতাব বচনা যেরূপ সুললিত, তাহাতে বোধ হয, উহা কবিব উত্তব কালেব বচনা। এই অনুমান যদি ঠিক হয, তাহা হইলে বলিতে হয, "শ্রীচৈতন্য-পাবিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ" গ্রন্থেব বযস ২৫০ বৎসব হইবে।

গ্রন্থারম্ভ

সহায় স্বতন্ত্র চবিত ... ...।
পাবিষদগণ সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন বঙ্গে
জীব হেতু নদিয়া নগর॥

নবদ্বীপে জন্ম প্রভু নিশ্চয জানিঞা।
স্থানে স্থানে পাবিষদ জন্মেন আসিঞা॥

জনমিলা কমলাক্ষ ... ... বে[১]।
অদ্বৈত বলিযা তাঁব বিখ্যাত সংসাবে॥
দীপান্বিতা আমাবস্যা কার্ত্তিক মাসেতে।
অনুবাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বাবেতে॥
একচাকা খলত পুবেতে নিত্যানন্দ।
জনম লভিলা প্রভু আনন্দেব কন্দ॥ ৫
পবমানন্দ ঘবে জন্মিলা আসিঞা।
জীব প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিঞা॥
জনম লভিলা পদ্মাবতীব উদবে।
মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিসুত বাবে[২]॥
কুবেব বলিঞা নাম পিতা থুইল।
স্বভাব প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল॥
বাল্যদশা তেঁহো প্রভু বালকেব সনে।
কৃষ্ণ লীলা খেলা জে খেলেন দিনে ২॥
শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধব।
মুবাবি মিশ্রেব ঘবে সভায় গোচব॥১০
সেই দেশে শ্রীবাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মুবাবি প্রকাশ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জন্ম চাটীগ্রাম।
তথাই জন্মিলা দত্ত বাসুদেব নাম॥
বুড়নে জন্মিলা শ্রীঠাকুব হবিদাস।
পবমানন্দ পুবি বিষ্ণুপুবি তিবোতে[৩] প্রকাশ॥

১। ঈশান নাগবকৃত "অদ্বৈত-প্রকাশ" অনুসাবে শ্রীঅদ্বৈতেব পিতা বুবের আচার্য্য তাঁহার নাম কমলাক্ষ বাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকেব চতুর্থ চবণের ৬টি অক্ষবেব অধিকাংশ অবযব পুঁথিতে লুপ্ত। "অদ্বৈত-প্রকাশ" দৃষ্টে লাউড নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হইযাছিলেন, জানিযা বৃংহণকাচ সাহায্যে লুপ্ত ৬টি অক্ষব "প্রভু লউড পু" পড়িলাম।

'জয লাভা কুবেব কে বুঝে তাব মর্ম্ম। বঙ্গে নবগ্রামে বাস তথাদ্বৈত জন্ম॥" (নবহবি)

২। ভূমিসুত বারে—মঙ্গলবাবে, ১৩৯৫ শকাব্দে।

৩। তিবোতে—তীরভুক্তিতে, তিরহুতে।

শ্রীগদাধর দাস আউলিয়া দহে[৪]।
কাঁচড়ায় শিবানন্দ সেন সভে কহে॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনর (হরি) দাস।
... ... স ॥ ১৫
শ্রীবি ... ... ।
... ... আপুনেই জায় ॥
... . ।
... ... ॥
.. .. য।
... ... আনন্দে ভ্রময় ॥
মহেশপুরেতে জন্ম ... ।
... ... জাব কলেবর ॥
সদাশিব কবিরাজ কানাইয়া গ্রামেতে।
তথাই শ্রীপুরুষোত্তম ... সাথে ॥ ২০
... ... দাস ... জন্ম তেকলিয়া।
তবেত কহিযে সুন যেই যহ সিয়া ॥
... ... দাস।
পবমেশ্বর (দাস) খড়দহেতে প্রকাশ ॥
জন্মিলা শ্রীবলরাম দাস দোগাছ্যাতে।
প্র ... প্রকাশক ... তে ॥
জন্মিলা বদনানন্দ (বামন) পাড়ায়।
জাহার সংগীত গুণ সর্ব্বজীবে গায় ॥
... ... সনাতন ... পতি।
শ্রীরা ... আর জীব মহামতি ॥ ২৫
পবমেশ্বর . ... ।
... ... ॥

৪। আউলিয়াদহ—এঁড়েদহ। শ্রীচৈতন্যভাগবত অনুসারে পরম ভক্ত গদাধর দাসের বাস, গ্রামে হিন্দুর জাতি-নাশকারী সংকীর্তনদ্বেষী দুর্দ্ধার এক কাজি ছিল, গদাধর তাহাকে হরিনাম বলাইয়াছিলেন। এখানে দাস গদাধরের পাটবাটী বিদ্যমান আছে। উক্ত কাজির নাম বা উপাধি ছিল—বাঁর সাহেব।

... ... জন্ম বেলডাঙ্গ।
কংশারির ঘরে জন্ম লভিলা ... ॥
সূর্য্যদা ... ... ।
... ... খ্যাত সংসার ॥
সভার কনিষ্ঠ তার নাম কৃষ্ণদাস।
এই চারি ভাই নবদ্বীপে পরকাশ ॥
তথাহী জন্মিলা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গৌড়মণ্ডলে জত পণ্ডিতের বর্য্য ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জয় ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥ ৩১

[২]

প্রভু আইলেন উদিত নদিয়া।
জত অবতার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া ॥
জত সব প্রকাশ হইলা নবদ্বীপে।
একত্র সভার নাম কহিব সংক্ষেপে ॥
নারায়ণী[৫] আলবাটী প্রসিদ্ধ জাহার।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কুমার তাহার ॥
বনমালি আচার্য্য পণ্ডিত গোপীনাথ।
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর একসাথ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র নারায়ণ।
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন ॥ ৫
সদাশিবাচার্য্য আর শ্রীগর্ভ সংহতি।
শ্রীসরখেলের[৬] পুত্র শ্রীআচার্য্যনিধি ॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিহো বিদ্যার অবধি ॥

৫। এই নারায়ণী, নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

৬। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের। সরখেল গৌড়ের মুসলমান রাজার দত্ত উপাধি। উহার অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সূর্য্যদাস সরখেল, শ্রীনিত্যানন্দের গণভুক্ত কথিত হইয়াছেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর ছিলেন।

হলাউদাচার্য্য আর বল্লভ আচার্য্য ।
সনাতন নাম রাজপণ্ডিতের বর্য্য ॥
পুরন্দরাচার্য্য আর মিশ্র কাশীনাথ ।
শ্রী ... ... র্য্য সেবানন্দ তার সাথ ॥
শিবানন্দ শেন বৈদ্য বনমালিদাস ।
মুরারি চৈতন্য দাস তথাই প্রকাশ ॥
... ... জন্ম চাকদাতে
তথাই গোবিন্দ ঘোষ ভাইর সহিতে ॥ ১০
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন ।
... ... ভাই চারিজন[৭] ॥
পানিহাটী জনম লভিলা পুরন্দর ।
রাঘব পণ্ডিত আর মিশ্র কাশীশ্বর ॥
... ... ডালিযা ।
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বলিযা ॥
দ্রাবিড়ে গোপালভট্ট রাঘব গোসাঞি ।
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই ॥
আকাই হাটেতে বড় কৃষ্ণদাস নাম ।
কৃষ্ণদাস বিহবয়ে বড়গাছি ধাম[৮] ॥ ১৫
মামদাবাদেতে জন্ম কালিযা কৃষ্ণদাস ।
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ ॥
জন্মিলা সুবুদ্ধি খান গুপ্তপাড়া যেতে ।
অনন্তাচার্য্য গোবিন্দাচার্য্য রঘুনাথ তাথে ॥
কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর ।
তুলসী মিশ্র হো তমলুকে পরচার ॥

৭। নরহরির নিত্যলীলামৃতে—"জয় শ্রীবাসীর চাকন্দা গ্রামে প্রচার।
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ ভ্রাতা যার ॥"

৮। নরহরির ভক্তিরত্নাকরে—"বড়গাছি গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তার স্নেহো ভাগ্যবান্ ॥"

(গৌরীদ)াস পণ্ডিত জন্মিলা আম্বুযায।
শ্রীভাগবতাচার্য্য পরমানন্দ তায় ॥
নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস।
বুদ্ধিমন্ত (খা)ন পানিলাএ পরকাশ ॥ ২০
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস।
তথাই হইল এহো দুহে পরকাস ॥
(শু)ক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কুমারহট্টেতে।
সঞ্জয় পণ্ডিত আর শ্রীমান হো তাহাতে ॥
উৎকলে জন্মিলা উড্যা বলরাম দাস।
... নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ ॥
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর।
মাধব নায়ক পট্ট তথাই প্রচার ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥২৫

[৩]

সাবধান হৈঞা লোক সুনিবে সর্ব্বথা।
চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম পারিষদজন্মকথা ॥

সুহই রাগ।

সুন সুন সুজন ভাই গৌরাঙ্গ চান্দের কথা।
সঙ্গে সব লঞা আইলা নদিয়ায় জেই ॥ ধ্রু ॥
আকলায় গরুড় আচার্য্য সভে কহে।
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিতে হো তাহে ॥
শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধরণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥
বুড়নেতে জনমিলা শারঙ্গ ঠাকুর।
উদাসীন ভাবে জার মহিমা প্রচুর। ৫
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম কুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর।
তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাঁচিসালি।
তথাই শ্রীকর পণ্ডিতেরে বলি ॥
তথাই কংশারি সেন বল্লভ হোঁসেন।
এ পাঁচেব জন্মস্থলি তথাই কহেন ॥
শ্রীখণ্ডে জন্ম শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ।
কৃষ্ণের বর্ণন বিনু নাহি আব কাজ ॥ ১০
তবে ত গোকুলানন্দ বলবাম দাস।
এ দুহে হইল ঘোড়াঘাটে পরকাস ॥
জস (ড় ?) ন গ্রামে জন্ম বায় চক্রবর্ত্তি।
বেতাউ হইলা মনে যাতু উৎপতি ॥
রামানন্দ বসু জন্ম কুলীন গ্রামেতে।
তথাই গোপদল পবশু একা[৯] সাথে ॥
রামচন্দ্র পুবি আর পুবি দামোদর।
পবমানন্দ পুবি আর পুবি হো ঈশ্বব ॥
সুখানন্দ পুবি আব ব্রহ্মানন্দ পুরি।
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুবি নাম ধরি ॥ ১৫
কৃষ্ণানন্দ পুরি আর পুরি বঘুনাথ।
বিশ্বেশ্বর পুবি আব রাঘব বিখ্যাত ॥
পুরুষোত্তম পুবি আর পুবি হো অনন্ত।
হবিহবানন্দ পুরি সর্ব্বগুণবন্ত ॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী উপেন্দ্র আশ্রম।
শুদ্ধ সরস্বতী নাম তিন এক সম ॥
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী।
শ্রীরাম তীর্থ আব কেশব ভারতী ॥
সত্যানন্দ ভারতী হো তীর্থ জগন্নাথ।
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তাব সাথ ॥ ২০

৯। একা—এক।

গরুড় পরমানন্দ অবধূত নাম।
প্রভু পারিষদ্ সব সন্ন্যাস আশ্রম॥
জন্ম উদাসীন সভে সভেই সন্ন্যাসী।
একত্র মিলিলা সভে কেহো কোন দেশী॥
ইহা সভাকার জন্ম নির্ণয় তাহার।
এতেকে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ॥ ২৪

[৪]

অপার মহিমা প্রভু শচীর কুমার।
পতিত তারিতে ক্ষিতিতলে অবতার॥ ধ্রু॥
প্রভু পারিষদ সব জন্মিলা ভারতে।
কেহো তাহে ম্লেচ্ছ দেশে পাণ্ডববর্জ্জিতে॥
তাহার কারণ সভে শুন মন দিয়া।
পতিত তারিতে সভে জন্মিলা আসিয়া॥
জানি অবতার এই পতিতপাবন।
কুদেশে জন্মায়ে কেহো তাহার কারণ॥
সেই সব দেশ ধন্য করিবার তরে।
সে সব দেশেতে আর জত দেহ ধরে॥ ৫
নির্ণয় করিয়া ইহা কহে শাস্ত্রে সব।
ম্লেচ্ছ-দেশে তেহো[১০] করে থাকেন বৈষ্ণব॥
তিতিন[১১] যোজন তার বিষ্ণুক্ষেত্র জান।
বরাহপুরাণ হয় ইহার প্রমাণ॥
ধরণীরে কহিলেন বরাহ আপনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে জে জন না মানে॥
বৈষ্ণব জে দেশে রহে সেই দেশ পুণ্যবান্।
ভাগবতে কহে পুন ইহার প্রমাণ॥

সপ্তম স্কন্ধেতে কহে নারদ আপনে।
পৃথক্ স্থান প্রসঙ্গেতে অভীষ্টের স্থানে ॥ ১০
বৈষ্ণব আশ্রয় যদি হএ ম্লেচ্ছ দেশে।
গঙ্গা আদি সর্ব্বতীর্থ তাহাতেই বৈসে ॥
আদিপুরাণে আছে ইহার প্রমাণ।
অর্জ্জুনেরে আপনে কহিলা ভগবান্ ॥
সেই সব দেশ জানি সভার পূজিত।
যেই দেশে হয় এক বৈষ্ণব আশ্রিত ॥
ভাগবতে আছে পুন ইহার প্রমাণ।
একাদশে উদ্ধবে কহিলা ভগবান্ ॥
শুভদেশে তেহো যদি না থাকে বৈষ্ণব।
কদাচিৎ সেব্য সেহ নহে কোন সব ॥ ১৫
একথা অন্যথা কভু না জানিবে পাছে।
ভাগবতে দশমস্কন্ধেতে স্ফুট আছে ॥
জানিবে যে সেই দেশে পতিত বলিঞা।
না রহে বৈষ্ণব জাহে আলয় করিয়া ॥
আদিপুরাণে কৃষ্ণ কহিল অর্জ্জুনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে যেই নাহি মানে ॥
এই হেতু ম্লেচ্ছদেশে জন্ম কারো কারো।
পুস্তক আজ্ঞা অবতার ধন্য করিবার ॥
উৎকলে মথুরা গোকুল অযোধ্যা ছাড়িয়া।
পুরুষে জন্মিলা প্রভু ইহার লাগিয়া ॥ ২০
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥ ২১

ইতি শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থাননিরূপণ সমাপ্ত ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপারিষদায় নমঃ ॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

১০। তেহো—তেঁহোঁ, সেহ। ১১। তিতিন—তিনত্রিকে ৯

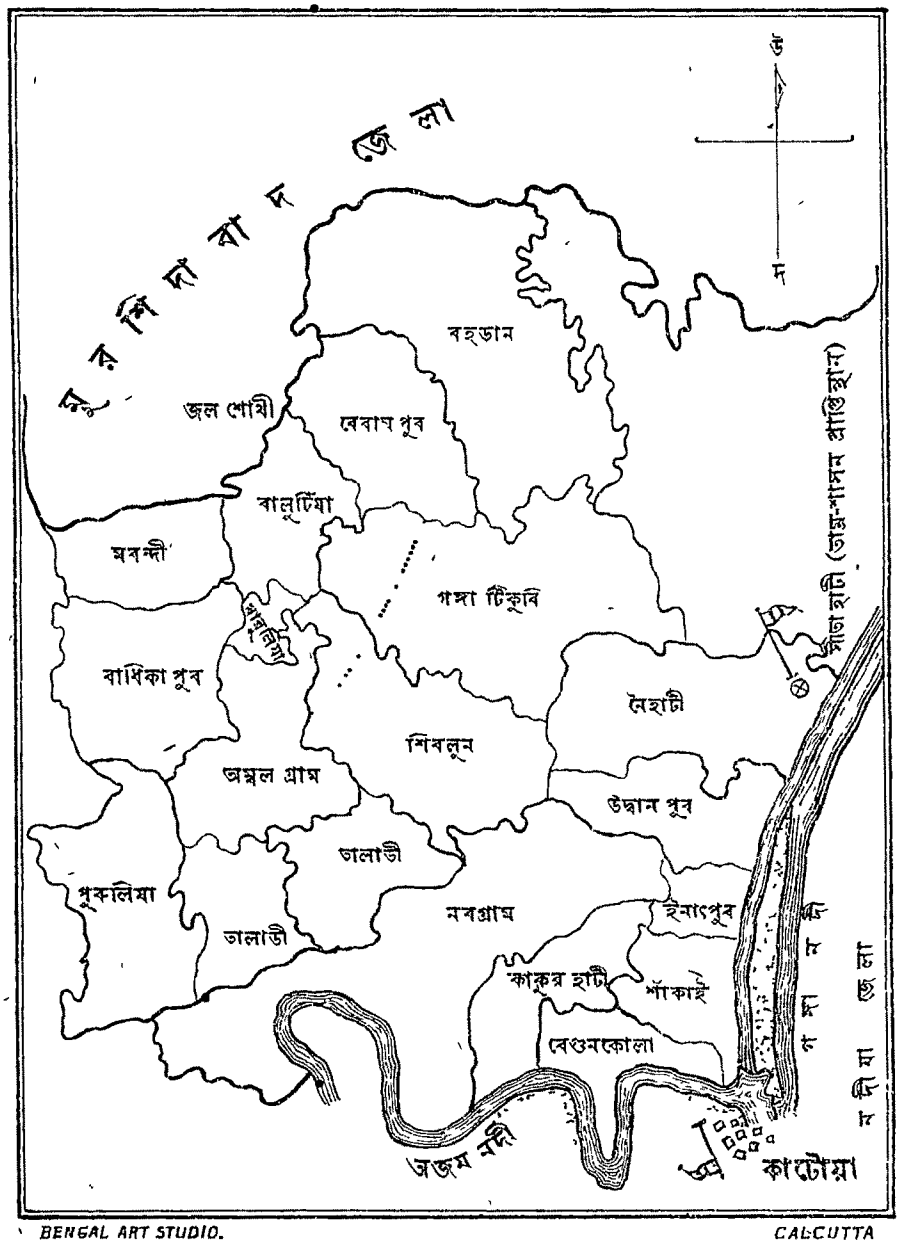

BENGAL ART STUDIO. CALCUTTA

নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন

সীতাহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটী রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটী ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটী কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটীর নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে গত শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাম্রশাসনখানা বাহির হয়। মজুরেরা প্রথমে উহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিল এবং ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবুকে প্রথমতঃ উহার প্রাপ্তি সংবাদ দেয় নাই। ক্রমে উহা বৈদ্যনাথ বাবুর কর্ণগোচর হয়। তিনি মজুরদিগকে পীড়াপীড়ি করায় তাহারা তাম্রশাসনখানা তাঁহাকে আনিয়া দেয়। কাঁটোয়ায় জনরব যে তাম্রশাসনের সহিত অন্যূন একমণ রৌপ্য ও কয়েক কলস টাকাও বৈদ্যনাথ বাবুর হস্তগত হইয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসন প্রাপ্তি-সংবাদ প্রথমে কাহাকেও দেন নাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, রৌপ্য ও মুদ্রাপ্রাপ্তির জনরব অমূলক।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে তাম্রশাসন-প্রাপ্তির অত্যুক্তিপূর্ণ বিবরণ বাহির হয়। এক প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সংবাদ ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশিত হয়। সীতাহাটী কাঁটোয়া হইতে ছয় মাইল মাত্র ব্যবধান। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিবরণ পাঠ করিয়া, আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ সীতাহাটী গমন করেন এবং বৈদ্যনাথবাবুর নিকট হইতে তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিঃবাবু তাম্রশাসন খানা আমাকে দেখিতে দেন। উহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে যখন স্থানীয় মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহনলাল গোস্বামী ও আমি নিযুক্ত ছিলাম, তখন গবর্মেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট "ট্রেজার ট্রোভ" আইনানুসারে তাম্রশাসনখানা দাবী করিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকেই দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট দাবী করায় আমি উহা হস্তচ্যুত করিতে সমর্থ হই নাই এবং সাহিত্য-পরিষৎকেও উহা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা সাহিত্য-পরিষৎকেই প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁহার প্রীতি সূচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি সাহিত্য-পরিষদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুও সাহিত্য-পরিষদের জন্য তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া, সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা তাঁহারও প্রাপ্য।

নৈহাটী ও সীতাহাটী পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম। তাম্রশাসনখানা নৈহাটী গ্রামের সীমানার মধ্যেই বাহির হয়। নৈহাটীতে পূর্ব্বে "নই" নামক এক রাজা ছিলেন বলিয়া এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে। তাম্রশাসনাবিষ্কারের সংবাদ যখন প্রথম বাহির হয় এবং শতমুখী জনরব তৎসহ প্রভূত ধনরত্নাবিষ্কারের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিতে থাকে, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন

"নই" বাজার গুপ্ত ধনাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে "নই" বাজার ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল, "নই" বাজার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে, সেনবংশীয় মহারাজ বল্লালসেনের জননী শ্রীমতী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণকালে গঙ্গাতীরে হেমাশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণা-স্বরূপে মহারাজ বল্লালসেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ওরাসুদেবশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তরবাঢ়মণ্ডলস্থিত "বাল্লহিট্টা" গ্রাম দান করেন। তাম্রশাসনখানি উক্ত দানের নিদর্শন। তাম্র-শাসনোক্ত ওরাসুদেবশর্ম্মার বংশধর কেহ নৈহাটী অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে নাই।

তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত বলিয়া বৈদ্যনাথবাবুর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কল্যাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি তামার বাটী ও কয়েক খণ্ড টিন আমাকে প্রদান করেন। টিন কয়েকখানি যে নিতান্ত আধুনিক তাহাতে সন্দেহ নাই—কেন না তাহাতে কয়েকটি ইংরেজী অক্ষর উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তামার বাটীও বেশী পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে তাম্রশাসনখানা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে পূর্ব্বে একটী নীলের কুঠী ছিল। বোধ হয় টীন কয়েকখানা নীলের কুঠীর সময় মৃত্তিকানিম্নে পড়িয়াছিল। তাম্রশাসন, তামার বাটী ও টীন কয়েকখণ্ড "আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টে" প্রেরিত হইয়াছে।

সীতাহাটী, নৈহাটী ও তাম্রশাসনোল্লিখিত নদী ও গ্রামগুলির ভৌগোলিক বিবরণ।

সীতাহাটী ও নৈহাটি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কাঁটোয়া হইতে গ্রামদ্বয়ের দূরত্ব ছয় মাইল। তাম্রশাসন নৈহাটী গ্রামের সীমানার মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সীতাহাটী হইতে ন্যূনাধিক তিনক্রোশ পশ্চিমে বীরভূম-কাঁটোয়া রাস্তার উত্তরে বালুটীয়া গ্রাম অবস্থিত। বালুটিয়াই তাম্রশাসনোক্ত "বাল্লহিট্টা"। বালুটিয়া বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমার এলাকা। বর্ত্তমানে বালুটিয়ার চতুর্দ্দিকে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি আছে—

উত্তর—মুর্শিদাবাদ জেলার "জলশোথী" গ্রাম।

পূর্ব্ব—বিরামপুর-গ্রাম।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব—গঙ্গাটিকুরি গ্রাম।

দক্ষিণ—খাঁড়ুলিয়া ও শিবলুন গ্রাম।

দক্ষিণ-পশ্চিম—বাধিকাপুর গ্রাম।

পশ্চিম—মুকুন্দী গ্রাম।

বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে একটি খাল (স্থানীয় নাম কাঁন্দর) খাঁড়ুলিয়া ও গঙ্গাটিকুরির

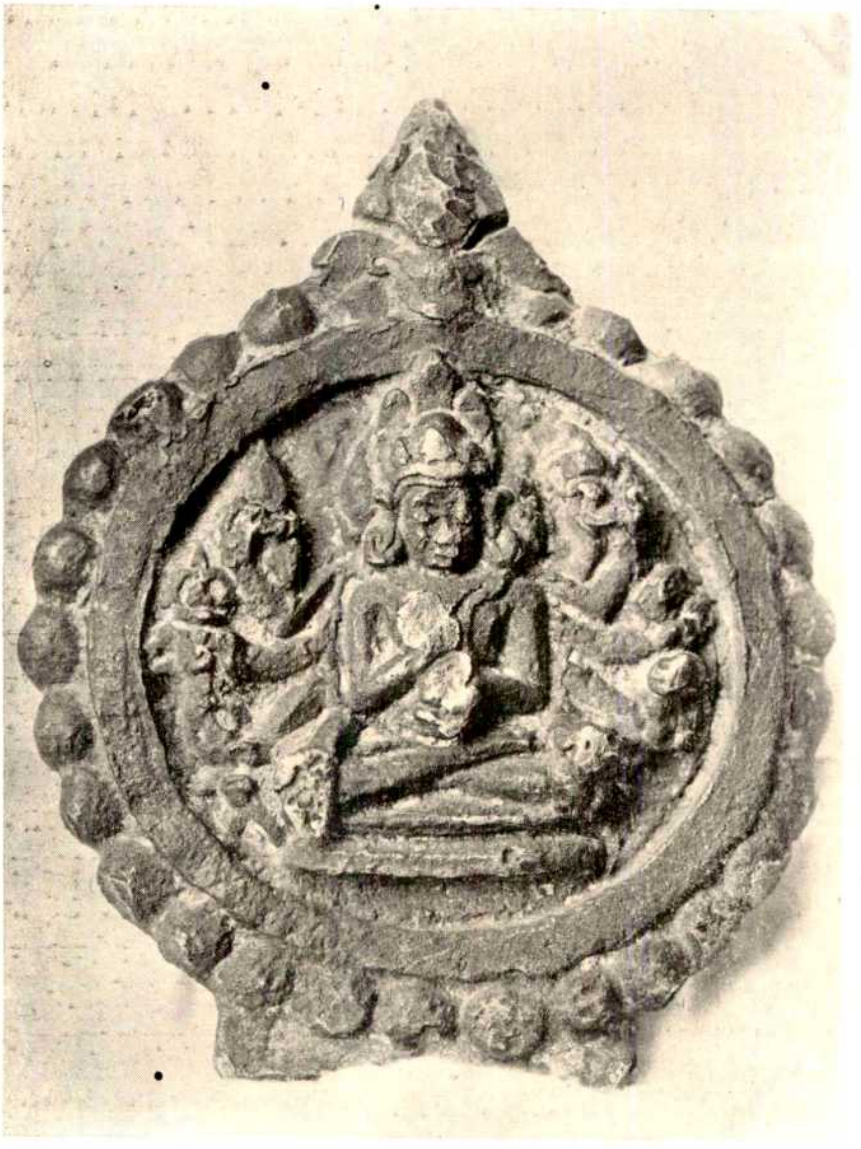

বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের উপরিস্থ সদাশিব মূর্ত্তির রাজমুদ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ঐ খাল গঙ্গাটিকুরীর ভিতর ও বালুটিয়ার পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত ছিল।

তাম্রশাসনে "বাল্লহিট্টা" গ্রামের নিম্নরূপ সীমানা নির্দ্দেশ আছে। বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়ামণ্ডলে—

উত্তরে—১। কুড়ুম্বমা গ্রামের দক্ষিণ সীমা-আলি

২। কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমাভিমুখী সীমা-আলি

৩। আউহা গড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথ

৪। আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমাভিমুখী সুরকোণা গড্ডিয়ার উত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালি।

পূর্ব্ব—সিঙ্গটীয়া নদী, তৎপূর্ব্বে অম্বয়িল্লা

দক্ষিণপূর্ব্ব—সিঙ্গটীয়া নদী তাহার দক্ষিণে নাড়ীচা।

দক্ষিণ—সিঙ্গটীয়া নদী, তাহার দক্ষিণে খাওয়িল্লা।

পশ্চিম—১। 'নাড্ডিনা'র-পূর্ব্বসীমালি

২। জলশোথী গ্রামের পূর্ব্বস্থ গোপথের অর্দ্ধ

৩। মোলাড়ন্দী গ্রামের পূর্ব্বস্থ সিঙ্গটিয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত গোপথের অর্দ্ধ।

উপরোক্ত চতুঃসীমার মধ্যে যে সমস্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে "সিঙ্গটীয়া", নদীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামধেয় কোনও নদী বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে যে খাল অথবা কাঁদড় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান নাম "জেয়োতরী" এবং বীরভূম জেলার "সিঁয়ান" নামক স্থানে ইহার উৎপত্তি বলিয়া অবগত হইয়াছি। "সিঁয়ান" ও "জেয়োতরী" এই দুই নামের সমবায়োৎপন্ন শব্দের সহিত 'সিঙ্গটিয়া' শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এই খালটীই পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ছিল এবং সিঙ্গটিয়া নামে পরিচিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি, খালটি পূর্ব্বে গঙ্গাটিকুরীর পূর্ব্বাংশে প্রবাহিত ছিল। তাম্রশাসনে বালুটীয়ার দক্ষিণ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সিঙ্গটিয়া নদীর উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত খালটীই পূর্ব্বে সিঙ্গটিয়া নদী ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গঙ্গাটিকুরীর আয়তন বর্ত্তমান অপেক্ষা খুব কম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গঙ্গাটিকুরীর অর্দ্ধেকেরও বেশী তখন অন্য মৌজার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তাম্রশাসনে বালুটীয়ার উত্তর সীমার "আউহা গড্ডিয়া" ও "সুরকুণা গড্ডিয়া" এই দুই নাম উল্লিখিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় পুষ্করিণীকে "গড়ে" অথবা "গড়িয়া" বলে। "গড্ডিয়া" শব্দ যদি এই "গড়ে" শব্দের সংস্কৃতরূপ হয়—তাহা হইলে "আউহাগড্ডিয়া" ও "সুরকোণা গড্ডিয়া" শব্দদুইটী, দুইটী পুষ্করিণীর নাম বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ "এয়োগড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীকেই সংস্কৃতে "আউহাগড্ডিয়া" করা হইয়াছে। কিন্তু 'এয়োগড়ে' অথবা

"সুরকোণা গড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উত্তর সীমাস্থ "কুড়ুম্বমা" গ্রামেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাম্রশাসনোক্ত নামসমূহের মধ্যে (১) খাণ্ডয়িল্লা (২) নাড়ীচা (৩) অম্বয়িল্লা (৪) নাড্ডীনা (৫) জলশোথী ও (৬) মোলাবন্দী "শাসন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় এই সমস্ত নামধেয় গ্রামগুলি তাম্রশাসনীকৃত হইয়া বিশেষ বিশেষ লোককে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাড়ীচা ও নাড্ডীনা নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জলশোথী নামক গ্রাম বর্ত্তমান "বালুটিয়ার" উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান আছে। "খাণ্ডয়িল্লা" সম্ভবতঃ আধুনিক খাঁড়ুলিয়া এবং "মোলাড়ন্দী" বর্ত্তমান "মুকুন্দী"। খাঁড়ুলিয়া বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং বালুটিয়া ও ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাঁদড়টী প্রবহমান। সুতরাং দক্ষিণদিকে তাম্রশাসনের সময়ের সীমানার সহিত বর্ত্তমান সীমানার মিল আছে, বলিতে হইবে। আধুনিক রাধিকাপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশ পূর্ব্বে খাঁড়ুলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনুমান হয়।

"অম্বলগ্রাম" নামধেয় গ্রাম বর্ত্তমান খাঁড়ুলিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বিদ্যমান আছে। "শিবলুন" গ্রাম বালুটিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণে কাঁদড় পারে অবস্থিত। অম্বলগ্রাম শিবলুনের সংলগ্ন ও তাহার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান হয়, শিবলুনের যে অংশ বর্ত্তমানে কাঁদড়ের সংলগ্ন তাহা পূর্ব্বে অম্বলগ্রামের সীমানার অন্তর্গত ছিল। গঙ্গাটিকুরির পশ্চিমাংশও অম্বলগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়, এতৎসংলগ্ন মানচিত্রে শিবলুন ও গঙ্গাটিকুরীর যে অংশ লাল রঙ্গের রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাকে অম্বল গ্রামের অন্তর্গত ধরিলে ও তাহার পশ্চিমে সিঙ্গটিয়া নদী প্রবাহিত ছিল অনুমান করিলে তাম্রশাসনোক্ত পূর্ব্বসীমানা ঠিক হয়।

তাম্রশাসনে কয়েকটী গোপথের উল্লেখ আছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে গোপথ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সন্ধান পাইবার আশা, দুরাশামাত্র। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রাম যে নামে অভিহিত হইত, বর্ত্তমানে তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। বালুটিয়া গ্রামের সীমানাস্থিত গ্রামগুলির নামেরও যে প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম ও অজয় নদের উত্তরে যে ভূভাগ অবস্থিত তাহা পূর্ব্বে উত্তর রাঢ় অথবা উত্তর-রাঢ়া নামে অভিহিত ছিল। তাম্রশাসনে "বর্দ্ধমান" নামের উল্লেখ আছে।

তাম্রশাসনের পাঠ

প্রথম পৃষ্ঠা

১। ওঁ নমঃ শিবায়॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সম্বিধান-বিলসন্নান্দী-
নিনাদোর্ম্মিভি-র্নির্ম্মর্য্যাদর-

২। সান্নর্বো দিশতু বঃ শ্রেয়োহর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহার-
বলনৈরর্দ্ধে চ ভীমো-

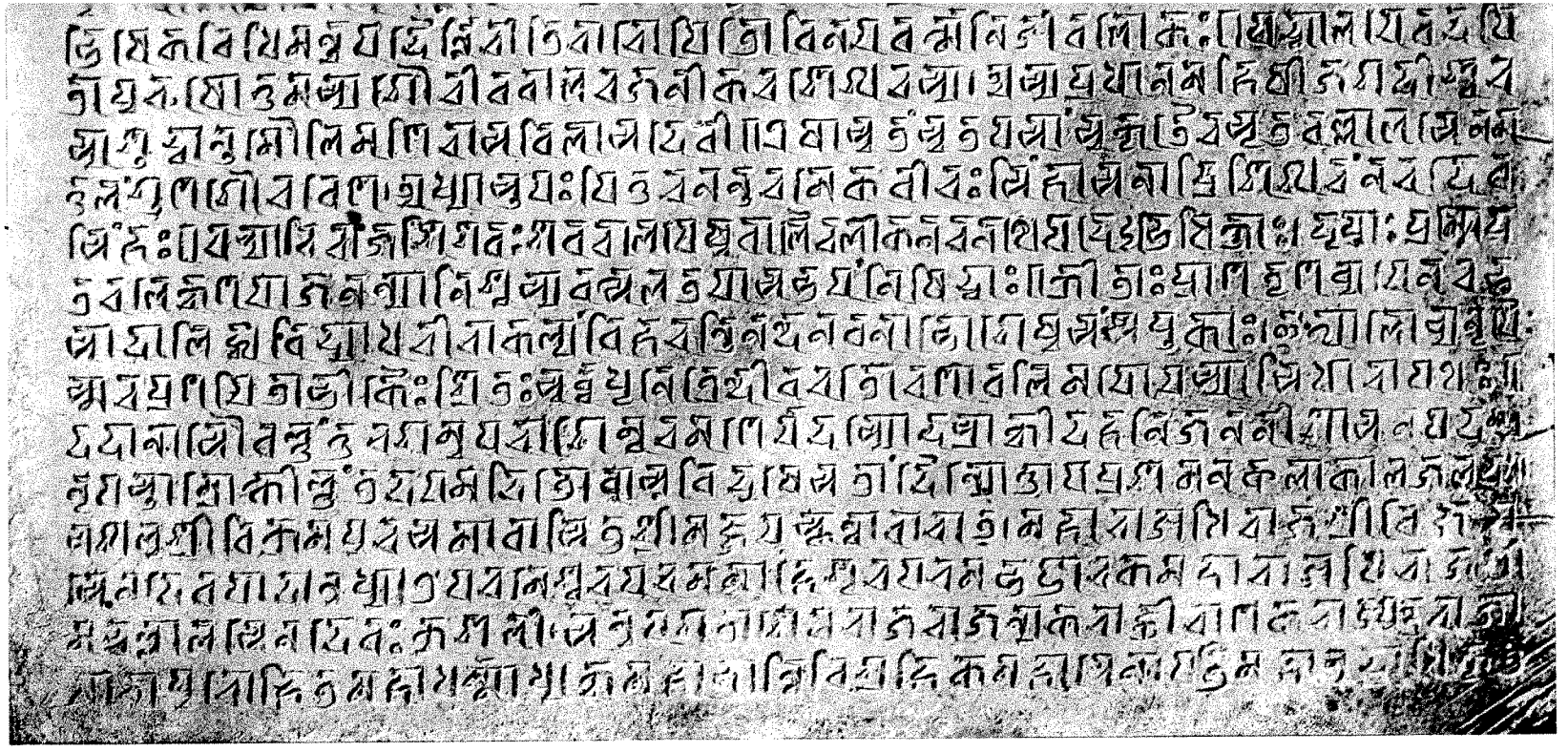

বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সম্মুখের পৃষ্ঠা।

বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

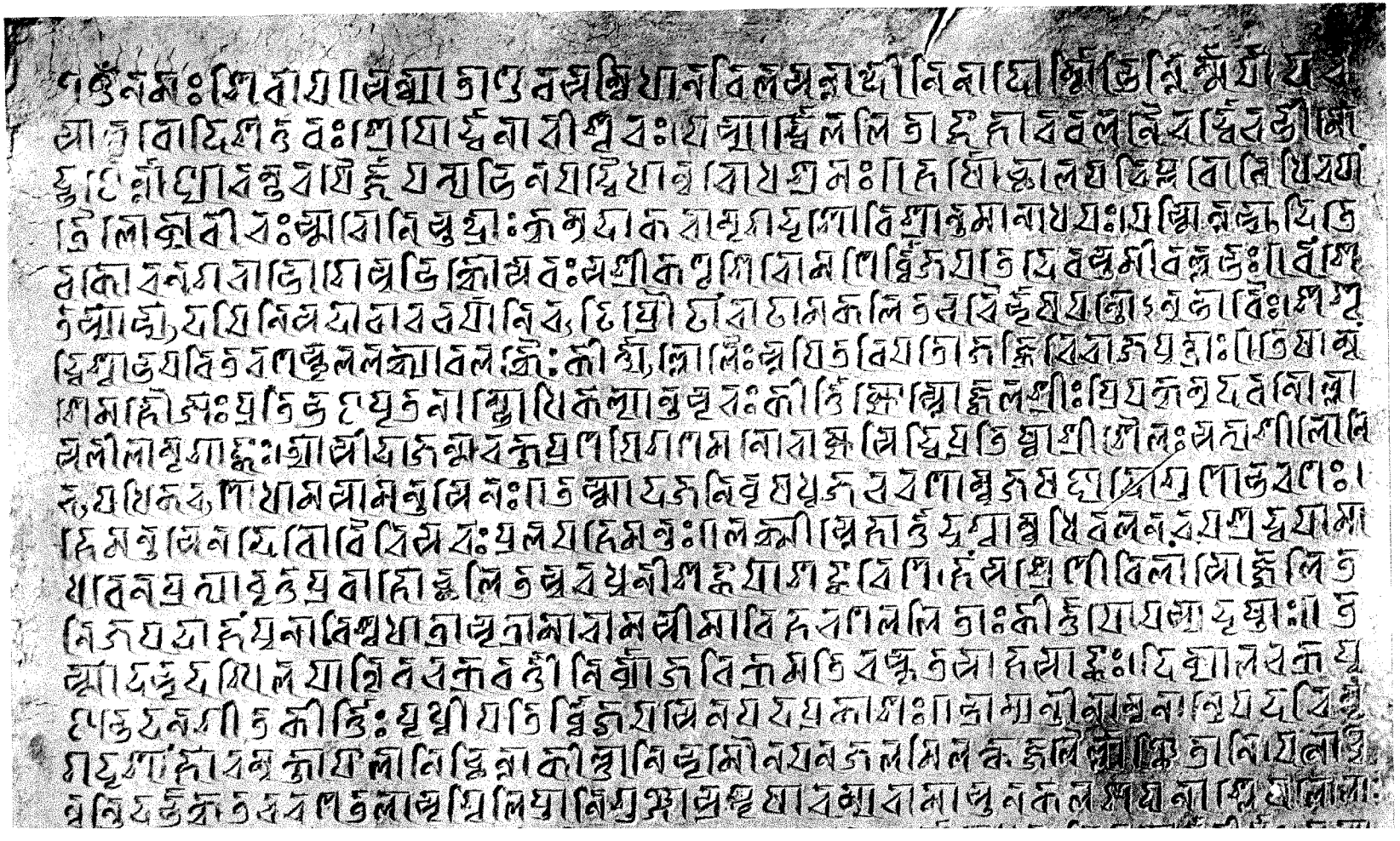

৩। দ্রুটৈ র্নাট্যারম্ভ-রয়ৈর্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥ হর্ষোচ্ছালপ-
রিপ্লবো নিধিরপাং
৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো-
বিশ্রান্তমানাধয়ঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে
৫। চকোর-নগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ সশ্রীকণ্ঠশিরোমণি র্বিজয়তে
দেবস্তমী বল্লভঃ ॥ বংশে
৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ
র্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ। শশ্ব
৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যা বলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো
জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥ তেষাম্বং
৮। শে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা-
৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি-
১০। রুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥ তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্‌পদো গুণাভরণঃ।
১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ-প্রলয়হেমন্তঃ ॥ লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত-
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়-শ্রদ্ধয়া মা-
১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিত-সুরধুণীশঙ্কয়া শঙ্করেণ। হংসশ্রেণী-
-বিলাসোজ্জ্বলিত-
১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সূত্রামারামসীমাবিহরণললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ ॥ ত-
১৪। স্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপু-
১৫। ট-ভেদন-গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্ব্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ ॥ ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-
নান্তে যদরি-মৃ-
১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি চ্ছিন্নাকীর্ণানিভূমৌ নয়নজলমিলৎ-কজ্জলৈ
র্লাঞ্ছিতানি। যত্নাচ্চি-
১৭। ন্বন্তি দর্ভক্ষতচরণতলাস্থ্যিলিপ্তানি গুপ্তা-স্রগ্‌ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশঘনা-শ্লেষলোলা-

১৮। পুলিন্দাঃ ॥ প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজা বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ
কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ। অস্যা-
১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ন্নিরীতি রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥
পদ্মালয়েব দয়ি-
২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল-রজনীকরশেখরস্য। অস্য
প্রধানমহিষী জগদীশ্বর-
২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাসদেবী ॥ এষা সুতং সুতপসাং
সুকৃতৈরসূত বল্লালসেনম-
২২। -তুলং গুণগৌরবেণ। অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রি-
শিখরং নরদেব-
২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীক নরনাথ
পদেঽভিষিক্তাঃ। দৃষ্টাঃ প্রমোদ-
২৪। -তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ। ক্রীতাঃ
প্রাণতৃণব্যয়েন রভ-
২৫। -সাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী-রাকল্পং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু সংসপ্তকাঃ।
ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ
২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীকৈঃ শ্রিতঃ সর্ব্বধনেত্রেন্দীবরতোরণাবলিময়ো
যস্যাসি-ধারাপথঃ ॥
২৭। দদানা সৌবর্ণং তুরগমুপরাগেশ্বর মণের্যদস্যোদস্রাক্ষীদহনি জননী
শাসনপদম্।
২৮। নৃপস্যাম্রোৎকীর্ণং তদয়মদিতো বাসুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপপ্রশমন
-ফলাকালজলদঃ ॥
২৯। সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।
মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়-
৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরমভট্টারক
মহারাজাধিরাজ শ্রী-
৩১। মদ্বল্লালসেন দেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-
রাণকরাজপুত্ররাজা-
৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-
মহামুদ্রাধিকৃত-

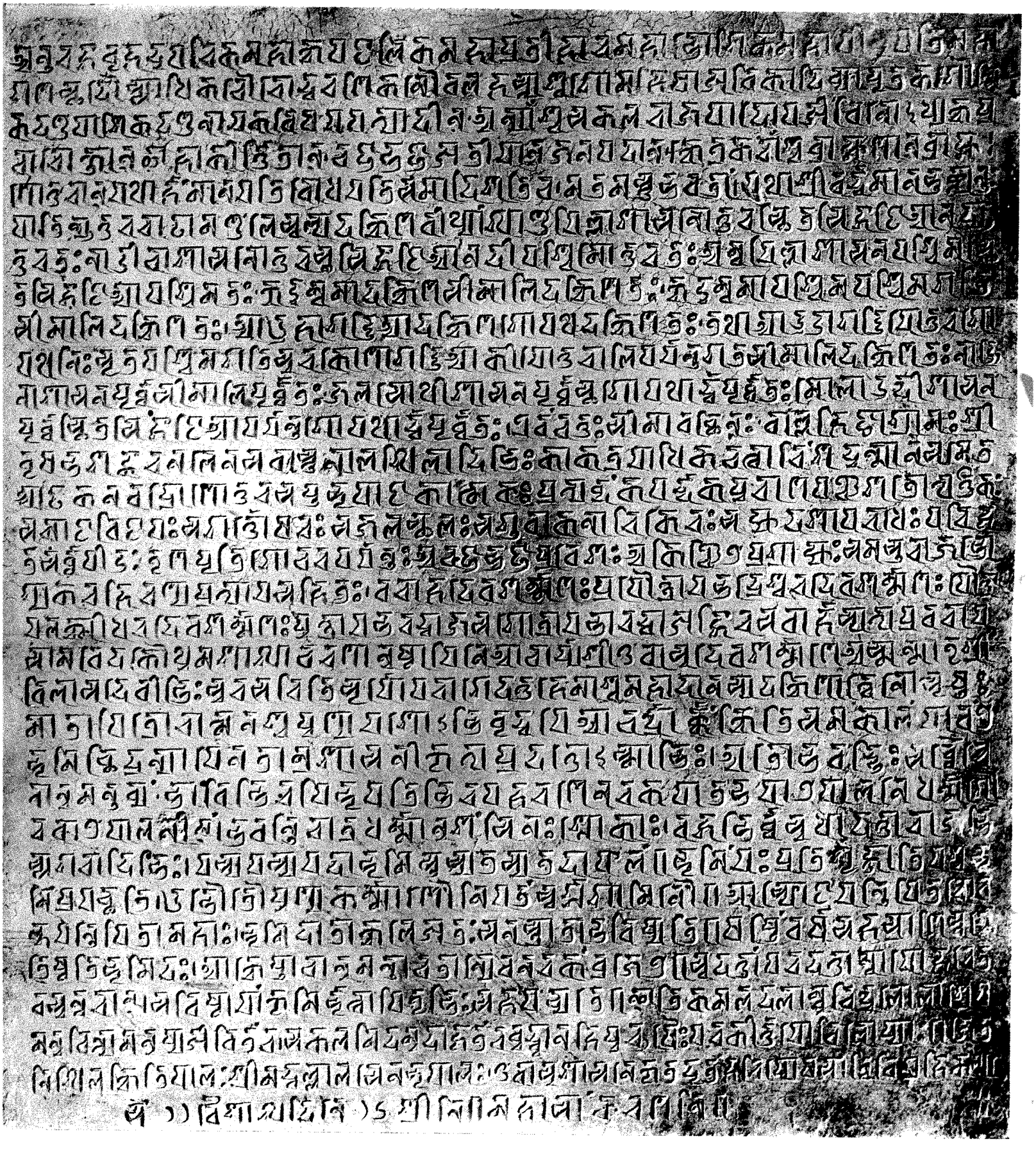

বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের পশ্চাতের পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

২য় পৃষ্ঠা।

১। অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক
মহাপীলুপতি মহা
২। গণস্থদৌস্সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষা-জীবিকাদি
-ব্যাপৃতক গৌল্মি-
৩। ক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজ
-পাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্র
৪। চারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্। চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্ জনপদান্
ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্ম
৫। ণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং।
যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃ
৬। -পাতিন্যুত্তর-বাচামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ-বীথ্যাং খাণ্ডয়িল্লা-শাসনোত্তরস্থিত
সিঙ্গটিআ-নদ্যা
৭। -ত্তরতঃ নাড়ীচা-শাসনোত্তরস্থ সিঙ্গটিআ-নদী পশ্চিমোত্তরতঃ অম্বযিল্লা-
শাসন-পশ্চিমস্থি-
৮। -ত সিঙ্গটিআ পশ্চিমতঃ কুড়ুম্বমা দক্ষিণ-সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ুম্বমা
পশ্চিম পশ্চিমগড্ডি
৯। সীমালি দক্ষিণতঃ। আউহাগড্ডিআ দক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ।
তথা আউহাগড্ডিযোত্তর গো-
১০। -পথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি সুবকোনা গড্ডিআকীয়োত্তরালি পর্য্যন্ত গত
সীমালি দক্ষিণতঃ
১১। নাড্ডিনাশাসন পূর্ব্বসীমালি পূর্ব্বতঃ জলসোথীশাসন পূর্ব্বস্থ-গোপথার্দ্ধ-
পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী শাসন-
১২। পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিআ পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ। এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ
বাল্লভিট্টাগ্রামঃ শ্রী-
১৩। বৃষভশঙ্কর-নলীন সরাস্ত নালখিলাদিভিঃ কাকত্রযাধিক চত্বারিংশ-
দুন্মান-সমেত-
১৪। আঢ়ক-নবদ্রোণোত্তর-সপ্তভূপাটকাত্মকঃ প্রত্যব্দং কপর্দ্দক-পুরাণ-
পঞ্চশতোৎপত্তিকঃ

১৫। সসাটবিটপঃ সগর্ত্তোষবঃ সজলস্থলঃ সগুবাকনাবিকেবঃ সহদশাপরাধঃ পবিহৃ-
১৬। -তসর্ব্বপীড়ঃ তৃণপূতিগোচবপর্য্যন্তঃ অচট্ট-ভট্ট-প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ-
প্রগ্রাহ্যঃ সমস্ত বাজভো-
১৭। -গ্যকর-হিবণ্য-প্রত্যায়-সহিতঃ। ববাহ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়
ভদ্রেশ্বব দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রা-
১৮। য লক্ষ্মীধব দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায ভরদ্বাজ সগোত্রায
ভাবদ্বাজাঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রববায়
১৯। সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য শ্রীওবাসুদেব শর্ম্মণে
অস্মন্মাতৃ শ্রী
২০। -বিলাসদেবীভিঃ সুবসবিতি সুর্য্যোপবাগে দত্তহেমাশ্ব-
মহাদানস্য দক্ষিণাত্বেনোৎসৃষ্টঃ
২১। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্ক্কং ক্ষিতি
-সমকালং যাবৎ
২২। ভূমিচ্ছিদ্রন্যাযেন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো
ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈঃ বে-
২৩। বানুমন্তব্যং ভাবিভিবপি ভূপতিভিবপহবণে নবকপাতভযাৎ
পালনে ধর্ম্মগৌ
২৪। -ববাৎ পালনীযং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।
বহুভির্বসুধাদত্তা বাজভি
২৫। সুসগবাদিভিঃ। যস্য যস্য যদাভূমি স্তস্য তস্য তদাফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূ-
২৬। -মিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিযতং স্বর্গগামিনৌ॥
আস্ফোটযন্তি পিতরো ব-
২৭। -র্ষন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদাতা কুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে
২৮। তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নবকং ব্রজেৎ॥
স্বদত্তাং পবদত্তাম্বা যো হবেত
২৯। বসুন্ধারাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি
কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়

৩০। মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতংচ। সকলমিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ
পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ জিত-

৩১। নিখিলক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপালঃ। ও অনুশাসনে কৃত দূতং
হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকম্।

৩২। সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রী-নি ॥ মহাসাং করণ নি ॥

অনুবাদ।

১। ওঁ নমঃ শিবায়। সন্ধ্যাকালীন নৃত্যকার্য্যে ভেরীনিনাদতরঙ্গদ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন ॥

২। যাঁহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে ললিতঅঙ্গহারবলন দ্বারা (অঙ্গহারঃ=অঙ্গানাং স্থানাৎ স্থানান্তরনয়নম্, অঙ্গবিক্ষেপঃ ইত্যর্থঃ ॥ বলনং=ঘূর্ণনম্), এবং পুরুষাকার অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নৃত্যবেগদ্বারা দ্বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হইতেছে ॥

৩। যিনি অভ্যুদিত হইলে উল্লসিত জলনিধি বারিবিপ্লব উচ্চতায় শালবৃক্ষ অতিক্রম করে, কামদেব ত্রৈলোক্যে একমাত্র বীর বলিয়া পরিগণিত হন, প্রস্ফুটিত কুমুদাকর জলাশয়সমূহ অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, মৃগনয়না মানিনীগণের মানরূপ আধি বিশ্রান্তি লাভ করে,—

৪। এবং (যিনি অভ্যুদিত হইলে) সমগ্র চকোরনগরে সুভিক্ষোৎসব হয়, সেই শ্রীকণ্ঠ শিরোমণি রজনীবল্লভ চন্দ্রদেব জয়যুক্ত হউন।

৫।৬। সেই চন্দ্রদেবের সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতিতে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাবদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য সকলকে অভয় বিতরণ দ্বারা সুলক্ষ্য হইয়া, বিমল-(ধবল) কীর্ত্তি-তরঙ্গ-দ্বারা আকাশমণ্ডলকে স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন (আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন)।

৭।৮। তাঁহাদের বংশে মহাবলশালী, শত্রুসৈন্য-সমুদ্রের কল্পান্ত সূর্য্যস্বরূপ, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা সমুজ্জ্বলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কসদৃশ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত-সুহৃদ্-বর্গের মনোরাজ্যে হিমাচলের ন্যায় অচল-প্রতিষ্ঠ, সত্যশীল, অকপট করুণাধার সামন্তসেন (নামে রাজা) ছিলেন।

৯। তাঁহা হইতে মহাদেবের চরণপদ্মে ভ্রমরবৎ সদালগ্ন, গুণার্ণব, বৈরিসরসীতে প্রলয়-হেমন্তস্বরূপ * হেমন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০।১১। দেবেন্দ্রের উপবন সীমাপর্য্যন্ত-বিহারিণী যাঁহার ললিত কীর্ত্তিপুঞ্জ মাধবের নিকট লক্ষ্মীস্নেহ-পীড়িত দুগ্ধ-সমুদ্রের ঘূর্ণন বেগরূপে, শঙ্করের নিকট প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহ দ্বারা উচ্ছ-

* হেমন্তকালে তড়াগ প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়।

লিত শুভ্রফেণাচ্ছাদিত সুরধুনীরূপে এবং বিশ্বধাতা ব্রহ্মার নিকট শুভ্রহংসশ্রেণী বিলাসোজ্জলিত নিজপদরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

১২।১৩। তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিক্‌পালগণের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।

১৪।১৫। (শত্রুরাজগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহাদিগের পুরী অধিকার করিবার পরে) যাহার (বিজয়সেনের) শত্রুনারীগণের বনান্তে ভ্রমণকালে তাহাদের কণ্ঠহার হইতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জল-চিহ্নিত মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়া ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদের কুশাগ্রক্ষত পদতলসংস্পর্শে তৎক্ষত করিরে বিলিপ্ত হইত। গুঞ্জামাল্যভূষিত বমণীস্তন-কলসের সহিত ঘনালিঙ্গনলিপ্সু পুলিন্দগণ সেই মুক্তাফল গুলি সযত্নে চয়ন করিত।

১৬। রাজা (বিজয়সেন) অবিনয়-শাসন করিবার অভিপ্রায়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তখন তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া অনুমান হইত। তাহার অভিষেক মন্ত্র পঠিত হইবামাত্রই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয়বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৭। পুরুষোত্তমের দয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায়, চন্দ্রচূড়-দয়িতা গৌরীর ন্যায় এই নরপতির প্রধান মহিষী বিলাসদেবী রাজান্তঃপুরের মৌলিমণি স্বরূপ ছিলেন।

১৮। এই রাণী সুতপস্যার পুণ্যফলে গুণগৌরবে অতুল বল্লালসেনকে প্রসব করেন। যে অদ্বিতীয় বীর নরদেব সিংহ পিতার পরে সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করেন।

১৯। (অরিরাজগণ যুদ্ধে হত হইবার পরে) যে বল্লালসেনের অরিরাজগণের শিশুপুত্রগণ (স্বীয় রাজ্যতাড়িত হইয়া) শররালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও, (পুত্রাভিষেকদর্শনে হৃষ্টা অতএব) আনন্দে বিগলিতাশ্রু তাহাদের জননীগণ পুত্রবাৎসল্যহেতু (বল্লালসেনের ক্রোধোদ্দীপনভয়ে) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

২০। রণে অনিবর্ত্তি বীরগণ প্রাণতৃণ ব্যয়দ্বারা ক্রীত বিদ্যাধরীগণকে সরলে আলিঙ্গন করিয়া আকল্প সমগ্র নন্দনবনে বিহার করে, ইহা আলোচনা করিয়া কামকর্ত্তৃক জাতপ্রণয় নির্ভীক নৃপতিগণ যাঁহার (বল্লালসেনের) অসিধারাপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন। যে অসিধারা-পথে স্বর্গবধূগণের নেত্রকমল তোরণরূপে বিরাজিত ছিল।

২১। (এই বল্লালসেনের) জননী অম্বরমণি সূর্য্যের গ্রহণদিনে সুবর্ণনির্ম্মিত অশ্ব দান করিয়া সেই দানকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপে যাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার শাসন-চিহ্ন তাম্রোৎ-কীর্ণ করিয়া সাধুগণের দৈন্যোত্তাপ প্রশমনার্থ অকালজলদস্বরূপ নৃপতি বল্লালসেন পণ্ডিত ওরাস্থকে দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরনগরে সমাবাসিত, পুণ্যবান্, মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেনদেবপাদানুধ্যায়ী, পরমেশ্বর, পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক (তপোধন), মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ বল্লালসেন দেব শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে সমুপাগত যাবতীয় রাজরাজন্যক, বাঁজী বাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক (অশ্ববক্ষক), মহাপীলুপতি (হস্তীপালক), মহাগণস্থ দৌস্সাধিক (দ্বারপাল), চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল, হস্ত্যশ্বগোমহিষাজীবিব্রাদি-ব্যাপৃতক, গৌল্মিক (ঘাটোয়াল), দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি-প্রভৃতি এবং অন্য প্রকার রাজাশ্রিত অধ্যক্ষপ্রচারোক্ত ব্যক্তিগণ এবং ইহাতে অকথিত চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসিগণ ও ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণোত্তর ভোগিগণকে, যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন ও আদেশ করিতেছেন যে (নিম্নলিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলেরই মত হউক।

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া বিভাগে স্বল্প দক্ষিণ রীথিতে—খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটীয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচাশাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটীয়া নদীর পশ্চিমোত্তর অম্বযিল্লা শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ, সীমালির দক্ষিণ, কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগতি সীমালির দক্ষিণ আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ-গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি সুরকোণাগড্ডীয়া-চিহ্নিত উত্তর আলি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, নাড্ডিনা শাসনের পূর্ব্ব সীমালির পূর্ব্ব, জলশোথী শাসনের পূর্ব্বস্থ গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাড়ন্দী শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন "বাল্লহিট্টা" গ্রাম,—"শ্রীবৃষভশঙ্কর সংজ্ঞক" মলের পরিমাণে বাস্তু, নাল, খিলের[১] সহিত কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ উন্মান সমেত আঢক[২] নবদ্রোণোত্তর সপ্তভূপাটক পরিমিত, প্রতিবর্ষে কপর্দ্দক[৩] কার্ষাপণ পঞ্চশতোৎপত্তিক, সাটবিটপের সহিত গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত

১। খিল—অনাবাদী জমী। খিলভূঁই।

২। আঢক—দ্রোণের চতুর্থভাগ। চাঁবিপ্রস্থে এক আঢক।

উন্মান—দ্রোণের সমান পরিমাণ।

ভূপাটক—গ্রামের একদেশ।

দ্রোণ—(১) চাঁবি আঢকে এক দ্রোণ।

(২) আঢকের সমান।

শব্দকল্পদ্রুম হইতে উপরোক্ত অর্থগুলি সংকলিত হইল।

কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশদুন্মান সমেত আঢকনবদ্রোণোত্তর সপ্তভূপাটক=(বোধ হয়) সাত ভূপাটক, নয় দ্রোণ এক আঢক, চৌত্রিশ উন্মান, তিন কাক॥

৩। কপর্দ্দক পুরাণ—পঞ্চশতোৎপত্তিক—যাহার আয় পাঁচশত কাহন কড়ি।

কপর্দ্দক=কড়ি। বরাটক।

পুরাণ—অশীতি বরাটকে এক পণ, ১৬পণে এক পুরাণ। ৭ পুরাণে এক রজত।

"অশীতির্ভি বরাটকৈর্পণ ইত্যভিধীয়তে।

তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ রজতং সপ্তভিস্তু তৈঃ।" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং (শব্দকল্পদ্রুমঃ।)

পুরাণকে কার্ষাপণও বলে।

জল স্থল সমেত, গুবাক ও নারিকেল সহিত, সহ্যদশাঘটিতাপরাধ[৪] সর্ব্বপীড়াপরিশূন্য[৫], তৃণ পূতি[৬] ও গোচর পর্য্যন্ত চট্ট-ভট্টগণের প্রবেশাধিকার রহিত, সর্ব্বপ্রকার দেয় করবহিত, সমস্ত রাজভোগ্য হিরণ্য-প্রত্যায় সহিত[৭]—বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র ভরদ্বাজগোত্র, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখোক্ত চরণানুষ্ঠায়ী, আচার্য্য শ্রী বাসুদেবশর্ম্মাকে, আমার মাতা শ্রীবিলাস দেবী—গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণ কালে যে সুবর্ণাশ্ব দান করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপে (উক্ত বাল্লিহিট্টা গ্রাম) উৎসৃষ্ট। আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী সমকাল যাবৎ মাতাপিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহাই তাম্রশাসন করিয়া দিলাম। অতএব আপনারা সকলেই অনুমোদন করিবেন। ভাবী নৃপতিগণও অপহরণে নরকে পড়িবেন এই ভয়ে এবং পালনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে এই ভাবিয়া, পালন করিবেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মানুশংসি শ্লোক আছে, যথা—সগর প্রভৃতি বহু রাজা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা যখন ভূমির স্বামী তখন (সেই ভূমিদানের) ফল তাহারই হইবে। যিনি ভূমিদান করেন ও যিনি ভূমি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং নিয়ত স্বর্গগমন করেন। পিতৃগণ আস্ফালন করেন—পিতামহগণ আগ্রহের সহিত বলিতে থাকেন "আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে আমাদিগকে ত্রাণ করিবে।" ভূমিদাতাব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। ভূমির অপহর্ত্তা ও অপহরণানুমন্তা ততকাল নরকে বাস করে। স্বদত্তই হউক, অথবা পরদত্ত হউক যে বসুন্ধরা অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। শ্রী ও মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া ও উদাহৃত বাক্যার্থ বুঝিয়া কাহারও পরকীর্ত্তি লোপ করা উচিত নহে। জ্ঞেতা নিখিল পৃথিবীপতি শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপাল তরাণুশাসনে কৃতদূত হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিক।

সং ১১ বৈশাখদিনে ১৬।
শ্রী নি—মহাসাং করণ নি॥

৪। সহ্যদশাঘটিতাপরাধ—সহ্য (সহনীয়) দশাঘটিত (অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি জাত), অপরাধ—যাহাদ (যে গ্রামের)। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্যহানি হইলে তাহা সহ্য করিতে হইবে—এই অভিপ্রায়।

৫। পরিহৃত সর্ব্বপীড়ঃ—প্রজার উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। জমীতে যাহার যে স্বত্ব আছে তাহার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৬। রাজভোগ্য হিরণ্যপ্রত্যায় সহিত—ভূমি হইতে রাজার প্রাপ্য স্বর্ণাগম সহিত। ইহা হইতে বোধ হয়—প্রদত্ত ভূমিতে ভবিষ্যতে স্বর্ণাদির খনি আবিষ্কৃত হইলে তাহার স্বত্বও রাজা দান করিতেছেন।

৭। পূতি=তৃণবিশেষ।

টীকা।

১ম পংক্তি—নান্দী নিনাদঃ=ভেরীনিনাদঃ।
নির্ম্মর্য্যাদঃ=মর্য্যাদা-(সীমা) হীনঃ।
বসাগ্নবঃ=বস-সাগবঃ।
২য় পংক্তি—অর্দ্ধনাবীশ্বরঃ=অর্দ্ধনাবীমূর্ত্তি-মহাদেবঃ।
৩য় „ —নাট্যাবম্ভঃ=নৃত্যাবম্ভঃ।
বয়ঃ=বেগঃ।
অভিনয়দ্বৈধানুবোধশ্রমঃ=অভিনযস্য দ্বৈধম্ (দ্বিপ্রকাবং)
তস্য অনুবোধঃ (উপবোধঃ) তস্মাৎ শ্রমঃ।
নিধিবপাং=অপাং নিধিঃ, সমুদ্রঃ।
হর্ষোচ্ছালযপবিপ্লবঃ=হর্ষেণ উচ্ছালযঃ (আলযং উৎক্রান্তঃ)
বিপ্লবো (বাবিবিপ্লবঃ) যস্য॥
৪র্থ „ —মৃগদৃশঃ=স্ত্রীলোকসমূহঃ।
বিশ্রান্তমানাধযঃ=বিশ্রান্তঃ (অপগতঃ) মানাধিঃ
মানম্ এব আধিঃ (মনঃপীডা) যাষাং।
৫ম „ —তমীবল্লভঃ=নিশানাথঃ, চন্দ্রঃ।
চকোবনগবাভোগে=চকোবাণাং অভোগে (অভোজনে—
উপবাসে)। আভোগঃ=পবিপূর্ণতা। চকোবনগবাণাং
আভোগঃ তস্মিন্ ইতি বা।
৬ষ্ঠ „ —সদাচাবচর্য্যা-নিষ্কটি-প্রৌঢাং=
সদাচাবচর্য্যাযাঃ নিষ্কটিঃ (জন্ম, প্রাদুর্ভাবঃ, খ্যাতিঃ)
তযা প্রৌঢাং॥
অকলিতচবৈঃ=অকলিতঃ (অগৃহীতঃ, অননুকৃতঃ)
চবঃ (আচবণং) যেষাং তৈঃ॥
অনুভাবঃ=কোষদণ্ডজং তেজঃ।
৭ম „ —বলক্ষৈঃ=ধবলৈঃ।
৮ম „ —প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি কল্পান্তস্থবঃ=
প্রতিভটঃ=প্রতিপক্ষঃ যোদ্ধা।
পৃতনা=সেনা।
অম্ভোধিঃ=সমুদ্রঃ।
কল্পান্তস্থরঃ=কল্পান্তসূর্য্যঃ॥

৯ম পংক্তি—আজন্ম-বক্ত-প্রণযিগণ মনোবাজ্য সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ=
আজন্মবন্তঃ প্রণযিগণঃ (আজন্মানুবক্তঃ বন্ধুসমূহঃ) তস্য মনোবাজ্যং
তস্মিন্ সিদ্ধিঃ তস্যাং প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ, স্থানং) তস্যাং শ্রীশৈলঃ
(হিমাচল ইব অচলঃ) ।

১০ম পংক্তি—নিব্দপধিঃ=অকপটঃ ।

১১শ পংক্তি—লক্ষ্মীস্নেহার্ত্তদুগ্ধাম্বুধি-বলনবযশ্রদ্ধযা=
লক্ষ্মীস্নেহ-পীডিত-দুগ্ধ-সমুদ্র-বিস্তৃতি-বেগ-শঙ্কয়া ।

১৩শ পংক্তি—অহংযুঃ=অহঙ্কাব যুক্তঃ, গর্ব্বান্বিতঃ
সূত্রামা=ইন্দ্রঃ
আবামঃ=উপবনং ॥
দুগ্ধসমুদ্রবিস্তৃতিঃ, প্রবাহোচ্ছলিতা গঙ্গা, শুভ্রহংসশ্রেণিঃ ইবচ তস্য বাজ্ঞঃ শুভ্র-কীর্ত্তিঃ
প্রতীযতে স্ম ।

১৪শ পংক্তি—নির্ব্যাজঃ=ছলনাবহিতঃ ।
সাহশাঙ্কঃ=বিক্রমাদিত্যঃ ।

১৫শ পংক্তি—পুটভেদনম্=নগবং ।

১৭শ পংক্তি—গুঞ্জাস্রক্-ভূষাবম্যা ।
গুঞ্জা=লতা বিশেষঃ ॥ কুঁচ-ইতিভাষা ॥
তস্যা স্রক্ (মাল্যং) এবভূষা (ভূষণং) তযা বম্যা ॥

১৮শ „ —পুলিন্দাঃ=ম্লেচ্ছজাতিবিশেষাঃ

১৯শ „ —নিবীতিঃ=ঈতিবহিতঃ ।

২০শ „ —বালবজনীকবশেখবস্য=মহাদেবস্য ।

২৮শ „ —"অদিৎ" ইতি বৈদিক-প্রযোগঃ
ওবাস্থ=ওবাস্থ নামধেয ব্রাহ্মণঃ ।

২য পৃষ্ঠা

২৭শ পংক্তি—বল্গয়ন্তি
বল্গনম্=প্লুতগমনং, বহুভাষণম্ ॥

১৫শ পংক্তি—সহ্যদশাপবাধ ঃ—

সহ্য=সহনীয়, দশাঘটিত—(অতিবৃষ্টিবনাবৃষ্ট্যাদিজনিত) অপবাধ—যায়। অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কবণে শস্যহানি ঘটিলে তাহা সহ্য কবিতে হইবে, বেহাই দিতে হইবে এই অভিপ্রায।

পবিহৃত সর্ব্বপীড় ঃ—প্রজাব উপব কোনও রূপ অত্যাচাব কবিতে পাবিবেন না, যাহাব যে স্বত্ত্ব জমীতে আছে তাহা বক্ষা কবিতে হইবে এই অভিপ্রায।

তাম্রশাসনে মহাবাজ বল্লালসেনেব পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয তিনজন বাজাব উল্লেখ আছে। তাঁহাদেব নাম—সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও বিজয়সেন। তাঁহাবা চন্দ্রবংশে উদ্ভূত বলিযা উল্লিখিত হইযাছেন। সেনবংশীয বাজগণ বৈদ্য ছিলেন, এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চন্দ্রবংশে তাঁহাদেব উদ্ভব হইলে তাঁহাবা বৈদ্য হইতে পাবেন না। চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয বলিযাই প্রসিদ্ধ। সেনবংশীয বাজগণ যে, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয বলিযা প্রচাব কবিতেন, চন্দ্রবংশে উদ্ভবেব দাবী হইতে তাহাই অনুমান হয়।

তাম্রশাসনে লিখিত আছে, মহাবাজ সামন্তসেনেব পূর্ব্বে সেনবংশেব বাজপুত্রগণ অতুল প্রভাবদ্বাবা "বাঢ"দেশকে ভূষিত কবিযাছিলেন। মহাবাজ বল্লালসেন "বিক্রমপুবসমাবাসিত" বলিযা উল্লিখিত হইযাছেন। ইহা হইতে অনুমান হয সেনবংশেব আদিবাজগণ বাঢদেশে বাজত্ব কবিতেন ; বিক্রমপুব পবে আবিষ্কৃত হয। প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদেব অধিকাবে থাকিলে, বাঢ়দেশেব সহিত বঙ্গদেশেবও উল্লেখ থাকিত, তাঁহাবা বাঢদেশকে ভূষিত কবিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব

প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিযা, আমবা প্রায় পাঁচশত হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ কবিতে পাবিয়াছি। এই প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ, মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতিব কার্য্যাবলীব মধ্যে অন্যতম কার্য্য। আমবা এই প্রকাবে যে সমুদয় প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহা পাঠ কবিযা বুঝিতে পাবিতেছি যে, বহু অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত পুথিব আমবা অনুসন্ধান পাইয়াছি। ক্রমশঃ আমবা পুথিগুলিব পবিচয প্রদান কবিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমবা প্রাচীন বৌদ্ধভাবেব যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা উপলক্ষে মালদহে প্রচলিত মঙ্গলচণ্ডীব গীতি-পুস্তকেব আলোচনায প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে মালদহেব প্রতি হিন্দুগৃহে বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলচণ্ডীব গীত হইত; তৎকালে এদেশেব অধিকাংশ অধিবাসী শক্তি উপাসক ছিল।

মোসলমান-বাজত্বেব সমযে বঙ্গদেশে গোবিন্দপাল, মহীপালেব গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহবী বা মনসাব গানেব বডই আদব ছিল। দেশবাসীব ধর্ম্মভাব লক্ষ্যহীন ভাবে ধাবিত হইতেছিল। সে কাবণে চৈতন্য-ভাগবতকাব দুঃখেব সহিত বলিযাছেন—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীব গীত কবে বাত্র জাগবণে॥
দম্ভ কবি বিষহবী পূজে কোন জন।
পুত্তলি কবয কেহ দিযা-বহুধন॥"

শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী অতি সুন্দব। আমবা যে মঙ্গলচণ্ডীব কথা বলিব, তাহাব বচয়িতা শ্রীকবি মাণিক দত্ত। মাণিক দত্তেব চণ্ডী মালদহে গীত হইযা থাকে। এই চণ্ডী কবিকঙ্কণেব ভিত্তিব উপব দাঁড় কবান হইযাছে। কোন কোন অংশ অবিকল কবিকঙ্কণেব চণ্ডী হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। আমবা মাণিক দত্তেব দুই খানি হস্ত-লিখিত চণ্ডী পাইযাছি। একখানি পুথিব পত্রসংখ্যা ১৭৫; এই চণ্ডীব আবম্ভ-বাক্য যথা ঃ—৭শ্রীশ্রীদুর্গায নম।

"ওঁ মঙ্গলে মঙ্গলা দেবি সর্ব্বমঙ্গলকাবিনি:
প্রসিদ মম কল্যানি সুভামঙ্গল চণ্ডিকাযৈ নম·॥"
"বন্দিব ভবানি: জগত জননি· গিরিববনন্দনি মাতা।"

সমাপ্তি-বাক্য যথা ঃ—

"ইতি মাণিক দত্ত বচিত অষ্টমঙ্গলাব গান সম্পূর্ণ। ইতি মঙ্গলচণ্ডীব ব্রতকথা সমাপ্তা 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিং ইতি॥ হস্তিং বিচলিত পাদানি: জিহ্বাং বিচলিত সবস্বতি। ভিমস্যাপি বণেভঙ্গ: মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ জত্নে লিখিতং গ্রন্থং: জোহবেৎ পুস্তকামম· মাতাচ সুকবি যস্ত: পিতা তস্যচ গর্দ্ধব। ভগ্নপৃষ্ঠে কটিগ্রিবে. তক্কদৃষ্টে অধোমুখে: জত্নেন লিখিতং গ্রন্থ পুত্রবৎ পরি-

পালক॥ ইতি সকাব্দা ১৬৯৬ সাকে মাহ অঘ্রায়ণ ৯ নবদিবসাংসকে অসিত পক্ষে চতুর্থ্যান-তিথৌ মঙ্গলবাবে দুতিয় প্রহব সমএ গ্রন্থ সম্পূর্ণং॥ সন ১১৮১ সাল সাঙ্গব শ্রীবাণিকান্তশর্ম্মণং ইতি॥ পাঠার্থং শ্রীবামগোবিন্দ শর্ম্মণং নিবাস জালালপুব ইতি॥"

এই সমাপ্তিবাক্যে যে সনঁ তাবিখ লিখিত আছে, তাহা মূলগ্রন্থেব নকল কবিবাব তাবিখ। বর্ত্তমান কালে মঙ্গলচণ্ডীব গীতেব প্রচলন নাই, এক্ষণে মনসাব গীতেব প্রচলন বহিয়াছে। মালদহে দুইখানি মনসাব গীত প্রচলিত; একখানি "তন্দ্রবিভূতি" অপব খানি "জগৎজীবন"।

শ্রীকবি মাণিক দত্তেব চণ্ডীব বিষয় বর্ণনাব পূর্ব্বে তাঁহাব বিষযে কিছু বর্ণনা আবশ্যক।

শ্রীকবি মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তেব চণ্ডী পড়িলে বোধ হয় তিনি মালদহেব লোক, তাঁহাব ভাষা ও কোন কোন স্থানেব বর্ণনা মালদহেব, তাহা আমবা বলিতে পাবি। তিনি বলিযাছেন, শ্রীশ্রীচণ্ডী আটদিনেব গানেব পুথি তাঁহাকে প্রদান কবেন। এই পুথি-প্রাপ্তিব বিববণ বর্ণন কবিতে গিযা কবি আত্ম-পবিচয় প্রদান কবিযাছেন।

কবিব বাসস্থান ফুলুবা নগব, মাণিক দত্ত প্রথমে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীব প্রসাদে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। মাণিক কলিঙ্গ বাজাব কাবাগাবে বন্দী হন। দেবী তথায তাঁহার উদ্ধাব সাধন কবিযা কলিঙ্গেশ্বরকে চণ্ডীপূজক কবেন।

মাণিকদত্তেব চণ্ডী একটু ধৈর্য্যধাবণ পূর্ব্বক পাঠ কবিলে, কবিকে মালদহেব লোক বলিয়াই বোধ হয়। পুবাতন মালদহেব নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায প্রাচীন গ্রামাদিতে তাঁহাব নিবাস ছিল। "ফুলুবা নগব" এই স্থানেব নিকটেই ছিল বলিযা মনে হয। কবি ধনপতি সদাগবকে গৌড়ে আনিবাব কালে যে সমুদায প্রাচীন গ্রামাদির নামোল্লেখ কবিযাছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মাণিক দত্তের বাসস্থান মালদহে

"মোড়গ্রামে[১] কবি স্নান : বন্ধন ভোজন পান :
ছাত্যা[২] ভাত্যা[৩] এড়াইল তথি।
বড়গাছা[৪] আগলা[৫] : সকল গঙ্গা পাব হৈলা :
বুধ বাত্রে বানিঞা ধনপতি॥
কাঞ্চন নগব[৬] : আইল সদাগব : আইল ব্যান্যা সন্নাসীপাটন[৭]।
জায় সাধু গঙ্গাজলে : স্নান কবিঞা চলে :
বাজদ্বাবে দিল দবসন॥"

(মাণিক দত্তেব চণ্ডী)

মোড়গ্রাম, বুড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগব ও সন্ন্যাসীপাটন প্রভৃতি গ্রামগুলি মালদহেব প্রাচীন বাণিজ্যপ্রধান নগব ছিল এবং প্রধান নদীতীববর্ত্তী থাকায ধনপতিব তবণী উক্ত নগব-গুলিব পার্শ্ব দিযাই গিযাছিল।

ছাত্যা ও ভাত্যা গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বের সুবৃহৎ বিলের নাম। আইন-ই-আকবরিতে উক্ত ছাত্যা ও ভাত্যাকে "Chhatipatia" বলা হইয়াছে, উক্ত সুবৃহৎ বিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (in which are many islands—Jarrett's Vol II, page 123) ভাত্যার বিল লইয়া "ভাতিয়া পরগণা" হইয়াছে। ভাতিয়ার বিল প্রাচীন পদ্মার পরিত্যক্ত খাদ। কবি অন্য কোন দেশের কোন নগরাদির বর্ণনা এমন সুন্দর করিতে পারেন নাই।

কবি ফুল্লরার মুখ দিয়া চণ্ডীর রূপবর্ণনকালে বলিয়াছেন—

"মাজা খানি দেখি তোর কেন্দুআর নালা ॥"

(ঐ, ৩৮ পত্র)

এই "কেন্দুআর নালা" বর্ত্তমান কে, জি, রেলওয়ের মুচিয়া ষ্টেশনের অনতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ভাগে। নালাটী সুগভীর ও অপ্রশস্ত। এই সমুদায় স্থানের বর্ণনায় আমাদের বোধ হয় "ফুলুরা নগর" বর্ত্তমান ফুলবাড়ী। কবির ভাষা ও বর্ষা-বর্ণন মালদহের উপযুক্ত হইয়াছে।

"যবে পাছে আইল পানি, ছাল্যা পুল্যা পানি ছেচে.
জুলি কাটিঞা থোম পুতি।"
"দুয়ারের আগদিঞা বন্যার গমন
ঢেউয়ে কাটিঞা লয় মাটি "
"ঢেউয়ে কাটিয়া লয় ভিটা।"
"কলাগাছ কাটিঞা ভাড়ুই ডুর বান্ধিল ॥"

(ঐ)

সুতরাং এই প্রকার ভাষা ও বর্ষা-বর্ণনা দেখিয়া মাণিক দত্ত যে মালদহের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। রঘু ও বাঘব নামে তাঁহার দুইজন "পাইল" বা দোহার ছিলেন, তানপুরা ও খোল বাজাইয়া মাণিক দত্ত চণ্ডীর গান গাহিতেন।

"রঘু বাঘব পাইল দিনু সহিতি করিঞা।
বাযেন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছাঞা ॥" (ঐ)
"মাণিক দত্ত রচিঞা মাণিক দত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল ॥
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা হইঞা।
দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিঞা ॥"

মাণিক দত্তের রচনার মধ্যে তাহার "পাইল" রঘু কবিকঙ্কণের রচনা যোগ দিয়া গাহিতেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডী পুথির সহিত শ্রীমন্তের সম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত দেখি। হস্ত-লিখিত চণ্ডী পুথির মধ্যে বস্ত্র ও সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা থাকিতে দেখিয়া, তাহার কারণ

শ্রীমন্ত।

অনুসন্ধানে বুঝিলাম, উক্ত বস্ত্র-পুত্তলিকার নাম শ্রীমন্ত। যে দিন পুথি লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়, সেই দিবস উক্ত শ্রীমন্ত নির্ম্মাণ

কবিয়া তাহার পূজা দিয়া তবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভ-বাক্য লিখিতে হয়। যতদিন চণ্ডী পুথি-খানি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন উক্ত শ্রীমন্তকে পুথির সহিত একত্র বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে।

শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীর পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীকবিকঙ্কণে চণ্ডীর বিষয়-গুলি অবিকল ইহাতে গৃহীত, অধিকাংশ স্থলে কবিকঙ্কণের রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই চণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বহুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আমাদের মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রাধান্য সময়ে এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টি-প্রকরণ এবং চণ্ডিকার উৎপত্তি সবিশেষ প্রচলিত ছিল। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক সৃষ্টি-প্রকরণ অবগত ছিল। সেই কারণে কবি বাধ্য হইয়া দেশীয় জনগণের মনস্তুষ্টি উদ্দেশে তাঁহার গীতগ্রন্থে স্থানীয় ধর্ম্মভাবই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কবি আদি নিরাকার বুদ্ধ হইতে আদ্যা দেবীর সৃষ্টি করিয়া, শেষে ত্রিমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির সৃষ্টি-প্রকরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম,—

"আপনে ধর্ম্মগোশাই গোলক ধিয়াইল।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোশাই সূন্য ধিয়াইল।
ধর্ম্মের শরীরধারণ
সূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরির হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই হৃহিত ধিয়াইল।
হৃহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপামা।
পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল।
হস্ত পদ পৃথিবিতে জল উপজিল॥ ‡
সমুদ্র-সৃষ্টি
জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥"

---

‡ জলসৃষ্টি সম্বন্ধে শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই যথা—

"পরভুর বিম্বুতে জল হইল আচম্বিতি॥ ৫০"

(শূঃ পুঃ=বিশ্বকোষ কার্য্যালয়)

আদিবুদ্ধ বা ধর্ম্ম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার বাহন উল্লুক উপরি উপবেশন করিলেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে পদ্মপুষ্পসৃষ্টি ও তদুপরি ধর্ম্মের উপবেশনের কথা জানিতে পাই। পদ্মাসনোপরি বুদ্ধের অবস্থান সূচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বাহন উলুকের উৎপত্তি।

"ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল।
জোড় হস্ত কবি উলুক সমুখে ডাডাইল ॥*
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদেশের বায।
কহ কহ উলুক কতযুগ জায ॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধাবণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্রধিযানে ॥
মন্ত্রধিযানে আমি ভাল পাইলাঙ বব।
চৌদ্দ যুগের কথা সুন আমার গোচব।
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈবাকার।
ইতিন ভুবনে পাতকি নাহি আব ॥

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি।

সম্মুখে বচিল গোসাই পদ্ম ফুল।
তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আদ্য মূল ॥" †

(ঐ)

ধর্ম্ম নিবঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উপায় স্থির করিলেন। শূন্য-পুরাণে এই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা—

"তিলেক পবমান মলা নিল নাবায়ণ।" ১০৭

(শূঃ পুঃ)

"ছিষ্টির সাজন পবভু কৈল হেনমতে ॥" ১০৮

(ঐ)

মাণিক দত্ত পাতাল হইতে মৃত্তিকা আনিতে গমন করিয়াছিলেন।

"নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন।
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥"
দ্বাদস বৎসরে মৃতিকার লাগি পাইল।
হস্তে করি মৃতিকা সরিরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃতিকা হস্তেত করিঞা।
সূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা ॥

---

* রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মতে—

"চৌদ্দ জুগ বৈ পরভু তুলিলেন হাই।
উদ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষী উল্লুকাই ॥"

"আদ্যের গম্ভীরা"য় উলুকের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আর লিপিবদ্ধ হইল না।

† পদ্মপুষ্প ধর্ম্মপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্ম্মের গাজনে এবং মালদহের আদ্যের গম্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

(১) মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় ভক্তগণ বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে পাই। কাঁকড়া তিল পরি-

পুনবপি আসিঞা পদেত কৈল ভব।
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিবাকাব॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কাঁব উপব স্থাপিব নির্ম্মান বসুমতি॥
বুদ্ধ বা ধর্ম্মেব বাহন গজসৃষ্টি। আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল।
গজেব উপবে বসুমতি কে স্থাপিল॥
গজ সহিতে প্রিথিবি জায বসাতল।"

(মাণিক দত্তেব চণ্ডী)

"আপনে ধর্ম্ম গোসাই কুর্ম্ম রূপ হৈল।
কুর্ম্মেব উপবে প্রিথিবি বাখিল॥
কুর্ম্ম সহিতে নাবে প্রিথিবিব ভাব।
ধর্ম্মবাহন কুর্ম্মসৃষ্টি গজ কুর্ম্মে প্রিথিবি জায বসাতল॥" *

(ঐ)

ধর্ম্ম নিরঞ্জন এই প্রকাবে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইযা শেষে যুক্তিপূর্ব্বক নাগসৃষ্টি কবিয়া তাহাব উপব পৃথিবীব ভাবার্পণ কবিযা সুস্থিব হইলেন।

"টানিঞা ছিড়িল গলেব কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা॥
নাগেব নাম বাসুকি থুইল নিবঞ্জন।
তাহাকে ধবিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন॥"

মাণ মৃত্তিকা আনিযাছিল—"কাঁকডা আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পবিমান।" (আদ্যেব গম্ভীবা কঃ মাঃ পঃ সন ১৩১৬ ১ সং) অন্য একটী গম্ভীরা শিব গডায় দেখা যায়, মাণিকদত্তের চণ্ডী-বর্ণিত সৃষ্টি-প্রকরণ ও আদ্যার উৎপত্তি বলা হয এবং গাত্রের মলের কথাও আছে।

* শূন্যপুবাণে এই প্রকাব দেখি যথা—

"পদ্ম হস্তদিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কুর্ম্মেব সরীব॥" ৭২

গজ বা হস্তী সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগেব সুন্দর মত বিদ্যমান আছে। সু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ শিল্পীদের গজপ্রিযতা। বুদ্ধের নিকট গজযূথের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্ম্মের গজসৃষ্টিব রহস্য উদ্ভাসিত কবিয়া দেয়। কূর্ম্ম ধর্ম্ম-শরীব হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কূর্ম্মরূপী বুদ্ধেব পূজা করিযা থাকেন। আমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন বুদ্ধও আছেন, তদ্রূপ কূর্ম্মও আছেন। রাঢেব অনেক স্থানে কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মেব পূজা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার কালেশ্বর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মরাজ আছেন।

হস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্নাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপেব সর্ব্বজ্ঞতার পবিচয আছে।

"জাও জাও বাসুকি হউক্ চিবাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥" † (ঐ)

এই প্রকারে ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সেই পূর্ব্বকালে মালদহে যে শূন্যপুরাণীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন এদেশের প্রাচীন পুথি, প্রাচীন গান, প্রাচীন ব্রতাদিতে যথেষ্ট দেখিতে পাই।

আদিবুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় সেই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মাণিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। পূর্ব্বে এদেশে এই প্রকার আদ্যাচণ্ডী-উৎপত্তিই সকলের রুচিকর ও বিশ্বাস্য ছিল।

বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের স্ত্রীরূপ ও চারিপদ। মাণিক দত্তের আদ্যা স্ত্রীরূপ; কিন্তু ধর্ম্মদেহ হইতে ধর্ম্মরূপী যে কচ্ছপ বাহির হইয়াছে, তাহার চারিপদ সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে আদ্যার উৎপত্তি এই চণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আদ্যাকে দেখিতে দেবীবৎ বোধ হইলেও তিনি প্রথমে স্ত্রীমূর্ত্তি ছিলেন না। আদিধর্ম্ম হইতে এই যে ধর্ম্মমূর্ত্তির জন্ম হইল, ইনিই প্রকৃতি-রূপিণী ধর্ম্ম।

কাপ্তেন টেম্পলের মতে, সিকিম দেশে যে ধর্ম্মপ্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, চারিখানি হস্ত এবং স্ত্রীমূর্ত্তি, হস্তে পদ্ম ও জপমালা আছে। সিকিম দেশীয় এই ধর্ম্মমূর্ত্তির সহিত মহাবিদ্যার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাবিদ্যা বৌদ্ধদেব, তিনি নিরাকারা হইয়াও সাকার ভাবে পূজিতা হয়েন।

মহাবিদ্যা কাশপুষ্পসদৃশ শুভ্রবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা চতুর্ভুজা, দুই হস্তে পদ্ম ও অক্ষমালা, সর্ব্ববাজেন্দ্র মুদ্রা। পাদমূলে এক বিদ্যাধর ধূপাধার ও পুষ্পাধার লইয়া আছেন। যাহাই হউক, এই প্রকার মূর্ত্তিই আমাদের চণ্ডীদেবী হইয়াছেন। এক্ষণে মাণিক দত্তের চণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা আবশ্যক।

"একস্বর রাজ্য ভার পালিব কেমনে।
ইহা বোলি ধর্ম্ম তবে ভাবেন আপনে॥"

---

† শূন্যপুরাণেও এই প্রকার বাসুকী-সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখিতে পাই—

"এত যুক্তি বোলি আক্ষি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে॥ ৯২
উল্লুকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিআ লইল ততক্ষন॥ ৯৩
ছিড়িআ ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা॥ ৯৪"

আদ্যার উৎপত্তি।

"হাম্য তে জন্মিঞা আদ্যা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা ডাড়াইল আদ্যা দেখেন সকলে॥ (ঐ)
স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হবে কিসে।
জন্মিল স্ত্রী গোটা নহিল পুরুসে॥"

ধর্ম্ম গোসাঞী আদ্যাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। তৎপরে ধর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আদ্যাদেবীকে—

"জপিবারে জাপ্য মালা দিল প্রজাপতি॥"

আদ্যার বিবাহ দিবার জন্য ধর্ম্মনিরঞ্জন শিবকে পতিরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। শিব বলিলেন, সপ্তবার জন্ম গ্রহণ করিলে তবে আদ্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে।

আদ্যাদেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া—

"হরি হরি বলি মাতা দেহ জে ছাড়িল।" (ঐ)

প্রথমে—"তবে জন্ম হৈল মাতা কর্ম্মকার ঘরে।"

"তবে জন্ম হৈল দেবী কুম্ভকার ঘরে॥" (ঐ)

এই প্রকারে শেষে দক্ষ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু দক্ষরাজ—

"সোরর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা।
নাদিয়ার মধ্যে তবে ছাল্যা সোযাইঞা॥" (ঐ)
"সমুদ্রে ভাসাঞা দিল ধর্ম্ম স্তুতরিঞা॥" (ঐ)

জনৈক ঋষি সেই সুবর্ণ গামলা ধরিয়া—

"রূপার ঢাকুনি তবে দিল যুচাইঞা।
ডোহা চোহা করি ছাল্যা কান্দিছে বসিঞা॥"

ঋষিকন্যাকে তাঁহার পত্নীর নিকট লইয়া যাইলেন—

"সুনিঞা ঋষিআনি[১] আনন্দিত হইল॥" (ঐ)

কিছুকাল পরে শিব দেশে ভিক্ষা করিতে গিয়া আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন।

"দেশে ভিক্ষা করে সিব বসোয়ার[২] পৃষ্ঠে॥"

যাহাই হউক, এই প্রকারের মিলনের পর শিবের বিবাহ সম্পাদিত হইল। এই বিবাহের বর্ণনায় "ঋষিআনির" খেদোক্তি, মুকুন্দ ভারতীর জগন্নাথবিজয় গ্রন্থোক্ত কাঠের জগন্নাথের বিবাহেও দেখিতে পাই।

শেষে আদ্যাদেবী আপনার পূজা প্রচারার্থ চেষ্টিত হইলেন।

"সকল দেবতা গণে ভবানি পুজিবে ধর্ম্মনিরঞ্জন জানে।" (ঐ)

---

(১) ঋষিআনি—ঋষিপত্নী। (২) বসোয়া—বৃষ।

আদ্যাদেবী বিসাইরূপী হনুমানকে৩ ডাকিলেন এবং বলিলেন—

"আমার বচন ধর : কলিঙ্গ নগরে চল দেহারা নির্ম্মাণ করহ।" (ঐ)

জোড় হস্ত করিঞা বোলে কামিনা৪ : সুনগো মঙ্গল চণ্ডীরাই।" (ঐ)

কলিঙ্গ দেশে আদ্যার দেহারা নির্ম্মাণার্থ চারিখানি পাথর জন্য—

"দুর্গা বোলে হনুমান বাটার তাম্বুল খায়।

আমার সাক্ষাতে চারি পাথর জোগায়॥" (ঐ)

হনুমান ভবানীর হস্তের পান মস্তকে ধারণ করিয়া—

"সাতালি পর্ব্বতে হনু পৈল লাফ দিঞা।"

করির বাটীর সন্নিকটে "সাতালি পর্ব্বত", রাজমহল পাহাড়শ্রেণী তাঁহার জানা ছিল। সে কারণে হনুমানকে সাঁওতালি পাহাড়ে পাঠাইলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে গৌড়নগরের প্রস্তর রাজমহল পাহাড় হইতেই আনীত হইত।

এত দেশ থাকিতে কলিঙ্গদেশে দেহারা নির্ম্মাণের আবশ্যক কি ছিল? তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কলিঙ্গ পুণ্ড্রদেশ বহির্ভূত হিমালয় সন্নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রধান দেশ। Bróucke কৃত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কোচবিহার ও আসামের উত্তরস্থিত এক কলিঙ্গবন দৃষ্ট হয়। এই কলিঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব বিশেষভাবে আত্মবিস্তার করিয়াছিল। দার্জিলিংএ অদ্যাপি একটী সংঘারামের চিহ্ন ও বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস কতকগুলি অনার্য্য দেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যে সময়ের কথা মাণিক দত্ত বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উক্ত কলিঙ্গদেশে অবশ্য পুণ্ড্র রাজ্যের পার্শ্বেই, বৌদ্ধগণ বা অনার্য্যগণ তখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষে যত্নবান্ ছিলেন। সেই কারণে কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা তুলিবার ইচ্ছা হইল, তখনও এ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক অপূর্ব্ব দেবদেবীর আবির্ভাব হয় নাই। উক্ত কলিঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক কোন কোন প্রজা পুণ্ড্র বা মালদহপ্রদেশে আনীত হইয়া থাকিবে। মালদহের পল্লীকথায় এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পুণ্ড্রক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ সেইকালে সেই নব ধর্ম্মদেবীর উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় জনগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন।

হনুমান্ প্রস্তর আনিলে আদ্যাদেবী বলিলেন—

---

(৩) বিসাই অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা। আদ্যাদেবী হনুমানকে ডাকিলেন কেন? আমরা দেখিতে পাই, উলুককে অনেক স্থলে হনুমানরূপী বলা হইয়াছে। কবিকঙ্কণও হনুমানকে দেহারা নির্ম্মাণে খাটাইয়াছেন। উলুকের মূর্ত্তি কতকটা গরুড় বা হনুমানের মত।

বর্ত্তমান কালে ফরাসডাঙ্গার খোলসিনি গ্রামে ধর্ম্মরাজ মন্দিরের দ্বারদেশে বানরাকৃতি কাষ্ঠময় উলুক দণ্ডায়মান আছেন। উলুক ধর্ম্মবাহন। লাউসেনকেও এই বানররূপী উলুক মল্লবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলেও হনুমান ধর্ম্মবাহনরূপে আরোপিত হইয়াছেন।

(৪) শিল্পী।

"সনয়া বনয়া পাথব কৈল ভাগে ভাগ।
এমন সুন্দব পাথব কথা পাইলে লাগ॥" (ঐ)

দেহাবা নির্ম্মিত হইল, উহাব—

"সান বান্ধা পিড়া মাঝিয়া কাচ ঢাল।
দুযাব মুখে লাগাইল হেঙ্গুল হবিতাল॥"

মাণিক দত্তেব এই চণ্ডীব গীত কলিঙ্গেব কোন ব্যক্তি শ্রবণ কবিযা বাজাকে বলিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সময় পুণ্ড্র দেশেব কতকাংশ কলিঙ্গেশ্বরেব অধিকাবে আসিযাছিল।

মাণিক দত্তকে ধবিযা আনিবাব জন্য কলিঙ্গেশ্বব—

"——— কোতাল তাম্বুল ধব খায।
মানিক দত্ত মোবে তুমি আনিঞ জোগায॥"

বলিয়া অনুবোধ কবেন। মাণিক দত্ত কলিঙ্গে নীত হইয়া কাবাগাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চণ্ডীব কৃপায মুক্তি পাইযা কলিঙ্গে চণ্ডীপূজাব গীত প্রচলিত কবিযা দিলেন। এই উপাখ্যান-দৃষ্টে পুণ্ড্রদেশ হইতেই কলিঙ্গে আদ্যাপূজা প্রচলিত হইযাছিল বলিয়া বোধ হয। বাস্তবিক কলিঙ্গে সেকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাবই প্রচলন ছিল। বৌদ্ধচণ্ডী আমাদেব শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীব দেহে প্রবেশ কবিযা বৌদ্ধভাব হিন্দুভাবে মিশিবাব সুবিধা প্রাপ্ত হইযাছে। বাঙ্গালা ভাষা বৈদেশিক শব্দে পুষ্টি পাইযা, যেমন দিন দিন বিশাল হইতেছেন, হিন্দুধর্ম্মও তেমনি বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি দেবদেবী ও পীব পাইয়া বর্দ্ধিত কলেবব হইযা পডিযাছে।

শ্রীহরিদাস পালিত
মাণদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি।

জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা

গত ১৩১০ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় জীব-বিজ্ঞানের যে পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সংশোধন-যোগ্য কয়েকটী এবং অপর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সংকলিত হইল।

Abiogenesis—জড়াৎ-জীবোৎপত্তি।
Acrania—অমুণ্ড।
Adaptation—সমীকরণ, যোগ্যীভবন।
Adeciduata—অনাবৃত।
Adelochorda— } লুপ্তমেরু, অর্দ্ধমেরু।
Hemichorda— }
Afferent—অন্তর্বাহী।
Alternation of generations—জনন-বিপর্য্যয়।
Amphimeria—উভবাতী।
Anabolism—গঠনক্রিয়া।
Aplacentata—অফুলী।
Arthropoda—গ্রন্থীপদী।
Asexual—অলিঙ্গ, অচিহ্নিত।
Asteroidea—তারামৎস্যাদি।
Auricle—রক্তগ্রাহকস্থলী।
Biogenesis—জীবাৎ-জীবোৎপত্তি।
Brachiopoda—ভুজপদী।
Caterpillar—কীটাবস্থা, কীট।
Cephalopoda—মুণ্ডপদী, মুণ্ডগ।
Cestoda—ফীতাকৃমি।
Chætopoda—রোমপদী।
Chordata—পৃষ্ঠবংশী।
Class—শ্রেণী।
Cloaca—থ'লে।
Conjugation—সংযোগ।
Correlation—সহপরিবর্ত্তন।
Crinoidea—তারাপক্ষাদি, পদ্ম-পক্ষাদি।
Craniata—সরবোটী, সমুণ্ড।
Crustacea—খোলকী।
Cyclostomi—বন্ধ্রমুখী।
Deciduata—ফুল-ত্যাগী, ফুলী।
Dentition—দন্তসংস্থান।
Dipnoi—দ্বিনাসিক, নাক-বদন।
Echinodermata—কণ্টকচর্ম্মী, তারাকায়া।
Echinoidea—সিন্ধুকণ্টকাদি।
Efferent—বহির্ব্বাহী।
Endo-skeleton—অন্তঃ-কঙ্কাল।
Exo-skeleton—বহিঃকঙ্কাল।
Family—পরাজাতি।
Fauna—প্রাণীমালা।
Fins—ডানা।
Fossils—জীবাবশেষ।
Gastropoda—উদরপদী, উদরগ।
Genus—গণ।
Heredity—বংশানুক্রম।
Hirudinea—জলৌকাদি।
Holothuroidea—সিন্ধুকুষ্মাণ্ডাদি।
Hydrozoa—পুরুভুজাদি।
Imago—পতঙ্গাবস্থা।
Impregnation—বংশরক্ষণ।

Infusoria—কষায়কীট।
Insecta—কীটাদি।
Invertebrata—অমেরুশ্রেণী।
Katabolism—ধ্বংসক্রিয়া।
Larva—কীটাবস্থা।
Lobule—নতি।
Malconformation—অসমসংস্থান।
Metabolism—গঠন-ভঞ্জন।
Mollusca—শম্বুকাদি।
Monotremata—একনালী।
Mutation—বিবর্ত্তন।
Myriopoda—সহস্রপদী, বহুপদী।
Nascent—বিকাশশীল।
Nemathelminthes—গোলকৃমি।
Nerve—বাতনাড়ী, স্নায়ু।
Nerve cells—স্নায়ুকোষ।
Nerve-fibre—স্নায়ুসূত্র।
Neucleus—কোষেশ।
Neucleous—কোষেশক।
Onychophora—নখগ।
Organ—ইন্দ্রিয়, যন্ত্র।
Organism—দেহী।
Organisation—দেহগঠন, দেহবিধান।
Ovum—স্ত্রী-কোষ।
Parthenogenesis—অপুংজনন।
Pelecypoda—কুঠারপাদী।
Phylum—সম্প্রদায়।
Placentata—ফুলী।
Platyhelminthes—চাপটাকৃমি।
Plexus—জাল।
Poly-zoa—বহুজৈবিক।
Pro-simiæ, Lemuroida—নিশাবানর।
Protoplasm—জীববস্তু।
Protozoa—প্রথমজ।
Pseudopodia—অস্থায়ী পদ।
Race—বর্গ।
Radiolaria—বিকীর্ণক, অবী।
Ray—ভূজাভাস।
Reduplication—অধিকাঙ্গত্ব।
Reproductive—বংশরক্ষক।
Response—সাড়া।
Reversion—পূর্ব্বানুবৃত্তি।
Rhizopodia—অস্থায়ীপদী।
Rotifera—ঘূর্ণকীট।
Rudiment—লুপ্তাবশেষ, ক্ষয়াবশেষ।
Rudimentary—ক্ষয়াবশিষ্ট।
Scyphozoa—ছত্রী।
Spermary—শুক্রাশয়।
Species—জাতি।
Teleostomi—পূর্ণমুখী।
Tentacles—শুঁড়।
Tissue—কোষসংস্থান।
Trematoda—বক্রীকীট।
Turbellaria—চাপটাকীট, চাপাকীট।
Turtle—চিত্রকচ্ছপ।
Uro-chorda—সিক্কুফুয়াবা।
Variation—পরিবর্ত্তন।
Ventricle—রক্তচালকস্থলী।
Vertebrata—সমেরুশ্রেণী।

শ্রীশশধর রায়।

লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালীর

ভ্রম-সংশোধন

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৭শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় "লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত-পাঞ্চালী" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ-মধ্যে একটি মাত্র ভণিতা আছে। * * * উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘী সনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। * * * * কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভণিতা সম্বন্ধে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত আমি সমীচীন মনে করি না। পাঞ্চালীখানিতে দেখিলাম, উহার দুই স্থলে দুইটি ভণিতা আছে, যথা :—

(১) শ্রীরামচরণ নাথ দুর্গারামে কয়।
অনাথ কাতর মুই তরাও সমন ভয়॥

(২) কৃপা কৈলা বাঙ্গা পায়, তরিতে সমন দায়,
দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসর দুর্গারাম, তরিতে সমন ধাম,
ছায়া দেয় ঐ বাঙ্গাচরণ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবির নাম শ্রীরামচরণ নাথ নহে, কিন্তু নাথ দুর্গারামই বটে। ১ম ভণিতার ১ম চরণ বিশদ করিলে "শ্রীরামচরণে নাথ দুর্গারামে কয়" এইরূপ দাঁড়াইবে এবং তাহাই ঐ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ হইত। "শ্রীরামচরণ নাথ"কে রচয়িতা মনে করিলে পরবর্ত্তী "দুর্গারাম" পদের কোন সদর্থ থাকিতে পারে না। অসতর্কতাবশতঃই জীবেন্দ্র বাবুর এ ভ্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইতি—

শ্রীআবদুল করিম।

আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু

বা BACILLI.

"ক্রিমি" শব্দটী যেরূপ অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে ভাবটুকু পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ মনস্বিগণ যে সকল রোগজনক জীবাণুর (Bacilli) উল্লেখ করেন, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহাদিগকে ক্রিমিজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কেন না আধুনিক প্রায় অধিকাংশ জীবাণুজনিত রোগকে মহর্ষি সুশ্রুত "রক্তজ ক্রিমিজাত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুতকথিত 'রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের' স্বরূপ বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইলেও বর্ত্তমান রোগ-জীবাণুর বর্ণনার সহিত অনেকস্থলে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল কারণে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমি তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৪ অধ্যায়ে "রক্তজ ক্রিমি" সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা

"কেশরোমনখাদাদ্যা দন্তাদাঃ কিক্কিশা স্তথা। (দাশ্চ পাঠান্তর)
কুষ্ঠজাশ্চ পরীসর্পা জ্ঞেয়াঃ শোণিতসম্ভবাঃ।
তে সরক্তাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পৃথবস্তথা।
রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান্ জনয়ন্তি তে॥"

অর্থাৎ কেশাদ, রোমাদ, নখাদ, দন্তাদ, কিক্কিশ, কুষ্ঠদ ও পরীসর্পা এই সপ্তবিধ ক্রিমি রক্তে জন্মে। ইহারা রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং স্থূল। এই ক্রিমিসমূহ দ্বারা রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে।

রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ কি, তাহার উত্তরে মহাত্মা ডল্হনাচার্য্য বলেন, "রক্তাধিষ্ঠানজান্ ব্যাধিসমুদ্দেশীয়োক্তান্ বীসর্পপীড়কাদীন্"। সে স্থলে নিম্নলিখিত রোগসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"কুষ্ঠবীসর্পপীড়কানীলিকাতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্তপ্লীহবিদ্রধিগুল্মবাতশোণিতার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্‌দরবক্তপিত্তপ্রভৃতয়ো রক্তদোষজা গুদমুখমেঢ্রপাকাশ্চ।"

কুষ্ঠ, বীসর্প, পীড়কা, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্‌দর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক (রোহিণী প্রভৃতি), মেঢ্রপাক (প্রমেহ উপদংশ প্রভৃতি) রোগ রক্তদোষজাত। যক্ষ্মারোগও যে রক্তজ ক্রিমি দ্বারা জন্মে, তাহারও অন্যত্র স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্তদোষজাত রোগসমূহমধ্যে আয়ুর্ব্বেদে প্লীহারোগের উল্লেখ আছে। অতএব প্লীহারোগ রক্তকৃমিজ হইতে সমুৎপন্ন। মহামতি জেমস্ সাহেবও প্লীহারোগকেই

ম্যালেরিয়াজ্বরের পরিচায়করূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* প্লীহারোগে "জ্বর" যে একটি আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে বিদ্যমান থাকে, আয়ুর্ব্বেদে তাহারও উল্লেখ আছে। যথা—

"বিদাহ্যভিষ্যন্দিবতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ, প্লীহোত্তমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি; বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥"

আবার দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিলেও যে প্লীহারোগ উপস্থিত হয়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'ত্রিসপ্তাহব্যতীতস্তু জ্বরো য স্তব্ধতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদৌ কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥"

সম্ভবতঃ এস্থলে দীর্ঘজ্বর জন্য রক্তের অবস্থা নিকৃষ্ট হওয়ায় রক্তে ক্রিমিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য প্লীহারোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মহামতি জেনস্ সাহেবের রচনাবলী হইতে এই দুই প্রকার কথাই পাওয়া যায়। এক্ষণে প্লীহাজ্বরোৎপাদক এই রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট' বলা যাইতে পারে কি না? এস্থলে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ যাহাদিগকে 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে, অণুবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জকে "পৃথু" অর্থাৎ স্থূল বলিয়াছেন। যাহারা স্থূল তাহারা 'প্যারাসাইট' হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

'দৃশ্যাস্ত্রয়োদশাদ্যাস্তু ক্রিমীণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কেশাদাদ্যাস্ত্বদৃশ্যাস্তে দ্বাবাদ্যৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

---

* "In certain parts of India as many as 70 to 80 per cent of the native children under ten years of age harbour the malarial parasite which has its course in their blood unchecked, because the parents of the children (though they often recognised that the children have "fever") do not as a rule think it worth while to bring them for treatment. Many of the children have enlarged spleen reaching as low as the level of the umbilicus or more." p. 9

রক্তপরীক্ষার স্থলে কথাটা একটু প্রকারান্তরে লিখিত হইয়াছে যথা,—"Go to a native village in the evening and take the temperatures of half a dozen children with enlarged spleens. It will almost certainly be found that one or two of the children have a rise of temperature though they may be playing about apparently quite well" p. 49.

(The Causation and Prevention of Malarial Fever, by Dr S. P. James B. I. M. S.)

টীকা—"আস্থা ত্রয়োদশেতি অজবাস্থা দারুণান্তা ইত্যর্থঃ। কেশবোমাস্থা ইতি কেশাস্থাঃ পর্বীসর্পান্তা বক্তজক্রিময়ঃ। দ্বাবাস্থাবিতি বক্তজা যে ক্ষয়ে চ। আদ্যৌ তেন কেশাদা বোমাদা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ 'অজব' হইতে 'দারুণ' পর্য্যন্ত যে ত্রয়োদশ প্রকার কফজ ও পুরীষজ ক্রিমি উহারা দৃশ্য এবং কেশাদ হইতে বোমাদ পর্য্যন্ত যে সপ্তবিধ বক্তজ ক্রিমি উহারা অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে। আদ্য দুই প্রকার কেশাদ ও বোমাদ ক্রিমি ক্ষয়রোগেও জ্ঞাতব্য। এই স্থানে বক্তজ ক্রিমি হইতে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যাহা হউক, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের অতীত, এমন কি মহর্ষি সুশ্রুতই যাহাদিগকে অদৃশ্য বলিতেছেন, তাহারা যে কি কৌশলে পুষ্ট বা স্থূলরূপে দৃষ্ট হইত, তাহার জানিবার আর কোনও উপায় নাই।

বক্তজ ক্রিমিসমূহের বর্ণনাকালে উহাদিগকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলা হইয়াছে। মহামতি জেমস্ সাহেবও বর্ত্তমান ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট্ সমূহকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।[১] অতএব যাহারা দেখিতে একপ্রকার—যাহাদিগের স্থান ও কার্য্য তুল্য, তাহাদিগকে এক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ঔদরীয় দৃশ্য ক্রিমি-সমূহকেই বর্ত্তমান মনীষিগণ প্যারাসাইট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[২] সুতরাং বক্তজ ক্রিমি-পুঞ্জকে প্যারাসাইট বলিলে বিশেষ আপত্তির কারণ উপস্থিত হইতে পারে না এবং যে সময়ে এই বক্তজ ক্রিমিসমূহ প্লীহাজ্বরে বিদ্যমান থাকিবে, তৎকালে ইহাদিগকে ম্যালেরিয়াল্ প্যারা-সাইট যে সময়ে কুষ্ঠরোগে বিদ্যমান থাকিবে, সে সময়ে ব্যাসিলাই লেপ্রি প্রভৃতি আধুনিক নামে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৩] আর্য্যবিজ্ঞানসমূহ সূত্রমাত্রাত্মক বলিয়া ইহার অধিক বিস্তৃত বিবরণ আয়ুর্ব্বেদে পাইবার সম্ভাবনা নাই।।

তবে কথা এই যে, প্লীহরোগ হইতেই জ্বর হউক অথবা দীর্ঘকাল জ্বরের নিমিত্ত রক্ত দূষিত হইয়া প্লীহা হউক, এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিতে আধুনিক "কারণতত্ত্ব" লইয়া একটু আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে সে সকল কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই

---

(১) "On searching each corpuscle carefully the observer will presently come across one in which fine black dots or pigments are seen" & p. 50.

(২) "They may contain grains of "intensely black" malarial pigment (melanin)' p 50.

(৩) "By this method the red blood corpuscles are stained pink and the blood platelets and the nuclei of the leucocytes a deep ruby red" p 50

| "The various entozoa found in the human subject are truly parasites, and inhabit a living organism and obtain nourishment from its body."

Maiu's Medical Dictionary

যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে, কুষ্ঠ, পীড়কা, বীসর্প, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগসমূহ যে রক্তে ক্রিমি বা জীববিশেষের উৎপত্তিবশতঃ উপস্থিত হয় অথবা এই সকল রোগে যে রক্তে জীববিশেষ বিদ্যমান থাকে, তাহা আর্য্য মহর্ষিগণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই রক্তস্থিত জীবপুঞ্জের যেরূপ আকারগত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক—বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট', 'বেসিলাই লেপ্রি' প্রভৃতির সহিত তুলিত হইতে পারে। রক্তজ ক্রিমিসমূহ ব্রণগত হইয়া যে "হর্ষকণ্ডূতোদসংসর্পণ" প্রভৃতি উপস্থিত করে এবং অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত (যাহাকে জেমস্ সাহেব Sexual development বলিয়াছেন) হইলে "ত্বক্‌শিরামাংসস্নায়ুতরুণাস্থি" প্রভৃতি ভক্ষণ করে, চরকে তাহাও কথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুষ্ঠ বীসর্প যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ এইরূপে বর্ত্তমান ক্রিমিপুঞ্জ দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াই দুঃসাধ্য ও বিস্তৃত হয়।

আর্য্য মহর্ষিগণ যে ক্রিমি শব্দটীকে কেবল ঔদরীয় দৃশ্য ক্রিমি (যাহাকে ইংরেজীতে worm বলে) সমূহের উদ্দেশেই ব্যবহার করেন নাই, তাহা চরকের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—

'ইহ খল্বগ্নিবেশ! বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বমুক্তা নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ"। (চরক বিমানস্থান ৭ম অধ্যায়।)

অগ্নিবেশ! সহজ ক্রিমিসমূহ ব্যতীত বিংশতি প্রকার ক্রিমির কথা নানাবিধ বিভাগ দ্বারা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্থানে "অন্যত্র সহজেভ্যঃ" বলিয়া একটা কথা আছে। যাহা জন্মের সহিত জন্ম লাভ করে, তাহাকে সহজ বলে। নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বিজয়রক্ষিত বলেন, 'বিংশত্যতিরিক্তাশ্চাতিসূক্ষ্মাঃ ক্রিময়ঃ সহজাশ্চরকেণোক্তাস্তে চাবৈকারিকত্বেন রোগাধিকারে নোচ্যন্তে" অর্থাৎ বিংশপ্রকার ক্রিমি ব্যতীতও চরকে অতি সূক্ষ্ম সহজ ক্রিমিসমূহের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কোনও রোগ উৎপাদন করেনা বলিয়া রোগের উল্লেখস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করিবার কোনও আবশ্যক হয় নাই। মহর্ষি চরকোক্ত এই সহজ ক্রিমিসমূহ—বেদান্তশাস্ত্র প্রভৃতিতে কথিত অতিবাহিক ভাবাপন্ন জীবপুঞ্জের পরিবর্ত্তিত অবস্থা। অতিবাহিক জীবপুঞ্জ—অবিকৃত ধূম, বাষ্প, বৃষ্টি, শিশির, ঔদ্ভিজ্জ ও অন্যান্যবিধ খাদ্য এবং পানীয় প্রভৃতির সহিত শরীরাভ্যন্তর্বর্ত্তী হইলে, 'ভুবঃ শরীরস্য' ও 'সংস্বেদাদ্ভবন্মনো জাতঃ' এই নিয়মের দ্বারা শারীর উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, এ স্থানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আহার্য্যাদি যথানিয়মে জীর্ণ হইলে উহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, এইরূপে মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অতিবাহিক জীবগণ ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়, অবিকৃত রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুতে এই জীবপুঞ্জ এত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে যে, তৎকালে উহাদিগের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু যখন স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়। তৎকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে শুক্রকীট বা 'স্পারমাটোজোয়া' রূপে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি চরক এই বক্তাদিস্থিত জীবাণুসমূহকে ক্রিমি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া "সহজ ক্রিমি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ক্রিমি শব্দের ব্যাপকতা অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ রক্তজ ক্রিমিসমূহ যে উদরীয় পুরীষজ ক্রিমি বা কফজ ক্রিমির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা মহর্ষি সুশ্রুত স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা—

"এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা জিঘাংসুঃ স্নিগ্ধমাতুরং।
সুরসাদিবিপক্কেন সর্পিষা বাস্তমাদিতঃ॥" ইত্যাদি

(উত্তরতন্ত্র ৫৪ অধ্যায়।)

এই রক্তজ ক্রিমিসমূহের ভিন্নতম বুঝিয়া কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সুরসাদিগণ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। ইত্যাদি। এস্থানে "এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা" কথাটিতে কফ ও পুরীষজ ক্রিমি হইতে রক্তজ ক্রিমিসমূহকে পৃথক্ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহ রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের এক জাতীয় নহে—রক্তজ ক্রিমি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মহর্ষি সুশ্রুতকথিত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে রোগোৎপাদক বর্ত্তমান রক্তস্থ কীটাণু বা ব্যাসিলাই ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুষ্ঠ, বীসর্প, যক্ষ্মা, প্লীহা প্রভৃতি যে সকল রোগে রক্তে জীব বিশেষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে বলিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন—সেই রক্ত-জীব-জাত-পীড়াসমূহ যে রক্তজ ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জীবপুঞ্জ যে বায়ুপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়, সুশ্রুতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব গন্ধমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোথশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

(নিদানস্থান ৫ম অধ্যায়।)

সর্ব্বদা গাত্রসংস্পর্শ, রোগীর নিশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন এবং রোগীর ব্যবহৃত গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক রোগসমূহ এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হয়। ঔপসর্গিক শব্দে সুশ্রুতের টীকাকার "শিতলিকাদয়ঃ" বলিয়াছেন। নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত 'ভূতোপ-সর্গজ' রোগ বলেন। ভূতশব্দে প্রাণীসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল প্রাণীবিশেষ হইতে এই রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে, সেই রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, উদ্ধৃত শ্লোকটীতে ক্রিমিপুঞ্জের বায়ুপ্রবাহে বিস্তৃত হইবার আভাসও পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে বায়ুপ্রবাহে রোগোৎপাদক জীবাণুপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া যে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহা আর্য্য

মহর্ষিগণ অনবগত ছিলেন না। সম্ভবতঃ এই নিমিত্ত চরকের জনপদোদ্ধ্বংসনীয় অধ্যায়ে দুষ্ট বায়ুর উল্লেখস্থলে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে—"অসাম্যগন্ধবাষ্পসিকতা পাংশুধূমোপহতমিতি" অর্থাৎ দূষিত গন্ধ, দূষিত বাষ্প, সিকতা, পাংশু, ও ধূমযুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে রোগ জন্মে। গন্ধ, বাষ্প, সিকতা, পাংশু ও ধূমসমূহ যে কি প্রকারে দূষিত হয়, এ স্থানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাহারা যে জীবাণুপুঞ্জের বিশেষ অনুকূল আশ্রয়, তাহা আর্য্যবিজ্ঞানে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমার বোধ হয় যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান জীবাণু বা 'ব্যাসিলাই' বলা যাইতে পারে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
(বঙ্গপুর)

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৮ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
„ শরৎকুমার লাহুড়ী
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্
„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ মোক্ষদাচরণ ভৌমিক
„ রঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
„ শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত
„ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র
„ অমূল্যচরণ সেন
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ প্রথমনাথ মিত্র
„ নিত্যানন্দ রায়
„ যতীন পাল
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ মন্মথমোহন বসু বি এ
„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গৌরহরি সেন
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি এল্
„ সন্তোষকুমার বসু বি এ
„ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ বিনয়ভূষণ রায়
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ বাণীনাথ নন্দী
„ হেমন্তকুমার কর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ হেমেন্দ্রনাথ বসু
„ অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

} সহকারী সম্পাদক

প্রথমেই স্বর্গীয় কবির ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়—"তুমি, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে" নামক গানটী গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সুকবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএল্ রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করেন—

কবি রজনীকান্ত

প্রসূতি যন্ত্রণা ভুলে অঙ্কে তুলে লয়,
বক্ষে ধরে পরাণের প্রাণ-কিশলয়
আনন্দ-অধীর। কি ধন সেই জানে তা'!
হে রজনীকান্ত! তুচ্ছ করি' সর্ব্ব ব্যথা
কি ধন লাগিয়া তুমি পুলকিত প্রাণ—
রুদ্ধকণ্ঠ, বাক্যহারা,—করিলে প্রয়াণ
মহাকালপারাবারে! ভক্তের বিভব,
ও সে দুঃখ-মৃণালের কমল-সৌরভ।
নীরব ও রব, তবু আজো কর্ণে আসে
মধুর ঝঙ্কার বোল—উচ্ছ্বাসে উল্লাসে।
অস্তপার—তবু হের রঙ্গে চারিধার
রজোহীন রজনীর জ্যোস্না-পারাবার।
সঙ্গীত থামিয়া যায়—রহে তার রেশ,
জীবন আলোকময়—কোথা তার শেষ!

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেনগুপ্ত মহাশয় নিজ রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "কান্তকবি রজনীকান্ত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে মৃত কবি ছোট বড় সকল সাহিত্যিককেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় ছিলেন এবং পরিচিত বন্ধুবর্গের হৃদয়ে হাসির ফোয়ারা ও সঙ্গীতের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিতেন। তাঁহার হাসির কবিতা সমাজের নিখুঁত চিত্র। তাঁহার সাধারণ কবিতার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব ও ভগবৎ-বিষয়ক গীতগুলি কাব্য-জগতের ভাস্বর কোহিনুর। মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকিয়াও, কবি যে ভাবে নিজের পুত্র-কন্যা বা শিষ্যকণ্ঠে গান শুনাইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে একটা ঐশ্বরিক প্রেরণা ব্যতীত মানুষের এমন সংযত সাধনার ভাব আসিতে পারে না। তাঁহাকে রুগ্নাবস্থায় দেখিয়া মনে হইত, যেন সত্য সত্যই ভগবান্ তাঁহার মত খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যাধিরূপ অগ্নিতে একবার দগ্ধ করাইয়া লইলেন। চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় কবি যে নির্ব্বাক্‌ভাবে এই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত কবির রচিত "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ" নামক গান গাহিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, রজনীকান্ত মৃত্যু-শয্যায় যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অমৃত। মৃত্যু-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার কবিতা-রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, রজনীকান্ত স্বভাব-কবি ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার সুন্দর কবিতা অপেক্ষা মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব অধিকতর সুন্দর। রজনী-কান্তের ন্যায় কবি সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যু-ভীতি তাঁহার হৃদয়ে সাধারণ কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, তাহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি এবং বঙ্গভাষার প্রতি বাঙ্গালীর যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যেন বাঙ্গালী বিস্মৃত না হন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মৃত কবি ভাবে, ভাষায় ও ঝঙ্কারে সমান কৃতী ছিলেন। তিনি যেরূপ গম্ভীর বিষয় রচনায় সিদ্ধহস্ত, রহস্য-রচনাতেও সেইরূপ নিপুণ ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র নিজে গান রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজের গানেই নিজে সুর দিয়া গাহিতেন। তিনি নানা উপায়ে বঙ্গভাষাকে অমূল্য রত্নরাজি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে, মহাপুরুষের কথা মনে হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে

ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, যাঁহারা ইংরাজী, জর্ম্মণ, সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকটেও রজনীকান্তের ভাবুকতা আদৃত হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর এরূপ কবি আর হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বি এ মহাশয় মৃত কবির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন,—

চিতাভস্ম

১

দীর্ঘ দিবা অবসান, ধীরে ধীরে আসিল নামিয়া
সন্ধ্যা ছায়া ঘন,
ঊর্দ্ধলোকে, নভোতলে, নিশিথিনী ফেলে আপনার
নীরব চরণ।
মন্দ হ'য়ে এল ক্রমে উগ্রতেজ জীবন-সংগ্রাম
আবেগ চঞ্চল ;
শ্রান্তিহীনা নগরীর থামে নাই তবু দিবসের
কর্ম্ম-কোলাহল।
সুধীর গম্ভীর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গমে, নিশিদিনে,
যৌবনে জরায়,
আনন্দ কিরণ ধারা বরষিয়া একটি প্রদীপ
নিবে গেল হায়!

২

সে দিন শারদাকাশে দশমীর চন্দ্রকর-ধারা
প্লাবিল ধরণী ;
দক্ষিণের দূরাগত শীতল সমীরে ভেসে যায়
মেঘের তরণী।
গীত-ছন্দে, পুষ্প-গন্ধে, মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে,
পাপিয়ার গানে,
কোন স্বপ্নরাজ্য হ'তে তন্দ্রালস আনন্দ সংবাদ
শিরে ধরি আনে।
শান্ত কবি ক্লেশতাপ, রচিলে যে দিন আপনার
কুসুম-শয়ন,

প্রকৃতির অঙ্গ ভরি, হে কবি! উঠিল ফুটি কত
স্নেহ-আয়োজন।

৩

মরণ-নদীর তীরে ব্যর্থ আশা ল'য়ে, চারিদিন
চারি রাত্রি ধরি,
ছিন্ন করি দেহ-কারা ডুবেছ অতল নীরে
কি সংগ্রাম করি।
কণামাত্র অন্ন তব পশেনি শরীরে,-পশে নাই
একবিন্দু জল,
শুধু রোগ-যন্ত্রণায় বহিয়াছে সদা দেহ মাঝে
তীব্র হলাহল।
কণ্ঠে নাহি ছিল ভাষা,—বেদনা কাতর শুধু তব
দৃষ্টি সকরুণ
করিত প্রয়াস কত,—বুঝা'তে তোমার অন্তহীন
ব্যথা নিদারুণ।

৪

শয্যাপার্শ্বে বসি তব কতদিন—কত মাস ধরি,
হে ভাবুক কবি।
নিমেষ পলকহীন নয়নে হেরেছি রোগ-ক্লিষ্ট
শান্ত তব ছবি।
বুঝিয়াছি কি দাহনে দগ্ধ করি নিশিদিন
দুরন্ত অনলে,
সর্ব্ব চেষ্টা তুচ্ছ করি দারুণ বিরামহীন ব্যাধি
প্রতি পলে পলে,
তোমারে মৃত্যুর পথে গিয়াছে লইয়া, যাতনায়
সুশীতল জল
ল'য়েছ বদনে, তা'ও প'ড়েছে গড়ায়ে, সিক্ত করি
শুধু শয্যাতল।

৫

আঁখিভরা অশ্রু ল'য়ে, রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে, পূতচিত্তে
সারা দিনমান

পদতলে ছিনু বসি', নিবখিতে ভক্তি-নত হৃদে
সে মহাপ্রস্থান।
ছিল না বিশ্রাম ব্যথা, আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ,
শুধু ক্ষণ তবে
তোমাব চবণ ছাড়ি গিযেছিনু তোমাবি পূজায
কম্পিত অন্তবে।
অচিবে শুনিনু যবে অমবাত্মা তব ত্যজি গেছে
এ মব সংসাব,
ব্যাকুল বেদনে মোব উঠিল হৃদয়ে সুনীবব
তীব্র হাহাকাব।

৬

তাব পবে ধীবে ধীবে বাখি তোমা কুসুম-শয্যায,
শত ভক্ত মিলে,
তোমাব সঙ্গীত-তানে জাগাইযা সুপ্ত নবনাবী
তোমা ল'যে চলে।
অনল-যাতনাময 'তৃষিত এ মরু ছাড়িযা' সে
'বসাল নন্দনে'
দয়াল লইলা ডাকি, সিক্ত কবি তপ্ত তনু তব
করুণা-চন্দনে।
শত কণ্ঠে উৎসাবিযা সঙ্গীতেব দিব্য সুধাধাবা,
কবি হবিধ্বনি,
শ্মশানেব মুক্ত বুকে বাখিযা সে অমূল্য-সম্ভাব
বহি ল'য়ে আনি।

৭

আজ কত দিন পবে আবাব আশ্রয লভি প্রাণ
মৃত্যুব ছাযায,
চিনে নিল আপনাবে, চিনিল সবায়, সংসাবেব
সীমান্ত বেখায।
জীবন মৃত্যুব কবি। চাহি অনিমিষে স্পন্দহীন
শান্ত মুখে তব,
চকিতে নয়ন আগে গেল চলি নীবব যাত্রায
এ নিখিল ভব।

শ্মশান-কিঙ্করদল, পাপকথা বলি, ফিরিতেছে
কবি অট্টহাস,
শিশু-মুখে অগ্নি দিতে চুমে তারে পিতা, অশ্রুসনে
ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

৮

হে কবি। হে মহাগুরু। পথভ্রান্ত আর্ত্ত মানবের
তুমি ধ্রুবতারা,
আঁধার কণ্টকবনে গৃহহীন শ্রান্ত পথিকের
তুমি জ্যোতিধারা।
ত্রিদিব বীণায় তব মূর্ত্তরাগে ললিত ঝঙ্কারে,
দীপকের গানে,
পথহারা কত প্রাণ ল'য়ে গেছ ঊর্দ্ধলোক দিয়ে
অনন্তের পানে।
প্রতিদিন তুচ্ছ হীন শত কাজে যেরা অতিক্রমি,
ক্ষুদ্র বর্ত্তমান,
শিখায়েছ অন্বেষিতে, লভিতে গো অনন্ত জীবনে
অমৃত সন্ধান!

৯

শতেক সঙ্গীত তানে ধ'রেছিলে ললাট উপরে
যে স্বর্গের আলো,
আজ তব চিতালোকে দীপ্ততর দিব্য তেজে তাহা
হইল উজল।
হে কবি। হে মহাগুরু। শিক্ষা সাধনায় কাটাইয়ে
জীবনের বেলা,
মরণে দেখায়ে দিলে নবরশ্মিপাতে বিধাতার
বিশ্বযন্ত্র খেলা।
অন্ধ মোহে মত্তপ্রাণ—চকিতে তাহার তন্দ্রা কবি দূর
তাড়িত সঞ্চারে,
লক্ষ্যহারা গতিহারা শত চিন্তা আনিলে ফিরায়ে
অন্তরের দ্বারে।

১০

মূর্খ মোরা,—ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ ল'য়ে, আলিঙ্গন
কবি মরুভূমি

ব'য়েছি সতত, তাই ভেবেছিনু ব্যাধির পীড়নে
আর্ত্ত বুঝি তুমি।
বিশুদ্ধ কনক সম দারুণ দাহনে বিকশিত
কান্তি শতধার
সুনির্ম্মল আত্মা তব এল বাহিরিয়া, দেহ শুধু
বিশুষ্ক অঙ্গার।
আকুল পিপাসা তার তৃপ্ত হল, সদা পরমেশ-
প্রেমামৃত পানে,
আনন্দ-মদির গন্ধে গুঞ্জরিয়া চরণ ঘেরিয়া,
মত্ত গুণগানে।

১১

ব্যাধিরে করিয়া ব্যর্থ চিরমুক্ত কল্পনা তোমার
ভ্রমি নিশিদিন,
মানস নয়নে তব দিত উদ্‌ঘাটিয়া, এ বিচিত্র
বিশ্ব সীমাহীন।
প্রবাস অতীত হল, এ জগতে সাঙ্গ হল যবে
জীবনের কাজ,
মরণে আহ্বান করি লইলে বরিয়া পরাইয়ে
কি মোহন সাজ।
দেখাইলে রোগ-জ্বালা-উদ্বেগ-আকুল এ জীবন
বিষাদ আধার,—
সর্ব্ব শোক, সর্ব্ব তাপ, সর্ব্বব্যথাহর মরণ সে
শান্তি-পারাবার।

১২

গভীর নিশীথ রাতে ধীরে ধীরে বসিনু আসিয়া
জাহ্নবীর তীরে,
নীরবে বহিয়া যায় স্নিগ্ধ জলরাশি আলিঙ্গিয়া
সুপ্তা নগরীরে।
পাখী উড়ে গেল পরে চমকিয়া স্তব্ধ নীরবতা
নৈশাকাশ তলে,
শিরোপরে মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে অশথমঞ্জরী
সমীর-হিল্লোলে।

ক্ষুদ্র তরীখানি দূরে নদীবক্ষে স্বচ্ছ-অন্ধকারে
যায় কোন স্থানে,
চিতানল রক্তশিখা উচ্চ শিরে উঠিছে নিয়ত
স্বর্গলোক-পানে।

১৩

তখন সে গগনের পটভূমি প'রে ধীরে ধীরে
হইল উদয়,
তারালোকদীপ্ত পথে শুচিস্মিত কান্ত ছবি তব,
পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময়।
নন্দন-মন্দার-গন্ধে আমোদিত করি বায়ুস্তরে
অপ্সর কিন্নর,
কলহাস্যে দলে দলে পরাইল বিজয় মুকুট
তব শিরোপর।
শতেক শিঞ্জিনি-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সহ ভাসি আসে
প্লাবিয়া শ্রবণ,
বীণা মুরলীর তানে কি সঙ্গীতে উঠিল ভরিয়া
নিশীথ পবন।

১৪

গতপ্রায় শ্মশান শর্ব্বরী, এবে হ'ল নির্ব্বাপিত
চিতানল-রেখা,
শত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা স্বল্পালোকে মণি-রত্ন মত
শুধু যায় দেখা।
জনে জনে নম্রমুখে মৃণ্ময় কলসে ল'য়ে আসি
পূত গঙ্গাজল,
অন্তিম শয়নে, কবি! দিল তোমা শেষ অর্ঘ্য ল'য়ে
কবি সুশীতল।
অশ্রুভার চক্ষে ল'য়ে, নতশিরে, ম্লান ঊষালোকে,
মন্থর চরণে,
ধীরে ফিরে আসিলাম, বাঁধি ল'য়ে চিতাভস্মশেষ
উত্তরীয় কোণে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিমা-সম্মিলনে রজনী-কান্তের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। সেই রাত্রিতেই তাঁহার অমৃতময়ী বাণী এবং

সুমিষ্ট কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতি এবং অপরিমেয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তিনি যে প্রকৃত কবি তাহা তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় প্রথমে জানিতে পারা যায়। পীড়ার সময় তাঁহার অমৃতবর্ষণ দেখিয়া হোমার ও মিল্টনের কথা মনে পড়িত। রজনীকান্তের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার নিজের পৌত্রের মৃত্যুতে যে শোক হইয়াছিল, রজনীকান্তের মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার তদপেক্ষা অধিক শোক হইয়াছিল। তাঁহার দুস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করা এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার একটি তৈলচিত্র এবং তাঁহার গ্রন্থের একটি স্মৃতি-সংস্করণ করা আবশ্যক এবং এই স্মৃতি-সংস্করণ হইতে যে আয় হইবে, তাহা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেওয়া হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলে পর তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"স্বদেশভক্ত, কবিতা ও গীতি-রচয়িতা, রহস্য-সঙ্গীত-রচনা-কুশল, বন্ধুজনপ্রিয়, কোকিল-কণ্ঠ গায়ক, কবিবর রজনীকান্ত সেন মহাশয় দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার পরলোকগমনে বঙ্গীয় কবিকুলে একটি উজ্জ্বলতম রত্নের অভাব হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সমবেত বঙ্গবাসিগণ তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোকপ্রকাশ ও কবিবরের শোকগ্রস্তপরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনাসূচক পত্র লেখার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছেন।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় স্বর্গীয় কবির রচিত 'অমৃত" নামক পুস্তকখানি বিনামূল্যে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন যে, এই সভাতে মৃত কবির যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তদপেক্ষা তাঁহার অনেক বেশী গুণ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন ও সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"বঙ্গের কীর্ত্তিমান্ কবি রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বঙ্গবাসীদিগের কর্ত্তব্য। এজন্য এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি তাহার সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের নিকট অর্থ-প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনানুযায়ী ২৪৬৷৶৫ চাঁদা স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৭৷৶৫ সভাস্থলে সংগৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত কবির "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছে গর্ব্ব করিতে চূর" সঙ্গীত গীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—সহঃ-সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১১ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ২৭শে নবেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপ ও শালগ্রাম-শীলা, (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি ও (গ) পরিষৎকর্ত্তৃক কামাখ্যা হইতে সংগৃহীত হরগৌরী-মূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ-(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অন্নরেতস্", (খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "কোচবিহারের ভাষা ও গ্রাম্য-সাহিত্য", (গ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের গড" এবং (ঘ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসন্ন কবিরত্ন মহাশয়ের "মহাকবি কালিদাস"। ৬। শোক-প্রকাশ—কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হরিচরণ সরখেল এম্ এ, বি এল্ ও দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি, এল্

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ চারুচন্দ্র বসু
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর
„ মৌলবী মহম্মদ একরাম খাঁ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ হেমন্তকুমার কর
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ
„ হেমদাকান্ত চৌধুরী
„ নিরারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র মজুমদার
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ আনন্দনাথ রায়

শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার
„ শশিভূষণ ঘোষ
„ নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
„ পশুপতি দত্ত
„ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস্‌সি
„ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অবনীকান্ত উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহম্মদ সহিদুল্লাহ্‌ বি এ
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ বামকমল সিংহ
„ বিহারীলাল দাস
„ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ফণিভূষণ বসু

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্‌ এ
„ বাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ } সহঃ-সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবামকমল সিংহ	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্‌ এ, বি এল্‌ উকীল, ফরিদপুর।
„	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রকুমার মজুমদার জমিদার, বাজিতপুর, ফরিদপুর, বর্ত্তঃ কুঠিঘাটা, বরাহনগর, হরিশ-ভবন।
„	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ ডেঃ মাঃ, ধূবড়ী।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় Sectional Officer P. W. D. Satpookoor Bungalow Ghaterswar P. O, (24 pargs).
„	„	শ্রীআশুতোষ সিংহ ডাক্তার, ৩।২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ Asst. Supdt, Acct. General's Office, Rangoon.
শ্রীশরৎচন্দ্র রায়	,,	শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত বি এল্ ৩০।১ বৈঠকখানা রোড।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	,,	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্ ৫৭ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় আই সি এস্ Madras.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ দ্বিতীয় শিক্ষক, রাধানাথ হাই স্কুল, স্বর্ণগ্রাম পোঃ, ঢাকা।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	,,	শ্রীঈশানচন্দ্র চৌধুরী বিষ্ণুপুর, মুনশীবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট।
শ্রীরামকমল সিংহ	,,	শ্রীললিতকৃষ্ণ চৌধুরী ৪০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস Chitpur Coal Depot.
,,	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ জমিদার, ছাতিনাকান্দী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	,,	শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র এম্ এস্‌সি ২৫।৩ রোসপাড়া লেন।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি ঈশান চতুষ্পাঠী, ডোঙ্গাভাঙ্গা, পলাশপাই (মেদিনীপুর)।
শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নটের (Notair) চন্দননগর।
ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীভবেন্দ্র ঘোষ শাস্ত্রী ৭ সুরা থার্ড লেন, বেলেঘাটা পোঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি এল্ ১৬।১ মিত্রের লেন।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি এ শ্রীনাথবাবুর লেন, চোরবাগান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেঃ মাঃ, কটক।
”	”	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, জগন্নাথকলেজ ঢাকা।
”	”	শ্রীরেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ডেঃ মাঃ, হাওড়া।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	”	শ্রীরজনীপ্রসাদ নিয়োগী ডেঃ মাঃ, যরিদপুর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১২ নারিকেলবাগান।
”	”	শ্রীযতীন পাল ৭।১ পারশীবাগান লেন।
		ছাত্র-সভ্য
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩।৩ তারক চাটুর্য্যের লেন।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত	১৭৫। শিশির
শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ	১৭৬। কবি-সম্মিলনী
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৭। আলপনা
কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	১৭৮। বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯। সাবিত্রী
শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	১৮০। চণ্ডিকাবিজয়

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৮১। শান্তিপথ, ১৮২। সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ১৮৩। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ, ১৮৪। বাধা, ১৮৫। আমার গ্রন্থাবলী, ১৮৬। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের পরিচয়, ১৮৭। আর্য্য-বিধবা, ১৮৮। গার্গী, ১৮৯। বিবাহ মীমাংসা, ১৯০। A simple means of mass Education, ১৯১। Expansion of Self Pt. 1

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার বি এ, বি টি—১৯২। বহস্য-সন্দর্ভ, ১৯৩। বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১৯৪। গৌড় ও রেহার দেশীয় নক্সা, ১৯৫। Several tracts on Hindu Theism.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ—১৯৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত (১ম ভাগ)।

শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ মজুমদার দেবশর্ম্মা—১৯৭। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ।

„ সম্পাদক "একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্"—১৯৮। বিদ্যাপতি ঠাকুরকী পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১৯৯। সাহিত্য-রত্ন, ২০০। উর্দ্দু উপদেশ, ২০১। বৈষয়িক ব্যাপার, ২০২। অনুত্তম স্তবনাবলি।

রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২০৩। Calcutta University Minutes Pt. V (1909).

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১। বৈষ্ণব-বন্দনা, ১১৬০ সাল ২। গীতগোবিন্দ, ৩। প্রার্থনা, ৪। শল্যপর্ব্ব, ৫। স্মরণমঙ্গল, ৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৭। পদাবলী, ৮। সুদামার দারিদ্রভঞ্জন, ৯। চৈতন্য-তত্ত্বসার, ১০। গোবিন্দলীলামৃত কথা, ১১। ডাকচরিত, ১২। যোগাদ্যার বন্দনা, ১৩। গোবিন্দলীলামৃত, ১৪। পদাবলী, ১৫। হংসদূত (খণ্ডিত), ১৬। ভক্তিচিন্তামণি, ১৭। রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), ১৮। নাড়ী-পরীক্ষা (সংস্কৃত), ১৯। চৈতন্যচরিতামৃত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত বৌদ্ধস্তূপ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশের বুদ্ধমূর্ত্তি ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক হরগৌরী-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি কতদিনের ও প্রথম ইহা কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে জানা যায় নাই ও জানেন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক গণ্ডক নদীতীরে প্রাপ্ত দুইটি শিলা প্রদর্শন করেন। এই শিলা দুইটি কোনও প্রকার জীবাশ্ম।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "অম্লবেতস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ এই অম্লবেতস গাছকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এইরূপে ইহার ৪৩ নামকরণ হইয়াছে। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়িগণকে অনেক সময়ে গোলযোগে পড়িতে হয়, কারণ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন গাছকে এবং গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে অম্লবেতস বলিয়া থাকে।

অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক বাজারে প্রচলিত কতকগুলি অম্লবেতসের নমুনা দেখাইলেন।

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোনটিই অম্লবেতস নহে, ইহা বাস্তবিক পক্ষে একরূপ নোণা জাতীয় বৃক্ষ।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের বস্তু নির্দ্দেশে এইরূপ গোলমাল থাকিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাবনার ও ভয়ের বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়কে সভাতে পরিচয় করাইয়া দেন ও

পরিচিত হইলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মপালের গড়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, পালবংশীয় ধর্ম্মপাল নরপতিগণ বারেন্দ্র ভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "রাজবংশীয় ভাষা ও সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের "কালিদাস" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদের জেমো কান্দীর কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হাইকোর্টের উকিল হরিচরণ সারখেল ও পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি-সূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৭ই পৌষ (১৩১৭), ১লা জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন," (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক"। ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, (খ) রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় ও (গ) অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (সভাপতি)

মাননীয় মহারাজ „ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
মহারাজ কুমার „ রনওয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর
পণ্ডিত „ বিশ্বম্ভর জ্যোতির্ণব
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ উপেন্দ্রনাথ বেজ
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ নিত্যানন্দ রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ লীলাধর মিশ্র
„ যুগলকিশোর মিশ্র

শ্রীযুক্ত হরিদ্বার মিশ্র
„ গোপীনাথ মিশ্র
„ উগ্রনাথ মিশ্র
„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
„ যতীন্দ্রনাথ রায়
„ তারকব্রহ্ম মজুমদার
„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ রসিকরঞ্জন বিদ্যাভূষণ
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
„ বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
„ সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
„ অনিলকৃষ্ণ ঘোষ
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ হরেকৃষ্ণ মিত্র
„ মাখনলাল মৈত্র
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সত্যচরণ দাস
„ কালীরাম দাস
„ মন্মথনাথ রায়
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ নীলমণি ভট্টাচার্য্য
„ শরৎচন্দ্র বসু
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী-কার্য্যালয়।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	„	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস সিটী।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন ১।১ দুর্গাদাস মুখার্জ্জির লেন, গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন	„	শ্রীকুঞ্জলাল বর্ম্মণ ১১ চৌরঙ্গী রোড।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহৃদয়রঞ্জন সেন এম্ এ, বি এল্ ডেঃ মাঃ, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীবামকমল সিংহ	”	শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ (১২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট), পিঙ্গলা, পোঃ বরসুর, জেলা ফরিদপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	”	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪।২ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, (জনাই, হুগলী)।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	”	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন শিক্ষক, কুষ্টিয়া হাই স্কুল, কুষ্টিয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ ডেঃ মাঃ, ২৫২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবামকমল সিংহ	শ্রীভুবনমোহন পাঠক বি এ ৩৮ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীকৃষ্ণদাস রায় Merchant and Banker, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন।
”	শ্রীভুবনচন্দ্র বড়ুয়া	শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল্ উকীল, হাইকোর্ট, ৩ ওল্ড বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন।
”	শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী	শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বক্সী উকীল, (মতিয়া) ফরিদপুর।
”	”	শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Land Acquisition Office, কৃষ্ণনগর।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী ৬৩।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গৌরাঙ্গপাড়া, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীললিতমোহন পাল প্রধান শিক্ষক, নেতড়াপাড়া, কাজীপুর (পাবনা)।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম্ এ Settlement Camp, মূলচর, ঢাকা।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	”	শ্রীরামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত উকীল, ধুবড়ী।
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	”	শ্রীরেবতীরমণ দত্ত এম্ এ ডেঃ মাঃ, সরোয়াতলী, চট্টগ্রাম।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	”	শ্রীপশুপতিনাথ দেব ৬৭ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	”	শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্ ৪৩ সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ৮ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
”	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅজয়কুমার দত্ত ব্যারিষ্টার, ৯।২ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট।
”	”	জে এন্ গুপ্ত স্কোয়ার নোয়াখালী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীরমাকান্ত রায়কাটী Translator, High Court.
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	”	শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল্ ২৯ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
”	”	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক, বাগবাজার, (২২।২ শোভারাম বসাকের ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা)।
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	”	ডাঃ শ্রীমতিলাল বসু এল্ সি পি এস্ Tea Estate, জলপাইগুড়ি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	এ, চৌধুরী	শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী	কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী বি এল্ নাটোর, রাজসাহী।
”	”	কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বি এ তাহিরপুর, রাজসাহী।
	”	শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল বি এ নওগাঁ, রাজসাহী।
	”	কুমার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ লাহিড়ী কাশিমপুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮।১ নেবুতলা লেন, বহুবাজার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকৌপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়	২০৪।	শুক্লা
„ অক্ষয়কুমার বড়াল	২০৫।	শঙ্খ
„ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	২০৬।	দুর্গাপূজার বলি ও জীববলি
„ প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ	২০৭।	A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts No 27.
„ সম্পাদক, সাহিত্য-সভা	২০৮।	Lectures on Hindu Philosophy (Part 1).
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী	২০৯।	গৌহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী
„ রাধামাধব কর	২১০।	স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক
„ শশধর বিদ্যাভূষণ	২১১।	সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২১২।	তীর্থরেণু
Asiatic Society	২১৩।	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III, No 8.

পুথি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। নলদময়ন্তী, ২। কর্ণমুনির পারণ, ৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, ৪। ভীষ্মপর্ব্ব, ৫। পদাবলী, ৬। সারীশুক-সংবাদ, ৭। গোবিন্দলীলামৃত-সার, ৮। কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য প্রণীত গ্রন্থ, ৯। মূল-সম্বাদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদী, রায়-বাহাদুর রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত দ্বিবেদী মহাশয়ের নাম জগদ্বিখ্যাত এবং তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত জগতের ক্ষতি হইয়াছে। কাশীর শাখা-পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি অনেক যত্ন করিতেন। পরলোকগত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, মৈত্র মহাশয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদ্ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইইতে শোক প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তিনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, গয়ানিবাসীর নিকট হইতে তিনি সংবাদ লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মত কি প্রমাণের উপর স্থাপিত, তাহা তিনি বলেন নাই। বাঙ্গালা দেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের নাম শোনা যায় না। শাকদ্বীপী সংজ্ঞা কেন হইল, প্রবন্ধ লেখক তাহা বলেন নাই। শাকদ্বীপ কোথায়, তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই। মঙ্গোলিয়া, তাতার, তিব্বত ও মানসসরোবর প্রভৃতি স্থান লইয়া শাকদ্বীপ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক কি না, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। পরাশর-পদ্ধতি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলেন—তাহারা এক নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতও এইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় গাঞী কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামগত বা গোত্রগত সাদৃশ্য দ্বারা অভিন্নত্ব প্রমাণ করা ঠিক কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের ভিন্ন অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা বান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের সহিত একত্র মিশিয়া গিয়াছেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক নহে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকদিগকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন যে, আচার্য্য শব্দ অতি প্রাচীন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিবাদে কাহারও ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নাই। আচার্য্য এবং গ্রহবিপ্র প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চ সম্মানবাচক, খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন, এই সমাজের বৈধ ক্রিয়ার গ্রহবিপ্রেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অভিন্নতা অনুসন্ধানের বিষয়।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ

চন্দ্র বিদ্যাবত্ন মহাশয় শাকদ্বীপের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাকদ্বীপ ও বর্ত্তমান Sogdiana (সমরখন্দ ও বোখারা) এক ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই জেন্দগ্রন্থে Airu বা প্রাচীন আর্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরস্পরের গাঞী ও গোত্রের মিল আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই মিল কি করিয়া হইল। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ইহারা কি উভয়েই সর্ব্বপ্রথমে একত্রে বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেন ও পরে শাকদ্বীপী বাঙ্গালা হইতে বেহারে গমন করেন অথবা উঁহারা উভয়েই একত্রে বেহারে বাস করিতেন এবং সপ্তশতীরা পরে বেহার হইতে বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন। যাহা হউক, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ লেখক উক্ত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের মত আমিও শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমাদের অনুসন্ধানের চক্ষে দেখা আবশ্যক। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের গাঁঞী ও গোত্রের মিল আছে, কিন্তু এই সাদৃশ্য তাহাদের অভিন্নতার সুস্পষ্ট পরিচায়ক কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বিষয় লইয়া কুলজী গ্রন্থে অনেক কল্পনা আছে, অনেকের বিশ্বাস সপ্তশতী ঠিক সাতশত নহে এবং ইহারা যে ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছেন, এই প্রবাদই চিরকাল চলিত আছে। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বলেন যে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের গাঞী এক ও এইজন্য এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের এক হওয়াই সম্ভব। মগ ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এক। আচার্য্য পদবী বিশেষ, আচার্য্যের একনাম গণক। গণকগণ পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাবত্ন মহাশয় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পঠিত তিনটি প্রবন্ধই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ যে এক হইতে পারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যে শেষ সিদ্ধান্ত, তাহা নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে ও এই জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। গোত্র গাঞী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও কিছু বলা হয় নাই এবং আশা করি, এ সম্বন্ধে যেন কাহারও ভ্রমধারণা না থাকে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে তাহার কোনও আলোচনা হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে সমস্ত শব্দের তালিকা দিয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দের মধ্যে কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে শব্দ-সংগ্রহ অদ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পর্ত্তুগীজ শব্দ ও বাঙ্গালাশব্দের সাদৃশ্য সম্বন্ধে তিন খানা পুস্তক মুদ্রিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকে যে শব্দের তালিকা আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মালদহে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের বিষয় উল্লেখ করিয়া, কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ রাস্তায় কি সুবিধা, কি অসুবিধা এই সমস্ত সংবাদ উপস্থিত সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন।

এই সভাতে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পরিষদ্ সম্পাদক মহারাজা বাহাদুরের এই উপস্থিতির জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, মহারাজা বাহাদুর চিরকাল সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন ও পরিষদ্ আশা করেন যে, মহারাজা বাহাদুরের এই স্নেহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৮ই মাঘ (১৩১৭), ২২শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ অমৃতলাল বসু
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
ডাঃ „ জে এন্ ঘোষ এম্ ডি
„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি
„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
ডাঃ „ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্
„ গোপাল দাস চৌধুরী
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি
রায় „ চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল্
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত
„ নরেন্দ্রকুমার দত্ত
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ
„ তড়িৎকান্তি বক্সী এম্ এ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ
„ গতিকৃষ্ণ সেন
„ সরলকুমার বসু
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ অনন্তনারায়ণ সেন
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ ভোলানাথ ঘোষ
„ সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ হেমন্তকুমার কর
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ অমৃতগোপাল বসু
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ সতীন্দ্রনাথ সরকার
„ মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
„ নিত্যানন্দ রায়
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ সুরেন্দ্রনাথ সান্ধকী গোস্বামী
„ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ গোষ্ঠবিহারী প্রামাণিক
„ নকড়ি রায়
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ } সহঃ সম্পাদক
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত ভারত শোক-সন্তপ্ত। দক্ষিণ ভারত, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণও শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় শিশির বাবু সাহিত্যিক ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য আমরা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত। তাঁহার জন্য কেবল বাঙ্গালী-জাতি শোক-সন্তপ্ত নহে, কিন্তু সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সমস্ত ভারত তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ত্রিবিধ ছিল, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনা এবং এই

তিন ক্ষেত্রেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজনীতি-বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ও তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ভারতে কীর্ত্তিত। এরূপ অনেক লোক পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেন, যাঁহাদের মৃত্যুতে আমাদের যেরূপ শোক হয়, আবার তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যের কথা মনে করিলে, আমরা আবার সেইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। শিশির বাবু এইরূপ ক্ষণজন্মা ছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের মৃত্যু-জনিত শোকে-মানুষকে নিষ্কর্ম্মা করে না, বরং তাহাকে আরও উদ্যমশীল করে। আমার জীবনের প্রথম ভাগে আমি তাঁহার রাজনীতি কার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনীতির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি যে খুব বড় বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহা তাহার লেখা পড়িয়া বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখার গুণের কোন ব্যতিক্রম করে নাই। যখন আমি তাঁহার 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠ করি, তখন আমি দন্তশূলে পীড়িত ছিলাম, তথাপি আমি প্রথম দিনেই উহা শেষ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দিলেও, 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র ন্যায় উচ্চতর সাহিত্য খুব কম দেখা যায়। এই পুস্তকের 'অমিয় নিমাই-চরিত' নাম সার্থক। তিনি দুই একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি একজন যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একত্র সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মভাব, রাজনীতি-ক্ষেত্রে নির্ভীকতা সর্ব্বজনখ্যাত। তাঁহার কীর্ত্তি তিনি নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক হিসাবে ধরিতে গেলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য আমাদের বেশী কিছু করিবার নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। শিশির বাবুর ন্যায় একাধারে এতগুণের সমাবেশ আমি কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরাই ধন্য হইব। সাধারণের রাজনীতির আলোচনার মূলে শিশির বাবু ও তাঁহার স্থাপিত Indian League। তাঁহার পূর্ব্বে রাজনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল, রাজনীতি-সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের আলোচনার স্থান এই সভা নহে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি কখনও বিস্মৃত হইবে না। 'নরোত্তমচরিত' তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিশির বাবুর সহিত একমত না হইলেও, এই গ্রন্থে যে সকল মনোমুগ্ধকর ভাব নিহিত আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জগাই মাধাই উদ্ধারের বৃত্তান্ত প্রভৃতি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, ভাষা ও ভাবের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার সহিত তাঁহার গত ২৫ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর কথা বলিলে, তিনি বিচলিত হইতেন, অধীর

হইতেন ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার ভক্তি-ভাব অতি উচ্চ ছিল। আমার মনে হয়, ভক্তির পরিমাণ দ্বারা আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্থির করিতে পারি এবং সেই হিসাবে তাঁহার অপেক্ষা বড় লোক আমি কখন দেখি নাই। আজকাল তাঁহার মত কৃষ্ণভক্ত লোক অতি বিরল। তাঁহার জীবন পরদুঃখে ব্যথিত হইত ও তিনি সকলকে প্রেমে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি পাঁচ বৎসরের জন্য সমস্ত ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একজন ভক্তের জীবন-চরিত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি বৎসর ২৫৲ করিয়া একটি পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই পুরস্কারের টাকা সাহিত্য-পরিষদের হস্তে দিব, এই প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইবে এবং এই পুরস্কার সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপে পাঁচ বৎসরের পরীক্ষার পর যদি যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যাহাতে এই পুরস্কার-প্রদান চিরস্থায়ী হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক শিশির বাবুর পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া স্বর্গীয় শিশির বাবু নানা ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত, ইহাতে বোধ হয় যে, এখনও আমাদের আশা আছে, যদি কখনও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপযুক্ত লোক দ্বারা লিখিত হয়, তাহা হইলে আমরা শিশির বাবুর সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারিব। শিশির বাবুর মৌলিকতা ছিল। তিনি নায়ক পুরুষ ছিলেন ও তিনি ভাল রসজ্ঞ ছিলেন। ১৮৭০।৭১ খৃঃ যখন আমি কাশীতে ছিলাম, তখন আমি প্রথম অমৃতবাজার পড়ি। শিশির বাবুর মাতার নামানুসারে এই পত্রের নামকরণ হইয়াছিল। এই পত্রের লেখা উদ্দীপ্ত ছিল ও ইহা কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতর যাইত। শিশির বাবু অসাধারণ রসিক ছিলেন, আমার নিজের যদি কিছু রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমি শিশির বাবুর নিকট ঋণী। ১৮৭২ খৃঃ নবেম্বর মাসে প্রথম তাঁহার সহিত দেখা হয়। যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করি; তখন শিশির বাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, স্বায়ত্ত-শাসন, কার্য্যকরীবিদ্যা প্রভৃতির গোড়ায় শিশির বাবু। তাঁহার জীবন একটি শিক্ষার বিষয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর মৃত্যুতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে কত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, প্রেমের ভাষা গদ্যের ভিতর দিয়া যদি কেহ সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা শিশির বাবুই করিয়াছেন। ভক্তের ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতি কাহারও অনুশাসন মানে না। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র ভাষা অতি সুন্দর। তাঁহার মত ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন, এইজন্য বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি আমাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা আত্মীয়ের কথা বলার ন্যায়। চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া তিনি 'কালাচাঁদ গীতা' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিত' গ্রন্থের জন্য বোধ হয় যে, এই গ্রন্থের সম্যক্ আদর হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'নরোত্তম চরিত'। এই গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ছাঁচের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি সম্বন্ধে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কিরূপে মনোভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার সূচনা আমরা এই গ্রন্থে ও তাহার পূর্ণ-বিকাশ 'অমিয় নিমাই-চরিত' গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা সাধারণের প্রীতিকর। তাঁহার লেখার রীতি দেখিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদাস যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া গদ্য লিখিতেন, তাহা হইলে তিনি শিশির বাবুর নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন। অমৃতবাজারে তিনি একটি বিষয় লইয়া বহুদিনব্যাপী প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক দিনের প্রবন্ধে কিছু না কিছু নূতনত্ব থাকিত, কোন প্রবন্ধ পূর্ব্ব প্রকাশিত অপর কোন প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশে বাস্তবিকই একটি ইন্দ্রপাত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকার ভাষা জনসাধারণের উপযোগী ছিল। শিশির বাবু ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐকান্তিকতা ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত—না করিলে আমরা কৃতঘ্ন হইব।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবু নব্যযুগে গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নাম অতি দূরদেশে ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজ ও সমস্ত দেশ দুঃখিত। ভারত প্রেমের দেশ, তিনি প্রেমবার্ত্তা প্রচারে ব্রতী ছিলেন; এইজন্য তিনি সমগ্র ভারতের পূজ্য। তাঁহার ভাষা এত হৃদয়গ্রাহী যে, আট বৎসরের বালিকাও 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ্যের সহিত যে শিশির বাবুর গদ্যের তুলনা হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত ঠিক। তাঁহার ভাষা আশার ভাষা। তাঁহার প্রণীত 'কালাচাঁদ গীতায়' ইহা প্রথম বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে এক অতি সুন্দর নূতন জগতের ছায়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গদ্যে লিখিত গ্রন্থ, যদি কেহ সাধারণের প্রীতিপদ করিয়া থাকেন, তবে সে শিশির বাবু। কেবল মাত্র ধর্ম্ম হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবে ধরিতে গেলে 'অমিয় নিমাই-চরিত' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শিশির বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমেরিকা ও জাপানে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এমন কর্ম্মময়, ধর্ম্মময় ও মাধুর্য্যময় জীবন অত্যন্ত বিরল। জীবনের শেষ দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র শেষ ফর্ম্মার শেষ প্রুফ দেখেন এবং ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের পদে তাঁহার শেষ পুষ্পাঞ্জলী। তাঁহার ভাষা পরিষদের পরীক্ষার বিষয়। তাঁহার ভাষা ও তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, রহরমপুরের জজ শ্রীযুক্ত রমাচরণ মিত্র মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় এই সভাতে উপস্থিত হইতে না পারায় সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর শিশির বাবু সম্বন্ধে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলার স্থান পরিষৎ নহে, তাঁহার ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এই সভায় হইয়াছে। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১ম প্রস্তাব।—সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপনকর্ত্তা সাময়িক সাহিত্যের ইতিবৃত্তে সুপ্রসিদ্ধ, বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের, প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরম ভাগবত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব।—স্বর্গীয় মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইল।

৩য় প্রস্তাব।—উক্ত সঙ্কল্পদ্বয়ের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হউক।

সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্মৃতি-রক্ষার জন্য সভাস্থলে প্রায় ২০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁহার একটি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হয়। যতীন্দ্রবাবু পাঁচ বৎসরের জন্য যে পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। আশা করা যায় যে, পাঁচ বৎসর পরে এই পুরস্কার চিরস্থায়ী হইবে। শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য একটি সাধারণ সভাধিবেশন আহূত হইবে, তৎপূর্ব্বে যাহাতে শিশির বাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৫ই মাঘ (১৩১৭), ২৯শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়ে প্রাপ্ত গজদন্ত, (খ) শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ মহাশয়ের প্রদত্ত হরগৌরী-মূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তর-খণ্ড ও (ঘ) গৌর ও পাণ্ডুয়া হইতে সংগৃহীত মিনা করা ইষ্টক, ৫। প্রবন্ধ, (ক) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বাঙ্‌লা ব্যাকরণের একাংশ" (খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের "১৭শ শতাব্দীর পর্য্যটক' এবং (গ) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের "কবি কৈলাশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী", ৬। শোক-প্রকাশ (ক) প্যারীলাল হালদার এম্ এ, বি এল্ ও (খ) হরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (সভাপতি)

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

" কুমারকৃষ্ণ মিত্র

" বিজয়চন্দ্র সিংহ

" ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়

" অনন্তনারায়ণ সেন

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

" কুঞ্জবিহারী সেন

" বাণীনাথ নন্দী

" শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

" চিত্তসুখ সান্যাল

" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু

" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

" বীরেন্দ্রনাথ বসু বি ই

" ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" অমৃতগোপাল বসু

" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

" নিত্যানন্দ মল্লিক

" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ

" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

" বীরেশ্বর প্রামাণিক

" সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ

" যোগেন্দ্রলাল তালুকদার

" সত্যেন্দ্রনাথ পাইন

" নৃপেন্দ্রনাথ পাইন

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
„ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী
„ নীলমণি সান্যাল
„ হারাধন চট্টোপাধ্যায়
„ ইন্দ্রমোহন গোস্বামী
„ ননীভূষণ ভট্টাচার্য্য
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত
„ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
„ বিনোদবিহারী দাস
„ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
„ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকেশবচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ উকীল, ফরিদপুর।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ ১৩ মাধব চাটুর্য্যের লেন।
„	„	শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ অধ্যাপক, বিপন কলেজ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার গুহ ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
„	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
„	„	শ্রীরামনদাস ঘটক কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গৌহাটী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন ৪৫।৩ সিমলা ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীমণিমোহন মিত্র এম্ এ ১৪ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসু এম্ এ Auditor of Local Accounts, Mymensing.
,,	,,	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এম্ এ Dy Supdt of police, 10-1 St James Square.
,,	,,	শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী এম্ এ, বি এল্ c/o Sj Mahesh Chandra Biswas, Jammu, Kashmir
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় Asst. Supdt, বিজনি-রাজ, গোয়ালপাড়া
,,	,,	শ্রীঅতুলানন্দ দাস Extra Asst. Conservator of Forrests, Goalpara, Haltagaon.
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ বি ১৪।৩ নিমতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভুবনমোহন বিশ্বাস বি এল্ ৩৪ বীডন ষ্ট্রীট।
মাননীয় মহারাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ এম্ এ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ সম্পাদক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।
,,	,,	শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় ইংরেজ বাজার, মালদহ।
,,	,,	শ্রীহরিদাস পালিত জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	,,	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৩৮ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস হেড পণ্ডিত, গৌহাটী বালিকা-বিদ্যালয়, গৌহাটী।
”	”	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক, নবগ্রাম সাহিত্য-সমিতি, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।
”	”	শ্রীযামিনীকান্ত বসু বি এল্ উকীল, ধুবড়ী।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী, বিদ্যাবিনোদ, কবিচিন্তামণি, আয়ুর্ব্বেদ-শান্তি কুটীর, সিরাজগঞ্জ।
”	”	শ্রীবৈদ্যনাথ তরফদার জমিদার, কাজীপুর, পাবনা।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	প্রিন্স ভিক্টর হুত্যেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বেজ ১১৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	রায় শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কালেক্টর, ২৷৷৩ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড।
”	”	রায় শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর সুপাঃ, হোম ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, ১২নং পটুয়াটোলা লেন।
”	”	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ, সিউড়ী, বীরভূম।
”	”	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বি এল্, মুন্সেফ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীলাবণ্যমোহন সান্যাল বি এ সব্ ডেঃ কালেক্টর, মাধেপুরা, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রকুমার বসু চৌধুরী কণ্ট্রাক্টর, ২৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
”	”	শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী পোষ্টমাষ্টার, আলিপুর, ২৪ পরগণা।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
”	”	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ ৩৪।১ নং হ্যারিসন রোড।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক, আলিগড় কলেজ, রাজপুতনা। (১৮নং বেনেটোলা লেন।)
শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাঘডাঙ্গা, জেমো কান্দী।
”	”	শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ ডেপুটী একাউণ্টেট জেনাবেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট।
”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এচ এ এস্ ১০ ক্রাউচ লেন, বহুবাজাব।
”	”	শ্রীতাবকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, এচ এ এস্
		শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্ এ, এচ এ এস্
		শ্রীত্রিবিক্রম পূজারী বি এ, এচ এ এস
		শ্রীধীবেন্দ্র মিত্র এচ এ এস্ ডিমন্‌ষ্ট্রেটাব, মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন।
”	”	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এচ এ এস্
”	”	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল এচ এ এস্, সাবোব।
”	”	শ্রীবাজনাথ রায় ফাবম্ সুপাবিটেডেণ্ট, কটক।
”	”	শ্রীভবতোষ দত্ত ফারম্ সুপাঃ, হাজাবীবাগ।
”	”	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুস্তফী Inspector of Agriculture, Bankipur,
”	”	শ্রীঅরুণ প্রসাদ রায় ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচুনীলাল মুস্তফী
		ঐ, Burdwan
”	”	শ্রীতারানাথ রায়
		ফার্ম্ স্যুপাঃ, চুঁচুড়া।
”	”	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য সাবোর।
”	”	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্‌সি এ ঐ
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শীল বি এ, এম্ এস্‌সি এ
		সাবোর।
”	”	শ্রীহীরালাল দত্ত বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ
”	”	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ
”	”	শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ঐ
”	”	শ্রীদ্বিজদাস দত্ত
		অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, সাবোর।
”	”	শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার
		অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
”	”	শ্রীআশুতোষ দত্ত ঐ।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ।
”	”	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্‌সি এ,
		কুচবিহার।
”	”	শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্‌সি এ,
		বোলপুর।
শ্রীবামকমল সিংহ	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত
		৬ পঞ্চানন ঘোষের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
		৬৫ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
		৩ রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীক্ষীরোদলাল মুখোপাধ্যায়
		ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ।
”	”	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়
		ডেঃ মাঃ, মালদহ।

কার্য্য-বিবরণী

নূতন সভ্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীহরিদাস বসু প্রথম মুন্সেফ, মালদহ।	শ্রীব্যামকেশ মুস্তফী	শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় মুন্সেফ, মালদহ।	"	"
শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় উকীল, মালদহ।	"	"
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় সিভিল সার্জ্জন, মালদহ।	"	"
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল, মালদহ।	"	"
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভাদুরী উকীল, মালদহ।	"	"
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় উকীল, মালদহ।	"	"
শ্রীচণ্ডীচরণ দাস গুপ্ত পোষ্টমাষ্টার, মালদহ।	"	"
শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন ঘটক মালদহ।	"	"
শ্রীবিশ্বেশ্বর দে হেড মাষ্টার, মালদহ।	"	"
শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী মোক্তার, মালদহ।	"	"
শ্রীরায়কিশোর প্রামাণিক মোক্তার, মালদহ।	"	"
শ্রীনলিনীকান্ত বসু ঐ।	"	"
শ্রীতারিণী দাস রায় উকীল, মালদহ।	"	"
কবিরাজ শ্রীরামলাল কবিবিনোদ মালদহ।	"	"
কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন মালদহ।	"	"

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌলভী কাদের বক্স উকীল, মালদহ।
,,	,,	শ্রীপ্রমথনাথ দে মালদহ।
,,	,,	মৌলভী আব্‌দুল গণি মোক্তার, মালদহ।
,,	,,	শ্রীকালীপ্রসন্ন সাহা উকীল, মালদহ।
,,	,,	মৌলভী আবদুল আজিজ খাঁ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটী, উকীল, মালদহ।
,,	,,	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
,,	,,	শ্রীমোহিনীমোহন মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
,,	,,	শ্রীরামকিঙ্কর রায় জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
,,	,,	শ্রীনিবোদকুমার মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।

ছাত্র-সভ্য

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদীননাথ মজুমদার ১৯ বাদুবাগান লেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তকাদি
সাহিত্য-সভা	২১৪।	বঙ্গের কবিতা।
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক	২১৫।	বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনাশিক্ষা।
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণধন্বন্তরী বিশ্বরাজ	২১৬।	The Hahnneman Medical College and Hospital of Chicago (51st Annual Announcement)
,, প্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশ বি এ—	২১৭।	তর্ক-বিজ্ঞান।
রেজিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	২১৮।	C. U. Minutes 1910. pt. II.
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—	২১৯।	বাঙ্গালা অভিধান (প্রাচীন মুদ্রিত)
	২২০।	বোস্তাঁ

(পার্শীভাষার পুস্তক) ২২০। মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকসম্পর্কীয় পুস্তক ২২২। কন্‌স্ট্রাক্‌সন আইনের অনুবাদ ২২৩। আইন-দর্পণ। ২২৪। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সিল আইন, ইং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ। ২২৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন। ২২৬। পাণ্ডব-বিলাপ কাব্য। ২২৭। ঋতু-পথ্য। ২২৮। পত্রাষ্টক কাব্যোত্তর কাব্য। ২২৯। অর্ঘ্য-পুষ্প। ২৩০। ৺দাশরথিরায়ের পাঁচালী (প্রথম খণ্ড)। ২৩১। গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা (মাসিক)—১২শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। ২৩২। জ্যোতিরিঙ্গণ (মাসিক)। ২৩৩। বঙ্গরত্ন (প্রথম ভাগ)।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শর্ম্মা—২৩৪। পুরাণদর্শন সূত্র উপক্রমণিকা (ক্রোড়পত্র)
২৩৫। পুরাণ-দর্শন-সূত্র-উপক্রমণিকা (সম্পূর্ণ)

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ—২৩৬। ঊষা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—২৩৭। অদৃশ্য সহায়।

শ্রীযুক্ত গ্রন্থরক্ষক, ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী—২৩৮। Imperial Library Catalogue, pt. II Vol II (M-B)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ—২৩৯। সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
২৪০। A Discourse on the Study af Sanskrit.

শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর—২৪১। মণিহর।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে—২৪২। ৺রাধানাথ চৌধুরীর জীবন চরিত।

শ্রীমতী বিমলাদাস গুপ্তা—২৪৩। মালবিকাগ্নিমিত্র।

শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ—২৪৪। পাণ্ডব গীতা।

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—২৪৫। শকুন্তলা-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ—২৪৬। সাহিত্য-সেবী, ২৪৭। The Modern Vernacular Literature of Hindusthan, ২৪৮। জ্ঞানপ্রদীপ।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। পুথি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (খণ্ডিত),
২। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কয়েক পৃষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গৌড়ে প্রাপ্ত গজদন্ত এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষদে প্রদত্ত হর-গৌরী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই মূর্ত্তি বগুড়ার তিন মাইল দূরে কানাড় গ্রামের পুষ্করিণীর পাড়ে একটী কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার হর-গৌরী মূর্ত্তি উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তি মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রদর্শিত মূর্ত্তি উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায়।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয় বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত একটী প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করেন। এই প্রস্তরখণ্ডে দুই সারি ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোন গোলাকার স্তম্ভের অংশ ছিল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে সংগৃহীত কতকগুলি মিনা করা ইষ্টক প্রদর্শন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার একটী সুন্দর বিবরণ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এটর্নি মহাশয় "বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় অনুপস্থিত হওয়ায় "১৭শ শতাব্দীর ফরাসী পর্য্যটক" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন বসু মহাশয়ের লিখিত "কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি কৈলাসেশ্বর বসু ১২০৩ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার পিঙ্গলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত বহু ক্ষুদ্র কবিতাবলী ও স্তবগীতাদি ছিল। ইহাদের প্রায় সবগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। "ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল" শীর্ষক গানটী এই কবির রচিত। তিনি একজন ভক্ত কবি ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৯২ সালে কবির পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মোহিনী বাবুকে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, মোহিনী বাবু যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ভাবে চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ হওয়ার পক্ষে সুবিধা। আমাদের কর্ত্তব্য, ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করা। এই সমস্ত শব্দ সংগ্রহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মাতৃ-ভাষার সম্পদের তত বেশী অভাব নাই, দ্বিত্ব শব্দ সমস্ত প্রাদেশিক ভাবে সংগ্রহ করা উচিত এবং এই জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কবি কৈলাসেশ্বরের জীবনী লেখার জন্য ভুবনমোহন বসু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে মোহিনী বাবু বলেন যে, দ্বিত্ব প্রভৃতি সূচক শব্দগুলি অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সহিত ইংরাজিতে যাহাকে Phonetic law বলে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে আবদ্ধ করিতে গেলে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও সাধারণ নিয়ম ভবিষ্যতে স্থির হইতে পারে। তাঁহার পাঁচ মাস পরিশ্রমের ফল এই প্রবন্ধ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই সভাস্থলে হরগৌরী মূর্ত্তি, ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ও

মিনা করা ইষ্টক প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শিত হইল, সেই সমস্তই কৌতূহলজনক ও চিত্তাকর্ষক এবং এই সমস্ত বস্তু-সংগ্রহকারিগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। মোহিনী বাবুর প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু আলোচনা করিয়াছেন। শব্দ-দ্বিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান্। এইরূপ দুই চারিটী শব্দ-দ্বিত্বর প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষাতেও আছে, এই দ্বিত্ব বোধ হয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা কথিত ভাষাতে এবং নাটক উপন্যাসাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্যারী-াল হালদার এম্ এ, বি এল্ ও হরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে, ইহা গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হ ল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে মাঘ (১৩১৭), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। ৪। বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কারসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের পত্র। ৫। প্রদর্শন (ক) শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (খ) ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত গজদন্ত। ৬। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব"। ৭। শোক প্রকাশ—অধ্যাপক মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিদরণ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ
„ চিরসুহৃৎ লাহিড়ী
„ গৌরহরি সেন
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ মনোরথ রায়
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ সুরোধচন্দ্র রায় বি এ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ
„ মাখনলাল মিত্র
„ সুরোধচন্দ্র রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীঅম্বিকাচরণ দে বি এ সব্‌ইনেস্পেক্টর, হবিগঞ্জ, ফুলতলা পোঃ, শ্রীহট্ট।
”	”	H M Mitra Esq Sakchi P O, Kalamati.
”	”	শ্রীভূধরচন্দ্র বসু শিক্ষক, গভঃ হাই স্কুল, মালখানগর, ঢাকা।
”	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনিরুপমচন্দ্র সেন ৫৮ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় Retired Income-tax Assessor, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম, যশোহর।
”	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজ।
”	শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, বেলিয়াতোড় হাই স্কুল, বেলিয়াতোড, বাকুড়া।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	মোহান্ত ভগবান দাস জাফরাগঞ্জ আখড়া, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ এম্ এ ডেঃ মাঃ, বরিশাল।
শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই	”	শ্রীতরুণ রাম ফুকান ব্যারিষ্টার, গৌহাটী।
”	”	মাননীয় শ্রীমাণিক চন্দ্র বড়ুয়া মেম্বর ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী।
”	”	মাননীয় শ্রীভুবনরাম দাস রায় বাহাদুর মেম্বর, ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	রায় বাহাদুর শ্রীমণিলাল সিংহ রায় জমিদার, চকদীঘি, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ৭২ রসা রোড, কলিকাতা।
”	”	শ্রীসুবোধ চন্দ্র দত্ত ২।৫ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	শ্রীসূর্য্যকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্ উকীল, ময়মনসিংহ।
”	”	শ্রীললিতচন্দ্র গুহ এম্ এ Personal Asst. to the Commissioner, Jalpaiguri.
”	”	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ Extra Asst. Commissioner, Barpeta (Kamrup)
”	”	শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এ ডেঃ মাঃ, জলপাইগুড়ি।
”	”	শ্রীহরিপ্রসাদ দাস বি এ সব ডেপুটী, বরপেটা, কামরূপ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন	শ্রীনিশিকান্ত সেন বি এল্ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি, ময়মনসিংহ।
”	”	শ্রীদাশরথী বন্দ্যোপাধ্যায় Treasurer, Govt. House, Calcutta.
”	”	শ্রীনলিনীকান্ত সেন বি ই ইঞ্জিনীয়ার, আকায়াব, বর্ম্মা।
”	”	শ্রীযশোদানন্দ সেন এম্ এ Asst. Secy, Calcutta Corporation. ১৬২।২ অপার চিৎপুর রোড।
”	”	শ্রীঅচ্যুতকুমার নন্দী বি এ, বি ই Supervisor, P. W. D, Ranchi.
”	”	শ্রীবসন্তকুমার নাগ কণ্ট্রাক্টর, ৪৫ সুকীয়া ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯ সেণ্ট-জেম্‌স্ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি এ ৯০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজগদ্ধর সেন, সুলভ-সমাচার কার্য্যালয়, কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	”	শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ ৫ নবাব্দী ওস্তাগরের লেন।
”	”	শ্রীযামিনীনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, আলোয়া, কাগমারী (৩।২ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট)।
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যকাব্যব্যাকরণতীর্থ ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ৭।২ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীবিহারীলাল রায়	”	শ্রীহেমন্তকুমার কাব্যনিধি বি এ প্রধান শিক্ষক, শিঙ্গুর হাই স্কুল, হুগলী।
		ছাত্র-সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র বসু সিটি কলেজ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী। ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

তৎপরে, নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	২৪৯। বঙ্গবন্ধু, ২য় ভাগ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—২৫০। রচনা-পদ্ধতি, ২৫১। চারু প্রবন্ধ, ২৫২। চিতোরের যুদ্ধ, ২৫৩। The Teaching of History in Indian Schools. ২৫৪। সন্দর্ভ-মুক্তাবলী, ২৫৫। Sanskrit Learning in Bengal, ২৫৬। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভ্যর্থনা-গীতিকা, ২৫৭। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভিভাষণ, ২৫৮। গৌড-পাণ্ডুয়া প্রদর্শিকা, ২৫৯। খণ্ডন নিবসনং, ২৬০। The Original Abode of the Indo-European or Aryya Races.

	পুথি
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সম্পূর্ণ)

তৎপরে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী নামক স্থানে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বল্লালসেনের আর কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, বল্লালসেনের মাতার নাম বিলাসদেবী ছিল। তিনি সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মণকে দানের দক্ষিণাস্বরূপ বাল্লহিট্টা নামক গ্রাম অর্পণ করেন। যিনি এই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয়। এই তাম্রশাসনের সবিস্তৃত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ব্যোমকেশ বাবু পরিষদে এই তাম্রশাসন আবিষ্কার সংবাদ প্রদান করার জন্য, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইবার প্রস্তাব করেন এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত একটী গজদন্ত প্রদর্শন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ৫।৬ শত বৎসর যে সমস্ত সঙ্গীতাভিনয় বঙ্গবাসীকে আনন্দ প্রদান করিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাভাষ বিবৃত করেন। তাঁহার মতে সঙ্গীত-সাহিত্য বহু প্রাচীন এবং বর্ত্তমান যাত্রাভিনয়ের ন্যায় যাত্রার গান পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে আমরা ইহা জানিতে পারি। প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, শিবযাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামযাত্রা তৎপরবর্ত্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও কৃষ্ণযাত্রা রামযাত্রার বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে শিবসঙ্গীত ও শক্তিসঙ্গীত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের বহুপূর্ব্বে প্রাচীন গৌড় গীতাভিনয়ের জন্য ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শাক্ত-সম্প্রদায় সঙ্গীতমালার অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালী বুদ্ধদেবের উপাখ্যান গীতাভিনয়ে পরিণত করিয়াছিল। বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে মনসার ভাসান এবং মঙ্গলচণ্ডীর গানের প্রভাব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের যুগে কৃষ্ণলীলার সঙ্গীত-তরঙ্গ বঙ্গদেশকে একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। পঞ্চানন বাবু বলেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গীত-সমুদ্র নামক একলক্ষ সঙ্গীতপূর্ণ বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবেন। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের ইতিহাস তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চারিটি শ্রেণীতে এবং দ্বাদশটী সম্প্রদায়ে বিভাগ করিয়াছেন। আদি যুগের পাঁচালী হইতে বর্ত্তমান যাত্রাভিনয় পর্য্যন্ত সমস্ত সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের ক্রম-বিকাশের স্থূল পরিচয় প্রদান করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে কি কি গীতাভিনয় হইত, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা তিনি প্রদান করেন।

সঙ্গীত সাহিত্যে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসেরও ভগ্নাংশ আছে, প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গত তাহারও উল্লেখ করেন ও তৎপরে তিনি ঝুমুর, কবি, পাঁচালী, যাত্রা, জারি, গাজীর গীত, কীর্ত্তন, ঢপ, বাউল, তর্জ্জা প্রভৃতি বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের আভাস প্রদান করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রেরিত "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। বঙ্গ-সাহিত্য এই সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি আরও বলেন যে, হরিদাস বাবুর মতে মাণিক দত্ত মালদহের লোক, কিন্তু বীরভূম জেলাতেও কুল্লরা দেবীর পূজা হইয়া থাকে ও এই জেলাতে কেন্দুবির গ্রাম আছে। সুতরাং মাণিক দত্ত মালদহের লোক না হইয়া বীরভূমের লোকও হইতে পরেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অধ্যাপক মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনের জন্য শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৮শে ফাল্গুন (১৩১৮), ১২ই মার্চ্চ (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্থানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নূতন সভ্য-নিয়োগ, ৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ প্রস্তাব, ৬। প্রদর্শন,—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় প্রদত্ত সীতারাম রায়ের মন্দিরের ইষ্টক ও ফটো, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রদত্ত সপ্তগ্রামের ইষ্টক, (ঘ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় প্রদত্ত গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইষ্টক, (ঙ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺বঙ্কিমচন্দ্র, ৺কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পত্র, ৭। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দ্রাবিড়-ভ্রমণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "গৌড়-মাগধ ধাতুমূর্ত্তি" ৮। শোক-প্রকাশ—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ পাল ও হরিপদ আচার্য্য মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ (সভাপতি)

মহারাজ কুমার „ বনওয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

„ জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ

„ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ

„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেশচন্দ্র সরকার

„ যোগেশচন্দ্র সিংহ

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ পুলিনবিহারী দত্ত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

„ উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্

„ গৌরচন্দ্র রায়

„ সুশীলচন্দ্র নিয়োগী

„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

„ মন্মথমোহন ঘোষ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ সুরেন্দ্রনাথ রায়

„ সরলচন্দ্র ঘোষ

„ মন্মথনাথ রায়

„ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত

„ করুণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

কার্য্য-বিবরণী

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন স
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাপ্রিয় চৌধু
		১৮।৩ ব
ামকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীভুবনমোহন বি
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামলাল সিংহ
		মোর
	,,	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (
		মোরা
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী	শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যো
		গবর্ণমেণ্ট উকিল
,,	,,	শ্রীসুধীরকুমার সেন
		সব-ডেঃ কালেক্টর, ক
,,	,,	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘে
		ডেপু
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
		সুপারভাইজর, পি, ডব্লু,
,,	,,	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দ
		Supdt, Bijn
		অভয়াপুরী, গোয়াল
,,	,,	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে
		৩০ সা
,,	,,	শ্রীন্যায়াঞ্জন ভট্টাচা
		ডেপুটী
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় (
		১০২।১ সা
,,	,,	শ্রীকালীপদ মজুমদা
		Foreign Dept, Govt of Ind
,,	,,	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখো
		Executive Engineer's Office
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লি
		Bengal Mess, Shweb

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীরজনীকান্ত দেব বি এ	২৬০। শাহা জলাল বা শ্রীহট্ট
শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	২৬১। সামাজিক সমস্যা
শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২৬২। তারা
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দত্ত	২৬৩। চিত্র বিজ্ঞান
শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্	২৬৪। হিন্দী শিক্ষা
শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত	—২৬৫। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১ম ভাগ) ২৬৬। সিপাহী ইতিহাস (২য় ভাগ) ২৬৭। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৩য় ভাগ) ২৬৮। যুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ ভাগ) ২৬৯। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (২৭০। আর্য্যকীর্ত্তি ২৭১। ভারতকাহিনী ২৭২। ভারতপ্রসঙ্গ ২৭৩। ইতিহাস। ২৭৪। প্রতিভা ২৭৫। ভীষ্ম-চরিত ২৭৬। বীরমহিমা ২৭৭ চরিত ২৭৮। নবভারত ২৭৯। আমাদের জাতীয় ভাব ২৮০। স্বর্গীয় ঈশ্বর সাগর ২৮১। বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮২। পানিনি-বিচার ২৮৩। ঐতিহা
শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২৮৪। শিবরাত্রি ব্রতকথা
শ্রীনলিনীকান্ত দাস	২৮৫। অশ্রুকণা
শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	২৮৬। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির
শ্রীমৌলবী সেক আবদুল জব্বার	২৮৭। জেরুসালম বা বয়তুলমোকদ্দ ইতিহাস (১
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন	২৮৮। আসাম, গোয়ালপাড়া ও আস
শ্রীগৌরহরি সেন	২৮৯। Report of the Chittany for 1908 190
	পুথি
শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি	১। সংস্কৃতকোষ গ্রন্থ (অসম্পূর্ণ)

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ মহাশয় এক্ষণে আসাম গৌহাটিতে আছেন, তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাহক-সমিতিতে যোগদান করা অসম্ভব, কাজেই-তিনি উহার সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ২০ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে সদস্য পদে বরিবার প্রস্তাব করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

...মকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মালদহের প্রবীণ সাহিত্য-...সে-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের একজন ...এবং হিতৈষী। নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইনি পরিষদের উপকার করিয়া আসি-...এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি যে প্রকার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঐতিহাসিক ...র্ষণায় লিপ্ত আছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহাকে পরিষদের বিশেষ ...শ্রেণীতে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, অতএব আমি ইঁহাকে বিশেষ সভ্যরূপে ...করিবার প্রস্তাব করিতেছি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই ...র সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে হাজারীবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের প্রেরিত চারিখানি ফটোগ্রাফ ও ছয়খানি চিত্রযুক্ত ইষ্টক প্রদর্শন করাইয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, যোগেন্দ্র বাবু রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়া এই চারিখানি ফটোগ্রাফ ও এই ইষ্টক কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। ফটো চারিখানির মধ্যে একখানি রাজা সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রাম সাগর' নামক দীঘির অপর কদলীবৃক্ষযুক্ত ফটোখানি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের, আর একখানি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরাবশেষের এবং অবশিষ্ট-খানি 'জোড় বাংলা' নামক মন্দিরের। ইষ্টক কয়েকখানির মধ্যে একখানিতে কল্কী অবতারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ মানসী পত্রিকায় (১৩১৭ ফাল্গুন) ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমাদ্দার মহাশয়ের এই উপহারগুলি পরিষদের চিত্রশালায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণের পার্শ্বে রক্ষিত হইবে। আমি প্রস্তাব করি, এই দানের জন্য পরিষৎ হইতে সমাদ্দার মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানান হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় সপ্তগ্রামের পীর জামালুদ্দীনের কবর হইতে যে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, এক সময়ে যে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল, বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, আজ সেখানে এই পীর জামালুদ্দীনের কবর ভিন্ন আর কোন অট্টালিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এই সমাধি-মন্দির পীর সাহেবের পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। লোকে ইহাকে মীর্জ্জা সাহেবের দরগা বলে।

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে যজ্ঞেশ্বর বাবু উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার লিখিত "দ্রাবিড়ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু কাসিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যার প্রতিপালক মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে যে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহাকে দুই তিন বার দ্রাবিড়ভ্রমণ করিয়া আসিতে হইয়াছে। সেই ভ্রমণে তিনি দ্রাবিড়স্থ হিন্দুসমাজের যে আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারই স্থূল স্থূল কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। সভাস্থ সকলে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রব
মহেন্দ্রনাথ ভাবসাগর মহাশয় আধুনিক প্রবন্ধ রচনার রীতির উপর সার
করিলে পর, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জ

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গবাসীর ভূতপূ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ব
অভাবে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে নিশ্চয়, তদ্ভিন্ন তিনি শেষ দ
আমাদের সামাজিক আচারব্যবহারগুলির যেরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা লিখিতেছি
লিখিবার লোক দিন দিন অভাব হইতেছে। ৺ভূদেব বাবুর পর একার্য্যে ইনিই
ছিলেন, কিন্তু বেশী কিছু লিখিবার পূর্ব্বে কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তাঁহার জী
সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল ইংরাজী বাঙ্গালা—উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গি
ইংরাজীতে আমাদের শাস্ত্র-মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিবার তাঁহার একটা বিশেষ প্রবৃত্তি, অধ্য
শক্তি ছিল। রামায়ণাদিও তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা
নভেলই বেশী লিখিয়াছেন, তাহার অনেক গুলির কথাবস্তুও আবার ইংরাজী উ
হইতে গৃহীত হইলেও ভাষার উপর তাঁহার এতটা অধিকার ছিল যে, তিনি স্বচ্ছন্দে
ঘটনা ও ভাব দেশীয় ভাবে-ভাষায় বেমালুম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি কয়েক
কয়েকখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাহাতেও
কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার একটি মহৎ গুণের প
এই যে, তিনি নিজে বহুগ্রন্থ লিখিয়া অপরের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাহি
নিঃস্বার্থতা আজকালকার দিনে বড় কম কথা নহে।

৺হরিপদ আচার্য্য মহাশয় পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন। আমাদের প
যদের নিয়মানুসারে আমি এই সকল ব্যক্তির পরিবারগণকে সমবেদনা জানাইবার প্রং
করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ বসু বি এ সেটেলমেণ্ট কাননগো, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ।
শ্রীব্যোমাকেশ মুস্তফী	”	শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ ডেপুটী, মাঃ, কাঁথি, মেদিনীপুর
”	”	শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কাঁথি, মেদিনীপুর।
”	”	শ্রীমধুসূদন জানা সম্পাদক, “নীহার”, কাঁথি।
”	”	শ্রীবারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ ব উকীল, কাঁথী হী
		শ্রীবিশ্বনাথ মাইতি গ উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর তেব
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	”	এস্ ঘোষ দেব সম্পাদক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ, কানপুর দ্যা-
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	”	কে, সি, বসু ঠ ২ কালাচাঁদ সান্যালের লেন
শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅধরকৃষ্ণ বসু ৯০ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	”	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বার্য ম্যানেজার, কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা, দিনাজপুর গু
”	”	শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্ম্মণ তাজহাট রাজবাড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর
শ্রীরামকমল সিংহ	”	শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়া, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরচন্দ্র রায় ডিল্লি দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ২৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রী
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	”	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ৬ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	”	শ্রীমোহনবিহারী আঢ্য ১০ রাঙ্গাবাম অক্রুরের লেন।

ভাপতি শ্রীযুক্ত সাবদাচবণ মিত্র এম্ এ, বি এ মহাশয উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-
ক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ মহাশয সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন।
পব অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিববণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি প্রস্তাব ও সমর্থনেব পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
হমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযামিনীবঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, ২৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
”	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এল্ সব্ ডেঃ কালেক্টর, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।
বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী	”	শ্রীশিশিবকুমাব মিত্র ৬৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ অধ্যাপক, সিটি কলেজ ৫।২ হেরম্বচন্দ্র দাসেব লেন।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমাব দত্ত	”	শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত পোর্ট কমিঃ অফিস, চট্টগ্রাম।
”	শ্রীতাবাপ্রসন্ন গুপ্ত	মিঃ আব কিমুরা এম্ এ Tetugakushi, Budhist Temple, Anath Bazar, Chittagong.
শ্রীতাবকচন্দ্র বায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায	শ্রীবনওয়াবিলাল গোস্বামী মুন্সেফ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন্ ডেঃ কালেক্টব, কাটোয়া।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব্ ডেঃ কালেক্টর, কাটোয়া।
”	”	শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ সব্ বেজিষ্টার, কাটোয়া।
শ্রীবিবজাকান্ত ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশীবেন্দ্রমোহন বল উথুবি, গফবগাঁ, ময়মনসিংহ।
”	”	শ্রীবমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেঙ্গা, মগলাবাজার, শ্রীহট্ট।